শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ-প্রণীতা

শ্রীশ্রীস্তবমালা

মূল শ্লোক, বঙ্গানুবাদ ও পদ্যানুবাদসহ

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের
মনোঽভীষ্টানুসারে
প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপাভিলাষিণী

শ্রীঅপর্ণা দেবী

কর্তৃক

সম্পাদিত

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-বাসর ঃ

জ্যৈষ্ঠী-পূর্ণিমা শ্রীগৌরাব্দ ৪৯৪

১৪ আষাঢ় ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ,

২৮ জুন ১৯৮০ খৃষ্টাব্দ।

প্রথম সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলি-৩

ও

অন্যান্য শাখা মঠ সমূহে
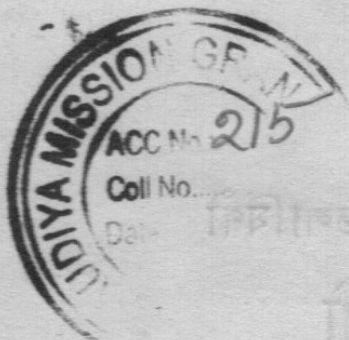
মুদ্রাকর ঃ

শ্রীনিবাসদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীভাগবত প্রেস,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার

কলিকাতা-৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥"

নিবেদন

পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীরূপানুগভক্তবৃন্দের শ্রীচরণকমলে সাষ্টাঙ্গদণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্বক নম্র নিবেদন,—

আমার নিত্যমঙ্গল বিধানের নিমিত্ত পতিতপাবন পরম করুণাময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের প্রেরণায় কতিপয় বর্ষ পূর্বে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভুপাদ-বিরচিত শ্রীশ্রীস্তবমালার পদ্যানুবাদ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য কৃপাদেশ প্রাপ্ত হই। অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদের অপ্রাকৃত কাব্যের রসাস্বাদনে আমি সম্পূর্ণ বঞ্চিতা, আপন অনন্ত অযোগ্যতা-বশতঃ আমি হৃদয়ে অতিশয় বেদনা বোধ করিয়া থাকি। নিজকে এই সেবাকার্যের একান্ত অসমর্থ জানিয়াও কেবলমাত্র শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববৃন্দের কৃপাজ্ঞা পালনের জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পরমকরুণ অদোষদরশী শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববর্গের শুভাশীর্বাদই এই সেবাকার্যে একমাত্র সম্বল। পরমপূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোক্ত পংক্তি কয়টি বারংবার স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে।

"মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস।
(শ্রীগুরু-) বৈষ্ণব-আজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল ॥"

পরমোদার, কৃপাসিন্ধু গুরুবৈষ্ণবগণ এই পতিতাধমার অশেষ অপরাধ ক্ষমা করিয়া এই পদ্যানুবাদের ভ্রম-প্রমাদাদি সংশোধনান্তে পাঠ করিবেন, এই বিনীত প্রার্থনা।

গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ এই গ্রন্থ প্রকাশনে বিশেষ সহায়তা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ ও শ্রীমতী লক্ষ্মীমতী দাসগুপ্তা এই শ্রীগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীনিবাস দাসব্রহ্মচারী প্রুফ্ দেখার কার্যে প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার অকপট সাহায্য না পাইলে শ্রীগ্রন্থটির প্রকাশই অসম্ভব হইত বলিয়া মনে হয়। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে তাঁহার নিত্য-কল্যাণ বিধানের নিমিত্ত আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীপাদ প্রভুপাদ ব্রহ্মচারী (বোম্বে), শ্রীযুতা যশোদা দাশগুপ্তা (কাশী), শ্রীযুতা সুধারাণী গড়াই (আসানসোল) প্রমুখ ভক্তগণ গ্রন্থমুদ্রনে অর্থ-আনুকূল্য করিয়াছেন।

আমার অযোগ্যতার কোনও সীমা নাই। অপ্রাকৃত রসিককুল-মুকুটমণি শ্রীশ্রীল রূপপাদের স্তবমালার পদ্যানুবাদে অসংখ্য ভুলত্রুটি সংঘটিত হইয়াছে; পরিশেষে তজ্জন্য শ্রীশ্রীরূপানুগ গুরুবৈষ্ণবঠাকুর-বৃন্দের শ্রীপদারবিন্দে অবনতমস্তকে মার্জনা যাচ্ঞা করিতেছি। যদি এই গ্রন্থ পাঠে কাহারও হৃদয়ে পরানন্দরসের এক কণিকাও সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলেই আপনাকে ধন্যাতিধন্যা জ্ঞান করিব। ইতি—

শ্রীধাম বৃন্দাবন
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-বাসর, ১৪ আষাঢ়, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশ্রীরূপানুগভক্তবৃন্দের
শ্রীপাদপদ্মরেণুভিখারিণী দীনাতিদীনা
শ্রীযুতা অপর্ণা দেবী।

সূচীপত্র

বিষয়াঃ	পদ্যসমষ্টিঃ	পত্রাঙ্কাঃ
শ্রীপ্রেমসুধাসত্রাখ্যং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী-নামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্	৪২	১২৬-১৪৫
শ্রীশ্রীরাধাষ্টকম্	৯	১৪৬-১৫২
প্রার্থনাপদ্ধতিঃ	৭	১৫৩-১৫৬
চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ	২৪	১৫৭-১৬৬
শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বাসংপ্রার্থনাষ্টকম্	৯	১৬৭-১৭২
শ্রীশ্রীরাধামাধবয়োর্নামযুগাষ্টকম্	৩	১৭৩-১৭৪
শ্রীশ্রীব্রজনবীনযুবদ্বন্দ্বাষ্টকম্	৯	১৭৫-১৮২
,, ধ্যানঃ	১	১৮৩
কার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রম্	৪৫	১৮৪-২০৩
উৎকলিকাবল্লরিঃ	৭১	২০৪-২৫৫
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ কুঞ্জাদ্বেশ্মাগমনম্	২	২৫৬-২৫৭
ছন্দোঽষ্টাদশকম্	৪৪ + বি°১৮	২৫৮-৩২৮
শ্রীনন্দোৎসবাদিচরিতম্		২৫৮-২৬৪
শকটতৃণাবর্ত্তভঙ্গাদি		২৬৫
শকটারিষ্টদৈত্যবধঃ		২৬৫
তৃণাবর্ত্তবধঃ		২৬৬-২৬৭
নামকরণসংস্কারঃ		২৬৮-২৬৯
মৃদ্ভক্ষণ-লীলা		২৭০
দধিহরণম্		২৭১
যমলার্জ্জুনভঞ্জনম্		২৭২-২৭৫
শ্রীবৃন্দাবন-গোবৎসচারণাদি-লীলা		২৭৬-২৭৮
বৎসচারণাদি-চরিতম্		২৭৯-২৮২

গীতসমষ্টিঃ—৪২ ; বিরুদসমষ্টিঃ—১৯

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-বিরচিত

শ্রীশ্রীস্তবমালা

—:::০:::—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীমদীশ্বর-রূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত ॥ ১ ॥
পূর্ব্বং চৈতন্যদেবস্য কৃষ্ণদেবস্য তৎপরম্।
শ্রীরাধায়স্ততঃ কৃষ্ণরাধয়োর্লিখ্যতে স্তবঃ ॥ ২ ॥
বিরুদাবলী ততো নানাচ্ছন্দোভিঃ কেলিসংহতিঃ।
ততশ্চিত্রকবিত্বানি ততো গীতাবলী, ততঃ ॥ ৩ ॥
ললিতা-যমুনা-বৃষ্ণিপুরী-শ্রীহরিভূভৃতাম্।
বৃন্দাটবী-কৃষ্ণনাম্নোঃ ক্রমেণ স্তব-পদ্ধতিঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—আমার পিতৃব্য শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী, যিনি ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহের স্তব রচনা করিয়াছিলেন, ভক্তগণের কণ্ঠভূষণ হইবে বলিয়া নানাস্থানস্থিত ঐ সমুদয় স্তবগুলি যথাক্রমে সংগ্রহপূর্বক তদীয় শিষ্য জীব নামক আমি উহা মালাকারে প্রস্তুত করিলাম ॥ ১ ॥

ইহাতে প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের স্তব, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব, তৎপরে শ্রীরাধিকার-স্তব, তৎপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তির স্তব লিখিত হইল। তৎপরে বিরুদাবলীচ্ছন্দে (যাহার প্রত্যেক চরণে নবাক্ষর আছে), তৎপরে নানাবিধচ্ছন্দে নন্দোৎসবাদি কংসবধ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের

লীলাবিস্তার, তৎপরে চক্রবন্ধাদি চিত্রকাব্য, তৎপরে গীতাবলী, তৎপরে ললিতা, যমুনা, মথুরাপুরী, গোবর্দ্ধনপর্ব্বত, শ্রীবৃন্দাবন ও কৃষ্ণনাম—এই সমুদয়ের স্তবাবলী যথাক্রমে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের স্তব যথা—॥ ২—৪ ॥

পদ্যানুবাদ—শ্রীভক্তিরসামৃত নামক গ্রন্থ নির্মাণকারী,
পূজ্যতম মদীশ্বর, শ্রীরূপ নামধারী
প্রভুপাদ কর্তৃক যতনে বিরচিত,—
সুমধুর স্তবমালা,—তদীয় আশ্রিত,—
'জীব' নামা আমাদ্বারা, হয়ে' সংগৃহীত,—
যথাক্রমে গ্রন্থরূপে হ'ল নিবেশিত ॥ ১ ॥
প্রথমেই 'মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের',
তারপর 'ব্রজচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণদেবের',
তৎপরে 'শ্রীমতী রাধিকা সুন্দরীর',
তদন্তরে 'কৃষ্ণ রাধা যুগল-মূর্তির,—
স্তবাবলী ক্রমে ক্রমে হ'তেছে লিখিত ॥ ২ ॥
তারপরে 'শ্রীগোবিন্দ বিরুদ্-আবলী',
পরে 'নানাবিধ ছন্দোবদ্ধ শ্লোকাবলী',—
নন্দোৎসব আদি, চারুকেলি সমুদয়,—
তদন্তর—'দ্ব্যক্ষরাদি' চিত্র-কবিতাচয়,—
তারপর সুললিত লীলা 'গীতাবলী'—
শেষে, শ্রীললিতা-যমুনা, মথুরা নগরী,
গোবর্ধন, বৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণ নামের,—
স্তবরাজি লিখিত হ'ল এই শ্রীগ্রন্থের ॥ ৩—৪ ॥

———

অথ শ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রথমাষ্টকম্

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ? ॥ ১ ॥
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যাতি পদম্ ? ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বদা যাঁহাকে উপাসনা করিতেছেন, যিনি স্বরূপদামোদর প্রভৃতি ভক্তগণকে বিশুদ্ধ স্বীয় ভজন-প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, সেই অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন ? ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—শ্রীঅদ্বৈত-হরিদাস আদিরূপে,
মনুষ্য শরীর ধরিয়া ভবে,
ভজিলেন যাঁরে, প্রীতিসহকারে,
শঙ্কর, বিরিঞ্চি দেবতা সবে ॥
স্বরূপাদিপ্রিয় ভক্তগণে যিনি,
শিখালেন শ্রীমান্ শ্রীচৈতন্যদেব,
দেখাবেন কি পুনঃ চরণ তাঁর ? ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের অভয়দাতা ও নিখিল উপনিষদের লক্ষ্য স্থান, যিনি মুনিগণের ঐহিক-পারত্রিকের সর্ব্বস্ব ও ভক্ত-

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্নশ্রীবাসো জনিতপরমানন্দ-গরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতিকৃপোৎসেকতরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ? ॥ ৩ ॥

বৃন্দের সাক্ষাৎ মাধুর্য্যস্বরূপ এবং ব্রজবনিতাদিগের প্রেমসার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আবার কি আমি দেখিতে পাইব ? ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—যিনি ইন্দ্রাদির অভয় আশ্রয়, মহামুনিদের সর্ব্বস্বধন,
নিখিল শ্রুতির সর্বশেষ গতি,
প্রণত-ভকতি-মাধুরী ঘন।
কমললোচনা গোপললনার,
(সেই) প্রেমসুধা সার গৌর কি আর,
করুণার বশে, এই দীনহীনে,
দেখাবেন রাঙ্গাচরণ তাঁর ? ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি জগতে স্বরূপ অর্থাৎ অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহ করিয়া দ্বৈতভাবে অর্থাৎ যুগলভাবে অবস্থান করিতে ভালবাসেন, সর্ব্বদা চরণ সেবা করিব বলিয়া লক্ষ্মী যাঁহার নিকট বিরাজ করিতেছেন, যিনি জন্ম হেতু জগতের অসীম আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন এবং যিনি গ্রহগ্রস্ত গজেন্দ্রের মোক্ষণে অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই চৈতন্যরূপ হরি কি আমার লোচনপথের পথিক হইবেন ? ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—জগতে অতুল প্রিয় স্বরূপেরে,
কৃপামৃতে যিনি করেছে পুষ্ট।
যিনি অদ্বৈতের প্রাণ-প্রিয়তম, প্রপন্ন শ্রীবাসে পরম তুষ্ট ॥
পরমানন্দ পুরীর গৌরব, প্রকাশিলা যিনি অবনীতলে।

রসোদ্দামা কামার্ব্বুদমধুরধামোজ্জ্বল তনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরণিকরবিদ্যোতিবসনঃ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিকরুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ? ॥ ৪ ॥
হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ? ॥ ৫॥

অবিদ্যা-পীড়িত দীনজনগণে,
উদ্ধারিলা নিজ করুণা বলে ॥
উৎকলপতি গজপতি-প্রতি, কৃপামৃতবর্ষী শ্রীগৌরহরি।
আর কি আপন কমলচরণ,
দেখাবেন মোরে করুণা করি ? ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—ভক্তিরসাস্বাদনে যিনি উন্মত্ত, অর্ব্বুদ সংখ্যক কন্দর্পের কান্তির ন্যায় যাঁহার শরীর কান্তি, যিনি যতিগণের শিরোভূষণ, প্রভাত-কালের সূর্য্যের কিরণের ন্যায় অরুণ বর্ণ যাঁহার বসন এবং যিনি শরীর কান্তি দ্বারা সুবর্ণরাশির প্রচুর শোভাকেও পরাভব করিতেছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ? ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—প্রেমরসাস্বাদে পরমমত্ত তনু কোটি কাম সমুজ্জ্বল,
তরুণ-অরুণ-রাতুল-বসন, পরিধানে যাঁ'র সুমনোহর।
যতিরাজকুল-শিরোভূষামণি,
হেমকান্তিজয়ী গৌরাঙ্গ হরি,
আর কি আপন কমল চরণ,
দেখাবেন মোরে করুণা করি ? ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে ও উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া,
মুহুর্ব্বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি প্রচলনরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ? ॥ ৬ ॥

কটিসূত্রে যাঁহার সুন্দর বামহস্ত সুশোভিত, যিনি বিশাল নয়ন ও আজানুলম্বিত বাহু, সেই চৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন ? ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—'হরেকৃষ্ণ' নাম উচ্চসংকীর্তনে,
রসনা যাঁহার নৃত্য করে,
গ্রন্থি-সমন্বিত কটি-সূত্রোপরে বামকর নামসংখ্যা ধরে।
(সেই) অর্গলসম খেলাঞ্চিত বাহু,
আয়তলোচন শ্রীগৌরহরি,
ঐ নয়নপথে আর কোনদিন,
দিবেন কি দেখা করুণা করি ? ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—সমুদ্রতীরে উপবন সমূহ পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া অমনি বৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায় প্রেমভরে যিনি অধৈর্য্য হইতেন এবং কোথাও বা অনবরত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হেতু যাঁহার রসনা নিয়ত চঞ্চল হইতেছে, সেই ভক্তিরসাস্বাদনকারী শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়ন-পথে আবির্ভূত হইবেন ? ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—যিনি সিন্ধুতীরে উপবন হেরি,
প্রণয়-আবেশে বিবশ হ'ন,
স্মৃতি-পটে জাগে, যমুনাতটের,
শ্যামল-শোভন বৃন্দাবন।

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবী নীলাচলপতে-
রদভ্র-প্রেমোর্মিস্ফুরিত-নটনোল্লাস বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ? ॥ ৭ ॥
ভুবং সিঞ্চন্নশ্রুস্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ,
পরীতাঙ্গো নীপস্তবক-নবকিঞ্জল্ক-জয়িভিঃ।
ঘনস্বেদস্তোমস্তিমিততনুরুৎকীর্তনসুখী,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ? ॥৮॥

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে চঞ্চল-রসনা—
ভকতি-রসিক সে' গৌরহরি,
ঐ নয়ন পথে আর কোনদিন,
দিবেন কি দেখা করুণা করি ? ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখবর্তী পথমধ্যে বৈষ্ণবগণ মহানন্দে নাম-সংকীর্তন আরম্ভ করিলে যিনি তৎসঙ্গী হইয়া মহাপ্রেমতরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে বিবশ হইতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন ? ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—রথে অধিরূঢ় নীলাচল নাথে,
হেরি' পুরোভাগে, পথের' পরে,
নটন-উল্লাসে হইলে বিবশ, মধুর পীরিতি-তরঙ্গ-ভরে।
কৃষ্ণ-গীতিরত বৈষ্ণবগণে, পরিবৃত হ'তো শ্রীতনু যাঁর,
সেই গৌরহরি নয়ন গোচর,
হবেন কি কভু পুনর্ব্বার ? ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি সংকীর্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে অনবরত তদীয় অশ্রু ধারায় ধরাতল অভিষিক্ত হইত এবং কদম্ব কুসুমের কেশরের ন্যায়

অধীতে গৌরাঙ্গস্মরণ-পদবীমঙ্গলতরং,
কৃতী যো বিশ্রম্ভস্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্
পরানন্দে সদ্যস্তদমলপদাম্ভোজযুগলে,
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেমলহরী। ৯॥

যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিব্যাপ্ত হইত ও নিবিড় ঘর্ম্ম-জলে যাঁহার সর্ব্ব শরীর আর্দ্র হইত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়ন গোচর হইবেন ? ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি অবিরল লোচনপ্রবাহে,
সিক্ত করিতেন ধরণীতল,
সকল শরীর পুলকে পূরিত, জিনিয়া কদম্ব কেশরদল।
দরবিগলিত ঘরম-ধারায়, ভিজিত সমস্ত শ্রীঅঙ্গ যাঁর
উচ্চসংকীর্ত্তনে পরমানন্দী,
(সেই) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মূরতি সার,
করুণার বশে নয়ন-গোচর,
হবেন কি কভু পুনর্বার ? ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে বিশুদ্ধান্তঃকরণে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণ-পদ্ধতিস্বরূপ এই অষ্টক পাঠ করিবেন, তাঁহার আনন্দময় সেই চৈতন্যদেবের পাদপদ্ম-যুগলে সুবিস্তীর্ণ প্রেম-লহরী উচ্ছলিত হউক এইমাত্র প্রার্থনা করি ॥ ৯॥

পদ্যানুবাদ—গৌরাঙ্গদেবের স্মরণ-সহায়, পরমমঙ্গল এ শ্লোকাষ্টক,
করিবেন পাঠ, অমলবুদ্ধি, বিশ্বাসী, কৃতী, যেই সাধক।
গোরার অমল-চরণ-কমলে, পরানন্দে সদ্য অন্তরে তাঁর,
প্রেমের লহরী হোক বর্ধিত, নিত্য নিয়ম চমৎকার ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য প্রথমাষ্টকং সমাপ্তং ॥

অথ শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়াষ্টকম্

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১॥
চরিত্রং তন্বানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদনপদং,
জয়োদ্ঘোষৈঃ সম্যগ্বিরচিতশচীশোকহরণঃ।
উদঞ্চন্মার্তণ্ডদ্যুতিহর-দুকূলাঞ্চিতকটিঃ,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ—কলিযুগে পণ্ডিতগণ নাম সংকীর্তনময় যজ্ঞদ্বারা যাঁহাকে উপাসনা করেন, যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও শ্রীমতী রাধিকার অতিশয় কান্তি দ্বারা গৌরবর্ণ হইয়াছেন এবং চতুর্থাশ্রমি পরমহংসদিগেরও উপাস্য বলিয়া পণ্ডিতেরা যাঁহাকে কীর্তন করেন, সেই চৈতন্যাকৃতি মহাপুরুষ আমাকে অনুকম্পা করুন ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—
স্বরূপে হয়েও যিনি শ্যামলবরণ,
শ্রীরাধাচ্ছটায় কৈল গোরাঙ্গ ধারণ,
কলিযুগে সংকীর্তন-যজ্ঞে বুধগণ,
সাক্ষাদ্‌ভাবে যাঁ'র করি আরাধন,—
নিখিল সন্ন্যাসী-কুল উপাস্য-রতন,
জানিয়া সতত যশঃ করেন বর্ণন।
পরমদেবতা সেই চৈতন্য-মূরতি,
করুন প্রচুর কৃপা, আমাদের প্রতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি শান্তিপুর-ধামের প্রতি পথে ও প্রতি ভক্তের গৃহে পাপিজনের আনন্দকর নিজ চরিত্র অর্থাৎ হরিনাম সংকীর্তন করিতে

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী,
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৩॥

করিতে (পতিতপাবন কৃষ্ণের জয় হউক) এইরূপ জয় ঘোষণা দ্বারা পুত্রশোকাতুরা শচীদেবীর শোকাপনোদন করিয়াছিলেন এবং নবোদিত অরুণ-কিরণের ন্যায় অরুণ-বর্ণ বসনে যাঁহার কটিদেশ সুশোভিত, সেই চৈতন্যাকৃতি শচীনন্দন আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—শান্তিপুরে প্রতি পথে প্রতি ভক্তালয়ে,
ভ্রমণ করিয়া যিনি, সদয় হৃদয়ে,
স্ব-প্রিয় চরিতাবলী—কৃষ্ণসংকীর্তন,—
পাপীজনানন্দপ্রদ, যাঁহার শ্রবণ—
জয়জয় নাদে তাহা করিয়া প্রচার,
হরণ করেছিলেন, শচী-শোক-ভার।
যাঁর কটিদেশে শোভে, পরম, শোভন,
নবোদিত রবিকর জিনি, সুবসন,
পরম দেবতা সেই চৈতন্য-মূরতি,
করুন প্রচুর কৃপা আমাদের প্রতি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি মধুর রস আস্বাদন করিবেন বলিয়া, ব্রজবনিতা-দিগের অপার মাধুর্য্যভাব অপহরণ পূর্ব্বক তদীয় কান্তি অঙ্গীকার করতঃ স্বীয় রূপ গোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি গৌরাঙ্গদেব আমা-দিগকে সাতিশয় অনুকম্পা করুন ॥ ৩ ॥

অনারাধ্যঃ প্রীত্যা চিরমসুরভাবপ্রণয়িণাং,
প্রপন্নানাং দৈবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি।
অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দমধুরঃ,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচরণে ব্রজগোপীদের রতি,
অকথ্য অপার-রম্য, সুমধুর অতি,—
তাহা উপভোগতরে, যবে হৈল মন,
তখন কুতুকী যেই পুরুষ পরম,
সে' পীরিতি-রসরাশি করিয়া হরণ
আপনার কৃষ্ণকান্তি করি' আবরণ,—
ব্রজাঙ্গনা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধার
প্রতপ্ত-কাঞ্চন-কান্তি কৈলা অঙ্গীকার,
পরম দেবতা সেই চৈতন্য-আকৃতি।
করুন প্রচুর কৃপা আমাদের প্রতি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি অসুর-ভাবাপন্ন তামসী দেবতার উপাসক ব্রাহ্মণ-গণের অনুপাস্য হইলেও জগতে সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন দেবভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণের একমাত্র আরাধ্য হইয়াছেন এবং স্বাভাবিক আনন্দময় ও মধুরমূর্ত্তিতে যিনি জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি শচীনন্দন আমাদিগকে কৃপা করুন ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—যিনি শ্রীকমলাপতি, সাক্ষাৎ নারায়ণ
হইলেও, তামসিক দেবযাজিগণ,
পরমঙ্গীশ্বরজ্ঞানে আরাধিতে নারে,
যতিরাজজ্ঞানে মাত্র, প্রীতি করে যাঁ'রে।
দৈবী প্রকৃতিবান্ প্রপন্নগণের

গতির্যঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিত-নবদ্বীপমহিমা,
ভবেনালংকুর্ব্বন ভুবনমহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্।
পুনাত্যঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসাশ্রমপদং,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫ ॥

আরাধ্য দেবতা যিনি, অসংখ্য প্রাণের,
সহজ আনন্দময়,—শ্রীমান প্রচুর,
নিরন্তর জয়যুক্ত প্রেমের ঠাকুর,
পরমদেবতা সেই চৈতন্য-আকৃতি।
করুন প্রচুর কৃপা, আমাদের প্রতি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি পুণ্ড্রদেশীয় অথবা নবদ্বীপের দক্ষিণস্থ কুলীনগ্রামের সীমার ভক্তগণের নিস্তারকারী, যিনি বিশেষরূপে নবদ্বীপের মহিমা বিস্তার করিয়াছেন ও যিনি নবদ্বীপে বৈদিক ব্রাহ্মণবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ভুবনপূজ্য ঐ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং যিনি পরমহংসাশ্রম অঙ্গীকার করিয়া ভক্তি-শিক্ষা দ্বারা ঐ আশ্রম পবিত্র করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি গৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে কৃপা করুন ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—কুলীন গ্রামের ভক্ত-নিস্তারকারক,
নবদ্বীপ-মহিমার যিনি প্রকাশক,
আপন জনমদ্বারা ভুবন-পূজিত,
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বংশ, করি উজলিত,
চতুর্থ-আশ্রমপদ নিজে অঙ্গীকারে,
সুপবিত্র কৈলা যিনি অশেষ প্রকারে,—
শ্রীচৈতন্যরূপী সেই দেবতা পরম।
প্রচুর করুণাধারা করুণ বর্ষণ ॥ ৫ ॥

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃতরসং,
দৃশোর্দ্বারা যস্তং বমতি ঘনবাষ্পাম্বুমিষতঃ।
ভুবি প্রেম্নস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লাসিততনুঃ,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬ ॥

তনুমাবিস্কুর্ব্বন্ নবপুরটভাসং কটিলসৎ-,
করঙ্কালঙ্কারস্তরুণগজরাজাঞ্চিতগতিঃ।
প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজনির্ম্মাল্যরুচিভিঃ,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং ন কৃপয়তু ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি প্রথমতঃ মুখদ্বারা হরিনাম-রূপ-অমৃত-রস পান করিয়া অনবরত অশ্রু-বিসর্জ্জনচ্ছলে নয়নদ্বারা ঐ রস যেন উদ্গীরণ করিতেছেন এবং জগতে প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যাঁহার কলেবর সর্ব্বদা উল্লসিত, সেই চৈতন্যাকৃতি মহাপ্রভু আমাদিগকে অনুকম্পা করুন ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—অপূর্ব প্রণয়-তত্ত্ব প্রকাশের তরে,
হরিনাম সুধারস আগে পান ক'রে,
পরে যিনি নিরন্তর অশ্রুপাতচ্ছলে,
উদ্গীরণ ক'রেছেন ঊষর ভূতলে।
সেই প্রেমানন্দঘন দেবতা পরম,
প্রচুর করুণাধারা করুন বর্ষণ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রতপ্তকাঞ্চনের ন্যায় যাঁহার শরীর কান্তি, যাঁহার কটি-দেশ করঙ্গরূপ অলঙ্কারে সুশোভিত এবং তরুণ গজরাজের ন্যায় যাঁহার প্রশস্ত গমন ও যিনি স্বয়ং প্রীতিপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রসাদ মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া নিজ ভক্তদিগকে শিক্ষা অর্থাৎ তোমরাও এই প্রকার আচরণ

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো,
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলীপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্বঃ কং বা প্রণয়তি নহি প্রেমনিবহং,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৮ ॥

করিও এই বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি মহাপুরুষ আমাদিগকে প্রচুর কৃপা করুন ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—কষিত কাঞ্চন-সম, কলেবর যাঁর।
কটিতে করঙ্ক-রূপ নব অলঙ্কার ॥
নবগজরাজ জিনি' যাঁ'র গতিভঙ্গী,
প্রসাদ-সেবনে যিনি অতি বড় রঙ্গী,
শ্রীহরি-নির্মাল্যে সদা রুচিতে আপন,
শিখাইলা যিনি নিজপ্রিয়জনগণ।
সেই দিব্যলীলাময় চৈতন্য মূরতি,
করুন কৃপাতিশয় আমাদের প্রতি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার ঈষদ্ধাস্য সহকৃত কৃপাকটাক্ষ সকলের শোক হরণ করিয়া থাকে, যাঁহার বাক্যারম্ভ জগতের কল্যাণসমূহ বিস্তার করে, যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সামান্য লোকেও সমধিক কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয়, সেই চৈতন্যাকৃতি শচীনন্দন আমাদিগকে সমধিক অনুকম্পা করুন ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—যাঁ'র মৃদু হাসিমাখা কৃপাবলোকন,
জগজন শোকরাশি করিছে হরণ,
অমৃত-মধুর বাণী-বিন্যাস যাঁহার,
এ' জগতে করে মহাকুশল বিস্তার,

শচীসূনোঃ কীর্ত্তিস্তবকনবসৌরভ্যনিবিড়ং
পুমান্ যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিল পদ্যাষ্টকমিদম্।
স লক্ষ্মীবানেতং নিজপদসরোজে প্রণয়িতাং,
দদানঃ কল্যাণীমনুপদমবাধং সুখয়তু ॥ ৯ ॥

পদাশ্রয় মাত্র যাঁর নিখিল-মানব
গোবিন্দ পদারবিন্দে লভে প্রেমোৎসব।
সেই দিব্যলীলাময় চৈতন্য-মূরতি।
করুন কৃপাতিশয় আমাদের প্রতি ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—শচীনন্দনের কীর্ত্তি কুসুমাবলীর গন্ধে সুগন্ধ পরিপূর্ণ এই পদ্যাষ্টক যে ব্যক্তি প্রীতমনে পাঠ করেন, সেই শ্রীমান্ শচীনন্দন কল্যাণময় নিজপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়া নিরন্তর তাঁহাকে সুখী করেন ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—শ্রীশচীনন্দনের, কীর্ত্তি-পুষ্প-স্তবকের,
নবীনসৌরভময়, এই পদ্যাষ্টকচয়।
শ্রদ্ধাযুক্তমনে, যে ভকতজনে, পড়িবেন সুনিশ্চয়,
লক্ষ্মীপতি সেই গৌরহরি তাঁ'রে,
আপনার পদ-সরোজ মাঝারে,
উত্তমা পীরিতি আর, অবিচ্ছিন্ন সুখ-সার
প্রদান করিয়া প্রীতমনে, দেন পরানন্দ অনুক্ষণে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়াষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবস্য তৃতীয়াষ্টকম্

উপাসিতপদাম্বুজস্ত্বমনুরক্তরুদ্রাদিভিঃ,
প্রপদ্য পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভ্রাজিতঃ।
সমস্তনতমণ্ডলীস্ফুরদভীষ্টকল্পদ্রুমঃ,
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শচীনন্দন! রুদ্রাদিদেবগণ মানবদেহ ধারণপূর্বক সর্ব্বদা তোমাতে অনুরক্ত হইয়া তোমার পাদপদ্ম উপাসনা করিতেছেন, তুমি জগন্নাথক্ষেত্রপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা সেই স্থানে আনন্দে বিরাজ করিতেছ এবং ভক্তমণ্ডলীর অভীষ্টদাতা কল্পবৃক্ষস্বরূপ, অতএব হে প্রভো! হে মুকুন্দ! এই মন্দ ব্যক্তি যে আমি, আমাকে কৃপা কর ॥১॥

পদ্যানুবাদ—শচীসূত হে মুকুন্দ! তোমার পদারবিন্দ
ভজে রুদ্র আদি দেবগণ,
গাঢ় অনুরক্তি ভরে, এই বসুন্ধরা' পরে,
নরতনু করিয়া ধারণ।
জগন্নাথ ক্ষেত্রোত্তম, নাম-শ্রীপুরুষোত্তম,
সেথা তুমি হ'য়ে বিদ্যমান।
ভক্তদের বাঞ্ছা যত, পূর্ণ কর অবিরত,
সুরকল্পদ্রুমের সমান ॥
আমি মন্দভাগ্যজন, তব পদে অনুক্ষণ,
করিতেছি,—এই সুমিনতি।
তুমি তো করুণাময়, মোর প্রতি হও সদয়,
ওহে প্রভো, অগতির গতি ॥ ১ ॥

নু বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা
ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্ব্বভৌমাদয়ঃ।
পরো ভবতু তত্র কঃ পটুরতো নমস্তে পরং,
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ২ ॥
ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং,
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্‌গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভাক্তরত্নং ক্ষিতৌ,
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শচীনন্দন! যে স্থলে ব্যাসাদি মুনিগণের ন্যায় সূক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন সার্ব্বভৌম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তোমার স্বরূপবর্ণনে সমর্থ হয়েন না, সে স্থলে সামান্য ব্যক্তি আমি কিরূপে তোমাকে বর্ণন করিব? অতএব হে প্রভোঃ হে মুকুন্দ! তোমাকে নমস্কার করি, এ অধমের প্রতি কৃপা কর ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—বেদব্যাস, দত্তাত্রেয়, সর্বমুনি-গুরু হয়,
আচরণে তাঁহাদেরি সম।
সূক্ষ্মবুদ্ধি-সার্বভৌম, আদি সুপণ্ডিতগণ,
(তব) গুণাবলী-বর্ণনে অক্ষম ॥
আর অন্য কোন্ জন, কীর্ত্তি-গানে সক্ষম?
অতএব প্রণাম তোমায়।
শচীসুত হে মুকুন্দ! ভাগ্যহীন, আমি মন্দ,
কৃপা প্রভো! কর অমায়ায় ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে রস-রত্নাকর! যাহা বেদে নাই, যাহা উপনিষদে নাই এবং কৃষ্ণাবতারে ও অন্যান্য ব্যাসাদি অবতারেও যাহা প্রকাশিত

৩

নিজ প্রণয়বিস্ফুরন্নটনরঙ্গ-বিস্মাপিত,
ত্রিনেত্র নতমণ্ডলপ্রকটিতানুরাগামৃত।
অহঙ্কৃতিকলঙ্কিতোদ্ধতজনাদিদুর্ব্বোধ হে,
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৪ ॥

হয় নাই, সেই ভক্তিরত্ন অনবরত তুমি এই ধরাতলে বিতরণ করিতেছ, অতএব হে শচীনন্দন! হে মুকুন্দ! হে প্রভো! এই অধমজনকে অনুকম্পা কর ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—পরম বদান্যবর! ওহে রস-রত্নাকর!
বেদ অগোচর যেই ধন।
উপনিষদাদি দ্বারে, যাহা কোন পরকারে,
কভু কেহ করেনি শ্রবণ ॥
আপনি শ্রীহরি যাঁরে, শ্রীব্যাসাদি অবতারে,
না করিলা বিশ্বে—প্রকাশিত।
সেই ভক্তিরূপ ধন, ক্ষিতিতলে বিতরণ,
করিতেছ তুমি অবিরত ॥
শচীসুত হে মুকুন্দ! তব পদমকরন্দ,
এই মন্দজনের সম্বল।
ওহে প্রভো দীননাথ, করি মোরে আত্মসাৎ
জগতে দেখাও কৃপাবল ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শচীনন্দন! তুমি নাম-সঙ্কীর্তনে অপূর্ব্ব নৃত্য করিয়া শিবাবতার অদ্বৈতাচার্যকে বিস্ময়ান্বিত ও ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ে অনুরাগ-রূপ অমৃত সঞ্চার করিয়াছ এবং তুমি জাতি বিদ্যা, মহত্ত্বপ্রভৃতি অভিমান-মদে কলুষিত-হৃদয় উদ্ধত জনগণের দুর্জ্ঞেয়, অতএব হে প্রভো! হে মুকুন্দ! এই মন্দজনের প্রতি তুমি কৃপা কর ॥ ৪ ॥

ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিতকুষ্কুলোৎপত্তয়-,
স্ত্বমুদ্ধরসি তানপি প্রচুরচারুকারুণ্যতঃ।
ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্ত্বামহং,
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—শচীসুত হে মুকুন্দ ! তুমি নিজ অনবদ্য,
প্রেমাবেশময় সংকীর্ত্তনে।
হ'য়ে-চারু নৃত্য-রঙ্গী, শ্রীঅদ্বৈতরূপী সঙ্গী
বিস্মিত ক'রেছ ত্রিনয়নে ॥
নতমণ্ডলীর চিত্তে, দিয়া অনুরাগামৃতে,
দেখায়েছ করুণা-বিলাস।
অহঙ্কারে উদ্ধত, মানবের কাছে যত,
তত্ত্ব তব চির অপ্রকাশ ॥
আমি মন্দ ভাগ্যজন, পাদপদ্মে নিবেদন,
করি প্রভো ! সকাতরে অতি।
কৃপাসিন্ধু গৌরহরি ! কৃপাদৃষ্টিপাত করি'
ভক্তিদানে ঘুচাও দুর্গতি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই ধরাতলে যাহারা নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে, তুমি সমধিক সুন্দর করুণামৃতবর্ষণে সেইসকল পাপাচারি জনগণকে নিস্তার করিয়া থাক, এই ভরসায় আমিও আনন্দমনে তোমার শরণাগত হইলাম, অতএব হে শচীনন্দন ! হে প্রভো ! এ অধমের প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষ বিস্তার কর। ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে শচীনন্দন ! ভূতলে যে নরগণ,
নীচকুলে উৎপন্ন হয়।

মুখাম্বুজপরিস্খলন্মৃদুলবাঙ্মধূলীরস-,
প্রসঙ্গজনিতাখিলপ্রণতভৃঙ্গরঙ্গোৎকর।
সমস্তজনমঙ্গলপ্রভব-নামরত্নাম্বুধে,
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্॥ ৬॥

তাহাদেরো-অনায়াসে, উদ্ধারিছে সবিশেষে
তব মহা কারুণ্য নিচয়॥
এই হেতু হে মুকুন্দ! চরণকমল-দ্বন্দ্ব-,
তলে হর্ষে লইনু শরণ।
মন্দভাগ্য এ' অধমে, কৃপামৃত সুসিঞ্চনে,
প্রভো! এবে বাঁচাও জীবন॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ—হে প্রভো! তোমার মুখপদ্মবিগলিত কোমল বাক্যরূপ মকরন্দে গাঢ় আসক্ত হইয়া অপূর্ব্বরসবোধে ভক্তরূপ-ভ্রমরগণ অতিশয় চমৎকৃত হইতেছে এবং তুমি সকলের কল্যাণকারণ ভগবন্নামরত্নের রত্নাকর, অতএব হে শচীনন্দন! হে মুকুন্দ! এই অধমজনের প্রতি অনুকম্পা কর॥ ৬॥

পদ্যানুবাদ—(তব) মুখাম্বুজ-বিগলিত, কোমল-বচনান্বিত,
মকরন্দ-রস-আস্বাদনে।
গাঢ়াসক্তি বশে নব, ভকত-ভ্রমর সব,
পরম বিস্ময় মানে মনে॥
সর্বজন-সুমঙ্গল, কৃষ্ণনাম রত্নাকর!
ওহে শচীনন্দন, মুকুন্দ
মন্দমতি এই জনে, কৃপাপূর্ণ নিরীক্ষণে,
দান কর শ্রীচরণদ্বন্দ্ব॥ ৬॥

মৃগাঙ্কমধুরানন স্ফুরদনিদ্রপদ্মেক্ষণ,
স্মিতস্তবক-সুন্দরাধর বিশঙ্কটোরস্তট।
ভুজোদ্ধত-ভুজঙ্গমপ্রভ মনোজকোটিদ্যুতে,
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৭ ॥
অহং কনককেতকীকুসুমগৌর দুষ্টঃ ক্ষিতৌ,
ন দোষলবদর্শিতা বিবিধদোষপূর্ণেঽপি তে।
অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণবৎসল ত্বাং ভজে,
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শচীনন্দন! ত্বদীয় মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় আহ্লাদকর, প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় তোমার নয়ন-যুগল, তোমার অধর-বিম্ব ঈষদ্ধাস্যরূপ কুসুমস্তবকে সুশোভিত, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, উদ্ধত-ভুজঙ্গের ন্যায় ভুজযুগল এবং কোটি কন্দর্পের ন্যায় তোমার শরীরকান্তি, অতএব হে মুকুন্দ! হে প্রভো! এই মূঢ়জনের প্রতি কৃপা কর ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—মৃগাঙ্ক—মধুরানন, প্রফুল্লকমলেক্ষণ,
ওহে প্রভো শচীর কুমার।
আরক্ত-অধর তব, মৃদুহাস্যে অভিনব,
মনোহর-সুষমা-আগার।
বক্ষঃতট মনোরম, ভুজ ভুজঙ্গমোপম,
কোটি কামজয়ী তনুদ্যুতি।
হে মুকুন্দ! এই মন্দে, সকরুণ পদদ্বন্দে,
স্থান দিয়ে, কর বাঞ্ছাপূর্তি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে সুবর্ণকেতকীকুসুমগৌর! হে দীনবৎসল! এই ধরাতলে আমি কামক্রোধাদি অশেষ দোষে দূষিত, কিন্তু দোষ-পরিপূর্ণজনে

ইদং ধরণিমণ্ডলোৎসব ভবৎপদাঙ্কেষু যে,
নিবিষ্টমনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকম্।
শচীহৃদয়নন্দন প্রকটকীৰ্ত্তিচন্দ্র প্রভো,
নিজপ্রণয়নির্ভরং বিতর দেব তেভ্যঃ শুভম্॥ ৯॥

তোমার দোষদৃষ্টি নাই বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসে তোমার ভজনা করিতেছি, অতএব হে শচীনন্দন! হে মুকুন্দ! হে প্রভো! এই মন্দজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ কর॥ ৮॥

পদ্যানুবাদ—কনক-কেতকী-সম, গৌরবর্ণ মনোরম,
হে মুকুন্দ! শচীর নন্দন।
নানা দোষযুক্ত, হীন জনেরেয় কোনদিন,
(তুমি) দোষ-দৃষ্ট্যে করনা দর্শন॥
হে দীন-বৎসলস্বামি। সেই ভরসায় আমি,
ভজি তোমা' বিনম্র হিয়ায়।
বহু দোষে দোষী অতি, হইলেও দুষ্টমতি,
কোরো মোরে, কৃপা অমায়ায়॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ—হে ধরণিমণ্ডলোৎসব! হে প্রকাশিতকীর্তিচন্দ্র! হে শচীহৃদয়নন্দন! হে প্রভো! যে সকল মনুষ্য তোমার পাদপদ্মে মন অভিনিবেশ পূর্ব্বক এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন তুমি তাহাদিগকে মঙ্গলময়ী নিজ প্রেম-সম্পত্তি বিতরণ কর॥ ৯॥

পদ্যানুবাদ—ধরণী-মণ্ডলোৎসব, কীৰ্ত্তি সুধাকর নব,
হে শচীর হৃদয়-নন্দন।
যে সব সুধীর নর, তব পদ-চিহ্নোপর,
নিবিষ্ট করিয়া নিজমন,—
এ' সুমিষ্ট পদ্যাষ্টক, পাঠ করে সম্যক্,
তব কৃপা লাভের আশায়।
হে দেব পরমাশ্রয়, তাঁদের মঙ্গলময়,
প্রেমভক্তি দিও রাঙ্গা পায়॥ ৯॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য তৃতীয়াষ্টকং সমাপ্তম্॥

শ্রীকৃষ্ণের 'আনন্দ' নামক স্তোত্র।

(বিংশতি শ্রীনামমালা)

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দো গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ।
তমালশ্যামলরুচিঃ শিখণ্ডকৃতশেখরঃ ॥ ১ ॥
পীতকৌশেয়বসনো মধুরস্মিতশোভিতঃ।
কন্দর্পকোটিলাবণ্যো বৃন্দারণ্যমহোৎসবঃ ॥ ২ ॥
বৈজয়ন্তীস্ফুরদ্বক্ষাঃ কক্ষাত্ত-লগুড়োত্তমঃ।
কুঞ্জাপিতরতির্গুঞ্জাপুঞ্জমঞ্জুলকণ্ঠকঃ ॥ ৩ ॥
কর্ণিকারাঢ্যকর্ণ-শ্রীধ্বতিস্বর্ণাভবর্ণকঃ।
মুরলীবাদনপটুর্বল্লবীকুল-বল্লভঃ ॥ ৪ ॥
গান্ধর্ব্বাপ্তিমহাপর্ব্বা রাধারাধনপেশলঃ।
ইতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য-নাম বিংশতিসংজ্ঞিতম্ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—গোবিন্দ, নন্দনন্দন, তমাল শ্যামলরুচি, শিখণ্ডকৃতশেখর, (ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা যাঁহার মস্তক সুশোভিত) যিনি পীতবর্ণ পট্টবস্ত্রে সুশোভিত, যিনি মধুর—ঈষৎহাস্যযুক্ত, কোটিকন্দর্পের ন্যায় যাঁহার রূপ-লাবণ্য, যাঁহার বৃন্দাবনে অতিশয় উৎসব ॥ ১-২ ॥

যাঁহার বক্ষঃস্থল বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ পুষ্পমালায় সুশোভিত, যিনি পশুপালনার্থ বাহু-পরিমাণ উত্তম যষ্টি কক্ষে ধারণ করিয়াছেন ; লতা-বেষ্টিত বনের মধ্যস্থানে অবস্থান করিতে যিনি ভালবাসেন, গুঞ্জামালায় যাঁহার মনোহর কণ্ঠস্থল সুশোভিত ॥ ৩ ॥

কর্ণিকার কুসুমে যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, যিনি স্বর্ণবর্ণ অনুলেপনে অনুলিপ্ত, যিনি বংশীবাদনে দক্ষ, যিনি ব্রজরমণীগণের বল্লভ ॥ ৪ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার লাভকে মহা-উৎসব বলিয়া বোধ করেন, যিনি স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধিকার বেশভুষা করিতে অতিশয় পটু, শ্রীকৃষ্ণের

আনন্দাখ্যং মহাস্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াচ্চ যঃ।
স পরং সৌখ্যমাসাদ্য কৃষ্ণপ্রেমসমন্বিতঃ॥ ৬॥
সর্ব্বলোকপ্রিয়ো ভূত্বা সদ্‌গুণাবলিভূষিতঃ।
ব্রজরাজকুমারস্য সন্নিকর্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭॥

একবিংশতি নাম চিহ্নিত আনন্দাখ্য এই মহাস্তব যিনি পাঠ করেন বা যিনি শ্রবণ করেন, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিকা হইয়া পরম সুখ লাভ করেন এবং নিখিল সদ্‌গুণে ভূষিত ও সকল লোকের প্রিয় হইয়া অন্তে ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অবস্থান করেন॥ ৫—৭॥

পদ্যানুবাদ—'শ্রীকৃষ্ণ', 'পরমানন্দ', 'নন্দের নন্দন'।
'মধুর-স্মিতশালী', 'গোবিন্দ', (পীত) 'কৌশেয়বসন'॥
'তমাল-শ্যামল-কান্তি', 'শিখণ্ড-শেখর'।
'কন্দর্প-কোটিলাবণ্য',—মূর্তি মনোহর॥
বৈজয়ন্তী মাল্যধারী, বৃন্দারণ্য মহোৎসব।
কক্ষে উত্তম লগুড়ের শোভা অভিনব॥
গুঞ্জাহারে মঞ্জুকণ্ঠ, কুঞ্জার্পিত রতি।
'কর্ণিকার' শোভিত কর্ণ, মনোরম অতি॥
শ্রীবিগ্রহে স্বর্ণবর্ণ অঙ্গরাগ ধারী।
মুরলীবাদন পটু,—গোপীচিত্তহারী॥
'গান্ধর্বাপ্তি মহাপর্বা',—শ্রীরাধা প্রাপ্তিতে।
মহান্ উৎসব মানে, আপনার চিত্তে॥
বল্লবীকুল-বল্লভ,—গোপীনাথ নাম।
'রাধা-রাধন-পেশল'—রাধারমণশ্যাম॥
রাধিকার প্রীতিপদ কর্মে সুনিপুণ।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম, রূপ-লীলা-গুণ॥

তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের 'আনন্দ'নামক।
এ' বিংশতি নামমালা পড়ে যে সাধক ॥
অথবা শ্রবণ করে, শ্রদ্ধার সহিত।
সতত ধরিয়া কৃষ্ণে, প্রেমাসক্ত চিত ॥
হইবেন সকলের পীরিতি ভাজন।
অত্যুত্তম সুখ লভি, ধন্য সেই জন॥
সদ্গুণরাজির দ্বারা হ'য়ে বিভূষিত।
নন্দ-নন্দনের কাছে রহিবে নিশ্চিত ॥ ১—৭ ॥

ইতি শ্রীমহানন্দাখ্য স্তোত্র সমাপ্ত।

———

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীলীলামৃত নামক দশনাম স্তোত্র

(ভাবানুবাদ)

রাধিকাহৃদয়োন্মাদি-বংশীক্কাণমধুচ্ছটঃ।
রাধাপরিমলোদ্‌গারগরিমাক্ষিপ্তমানসঃ ॥ ১ ॥
কম্রাধামনোমীন বড়িশীকৃতবিভ্রমঃ।
প্রেমগর্ব্বান্ধ-গান্ধর্ব্বাকিলকিঞ্চিতরঞ্জিতঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি বংশীধ্বনিরূপ মধুপরম্পরায় শ্রীরাধিকার চিত্ত উন্মত্ত করেন, শ্রীরাধিকার অঙ্গ-সৌরভে যাঁহার মন আকৃষ্ট হয় ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার চিত্ত-রূপ মীন বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিজ বিলাস-রূপ বড়িশ আশ্রয় করিয়াছেন, যিনি প্রেমগর্ব্বে মত্ত শ্রীরাধিকার—(নায়ক-নায়িকার সঙ্গম সময়ে নায়িকার গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ হাস্য, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ ও হর্ষ হেতুক এই সাতটি ভাবের যে এক-কালীন প্রাকট্যাকরণ, তাহার নাম কিলকিঞ্চিত) ভাবে অনুরক্ত ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—বিপিনে বাজায় কানু, মোহন বাঁশরী।
গগনে পবনে খেলে, সুরের লহরী ॥
মধুধারা শ্রীমতীর পশিয়া শ্রবণে।
উন্মাদিনী করে তাঁয় মিলিতে কাননে ॥
অপ্রাকৃত নিরুপম নীলোৎপল সম।
রাধা অঙ্গ পরিমল, অতি মনোরম ॥
সেই চারু-গন্ধ-সার সমীরণে ভাসি'—
মাধবের নাসাপথে পরশিলে আসি'—
সঙ্গ-সুখ-তরে হরি, মাতাল পরাণে।
কাননে কাননে ফিরে, প্রিয়ার সন্ধানে ॥ ১ ॥

ললিতাবশ্যধীরাধামানাভাসবশীকৃতঃ।
রাধাবক্রোক্তি-পীযূষমাধুর্য্যভরলম্পটঃ॥ ৩॥

শ্রীমতীর মনোমীন বিদ্ধ যা'তে হয়,—
(হেন) বিলাস-বড়িশ কৃষ্ণ করেন আশ্রয়॥
মধু-স্মিত, নর্মবাণী, অপাঙ্গ ঈক্ষণ।
মিলনে আনন্দ দেয়, বিরহে বেদন॥
প্রেমগর্বে মত্ত যবে, রাধার হৃদয়।
'কিলকিঞ্চিত' নামক ভাব-সুষমা-উদয়॥
গর্ব, অভিলাষ, ঈষৎ-হাস্য, রোদন।
(অসূয়া) ভয়, ক্রোধ, হর্ষাদির আশ্চর্য্যস্ফূরণ॥
মাধবের সাথে মধু-মিলনের কালে।
নানাভাব চিত্তপুরে জাগে এককালে॥
রসের নিদান এই ভাব-সম্মেলন।
অনুরাগে কৃষ্ণশশী, করেন আস্বাদন॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ—ললিতাগত চিত্ত রাধিকার মানের আভাসেও যিনি কাতর হয়েন, যিনি শ্রীরাধিকার বক্রোক্তিরূপ অমৃত পানে অতিশয় মুগ্ধ॥ ৩॥

পদ্যানুবাদ—অতিশয় সুচতুরা, সুন্দরী ললিতা।
শ্রীমতীকে মান শিক্ষা-দানে নিয়োযিতা॥
তা'র বশীভূতা রাধার মানের আভাসে।
আকুল সতত কানু, সুবিষম ত্রাসে॥
ললিতা-শিক্ষিতা সেই কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরী।
শুনায় নিয়ত বক্র বচন-মাধুরী॥

মুখেন্দুচন্দ্রিকোদ্‌গীর্ণ-রাধিকারাগ-সাগরঃ।
বৃষভানুসুতাকণ্ঠহারিহারহরিন্মণিঃ ॥ ৪ ॥
ফুল্লরাধাকমলিনীমুখাম্বুজমধুব্রতঃ।
রাধিকাকুচকস্তূরীপত্রস্ফুরদুরঃস্থলঃ ॥ ৫ ॥

"যাও যাও, চন্দ্রাবলী ক্রীড়ন কুরঙ্গ।
লাভ কর তুমি, তা'র লোভনীয় সঙ্গ ॥"
এইরূপ বাক্যামৃত মাধুর্য্যের ধারা।
পান করে শ্যাম সদা, রহে আত্মহারা ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার মুখচন্দ্র-চন্দ্রিকায় শ্রীরাধিকার অনুরাগ-সাগর উচ্ছলিত হয়, যিনি বৃষভানু-সুতা শ্রীরাধিকার কণ্ঠ-লম্বিতহারের মরকত মণি-স্বরূপ ॥ ৪ ॥

যিনি রাধা-কমলিনীর প্রফুল্লমুখপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ, আলিঙ্গন হেতু যাঁহার বক্ষঃস্থল—শ্রীরাধিকার স্তনযুগলস্থিত কস্তূরীপত্র-চিহ্নে চিহ্নিত ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—কৃষ্ণ-মুখ-চন্দ্রে হাস্য-জ্যোৎস্না সুবিমল।
প্রকাশিত হয় সদা, সুধা-সুশীতল ॥
রাধিকার অনুরাগ-সাগর-তরঙ্গ।
তা'য় উচ্ছলিত হ'য়ে করে বহুরঙ্গ ॥
শ্যাম-মরকত মণি অতি মনোহর।
শ্রীরাধার কণ্ঠহারে শোভে নিরন্তর ॥ ৪ ॥

ফুল্ল-রাধা-নলিনীর মধুপের মত,—
চুম্বন সীধুর আশে ভ্রমে অবিরত ॥
রাধা-মুখ-পঙ্কজের লভি' পরশন।
সফল মানয়ে হরি আপন জীবন ॥

ইতি গোকুলভূপালীসূনুলীলামনোহরং।
যঃ পঠেন্নামদশকং সোঽস্যবল্লভতাং ব্রজেৎ ॥ ৬ ॥

মৃগমদ-রসে আঁকা, পুষ্প-পত্রাঙ্কুর।
শ্রীরাধার কুচযুগে শোভন-মধুর ॥
রাই-কানু মিলে যবে, নিকুঞ্জ ভবনে।
রসাবেশে লগ্ন দোঁহে, গাঢ় আলিঙ্গনে ॥
মাধবীর বক্ষাশ্রিত কুঙ্কুম কস্তূরী।
মাধবের বক্ষে রচে বিচিত্র মাধুরী ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—নন্দনন্দনের দশনামাঙ্কিত লীলাময় মনোহর এই স্তব যিনি পাঠ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় হয়েন ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—গোকুল রাজনন্দন, শ্যামলসুন্দর।
তাঁর লীলাপূতঃ, দশনাম মনোহর ॥
অনুরাগভরে পাঠ করেন যে' জনে।
লাভ করেন প্রীতি, নন্দনন্দন-চরণে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত নামক দশনাম স্তোত্র সমাপ্ত।

শ্রীপ্রেমেন্দুসাগর-সংজ্ঞক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম-মালিকা।

কলহান্তরিতাবৃত্তা কাচিদ্বল্লবসুন্দরী।
বিরহোত্তাপখিন্নাঙ্গী সখীং সোৎকণ্ঠমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
হন্ত গৌরি স কিং গন্তা পন্থানং মম নেত্রয়োঃ।
শ্রীকৃষ্ণঃ করুণাসিন্ধুঃ কৃষ্ণো গোকুলবল্লভঃ ॥ ২ ॥
গোবিন্দঃ পরমানন্দোনন্দমন্দিরমঙ্গলং।
যশোদাখনিমাণিক্যং গোপেন্দ্রাম্ভোধিচন্দ্রমাঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—[প্রণয়কোপ-বশতঃ বিনয়কারী প্রাণেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ তাহার বিরহে যে নায়িকা অনুতাপ করে তাহার নাম কলহান্তরিতা] কলহান্তরিতা কোন ব্রজরমণী শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর ও উৎকণ্ঠিত হইয়া কোন সখীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

সখি! করুণাসিন্ধু অতসী-কুসুমবর্ণ গোকুলপতি সেই শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার কি আমার নয়নগোচর হইবেন? ॥ ২ ॥

যিনি গোবিন্দ অর্থাৎ গোবর্দ্ধন ধারণকালে ব্রজমণ্ডলে বিপ্লব করিতে উদ্যত ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছিলেন এবং গো-সমুদয়ের ইন্দ্র বলিয়া ইন্দ্র যাঁহাকে অভিষেক করিয়াছিলেন। যিনি পরম আনন্দস্বরূপ, যিনি নন্দালয়ের কল্যাণকর, যিনি যশোদারূপ খনিতে মাণিক্য-স্বরূপ ও নন্দরূপ সমুদ্রের আনন্দকর চন্দ্র-সদৃশ ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—কলহান্তরিতা কোনও বল্লব-যুবতী,
বিরহ-সন্তাপ-খিন্না সুদুঃখিতা অতি,
আপন-সখীর প্রতি, উৎকণ্ঠার সনে,
বলেছিল এই সব সুন্দর বচনে ॥ ১ ॥

নবাম্ভোধরসংরম্ভবিড়ম্বিরুচিডম্বরঃ।
ক্ষিপ্তহাটকশৌটির্য্যপট্টপীতাম্বরাবৃতঃ ॥ ৪ ॥
কন্দর্পরূপসন্দর্পহারিপাদনখদ্যুতিঃ।
ধ্বজাম্ভোরুহদম্ভোলি যবাঙ্কুশলসৎপদঃ ॥ ৫ ॥
পদ-পঞ্জর-সিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরখঞ্জনঃ।
মসারসম্পুটাকারধারি জানুযুগোজ্জ্বলঃ ॥ ৬ ॥

'শ্রীকৃষ্ণ' সংজ্ঞায় যিনি নিত্যপরিচিত,
করুণার সিন্ধু-রূপে সর্বত্র বিদিত,
কৃষ্ণবর্ণ, সে' গোকুলবল্লভ কি আর,—
হে গৌরাঙ্গি! নেত্রপথে আসিবে আমার? ॥ ২ ॥
গোবিন্দ, পরমানন্দ, নন্দমন্দির মঙ্গল।
যশোদা-খনি-মাণিক্য পরম উজ্জ্বল ॥
গোপেন্দ্রাম্বুধি চন্দ্রমা',—অতীব নির্মল।
ব্রজের আকাশে সদা করে ঝল্‌মল্ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—নবীনমেঘের ন্যায় যাঁহার শরীর কান্তি, যিনি স্বর্ণ-বর্ণ পীত বসনে সুশোভিত ॥ ৪ ॥

যাঁহার পদনখদ্যুতি কন্দর্পের সৌন্দর্য গর্ব্ব পরাভব করে, ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র যব ও অঙ্কুশাদিদ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম সুশোভিত ॥ ৫ ॥

যাঁহার পাদপদ্ম-স্বরূপ পঞ্জরে নূপূর-রূপ খঞ্জন পক্ষী মধুরশব্দ করিতেছে এবং ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত সম্পুটকের ন্যায় যাঁহার জানুদ্বয় উজ্জ্বল ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—নবীন-নীরদ-জিনি' শ্যাম-কান্তিধর।
পরিধানে হেম নিন্দি' পট্টপীতাম্বর ৪ ॥
কন্দর্পের সৌন্দর্যের গর্ব অতিশয়।
দূর করে যাঁর পদনখ দীপ্তিচয় ॥
ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, যব, অঙ্কুশ চিহ্নিত।
রাঙ্গাপদতল যাঁর, অতি সুশোভিত ॥ ৫ ॥

শৌণ্ডস্তম্বেরমোদ্দণ্ডশুণ্ডারম্যোরুসৌষ্ঠবঃ।
মনিকিঙ্কিণিসংকীর্ণবিশঙ্কটকটিস্থলঃ ॥ ৭ ॥
মধ্যমাধুর্য্যবিধ্বস্তদিব্যসিংহমদোদ্ধতিঃ।
গারুত্মতগিরিগ্রাবগরিষ্ঠোরস্তটান্তরঃ ॥ ৮ ॥
কম্বুকণ্ঠস্থলালম্বিমণিসম্রাড়লঙ্কৃতিঃ।
আখণ্ডলমণিস্তম্ভস্পর্দ্ধিদোর্দ্দণ্ডচণ্ডিমা ॥ ৯ ॥

যাঁর পাদপদ্মরূপ, সুদিব্য পঞ্জরে।
মঞ্জীর-খঞ্জন-পক্ষী, বোলে মিষ্ট স্বরে ॥
সমুজ্জ্বল মনোরম জানুদুটি যাঁর।
ইন্দ্রনীল মণিময়, কৌটার আকার ।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদ—মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডাদণ্ডের ন্যায় যাঁহার উরুদ্বয় সুশোভিত এবং যাঁহার বিশাল কটিস্থল মনিময় কিঙ্কিনী দ্বারা খচিত ॥ ৭ ॥

যাঁহার কটিদেশের শোভায় স্বর্গীয় সিংহের মদগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে এবং মরকতমণি পর্বতের শিলাখণ্ড অপেক্ষাও যাঁহার বক্ষঃস্থল সুশোভিত ॥ ৮ ॥

যাঁহার কম্বু কণ্ঠে অর্থাৎ শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়ান্বিত গলদেশে ভূষণ-সার কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে এবং ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত স্তম্ভের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড অর্থাৎ বাহুযুগ অতিশয় শোভিত ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—উরুযুগ হয় যাঁর, রম্য সুগঠন।
প্রমত্ত করীর বিশালশুণ্ডের মতন ॥
পরম মনোহর বিশাল কটিদেশ।
মাণিক্য-কিঙ্কিনী তা'য় শোভিতেছে বেশ ॥ ৭ ॥
সুমধ্যদেশের নব মাধুর্য্যে যাঁহার,—
দিব্য সিংহকটি গর্ব ; হয় ছারখার ॥

খণ্ডিতাখণ্ডকোটীন্দুসৌন্দর্য্যমুখমণ্ডলঃ।
লাবণ্যলহরীসিন্ধুঃ সিন্দূরতুলিতাধরঃ ॥ ১০ ॥
ফুল্লারবিন্দসৌন্দর্য্য কন্দলীতুন্দিলেক্ষণঃ।
গণ্ডান্ততাণ্ডবক্রীড়াহিণ্ডন্মকরকুণ্ডলঃ ॥ ১১ ॥

মরকত পর্বতের শিলাখণ্ড জিনি।
বক্ষঃস্থলের যাঁর মধুর লাবনি ॥ ৮ ॥
কৌস্তুভ-মণিরূপ চারু-অলঙ্কার,
কম্বুকণ্ঠে লম্বমান প্রভায় অপার।
যাঁহার প্রচণ্ডতম বর বাহুদণ্ড,—
প্রতিদ্বন্দ্বী হয় যেন নীলমণি-স্তম্ভ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি মুখমণ্ডল দ্বারা কোটি কোটি পূর্ণ শশধরের শোভা পরাভব করিয়াছেন, যিনি লাবণ্য লহরীর সিন্ধু এবং সিন্দূরের ন্যায় যাঁহার অধর বিম্ব ॥ ১০ ॥

প্রফুল্ল অম্বুজের ন্যায় যাঁহার নয়নযুগল সুশোভিত এবং যাঁহার গণ্ডপ্রান্তে মকরকুণ্ডল দোদুল্যমান হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন উহারা উত্তমস্থান প্রাপ্ত হইয়া নৃত্য শিক্ষা করিতেছে ॥ ১১ ॥

পদ্যানুবাদ—কোটি পূর্ণ ইন্দুজিনি' শ্রীমুখমণ্ডল,
লাবণ্য লহরীর সিন্ধু সুবিমল।
সিন্দুরের সমতুল আরক্ত বরণ,
তাঁ'র ওষ্ঠাধর সদা পরমমোহন ॥ ১০ ॥
নয়ন-যুগল ফুল্ল অরবিন্দ সম।
শোভারাশি পরিপুষ্ট অতি মনোরম ॥
যাঁর দুইগণ্ডপ্রান্তে মকর-কুণ্ডল।
নৃত্যক্রীড়া ভরে রহে, সতত চঞ্চল ॥ ১১ ॥

নবীনযৌবনারম্ভজৃম্ভিতোজ্জ্বলবিগ্রহঃ।
অপাঙ্গভুঙ্গিতানঙ্গকোটিকোদণ্ডবিক্রমঃ ॥ ১২ ॥
সুধানির্য্যাসমাধুর্য্যধুরীণোদারভাষিতঃ।
সান্দ্রবৃন্দাটবীকুঞ্জকন্দরাগন্ধসিন্ধুরঃ ॥ ১৩ ॥
ধন্যগোবর্দ্ধনোত্তুঙ্গশৃঙ্গোৎসঙ্গনবাম্বুদঃ।
কলিন্দনন্দিনীকেলিকল্যাণকলহংসকঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—অভিনব যৌবনের প্রারম্ভে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বলরসে পরিপূর্ণ এবং অনঙ্গের কোটিসংখ্যক ধনুকের বিক্রম যাঁহার অপাঙ্গ দেশে বিরাজ করিতেছে ॥ ১২ ॥

যাঁহার বাক্যে অমৃতের মাধুর্য্যরাশি বহন ও সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে এবং যিনি বৃন্দাবনের কুঞ্জ মধ্যে ও তত্রত্য পর্ব্বতগুহায় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় স্বচ্ছন্দ-চারী হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

যিনি গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গমধ্যে নবীন মেঘস্বরূপ ও কলিন্দ-কন্যা যমুনার জল-বিহারে যিনি কল্যাণকর কলহংসস্বরূপ ॥ ১৪ ॥

পদ্যানুবাদ—যাঁহার কোমলোজ্জ্বল বিগ্রহ উত্তম।
নবযৌবন প্রবেশে, আরো মনোরম ॥
কোটিকন্দর্পের কোদণ্ড-বিক্রম প্রচুর।
বিদ্যমান যাঁর, নেত্রপ্রান্তে সুমধুর ॥ ১২ ॥
অতি সুললিত যাঁর উদারবচন।
অমৃত মাধুর্য্য-সার করিছে বহন ॥
বৃন্দাবনের সুনিবিড় নিকুঞ্জ কন্দরে।
মত্ত মাতঙ্গ সম যিনি নিয়ত বিহরে ॥ ১৩ ॥
গোবর্ধন শৈলের উন্নত-শৃঙ্গ-মাঝে।
নবাম্বুদরূপে যিনি আনন্দে বিরাজে।

নন্দীশ্বরধৃতানন্দো ভাণ্ডীরতটতাণ্ডবী।
শঙ্খচূড়হরঃ ক্রীড়াগেণ্ডূকৃতগিরীশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥
বারীন্দ্রার্ব্বুদগম্ভীরঃ পারীন্দ্রার্ব্বুদবিক্রমী।
রোহিণীনন্দনানন্দী শ্রীদামোদ্দামসৌহৃদঃ ॥ ১৬ ॥
সুবলপ্রেমদয়িতঃ সুহৃদাং হৃদয়ঙ্গমঃ।
নন্দব্রজজনানন্দসন্দীপন মহাব্রতী ॥ ১৭ ॥

কলিন্দ-নন্দিনীর শ্যাম-স্বচ্ছ জলে।
কল্যাণ কলহংসরূপে খেলে কুতূহলে ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি বিবিধ ফল পুষ্পবতী তরুলতায় আকীর্ণ নন্দীশ্বর নামক স্থানে মহানন্দ ও কালিন্দীর পরপারস্থিত ভাণ্ডীর তটে নৃত্য করিয়া থাকেন, যিনি শঙ্খচূড় নামক কংস-ভৃত্যের প্রাণ সংহারক এবং যিনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া কন্দুকের ন্যায় ধারণ করিয়াছেন ॥১৫॥

অর্ব্বুদ সঙ্খ্যাক সমুদ্র অপেক্ষাও যিনি গম্ভীর, অর্ব্বুদ ও পরিমিত সিংহ অপেক্ষাও যিনি বিক্রমশালী যিনি পরিচর্যা দ্বারা অগ্রজ রোহণীনন্দনের আনন্দবর্দ্ধন করেন এবং শ্রীদাম নামক শ্রীরাধিকার ভ্রাতার প্রতি যাঁহার অতিশয় সখ্যভাব ॥ ১৬ ॥

যিনি সুবল নামক ব্রজবালকের প্রিয়তম সখা এবং সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র দেবপ্রস্থ প্রভৃতি গোপ কুমারের হৃদয়ঙ্গম অর্থাৎ চিত্তহারী এবং যিনি ব্রজবাসীজনগণের আনন্দবর্দ্ধনরূপ মহান্ ব্রত ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

পদ্যানুবাদ—নন্দীশ্বরে করেন যিনি আনন্দ ধারণ।
ভাণ্ডীর তরুর মূলে, তাণ্ডব-নর্তন ॥
যিনি দুষ্ট শঙ্খচূড়ে বধেছে লীলায়।
গিরীন্দ্রে ধরেছে করে, ক্রীড়া গেণ্ডুপ্রায় ॥ ১৫ ॥

শৃঙ্গিনীসঙ্ঘসংগ্রাহিবেণুসংগীতমণ্ডলঃ।
উত্তুঙ্গপুঙ্গবারব্ধসঙ্গরাসঙ্গকৌতুকী ॥ ১৮ ॥
বিস্ফুরদ্বন্যশৃঙ্গারঃ শৃঙ্গারাভীষ্টদৈবতম্।
উঞ্চৎপিঞ্ছবিঞ্ছোলীলাঞ্ছিতাজ্জ্বলবিগ্রহঃ ॥ ১৯ ॥

অর্বুদ সমুদ্রাপেক্ষা অধিক গভীর।
অর্বুদ সিংহের চেয়ে বিক্রমী সুবীর ॥
শ্রীরোহিণীনন্দনের আনন্দবিধাতা।
শ্রীদাম গোপের যিনি, সখ্যসুখদাতা ॥ ১৬ ॥
সুবলের প্রিয়সখা, সুহৃদ্গণের—
অন্তরঙ্গ বন্ধু যিনি, প্রীতি আদরের।
নন্দব্রজবাসিদের আনন্দ-বর্ধন—
মহাব্রত, যত্নে যিনি করেছে গ্রহণ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি বেণুসঙ্গীতরূপ সঙ্কেত দ্বারা গাভীগণকে একত্রিত করিয়া থাকেন এবং যিনি বৃহৎ বৃহৎ বৃষগণের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহা দেখিবার নিমিত্ত বিশেষ কৌতুক প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

যিনি বনজাত লবঙ্গকুসুম-প্রস্তুত ভূষণে সুশোভিত এবং যিনি শৃঙ্গার রসের অভীষ্ট দেবতাস্বরূপ ও শ্রেণীকৃত ময়ূরপুচ্ছরূপ মুকুটদ্বারা যাঁহার মস্তক সুশোভিত ॥ ১৯ ॥

পদ্যানুবাদ—বেণুগীতে একত্রিত করেন ধেনুগণে।
সুখী হন বৃষাদির সংগ্রাম দর্শনে ॥ ১৮ ॥
বনজ-কুসুম-শৃঙ্গার, অঙ্গে ঝল্‌মল্।
শৃঙ্গার অভীষ্টদেব, যিনি অত্যুজ্জ্বল ॥
মুকুটে শিখিপিঞ্ছরাজি শোভে চমৎকার।
শ্রীবিগ্রহ নিরুপম সুষমা আধার ॥ ১৯ ॥

সঞ্চরচ্চঞ্চরীকালিপঞ্চবর্ণস্রগঞ্চিতঃ।
সুরঙ্গরঙ্গণস্বর্ণযূথিগ্রথিত মেখলঃ ॥ ২০ ॥
ধাতুচিত্রবিচিত্রাঙ্গলাবণ্যলহরীভরঃ।
গুঞ্জাপুঞ্জকৃতাকল্পঃ কেলিতল্পিতপল্লবঃ ॥ ২১ ॥
বপুরামোদমাধ্বীকবর্দ্ধিতপ্রমদামদঃ।
বৃন্দাবনারবিন্দাক্ষীবৃন্দকন্দর্পদীপনঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—মকরন্দ ও সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ যাহাতে ধাবিত হইতেছে, ঈদৃশ বৈজয়ন্তী মালায় যিনি সুশোভিত এবং যিনি সুন্দর রঙ্গণ ও স্বর্ণ যূথিকা-কুসুম রচিত মেখলায় অলঙ্কৃত ॥ ২০ ॥

বক্ষঃস্থল, হস্ত ও গণ্ডদেশ গৈরিক ধাতুদ্বারা সুন্দররূপে চিত্রিত হওয়ায় যাঁহার লাবণ্য লহরী উচ্ছলিত হইতেছে এবং যাঁহার হার কেয়ূরাদি—অলঙ্কার গুঞ্জাপুঞ্জে বিরচিত ও নব পল্লব দ্বারা যাঁহার কেলিশয্যা নির্মিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

যাঁহার অঙ্গ সৌরভ-রূপ মধু প্রভাবে যুবতীগণের মত্ততা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে ও যিনি বৃন্দাবনবাসিনী অরবিন্দনয়না গোপাঙ্গনাগণের কামাগ্নি সন্দীপন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

পদ্যানুবাদ- পঞ্চবর্ণ পুষ্পে গাঁথা বৈজয়ন্তী হারে।
উড়িছে মধুপকুল গুঞ্জন সহকারে ॥
রঙ্গণ ও স্বর্ণযূঁথি-গ্রথিত উজ্জলা—
কটিদেশে শোভে যাঁর সুচারু মেখলা ॥ ২০ ॥
গৈরিকাদি ধাতু দ্বারা হ'য়ে সুরঞ্জিত।
লাবণ্যলহরী যাঁর অঙ্গে প্রকাশিত ॥
গুঞ্জাপুঞ্জে নববেশ হয় বিরচিত।
পল্লব-নিকরে কেলি-শয্যা নিরমিত ॥ ২১ ॥

মীনাঙ্কসঙ্কুলাভীরীকুচকুঙ্কুমপঙ্কিলঃ।
মুখেন্দুমাধুরীধারারুদ্ধসাধ্বীবিলোচনঃ ॥ ২৩ ॥
কুমারীপটলুণ্ঠাকঃ প্রৌঢ়নর্ম্মোক্তিকর্ম্মঠঃ।
অমন্দমুগ্ধবৈদগ্ধীদিগ্ধরাধাসুধাম্বুধি ॥ ২৪ ॥

যাঁ'র অঙ্গামোদ রূপ, মাধ্বীক-প্রভাবে।
প্রমদা কুলের মত্ততা বাড়ে নবভাবে
বৃন্দাবনের অরবিন্দনয়না গণের।
উদ্দীপন করেন যিনি কাম-অনলের ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—কামোন্মত্তা গোপিকাগণের কুচ-কুঙ্কুমে অঙ্গ অনুলিপ্ত এবং যিনি মুখচন্দ্রের অমৃত ধারা-বর্ষণে পতিব্রতাগণের নয়নচকোর অবরুদ্ধ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

যিনি গোপিকাগণের বসনাপহারক ও তাহাদিগের সহিত যুক্তিযুক্ত পরিহাস-গর্ব্ব বাক্যালাপে বিচক্ষণ এবং যিনি পরমচতুরা শ্রীরাধিকার আনন্দ সম্পাদনে সুধাসিন্ধুস্বরূপ ॥ ২৪ ॥

পদ্যানুবাদ— কামখিন্না গোপীদের কুচযুগ-স্থিত।
কুঙ্কুম-রাগে যাঁর শ্রীঅঙ্গ রঞ্জিত ॥
শ্রীমুখেন্দু-মাধুরী-ধারায় মনোহর।
সাধ্বীদের নেত্র-চকোর রুদ্ধ নিরন্তর ॥ ২৩ ॥
করিয়া কুমারীদের বসন হরণ।
পরিহাস বচন প্রয়োগে অতি বিচক্ষণ ॥
মনোরমা সুচতুরা শ্রীমতী রাধার।
সম্বন্ধে হয়েন যিনি সুধাপারবার ॥ ২৪ ॥

চারুচন্দ্রাবলীবুদ্ধিকৌমুদীশরদাগমঃ।
ধীরলালিত্যলক্ষ্মীবান্ কন্দর্পানন্দবন্ধুরঃ ॥ ২৫ ॥
চন্দ্রাবলীচকোরেন্দ্রো রাধিকামাধবীমধুঃ।
ললিতাকেলিললিতো বিশাখোড়ু নিশাকরঃ ॥ ২৬ ॥
পদ্মাবদনপদ্মালিঃ শৈব্যাসেব্যপদাম্বুজঃ।
ভদ্রাহৃদয়নিদ্রালুঃ শ্যামলাকামলালসঃ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি পরম রমণীয়া চন্দ্রাবলীর বুদ্ধিকৌমুদীর শরৎকাল স্বরূপ ও ধীরলালিত্য নামক (পরিহাসপটু, মৃদুস্বভাব, নৃত্য-গীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় কুশল, তরুণ বয়স্ক, প্রেয়সীর বশবর্ত্তী ও নিঃশঙ্ক এই সকল গুণ-সম্পন্ন নায়কের নাম ধীরললিত) নায়কোচিত গুণে বিভূষিত এবং যিনি কন্দর্প মহোৎসবে মনোজ্ঞ ॥ ২৫ ॥

যিনি চন্দ্রাবলীর রূপচন্দ্রের চকোর ও রাধিকারূপ মাধবী-লতার বসন্তঋতু এবং যিনি ললিতার সহিত কেলি বিলাস করিতে সুনিপুণ ও বিশাখারূপ নক্ষত্রের চন্দ্রস্বরূপ ॥ ২৬ ॥

যিনি পদ্মার বদনপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ ও শৈব্যা যাঁহার পাদপদ্ম সর্ব্বদা সেবা করেন এবং যিনি ভদ্রার হৃদয়-শয্যায় শয়ান ও শ্যামলার কামনা-পূর্ণ করিতে সতৃষ্ণ ॥ ২৭ ॥

পদ্যানুবাদ—চন্দ্রাবলীর বুদ্ধি-কৌমুদী-বিকাশ-কারণ।
শরদাগম সম যাঁর আগমন ॥
ধীর ললিত নায়কের উচিত গুণবান্।
কন্দর্প-উৎসবে যিনি, মনোজ্ঞ শ্রীমান্ ॥ ২৫ ॥
চন্দ্রাবলীর সম্বন্ধে যিনি চকোরেন্দ্রবর।
রাধিকা-মাধবীলতার মাধব সুন্দর ॥

লোকোত্তরচমৎকারলীলামঞ্জরিনিষ্কুটঃ।
প্রেমসম্পদয়স্কান্তকৃত কৃষ্ণায়সব্রতঃ ॥ ২৮ ॥
মুরলীচৌরগৌরাঙ্গীকুচকঞ্চুকলুঞ্চনঃ।
রাধাভিসারসর্ব্বস্বঃ স্ফারনাগরতা-গুরুঃ ॥ ২৯ ॥

ললিতার সঙ্গে ললিত কেলিপরায়ণ।
বিশাখারূপা তারকার নিশাকর সম ॥ ২৬ ॥
(যিনি) পদ্মা মুখ-পদ্মের লোলুপভ্রমর।
শৈব্যা যাঁর পদাম্বুজ সেবে নিরন্তর ॥
ভদ্রার হৃদয়ে হয় আনন্দে শয়ন।
শ্যামলার রতি-আশে তৃষ্ণাযুক্ত মন ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি অলৌকিক চমৎকার লীলারূপ লতামঞ্জরীর উদ্যান-স্বরূপ, অয়স্কান্তমণিদ্বারা আকৃষ্যমাণ লৌহের ন্যায় যিনি একমাত্র প্রেম সম্পত্তিদ্বারা আকৃষ্ট হয়েন ॥ ২৮ ॥

যিনি বংশীহরণকারিণী গোপাঙ্গনাগণের কুচকঞ্চুক হরণ করিয়াছেন। যিনি শ্রীরাধিকার অভিসার বৃত্তিকে সর্বস্ব জ্ঞান করেন এবং যিনি বিস্তীর্ণ নাগরিক কার্য্যের আচার্য্য ॥ ২৯ ॥

পদ্যানুবাদ—অলৌকিক চমৎকার লীলা-মঞ্জরীর।
উপবন স্বরূপ যিনি বৃন্দা অটবীর ॥
অয়স্কান্ত মণিদ্বারা লৌহের মতন।
ভক্ত প্রেমে চিরাকৃষ্ট, যাঁর মৃদু মন ॥ ২৮ ॥
মুরলীহারিণী গৌরী গোপিকাকুলের।
কঞ্চুকহারী যিনি, কুচযুগলের ॥
শ্রীরাধার অভিসারই সর্বস্ব যাঁহার।
নাগরালি কার্য্যের গুরু চমৎকার ॥ ২৯ ॥

রাধানর্ম্মোক্তিশুশ্রূষাবীরুন্নীরুদ্ধবিগ্রহঃ।
কদম্বমঞ্জরীহারিরাধিকারোধনোদ্ধুরঃ ॥ ৩০ ॥
কুড়ুঙ্গক্রোড়সংগূঢ়রাধাসঙ্গমরঙ্গবান্।
ক্রীড়োড্ডামরধীরাধাতাড়ঙ্কোৎপলতাড়িতঃ ॥ ৩১ ॥
অনঙ্গসঙ্গরোদ্গারিক্ষুণ্ণকুঙ্কুমকঙ্কটঃ।
ত্রিভঙ্গিলঙ্গিমাকারো বেণুসঙ্গমিতাধরঃ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরাধিকার পরিহাসোক্তি-শ্রবণ বাসনারূপ লতাদ্বারা যাঁহার শরীর অবরুদ্ধ হইয়াছে, কদম্বমঞ্জরী-হরণকারিণী শ্রীরাধিকার অবরোধনে যিনি উদ্ধত ॥ ৩০ ॥

নিকুঞ্জমধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত শ্রীরাধিকার সহিত সঙ্গবিষয়ে যিনি রঙ্গকারী এবং স্মরান্ধ শ্রীরাধিকার কর্ণোৎপল ভূষণদ্বারা যিনি তাড়িত হয়েন ॥ ৩১ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার সহিত সঙ্গহেতু তদীয়স্তনমণ্ডলস্থিত কুঙ্কুমাদি অনুলেপনে নিজকলেবর অনুলিপ্ত হইলে বোধ হয় যেন অনঙ্গযুদ্ধে কবচ পরিধান করিয়াছেন, ত্রিভঙ্গি অর্থাৎ গ্রীবা, কটি ও চরণ এই তিন অঙ্গের ঈষৎ বক্রতাহেতু যাঁহার কলেবর অতিসুন্দর এবং সর্ব্বদা অধরবিম্ব যাঁহার বংশীতে সঙ্গত ॥ ৩২ ॥

পদ্যানুবাদ—রাধা-পরিহাস-বাক্য-শ্রবণ-আশয়।
লুকায়েন দেহ যিনি নিবিড় লতায় ॥
কদম্ব মঞ্জরী রাই করিলে হরণ।
যিনি তঁার অবরোধে মহাবিচক্ষণ ॥ ৩০ ॥
কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িতা শ্রীমতী রাধার।
সঙ্গলাভ তরে যাঁর কৌতুক-অপার ॥

বেণুবিস্তৃতগান্ধর্ব্বসারসন্দর্ভসৌষ্ঠবঃ।
গোপীযুথসহস্রেন্দ্রঃ সান্দ্ররাসরসোন্মদঃ ॥ ৩৩ ॥
স্মরপঞ্চশরীকোটিক্ষোভকারিদৃগঞ্চলঃ।
চণ্ডাংশুনন্দিনীতীর-মণ্ডলারব্ধতাণ্ডবঃ ॥ ৩৪ ॥

কেলিমত্তা শ্রীরাধিকা, কর্ণের উৎপলে।
তাড়না করেন যাঁরে, মহাকুতূহলে ॥ ৩১ ॥
অনঙ্গ-সঙ্গরের সূচনা-কারক,—
রাধা অঙ্গবিগলিত, কুঙ্কুম-যাবক,—
অনুলেপন-রাজি যাঁর, ললিত শ্রীঅঙ্গে।
কবচের মত লগ্ন, সুবিলাস রঙ্গে ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাযুক্ত আকৃতি সুন্দর।
বেণুমধ্যে সংযুক্ত, রক্তিম-অধর ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি বংশীগীতদ্বারা জগতে সঙ্গীত বিদ্যা সুন্দররূপে বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি সহস্র সহস্র গোপাঙ্গনার একমাত্র নায়ক ও যিনি সুস্নিগ্ধ রাসরসে পরম আনন্দযুক্ত ॥ ৩৩ ॥

কন্দর্পের কোটি সংখ্যক কুসুমশরের ন্যায় কটাক্ষ যুবতীগণের ক্ষোভজনক এবং যিনি কলিন্দ-কন্যা যমুনার তটে গোপীগণের সহিত নৃত্য করিতে ভালবাসেন ॥ ৩৪ ॥

পদ্যানুবাদ—যিনি নিজ সুমধুর বাঁশরী-সঙ্গীতে।
গান্ধর্ব-শাস্ত্র-সৌষ্ঠব, বিস্তারে' মহীতে ॥
অসংখ্য গোপীযূথের যিনি অধীশ্বর।
সান্দ্র-রাস-রস-ভরে প্রমত্ত সুন্দর ॥ ৩৩ ॥
যাঁহার কটাক্ষভঙ্গী, অতি মনোরম।
ক্ষোভ উৎপাদক, কোটি পঞ্চশর সম ॥

বৃষভানুসুতাভৃঙ্গীকামধুক্‌কমলাকরঃ।
গূঢ়াকূতপরীহাসরাধিকাজনিতস্মিতঃ ॥ ৩৫ ॥
নারীবেশনিগূঢ়াত্মা ব্যূঢ়চিত্তচমৎকৃতিঃ।
কর্পূরালম্বি-তাম্বুলকরম্বিত-মুখাম্বুজঃ ॥ ৩৬ ॥

সূর্যকন্যা যমুনার রম্য তীরদেশে।
গোপিকা-মণ্ডলে নৃত্য করেন রসাবেশে ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি শ্রীরাধিকারূপিণী ভ্রমরীর অভীষ্টপ্রদ কমলাকর অর্থাৎ সরোবরস্বরূপ ও নিজের গূঢ় অভিপ্রায় কোনরূপে ব্যক্ত হইলে পরিহাস কারিনী শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া যিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

যিনি নারীবেশ ধারণ করিয়া নিজ কলেবর প্রচ্ছন্ন করিতেন এবং ঐ বেশে গোপিকামন্দিরে প্রবেশ করিয়া, আমি অন্যের অলক্ষিত সুচতুরজনবেষ্টিত এই পরগৃহে নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছি বলিয়া মনে মনে যিনি বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন, কর্পূরাদিযুক্ত তাম্বুল চর্ব্বণে যাঁহার মুখাম্বুজ সুশোভিত ॥ ৩৬।

পদ্যানুবাদ—বৃষভানুসুতা রূপা ভ্রমর বধূর,—
ইষ্টদাতা পদ্মদীঘি-সম সুমধুর।
গূঢ় অভিপ্রায় বিষয়ে পরিহাসকারিণী।
শ্রীমতীরে হেরি' মন্দ হাস্যোজ্জ্বল যিনি ॥ ৩৫ ॥
নারীবেশে করি' যিনি আত্মসংগোপন।
হৃদয়ে চমৎকারিতা, করেন ধারণ ॥
তাম্বুল চর্বণ করি'—কর্পূর-বাসিত।
মুখাম্বুজ হয় যাঁর অতি সুশোভিত ॥ ৩৬ ॥

মানিচন্দ্রাবলীদূতীক৯প্তসন্ধানকৌশলঃ।
ছদ্মঘট্টতটীরুদ্ধরাধাভ্রূকুটিঘট্টিতঃ ॥ ৩৭ ॥
দক্ষরাধাসখীহাসব্যাজোপালম্ভলজ্জিতঃ।
মূর্ত্তিমদ্বল্লবীপ্রেমা ক্ষেমানন্দরসাকৃতিঃ ॥ ৩৮ ॥
অভিসারোল্লসদ্ভদ্রাকিঙ্কিণীনিনদোন্মুখঃ।
বাসসজ্জীভবৎপদ্মা-প্রেক্ষ্যমাণাগ্রপদ্ধতিঃ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—মানিনী চন্দ্রাবলীর দূতীর চাতুর্য্য-কৌশলে যিনি চন্দ্রাবলীর সহিত মিলিত হয়েন এবং দানঘাটে অবরুদ্ধ শ্রীরাধিকার ভ্রূকুটি দ্বারা যিনি আক্ষিপ্ত হয়েন ॥ ৩৭ ॥

পরম চতুরা শ্রীরাধিকার কোন সখীর পরিহাস-গর্ব্ব ভর্ৎসনা বাক্যে যিনি লজ্জিত হইতেন এবং যিনি ব্রজাঙ্গনাগণের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ প্রেম স্বরূপ এবং যাঁহার শরীর মঙ্গলময় আনন্দেরসে পরিপূর্ণ ॥ ৩৮ ॥

অভিসারে উদ্যত ভদ্রা নাম্নী গোপিকার কিঙ্কিণী শব্দ শুনিবার জন্য যিনি উন্মুখ অর্থাৎ কখন আসিবেন বলিয়া তদীয় ভূষণ শব্দের প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক কর্ণপাত করিয়া থাকেন, পদ্মা নাম্নী গোপিকা-বাসকসজ্জা (নায়ক আসিবেন নিশ্চয় করিয়া যে নায়িকা নিজ ভবন ও নিজ কলেবর সুসজ্জিত করতঃ নায়কের আগমন-পথের প্রতি এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন তাহাকে আলঙ্কারিকেরা বাসকসজ্জা বলিয়া কহেন) হইয়া যাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় পথের প্রতি এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

পদ্যানুবাদ—মানিনী চন্দ্রাবলীর দূতীর কৌশলে।
তাঁর সঙ্গে মিলন যাঁর, ঘটে রহঃস্থলে ॥

উৎকণ্ঠিতার্ত্তললিতাবিতর্কপদবীং গতঃ।
বিপ্রলব্ধবিশাখোরুবিলাপভরবর্দ্ধনঃ ॥ ৪০ ॥

দানঘাটে শ্রীরাধিকা, ছল-সহকারে।
রুদ্ধ হৈলে তাড়ন করেন, ভ্রূভঙ্গীতে যাঁরে ॥ ৩৭ ॥
পরম-চতুরা কোন, শ্রীরাধা-সখীর।
নর্মপূর্ণ-ভর্ৎসনে যিনি, লজ্জায় অধীর ॥
ব্রজাঙ্গনা-সমূহের সাক্ষাৎ মূর্তিমান্।
মঙ্গল-আনন্দরসরূপে বর্তমান ॥ ৩৮ ॥
অভিসারোদ্যতা ভদ্রার কিঙ্কিণী-শিঞ্জন।
শ্রবণের তরে যাঁর, উন্মুখ শ্রবণ ॥
'বাসকসজ্জা' পদ্মাগোপী মহা অনুরাগে।
চাহে যা'র আগমন-পথ পুরোভাগে ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—অতিকাতর ও উৎকণ্ঠিতা (নিজ আবাসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আগমন না করিলে যে নায়িকা অতিকাতর হইয়া নায়কের অনাগমনের কারণ চিন্তায় নিমগ্ন হয়েন, সেই নায়িকাকে উৎকণ্ঠিতা কহে) ললিতার বিতর্ক পদবীতে যিনি আরূঢ় হয়েন এবং যিনি বিপ্রলব্ধা (অদ্য তোমার প্রিয় তোমার নিকট আগমন করিবেন এরূপ বাক্য নায়ক প্রেরিত দূতীমুখে শ্রবণ করিয়া পরে নায়ককে অনাগত দেখিয়া যে নায়িকা দুঃখ ও বিলাপ করেন, সেই নায়িকার নাম বিপ্রলব্ধা) বিশাখার অতিশয় বিলাপ বর্দ্ধন ক'রেন ॥ ৪০ ॥

পদ্যানুবাদ—'উৎকণ্ঠিতা' আর্ত-চিত্তা শ্রীললিতার।
চিন্তাপথে অবিরত উদয় যাঁহার ॥
'বিপ্রলব্ধা' বিশাখার বিলাপ প্রবল।
বর্ধন ক'রেন যিনি লীলায় কেবল ॥ ৪০ ॥

কলহান্তরিতাশ্যামা-মৃগ্যমাণমুখেক্ষণঃ ।
খণ্ডিতোচ্চণ্ডধীশৈব্যারোষোক্তিরসিকান্তরঃ ॥ ৪১ ॥
বিশ্লেষ-বিক্লবচ্চন্দ্রাবলীসন্দেশ-নন্দিতঃ ।
স্বাধীনভর্ত্তৃকোৎফুল্লরাধামণ্ডনপণ্ডিতঃ ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ—খণ্ডিতাহেতু (অন্য নায়িকার সহিত সম্ভোগ সূচক নখক্ষতাদি চিহ্ন দর্শন করিয়া যে নায়িকার নায়কের প্রতি ঈর্ষা জন্মে, সেই নায়িকাকে খণ্ডিতা কহে) অতি কোপনা শৈব্যার রোষোক্তি শ্রবণে যাঁহার চিত্ত সতৃষ্ণ হয় এবং কলহান্তরিতা শ্যামা যাঁহার মুখাম্বুজ দর্শনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন ॥ ৪১ ॥

যিনি বিরহকাতরা চন্দ্রাবলীর সন্দেশ বাক্য শ্রবণে আনন্দিত, স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা হেতু (প্রেমগুণে বশীভূত হইয়া নায়ক যাহাকে পরিত্যাগ করেন না। অর্থাৎ সর্ব্বদা তাহার অনুগত হইয়া থাকেন, সেই নায়িকাকে স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা কহে) হৃষ্টচিত্তা শ্রীরাধিকার বেশ-ভূষা-রচনায় যিনি সুপণ্ডিত ॥ ৪২ ॥

পদ্যানুবাদ—'কলহ-অন্তরিতা'—শ্যামা নাম্নী গোপিকা।
যাঁর মুখ হেরিবারে ব্যাকুলা অধিকা ॥
'খণ্ডিতা' কোপনা শৈব্যার রোষোক্তি-শ্রবণে।
অতিশয় তৃষ্ণা সদা জাগে যাঁর মনে ॥ ৪১ ॥
বিরহ-কাতরা চন্দ্রাবলীর সন্দেশ।
আনন্দ দেয় যাঁ'র মানসে বিশেষ ॥
'স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা ভাবা'—প্রফুল্লা রাধার।
বেশ-ভূষা বিরচনে পাণ্ডিত্য যাঁহার ॥ ৪২ ॥

চুম্ববেণুগ্লহদ্যুতজয়ি-রাধাধৃতাঞ্চলঃ।
রাধাপ্রেমরসাবর্ত্ত-বিভ্রমভ্রমিতান্তরঃ ॥ ৪৩ ॥
ইত্যেষোন্মত্তধীঃ প্রেম্না শংসন্তী কংসমর্দ্দনম্।
স্ফুরন্তং পুরতঃ প্রেক্ষ্য প্রৌঢ়ানন্দোৎসবং যযৌ ॥৪৪॥
প্রেমেন্দুসাগরাখ্যেঽস্মিন্নাম্নামষ্টোত্তরে শতে।
বিগাহয়ন্তু বিবুধাঃ প্রীত্যা রসনমন্দরম্ ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—মুখচুম্বন ও বংশী গ্রহণ এই উভয় পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে ঐ ক্রীড়ায় শ্রীরাধা জয়লাভ করিয়া বংশীগ্রহণের নিমিত্ত যাঁহার বসনাঞ্চল ধারণ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধিকার প্রেমপ্রবাহের আবর্ত্তে ভ্রমণ করিয়া যাঁহার অন্তরাত্মা ভ্রমিত হইতেছে ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তা সেই ব্রজযুবতী এইরূপে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভাবে অমনি সম্মুখে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিলেন ॥ ৪৪ ॥

হে বিবুধগণ! প্রেমেন্দু-সাগর নামক এই অষ্টোত্তর শত নামে তোমাদিগের রসনারূপ মন্দরপর্ব্বত প্রীতিপূর্ব্বক অবগাহিত হউক ॥৪৫॥

পদ্যানুবাদ—পাশা খেলায় চুম্বন ও বেণু রেখে পণ,—
জিনি' রাধা করেন যাঁর, অঞ্চল ধারণ ॥
রাধা-প্রেম-রসাবর্ত-বিভ্রমে সুন্দর।
চিত্ত যাঁর বিঘূর্ণিত হয় নিরন্তর ॥ ৪৩ ॥
প্রণয়ে উন্মত্তা, পূর্বোক্তা বল্লবযুবতী,—
এইরূপে কৃষ্ণনাম, আর্তিভরে অতি ॥
গাহিতে গাহিতে হঠাৎ নিজের সম্মুখে।
শ্যামে হেরি' ডুবিলেন, পরানন্দ সুখে ॥ ৪৪ ॥

‘প্রেমেন্দু-সাগর’ নামক, অষ্টোত্তর শত,
কৃষ্ণনাম-সুশোভিত, এ স্তবে সতত,
সুধীভক্তগণ অতি প্রীতির সহিত,
রসনা-মন্দরগিরি করুন নিমজ্জিত ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীপ্রেমেন্দুসাগর নামক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম সমাপ্ত।

শ্রীকেশবাষ্টক

শ্রীকেশবায় নমঃ

নবপ্রিয়কমঞ্জরীরচিতকর্ণপূরশ্রিয়ং,
বিনিদ্রতরমালতী-কলিত-শেখরেণোজ্জ্বলম্ ।
দরোচ্ছ্বসিতযূথিকাগ্রথিত-বল্গুবৈকক্ষকং,
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ১ ॥
পিশঙ্গি মণিকস্তনি প্রণতশৃঙ্গি পিঙ্গেক্ষণে,
মৃদঙ্গমুখি ধূমলে শবলি হংসি বংশীপ্রিয়ে ।
ইতি স্বস্থুরভিকুলং তরলমাহ্বয়ন্তং মুদা,
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিন্‌দেশতঃ কেশবম্ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—অভিনব কদম্বমঞ্জরী যাঁহার কর্ণভূষণ, বিকসিত মালতী-মালায় যাঁহার মৌলি সুশোভিত ও যিনি ঈষৎ বিকসিত অতিসুন্দর যূথিকামালা গলদেশে ধারণ করিয়া সায়ংকালে বন হইতে ব্রজধামে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

হে পিশঙ্গি ! হে মণিকস্তনি ! হে প্রণতশৃঙ্গি ! হে পিঙ্গেক্ষণে ! হে মৃদঙ্গমুখি ! হে ধূমলে ! হে শবলি ! হে হংসি ! হে বংশিপ্রিয়ে ! ইত্যাদি সম্বোধন বাক্যে স্বীয় গাভীগণকে ব্যগ্র হইয়া আহ্বান করিতে করিতে যিনি বনমধ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—নবনীপমঞ্জরীর বিচিত্র ভূষণ ।
দোলায়ে শ্রবণমূলে পরমশোভন ॥

ঘনপ্রণয়মেদুরান্ মধুরনর্ম্মগোষ্ঠীকলা,
বিলাসনিলয়ান্ মিলদ্বিবিধবেশবিদ্যোতিনঃ।
সখীনখিলসারয়া পথিষু হাসয়ন্তং গিরা,
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৩॥

প্রফুল্ল মালতী ফুল-রাজি বিরচিত।
মালিকা-বেষ্টনে করি, চূড়া বিমণ্ডিত ॥
ঈষৎ বিকচ রম্য যূথিকার মালে।
গলদেশ আলা করি' সন্ধ্যার প্রাক্কালে ॥
নিতি যাঁর নন্দব্রজে হয় আগমন।
সেই কেশবের আমি করিব ভজন ॥ ১ ॥
পিশঙ্গি, মণিকস্তনি, ধূমলে, শবলে !
হে হংসি, মৃদঙ্গমুখি, আয়গো সকলে,—
হেন স্নেহ ব্যগ্র কণ্ঠে,—মিষ্ট আবাহনে,
শীঘ্র একত্রিত করি' স্ব-সুরভিগণে,—
বন হ'তে ব্রজে যাঁর হয় আগমন,
সেই কেশবের আমি করিব ভজন ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহারা প্রগাঢ় প্রণয়হেতু অতিস্নিগ্ধ, যাঁহারা সুমধুর পরিহাস বাক্যে নৃত্য-গীতাদি কলাবিলাসে কুশল এবং যাঁহারা নানা-প্রকার বেশ-ভূষায় সুশোভিত, এই প্রকার বয়স্যাদিগের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে করিতে অরণ্য হইতে যিনি ব্রজমধ্যে আগমন করিতে-ছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—প্রগাঢ়-প্রণয়-রসে, স্নিগ্ধ নিরমল।
নৃত্য-গীত-নানা-কলা,-বিলাস-কুশল ॥

শ্রমাম্বুকণিকাবলীদরবিলীঢ়গণ্ডান্তরং,
সমূঢ়াগিরিধাতুভির্লিখিতচারুপত্রাঙ্কুরম্।
উদঞ্চদলিমণ্ডলীদ্যুতিবিড়ম্বিবক্রালকং,
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৪॥

পরিহাসময় বাক্যে, পটু অতিশয়।
বিবিধ অপূর্ব বেশে, চারু শোভাময় ॥
হেন সখাগণসনে, পরম কৌতুকে।
নানারূপ হাস্যপূর্ণ, নর্ম-বাক্য সুখে ॥
বন হ'তে ব্রজে যাঁর হয় আগমন।
সেই কেশবের আমি করিব ভজন ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—বিন্দু বিন্দু শ্রমজলে যাঁহার গণ্ডদেশ সুশোভিত, যাঁহার মুখমণ্ডলে নানাবিধ গৈরিক ধাতু দ্বারা পত্রাঙ্কুর লিখিত হইয়াছে এবং যাঁহার কুটিল কুন্তলের শোভায় মধুলোভে চঞ্চল অলিবৃন্দের শোভা তিরস্কৃত হইয়াছে, এইরূপ বেশে বিপিন হইতে ব্রজমধ্যে সমাগত নন্দনন্দন সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—গিরিধাতু-বিলিখিত চারু পত্রাঙ্কুর।
বদন-মণ্ডলে যাঁর শোভিছে মধুর ॥
বিন্দু বিন্দু শ্রমজলে সিক্ত গণ্ডস্থল।
তদুপরি নাচে কৃষ্ণ কুটিলকুন্তল ॥
মধুলব্ধ সুচঞ্চল ভ্রমর নিকর।
বিড়ম্বিত হয় সেই শোভায় বিস্তর ॥
এমন সুন্দর বেশে সায়ং সময়।
নন্দব্রজে নিত্য যাঁর আগমন হয় ॥

নিবদ্ধনবতর্ণকাবলিবিলোকনোৎকণ্ঠয়া,
নটৎখুরপুটাঞ্চলৈরলঘুভির্ভুবং ভিন্দতীম্।
কলেন ধবলাঘটাং লঘু নিবর্ত্তয়ন্তং পুরো,
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৫॥
পদাঙ্কততিভির্বরাং বিরচয়ন্তমধ্বশ্রিয়ং,
চলত্তরলনৈচিকী-নিচয়ধূলিধূম্রস্রজম্।
মরুল্লহরিচঞ্চলীকৃতদুকূলচূড়াঞ্চলং,
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৬॥

সেই শ্রীকেশবের আমি করিব ভজন।
অন্তরের অন্তঃপুরে আশা চিরন্তন ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে সকল গাভী গোষ্ঠে আবদ্ধ অভিনব বৎসদিগকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া ক্ষুরাগ্রদ্বারা ভূমি খনন করিতেছে, সেই সকল গাভীগণকে বেনুনাদদ্বারা নিবর্ত্তন করিতে করিতে যিনি বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥

যিনি ধ্বজ বজ্রাদি চরণচিহ্নদ্বারা পথের অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছেন, অগ্রে ধাবমান গাভীগণের খুরোত্থিত ধূলি-পটলে যাঁহার বনমালা ধূম্রবর্ণ হইয়াছে, মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চালিত হওয়ায় যাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ও চূড়া চঞ্চলিত হইতেছে, এইরূপ বেশে যিনি বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—গোষ্ঠমাঝে বদ্ধ আছে, যে' তর্ণক দল।
তা'দের দর্শন আশে উৎকণ্ঠা চঞ্চল ॥

বিলাসমুরলীকলধ্বনিভিরুল্লসন্মানসাঃ,
ক্ষণাদখিলবল্লবীঃ পুলকয়ন্তমন্তর্গৃহে।
মুহুর্বিদধতং হৃদি প্রমুদিতাঞ্চ গোষ্ঠেশ্বরীং,
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৭॥

স্নেহ রস পরিসিক্তা যে যে' ধবলীগণ।
খুরাগ্রের দ্বারা করে ভূমির খনন ॥
আপনার সুধাবর্ষী স্নিগ্ধ বেণুস্বরে।
সেই সব সুরভিরে নিবর্তিত ক'রে ॥
বন হ'তে ব্রজে আসে, রঙ্গিয়া কেশব।
ভজিবারে চাই তাঁর চরণ পল্লব ॥ ৫ ॥
ধ্বজ-বজ্র আদি পদ-চিহ্ন সুললিত।
তার দ্বারা যাত্রাপথ করি সুরঞ্জিত ॥
আগে আগে ধাবমান গোধূলি-পটলে।
ধূম্রবর্ণ বনমালা পরি' নিজ গলে ॥
মন্দ মধু সমীরণে মৃদু সঞ্চালিত।
চঞ্চল-দুকূল-চূড়ে হ'য়ে সুশোভিত ॥
বৈকালে বরজ গোষ্ঠে, আসেন কেশব।
ভজিবারে চাই তাঁর, শ্রীপাদ পল্লব ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি বিলাস মুরলীর মধুরধ্বনিদ্বারা গৃহাবস্থিত মাতৃ তুল্য যাবতীয় ব্রজাঙ্গনাগণের চিত্ত উল্লাসিত ও অতিশয় আনন্দ হেতু তাঁহাদিগের কলেবর পুলকিত করিতেছেন এবং যিনি জননী যশোদার হৃদয়ে অতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং,
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং,
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—দর্শনের নিমিত্ত অট্টালিকায় আরূঢ়, ঈষৎ হাস্যযুক্ত ব্রজ-যুবতীগণের কটাক্ষ-মালায় যিনি সৎকৃত হইতেছেন এবং যিনি পুষ্প-স্তবকে ভ্রমর গতির ন্যায় তাহাদিগের স্তনমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অরণ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, আমি সেই শ্রীকেশবকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

পত্মানুবাদ—বিরহ-কাতরা যত বল্লবীর প্রাণ।
গোপালের তরে কাঁদে সারা-দিন-মান ॥
সুবিলাস মুরলীর মধু-কলতানে।
গৃহস্থিতা তা' সবারে উল্লাস প্রদানে ॥
গোষ্ঠেশ্বরী যশোদার স্নেহাকুলচিতে।
প্রমোদ অমৃতবারি সিঁচিতে সিঁচিতে ॥
বন থেকে ব্রজে যিনি আসেন সন্ধ্যায়।
প্রীতিতে ভজিব আমি সে' কেশব রায় ॥ ৭ ॥

পথিপার্শ্বে সারি সারি প্রাসাদগুলির।
উপরে আরূঢ়া যত ব্রজসুন্দরীর ॥
মৃদুহাস্য সুশোভিত, কটাক্ষ-মালার।
শত নৃত্যভঙ্গীময়, প্রণয়-সৎকার ॥
লভিয়া হরষে নব, পুষ্পগুচ্ছ গত,—
মধুলুব্ধ সুচঞ্চল ভ্রমরেরি মত,—

ইদং নিখিলবল্লবীকুলমহোৎসবোল্লাসনং,
ক্রমেণ কিল যঃ পুমান্ পঠতি সুষ্ঠুপদ্যাষ্টকম্।
তমুজ্জ্বলধিয়ং সদা নিজপদারবিন্দদ্বয়ে,
রতিং দদদচঞ্চলাং সুখয়তাদ্বিশাখাসখঃ ॥ ৯ ॥

গোপীস্তন স্তবকেতে নয়ন সঞ্চারে,—
কানন হইতে নিত্য, ব্রজের মাঝারে,—
প্রেমলীলারঙ্গে যিনি, আসেন সন্ধ্যায়।
প্রীতিতে ভজিব আমি, সে' কেশব রায় ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে ব্যক্তি ব্রজরমণীগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী অতি মনোহর এই পদ্যাষ্টক যথাক্রমে শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন, বিশাখা-সখা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উজ্জ্বলধী সম্পন্ন করিয়া নিজ পাদপদ্মে অচলা রতি দেন এবং চিরকাল তাঁহাকে সুখী করেন ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—নিখিল বল্লবী-কুলের উল্লাস-বর্দ্ধন,—
পরম মধুর এই, অষ্টক রতন,—
পড়েন সতত যিনি শ্রদ্ধা সহকারে,
বিশাখার সখা কৃষ্ণ, তুষ্ট চিত্তে তাঁরে,
দিয়ে নিজ পাদপদ্মে অচঞ্চলা রতি,
করেন সুনিত্যকাল, সুখময় অতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকেশবাষ্টকং সম্পূর্ণম্

শ্রীকুঞ্জবিহারীর প্রথম অষ্টক

(নমঃ কুঞ্জবিহারিণে)

ইন্দ্রনীলমণিমঞ্জুলবর্ণঃ,
ফুল্লনীপকুসুমাঞ্চিতকর্ণঃ।
কৃষ্ণলাভিরকৃশোরসি হারী,
সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ১ ॥
রাধিকা-বদনচন্দ্রচকোরঃ,
সর্ব্ববল্লববধূধৃতিচৌরঃ।
চর্চ্চরীচতুরতাঞ্চিতচারী,
চারুতো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় অতি মনোহর যাঁহার বর্ণ, বিকসিত কদম্বকুসুমদ্বারা যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, যাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার শোভা করিতেছে, সেই পরমসুন্দর কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের চকোরস্বরূপ, যিনি নিখিল ব্রজরমণীর ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া থাকেন এবং যিনি চর্চ্চরীতালে সুন্দর নৃত্য কৌশল বিস্তার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—ইন্দ্রনীলমণি মঞ্জুলা বরণ।
কদম্বকুসুমে শোভিত শ্রবণ ॥
পরিসর বক্ষে গুঞ্জামাল্যধারী।
জয় জয় সুন্দর কুঞ্জবিহারী ॥ ১ ॥
শ্রীরাধা মুখেন্দু-ক্ষুব্ধ চকোর।
সর্ব গোপ-বধূ-ধৃতি ধন-চোর ॥

সর্ব্বতঃ প্রথিতকৌলিকপর্ব্ব,
ধ্বংসনেন হৃতবাসবগর্ব্বঃ।
গোষ্ঠরক্ষণকৃতে গিরিধারী—,
লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৩ ॥
রাগমণ্ডল-বিভূষিতবংশী
বিভ্রমেণ মদনোৎসবশংসী,
স্তূয়মানচরিতঃ শুকশারী,
শ্রেণিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৪ ॥

চর্চরীতালে চারু নর্তনকারী।
জয় জয় রুচির কুঞ্জবিহারী ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি সর্ব্বত্র গোপদিগের ইন্দ্রপূজারূপ কৌলিক পর্ব্বের ধ্বংসহেতু অতিক্রুদ্ধ দেবরাজের গর্ব্ব হরণ ও গোষ্ঠ-রক্ষার জন্য গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৩ ॥

সমূহ রাগরাগিণী-বিভূষিত বংশীর মধুরস্বরে যিনি প্রেয়সী-বৃন্দের প্রতি মদনোৎসব ঘোষণা করিতেছেন এবং বংশীরব শুনিয়া অনুরক্ত শুক শারীগণ যাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিতেছে, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—ইন্দ্রযাগ-রূপ কৌলিক পর্ব।
বিনাশ ক'রে, হরি' বাসব-গর্ব ॥
গোষ্ঠরক্ষণকারী গিরিধারী।
জয় লীলাময় কুঞ্জবিহারী ॥ ৩ ॥
(যাঁর) রাগ-বিভূষিত বাঁশরীর স্বর।
মদন-উৎসব ঘোষণা তৎপর ॥

শাতকুম্ভরুচিহারিদুকূলঃ,
কেকিচন্দ্রক-বিরাজিতচূলঃ।
নব্যযৌবনলসদ্ব্রজনারী,
রঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৫ ॥
স্থাসকীকৃতসুগন্ধিপটীরঃ,
স্বর্ণকাঞ্চি পরিশোভিকটীরঃ।
রাধিকোন্নতপয়োধরবারী,
কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৬ ॥

সুচরিত-স্তুতি গাহে শুকশারী।
জয় লীলারসিক কুঞ্জবিহারী ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার পীতাম্বর সুবর্ণের কান্তি অপেক্ষাও উজ্জ্বল যাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ বিরাজিত এবং যিনি নবযৌবনে সুশোভিত ব্রজনারী-গণের চিত্তরঞ্জনে তৎপর, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৫ ॥

সুগন্ধি চন্দনাদিদ্বারা যাঁহার অঙ্গ অনুলিপ্ত, স্বর্ণময় কাঞ্চীদ্বারা যাঁহার কটিদেশ সুশোভিত এবং যিনি শ্রীরাধিকার উন্নতপয়োধররূপ হস্তিবন্ধন-শৃঙ্খলে কুঞ্জর-স্বরূপ সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—কনককান্তিহারী সুপীত বসন।
ময়ূর চন্দ্রকে মুকুট শোভন ॥
নবীন যৌবনা ব্রজকুল নারী
রঞ্জন, জয় জয় কুঞ্জবিহার ॥ ৫ ॥
সুগন্ধি চন্দনে শ্রীঅঙ্গচর্চিত।
কাঞ্চনের কাঞ্চী নিতম্বে শোভিত ॥
রাধিকা-উন্নত কুচযুগবারী-
কুঞ্জর, জয় জয় কুঞ্জবিহারী ॥ ৬ ॥

গৌরধাতুতিলকোজ্জ্বলভালঃ,
কেলিচঞ্চলিতচম্পকমালঃ।
অদ্রিকন্দরগৃহেম্বভিসারী,
সুভ্রুবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৭ ॥
বিভ্রমোচ্চলদৃগঞ্চলনৃত্য,
ক্ষিপ্তগোপললনাখিলকৃত্যঃ।
প্রেমমত্তবৃষভানুকুমারী,
নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার ললাট গৈরিক ধাতুদ্বারা তিলকাঙ্কিত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিলাসময়ী চম্পকমালা দোদুল্যমান হইতেছে, গোপাঙ্গনাগণের অদ্রিকন্দররূপ সঙ্কেত স্থানে যিনি অভিসার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৭ ॥

যিনি স্বরবিলাসে চঞ্চলকটাক্ষপাতদ্বারা গোপললনাদিগের নিখিল কার্য্য বিদূরিত করিয়াছেন এবং যিনি প্রেমোন্মত্ত বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকার চিত্তরঞ্জনে রসিক নায়ক-স্বরূপ সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—গৈর-ধাতু তিলকে ললাট উজালা,—
গলে কেলি-চঞ্চল চম্পক-মালা ॥
পর্বত কন্দরে অভিসার-কারী।
জয় জয় সুভ্রু, কুঞ্জবিহারী ॥ ৭ ॥
অনঙ্গ-রঞ্জিত নেত্রাঞ্চলনৃত্য।
ভুলায় গোপীদের অখিল কৃত্য ॥

অষ্টকং মধুরকুঞ্জবিহারী,
ক্রীড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি।
স প্রযাতি বিলসৎপরভাগং,
তস্য পাদকমলার্চ্চনরাগম্ ॥ ৯ ॥

প্রেম পাগলিনী (বৃষ) ভানুর কুমারী।
নাগর, জয় চারু কুঞ্জবিহারী ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণলীলাময়ী অতিমধুর ও মনোহর এই পদ্যাষ্টক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পূজনে বিলক্ষণ অনুরাগ লাভ হয় ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—কৃষ্ণলীলাপুতঃ অতিমনোহর।
পদ্যাষ্টকগীতি অমৃত আকর ॥
পাঠ করে যিনি প্রীতি-পূর্ণ মনে।
রতি জন্মে কৃষ্ণ-পাদপদ্মার্চনে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকুঞ্জবিহারিণঃ প্রথমাষ্টকং সমাপ্তম্

শ্রীকুঞ্জবিহারীর দ্বিতীয় অষ্টক

(নমঃ শ্রীকুঞ্জবিহারিণে)

অবিরতরতিবন্ধুস্মেরতাবন্ধুরশ্রীঃ,
কবলিত ইব রাধাপাঙ্গভঙ্গীতরঙ্গৈঃ।
মুদিতবদনচন্দ্রশ্চন্দ্রকাপীড়ধারী,
মুদিরমধুরকান্তির্ভাতি কুঞ্জেবিহারী ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—কন্দর্পবিলাসহেতু যাঁহার মুখমণ্ডলে মন্দ মন্দ হাস্য সর্ব্বদা শোভা পাইতেছে, যিনি শ্রীরাধিকার কটাক্ষ ভঙ্গীরূপ তরঙ্গ দ্বারা কবলিত হইতেছেন, যাঁহার বদনচন্দ্র সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত এবং যিনি মস্তকে শিখিপুচ্ছ ধারণ করিতেছেন এবং নবীনমেঘের ন্যায় মধুরকান্তি ধারণ করিয়া যিনি কুঞ্জ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—মদন বিলাসরসে যাঁহার বদন।
অবিরত হাস্যময়, পরমশোভন ॥
(শ্রী) রাধার অপাঙ্গ-ভঙ্গীর মধুর তরঙ্গে।
কবলিত হ'য়ে নানা প্রেমলীলা রঙ্গে ॥
প্রমুদিত রয় সদা, চারু চন্দ্রানন।
চন্দ্রক-আপীড় শিরে করিয়া ধারণ,—
নবীন জলদ যিনি শ্যাম কান্তিধারী।
শোভা পাইতেছে হেন নিকুঞ্জবিহারী ॥ ১ ॥

ততশুষিরঘনানাং রাগমানদ্ধভাজাং,
জনয়তি তরুণীনাং মণ্ডলে মণ্ডিতানাম্।
তটভুবি নটরাজক্রীড়য়া ভানুপুত্র্যা,
বিদধদতুলচারীর্ভাতি কুঞ্জেবিহারী ॥ ২ ॥
শিখিনি কলিতষড়্জে কোকিলে পঞ্চমাঢ্যে,
স্বয়মপি নববংশ্যোদ্দাময়ন্ গ্রামমুখ্যম্।
ধৃতমৃগমদগন্ধঃ সুষ্ঠু গান্ধারসংজ্ঞং,
ত্রিভুবনধৃতিহারী ভাতি কুঞ্জেবিহারী ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যমুনাতটে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ব্রজরমণীগণ মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু, কাংস্য প্রভৃতির বাদ্য আরম্ভ করিলে যিনি উত্তম নটের ন্যায় সুন্দর নৃত্য করিতে থাকেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২ ॥

ময়ূরগণ ষড়্জস্বর আরম্ভ করিলে, কোকিলগণ পঞ্চম-স্বরের আলাপ করিতে লাগিল, যিনি সর্বাঙ্গে মৃগমদগন্ধ ধারণ করিয়া অভিনব বংশীদ্বারা গান্ধার নামক উৎকৃষ্ট স্বরগ্রাম মুর্চ্ছনা-পূর্ব্বক—ত্রিভুবনের ধৈর্য্য হরণ করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—তরুণী বল্লবীগণ সুশোভন বেশে।
ভানুপুত্রী যমুনার এসে তটদেশে ॥
বেণু-বীণা, মৃদঙ্গাদি করিলে বাদন।
নটরাজ ক্রীড়াবলী করি' আচরণ ॥
গোপিকা-মণ্ডলে যিনি চারু নৃত্যকারী।
শোভা পাইতেছে হেন নিকুঞ্জবিহারী ॥ ২ ॥

অনুপমকরশাখোপাত্তরাধাঙ্গুলীকো,
লঘু লঘু কুসুমানাং পর্য্যটন্ বাটিকায়াম্।
সরভসমনুগীতশ্চিত্রকণ্ঠীভিরুচ্চৈ,-
র্ব্রজনবযুবতীভির্ভাতি কুঞ্জেবিহারী ॥ ৪ ॥

শিখিরা ষড়জে যবে বোলে উচ্চবোল্।
কোকিল পঞ্চমতানে তোলে মিষ্ট রোল্ ॥
সর্বাঙ্গে কস্তুরী-গন্ধ করিয়া ধারণ।
বাজাইয়া অভিনব বাঁশরী আপন ॥
উত্তম গান্ধার-গ্রাম মূর্চ্ছনা তুলিয়া।
ত্রিভুবন-ধৃতি যিনি লয়েন হরিয়া ॥
সঙ্গীত-কুশল গোপীমোহন বংশীধারী।
শোভা পাইতেছে হেন শ্রীকুঞ্জবিহারী ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি আপনার সুকোমল বামকরাঙ্গুলীদ্বারা শ্রীরাধিকার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক পুষ্পবাটিকায় মন্দমন্দ পর্য্যটন্ করিতেছেন এবং তৎসঙ্গে হর্ষযুক্ত হইয়া মধুরকণ্ঠী ব্রজযুবতীগণ যাঁহার গুণগ্রাম কীর্তন করিতেছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৪॥

পদ্যানুবাদ—সুকোমল বাম করাঙ্গুলে আপনার।
দক্ষিণকর শাখা ধরি—শ্রীরাধার ॥
মৃদু-মন্দ গতিভরে সানন্দ হিয়ায়।
ভ্রমণ করিছে যিনি, পুষ্পবাটিকায় ॥
সাথে সাথে মধু-কণ্ঠী ব্রজ-যুবতীরা।
গুণাবলী গাহে হর্ষে, হইয়া অধীরা ॥
বৃন্দারণ্য মাঝে সুখে পর্য্যটনকারী।
শোভা পাইতেছে সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী ॥ ৪ ॥

অহিরিপুকৃতলাস্যে কীচকারন্ধ্রবাদ্যে,
ব্রজগিরিতটরঙ্গে ভৃঙ্গ-সঙ্গীতভাজি।
বিরচিতপরিচর্য্যশ্চিত্রতৌর্য্যত্রিকেণ,
স্তিমিতকরণবৃত্তির্ভাতি কুঞ্জেবিহারী ॥ ৫ ॥
দিশি দিশি শুকশারীমণ্ডলৈর্গূঢ়লীলাঃ,
প্রকটমনুপঠদ্ভির্নির্ম্মিতাশ্চর্য্যপূরঃ।
তদতিরহসি বৃত্তং প্রেয়সীকর্ণমূলে,
স্মিতমুখমভিজল্পন্ ভাতি কুঞ্জেবিহারী ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অধিত্যকারূপ রঙ্গস্থলে ময়ূরের নৃত্য, কীচকের (সচ্ছিদ্র বংশবিশেষের) বাদ্য ও ভ্রমরের সঙ্গীত আরম্ভ হইলে বোধ হয়, যেন গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত স্বয়ং তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিতেছেন, যাহা হউক ঐরূপ পরিচর্য্যায় যিনি স্তিমিতান্তঃকরণ হয়েন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

কুঞ্জের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান শুকশারিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্জ্জনকৃত গূঢ়লীলাসকল সুস্পষ্টরূপে পাঠ করিতে লাগিলে, তৎশ্রবণে যিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঐ শুকশারিকার উক্তি-সকল প্রেয়সী শ্রীরাধিকার কর্ণমূলে সহাস্যবদনে ব্যক্ত করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ মধ্যে বিরাজিত হইতেছেন ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—ব্রজগিরি-তট-রূপ-রঙ্গস্থল প'রে।
শিখিগণ নাচে যবে নানারঙ্গ ভরে ॥
হ'তে থাকে বংশদলে, বাদ্য সুললিত।
মধুকর গুন্‌গুন্ গায় মধু-গীত ॥

তবচিকুরকদম্বং স্তম্ভতে প্রেক্ষ্য কেকী,
নয়নকমললক্ষ্মীর্বন্দতে কৃষ্ণসারঃ।
অলিরলমলকান্তং নৌতি পশ্যেতি রাধাং,
সুমধুরমনুশংসন্ ভাতি কুঞ্জেবিহারী ॥ ৭ ॥

সে' সময় বোধ হয়,—গিরি গোবর্ধন।
নৃত্যগীত-বাদ্যে করে গোবিন্দ-তোষণ ॥
বিচিত্র তৌর্য্যত্রিক নবীনতময়।
আস্বাদনে হ'ন হরি স্তিমিত-হৃদয় ॥
হরিদাস-কৃত সেবা অনুভবকারী।
শোভা পাইতেছে সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী ॥ ৫ ॥
শুকশারিকারা রহি' কুঞ্জের চৌপাশে।
কৃষ্ণ-কৃত গূঢ়-লীলা, পড়ে উচ্চভাষে ॥
সে' সব শ্রবণে যিনি, বিস্ময়-কৌতুকে।
শ্রীরাধার কর্ণমূলে, কহেন হাসিমুখে ॥
শুক-শারী-রসোক্তিতে, স্মিত-শোভাধারী।
শোভা পাইতেছে হেন, শ্রীকুঞ্জবিহারী ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে রাধিকে! দেখ ময়ূরগণ তোমার বিবিধ কুসুমাকীর্ণ কেশপাশ সন্দর্শন করিয়া (আমাদিগের পুচ্ছসকল ঈদৃশ শোভাসম্পন্ন নহে, এই বলিয়া) স্তব্ধ হইতেছে, কৃষ্ণসার নামক মৃগরাও তোমার নয়ন পদ্মের শোভাকে প্রশংসা করিতেছে এবং ভ্রমরগণ তোমার অলকাবলী অর্থাৎ চূর্ণিত কুন্তলকে অতিশয় স্তব করিতেছে, শ্রীরাধিকাকে যিনি এই প্রকার বাক্য কহেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

মদনতরলবালাচক্রবালেন বিশ্ব,-
গ্বিবিধবরকলানাং শিক্ষয়া সেব্যমানঃ।
স্খলিতচিকুরবেশে স্কন্ধদেশে প্রিয়ায়াঃ,
প্রথিতপৃথুলবাহুর্ভাতি কুঞ্জেবিহারী ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—কুসুম-খচিত-তব, কেশ শোভা দেখি,—
রাধে ! হের স্তম্ভান্বিত হইতেছে কেকী,
হরিণীকুলের পতি, কৃষ্ণসারগণ,
তব নেত্র-পদ্ম-শোভা, করে প্রশংসন,
মধুর গুঞ্জনে ঐ, যত অলিগণ,
অলকাবলীর সদা, করিছে স্তবন ॥
প্রাণ প্রেয়সীরে হেন, বাক্য প্রয়োগকারী।
বিরাজিছে সেই কৃষ্ণ কুঞ্জবিহারী ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—পুষ্পমাল্য রচনাদি শিল্পকার্য্য শিক্ষাচ্ছলে যিনি স্মরবিলাস-চতুরা ললিতা প্রভৃতি ব্রজরমণীগণ কর্তৃক সেব্যমান্ হইতেছেন এবং আলুলায়িতকেশী প্রেয়সী শ্রীরাধিকার স্কন্ধদেশে বাহু অর্পণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—বিবিধ উত্তম রম্য-কলা-শিক্ষাছলে,—
মদন-তরলা-বালা, ললিতাদি দলে,—
সেবিত হইয়া যিনি, অশেষ বিশেষে,
স্খলিত-চিকুর-যুক্তা, রাধার স্কন্ধদেশে,
সুন্দর পৃথুল বাহু অর্পণকারী—
বিরাজিছে সেই কৃষ্ণ,—নিকুঞ্জবিহারী ॥ ৮ ॥

ইদমনুপমলীলাহারি কুঞ্জেবিহারী,
স্মরণপদমধীতে তুষ্টধীরষ্টকং যঃ।
নিজগণবৃতয়া শ্রীরাধয়া রাধিতস্তং,
নয়তি নিজপদাব্জং কুঞ্জসদ্মাধিরাজঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রত্যেক পদে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ থাকায় অতিমনোহর ও শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ পদ্ধতি-স্বরূপ এই পদ্যাষ্টক যিনি সন্তুষ্ট চিত্তে পাঠ করেন, শ্রীরাধিকা ও শ্রীরাধিকার সখীগণ কর্তৃক আরাধিত সেই নিকুঞ্জাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজপাদপদ্মে স্থান প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—অনুপম লীলাপূর্ণ, শ্রুতি-মনোহর।
কৃষ্ণ-স্মৃতি-পদ্ধতি এ' স্তুতি নিরন্তর ॥
পঠন করেন যিনি, সন্তুষ্ট হৃদয়ে।
কুঞ্জ-অধিরাজ তাঁয় সুপ্রসন্ন হ'য়ে ॥
সখিগণ-পরিবৃত রাধা আরাধিত।
নিজ পাদপদ্মে স্থান দেন সুনিশ্চিত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকং দ্বিতীয়ম্

শ্রীমুকুন্দাষ্টক

(শ্রীমুকুন্দায় নমঃ)

বলভিদুপলকান্তিদ্রোহিণি শ্রীমদঙ্গে,
ঘুসৃণরসবিলাসৈঃ সুষ্ঠু গান্ধর্ব্বিকায়াঃ।
স্বমদননৃপশোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহরাজ্যে,
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় অতিসুন্দর শ্রীঅঙ্গে কুঙ্কুমাদি অনুলেপন ধারণ করিয়া শ্রীরাধিকার দেহরাজ্যে স্বদেহস্থ মদন রাজার অতিশয় শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়ন যুগলের অভীষ্ট পূরণ করুন ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—ইন্দ্রনীলমণি জিনি' মঞ্জুল শ্রীঅঙ্গে।
কুঙ্কুম-রসরাগ ধরি'—লীলা রঙ্গে ॥
তা'র দ্বারা প্রাণপ্রিয়া শ্রীমতী রাধার।
দেহরূপ রাজ্যে নিজ মদন রাজার ॥
শোভারাশি সম্যক্ করিয়া বর্ধন।
শ্রীমুকুন্দ নেত্রাভীষ্ট করুন পূরণ ॥ ১ ॥

উদিতবিধুপরার্দ্ধজ্যোতিরুল্লঙ্ঘিবক্ত্রো,
নবতরুণিমরজ্যদ্বাল্যশেষাতিরম্যঃ।
পরিষদি ললিতালীং দোলয়ন্ কুণ্ডলাভ্যাং,
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥
কনকনিবহশোভানিন্দি পীতং নিতম্বে,
তদুপরি নবরক্তং বস্ত্রমিত্থং দধানঃ।
প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ,
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—পরার্দ্ধ পরিমিত চন্দ্র অপেক্ষাও যাঁহার বদনচন্দ্র অতিশয় সুশোভিত, নবযৌবনের আরম্ভ ও বাল্যাবস্থার শেষ এই উভয় বয়ঃ-সন্ধিতে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অতিশয় রমণীয় হইয়াছে এবং কর্ণযুগলে দোদুল্যমান কুণ্ডল দ্বারা সখীগণ বেষ্টিত শ্রীরাধিকার চিত্তকে যিনি দোলায়মান করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নযুগলের অভীষ্ট পূরণ করুন ॥ ২ ॥

যিনি সুবর্ণরাশি অপেক্ষাও অতি উজ্জ্বল পীতাম্বর কটিদেশে পরিধান করিয়াছেন এবং তদুপরি আরক্ত উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করায় বোধ হইতেছে যেন উহা শ্রীরাধিকার অনুরাগময় সুন্দরবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নযুগলের অভীষ্ট পূরণ করুন ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—উদিত পরার্দ্ধ-বিধু-জ্যোতি-উল্লঙ্ঘন।
করিতেছে যাঁর অতিসুন্দর বদন ॥
নবীন তারুণ্য আর বাল্যের শেষ।
উভয় সংযোগে যাঁর সৌন্দর্য্য অশেষ ॥
যাঁর কর্ণযুগলের মকর-কুণ্ডল।
সখীর সমাজে করে শ্রীজিরে চঞ্চল ॥

সুরভিকুসুমবৃন্দৈর্বাসিতান্তঃসমৃদ্ধে,
প্রিয়সরসি নিদাঘে সায়মালীপরীতাম্।
মদনজনকসেকৈঃ খেলয়ন্নেব রাধাং,
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৪ ॥

সেই শ্রীমুকুন্দদেব হ'য়ে সকরুণ।
নেত্রের অভীষ্ট মম, করুন পূরণ ॥ ২ ॥
নিতম্বে হেম-নিন্দিত সুপীত বসন।
তদুপরি নব রক্ত বস্ত্র অতুলন ॥
প্রিয়তমার রাগযুক্ত প্রিয় বর্ণ ন্যায়।
ধারণ করেন যিনি চারুভঙ্গিমায় ॥
সেই শ্রীমুকুন্দদেব হইয়া সদয়।
পূরণ করুন মম, নেত্রাভীষ্ট-চয় ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি গ্রীষ্মসময়ে সায়ংকালে নানাবিধ সুগন্ধি কুসুমামোদিত জলপূর্ণ রাধাকুণ্ডে স্মরোদ্দীপক জলসিঞ্চন-দ্বারা সখীগণবেষ্টিতা শ্রীরাধিকার সহিত জলবিহার করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—সুপ্রখর নিদাঘের সন্ধ্যার সময়।
সুরভি কুসুমদ্বারা মিষ্ট গন্ধময় ॥
স্বচ্ছ সুশীতল প্রিয় শ্রীকুণ্ডের জলে।
মদন-জনক সেক-ক্রীড়া কুতুহলে ॥
অলিকুল পরিবৃতা শ্রীমতীর সনে।
বিহার করিছে যিনি হরষিত মনে ॥
সেই শ্রীমুকুন্দদেব হইয়া সদয়।
পূরণ করুন মম নেত্রাভীষ্টচয় ॥ ৪ ॥

পরিমলমিহ লব্ধা হন্ত গান্ধর্ব্বিকায়াঃ,
পুলকিততনুরুচ্চৈরুন্মদস্তৎক্ষণেন।
নিখিলবিপিনদেশান্ বাসিতানেব জিঘ্রন্
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৫ ॥
প্রণিহিতভুজদণ্ডঃ স্কন্ধদেশে বরাঙ্গ্যাঃ,
স্মিতবিকসিতগণ্ডে কীর্ত্তিদাকন্যকায়াঃ।
মনসিজজনিসৌখ্যং চুম্বনেনৈব তন্বন্,
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরাধিকার অঙ্গসৌরভ উপলব্ধি করিয়া অমনি তৎক্ষণাৎ রোমাঞ্চিত ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া তদীয় অঙ্গগন্ধে আমোদিত শ্রীবৃন্দাবনের সকল স্থানই যিনি আঘ্রাণ করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নাভীষ্ট পরিপূর্ণ করুন ॥ ৫ ॥

যিনি পরমরূপবতী শ্রীরাধিকার স্কন্ধদেশে নিজ বাহু ন্যস্ত করিয়া, মন্দমন্দ হাস্যযুক্ত তদীয় গণ্ডস্থল চুম্বন করতঃ কন্দর্পজনিত অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নযুগলের অভিলাষ পরিপূর্ণ করুন ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—চারু-অঙ্গপরিমল, প্রিয়াগান্ধর্বার।
অনুভব মাত্রই লভি',—ব্যগ্রতা অপার ॥
পুলকিত দেহে যিনি, উন্মত্তের মত।
নিখিল বিপিন-দেশ, আঘ্রাণ-নিয়ত ॥
সেই শ্রীমুকুন্দদেব, হয়ে কৃপাময়।
পূরণ করুন মম, নেত্রাভীষ্টচয় ॥ ৫ ॥

প্রমদদনুজগোষ্ঠ্যাঃ কোঽপি সম্বর্ত্তবহ্নি,-
র্ব্রজভুবি কিল পিত্রোর্মূর্ত্তিমান্ স্নেহপুঞ্জঃ।
প্রথমরসমহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়াঃ,
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৭ ॥

সুন্দরী কীর্তিদা কন্যার, কাঁধের উপর।
রাখিয়া আপন দুটি, ভুজদণ্ডবর ॥
মন্দস্মিত গণ্ডদ্বয়চুম্বনে তাঁহার।
মনসিজানন্দ যিনি, করেন বিস্তার ॥
সেই শ্রীমুকুন্দদেব হয়ে কৃপাময়।
পূরণ করুন মম, নেত্রাভীষ্টচয় ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি মদমত্ত দানবগণের প্রলয়াগ্নি-স্বরূপ ও শ্রীবৃন্দাবনে পিতামাতার মূর্ত্তিমান্ স্নেহস্বরূপ এবং যিনি শ্রীরাধিকার আদিরসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ, সেই শ্যামলকান্তি শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নাভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—মদমত্ত দৈত্য-গোষ্ঠীর, প্রলয়াগ্নিসম।
বচন-অতীত যাঁর, বিপুল বিক্রম ॥
ব্রজমধ্যে পিতা নন্দ, মাতা যশোদার।
মূর্তিমান্ স্নেহপুঞ্জ, যিনি দু'জনার,—
শ্রীরাধা বিষয়ে যিনি, শ্যামল বরণ।
আদিরস মহারাজ, পরম শোভন ॥
সেই শ্রীমুকুন্দ, কবে হইয়া সদয়।
পূর্ণ করিবেন মম, নেত্রাভীষ্টচয়? ॥ ৭ ॥

স্বকদনকথায়াঙ্গীকৃত্য মৃদ্বীং বিশাখাং,
কৃতচটুললিতান্ত প্রার্থয়ন্ প্রৌঢ়শীলাম্।
প্রণয়বিধুররাধামাননির্ব্বাসনায়,
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ॥ ৮॥
পরিপঠতি মুকুন্দস্যাষ্টকং কাকুভির্যঃ,
সকলবিষয়সঙ্গাৎ সন্নিযম্যেন্দ্রিয়াণি।
ব্রজনবযুবরাজো দর্শয়ন্ স্বং সরাধং,
স্বজনগণনমধ্যে তং প্রিয়ায়াস্তনোতি॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ—প্রণয়কোপবশতঃ শ্রীরাধিকা মানিনী হইলে যিনি সরলচিত্তা বিশাখার নিকট স্বীয় দুঃখ প্রকাশ ও তাঁহাকে স্বপক্ষ করিয়া ললিতার নিকট গমনপূর্ব্বক চাটুবচনে (হে ললিতে! হে মদেকহিতৈষিণী! হে সুন্দরি! বৃষভানুনন্দিনী আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছেন, এক্ষণে তুমিও যদি কঠিন হৃদয়া হও তবে এ ব্যথিত জনের কি গতি হইবে, এইরূপ বাক্যে) শ্রীরাধিকার মানভঙ্গের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নাভীষ্ট পূর্ণ করুন॥ ৮॥

যিনি সমুদায় বিষয়সঙ্গ হইতে ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া রাধাকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক হর্ষগদ্‌গদ্‌বচনে এই মুকুন্দাষ্টক পাঠ করেন, ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শ্রীরাধিকার সহিত স্বীয়রূপ দর্শন করাইয়া শ্রীরাধিকার সখীগণ মধ্যে পরিগণিত করেন॥ ৯॥

পদ্যানুবাদ—প্রণয়-বিধুরা প্রিয়া, রাধিকার মান।
ভঞ্জনের তরে হ'য়ে, ব্যাকুল পরাণ॥
মৃদুভাবা বিশাখারে, জানায়ে বেদন।
নিজ অনুকূলে তাঁয়, করি' আনয়ন॥

প্রৌঢ় শীলা ললিতার কাছে চাটুভাষে।
প্রার্থনা করিছে যিনি, করুণার আশে,
সেই শ্রীমুকুন্দ কবে, হইয়া সদয়।
পূর্ণ করিবেন মম, নেত্রাভীষ্ট-চয় ॥ ৮ ॥
নিখিল বিষয় হ'তে, ইন্দ্রিয়দমনে।
অতিশয় স্পষ্ট-চাটু, কাকুতি বচনে ॥
মুকুন্দ-অষ্টক যিনি, পড়েন যতনে।
ব্রজনবযুবরাজ, শ্রীরাধার সনে ॥
মধুরযুগল-মূর্ত্তি, করা'য়ে দর্শন।
প্রিয়ার স্বজনে তা'য়, করেন গ্রহণ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্

শ্রীব্রজনবযুবরাজাষ্টকম্ ।

(শ্রীব্রজনবযুবরাজায় নমঃ)

মুদিরমদমুদারং মর্দ্দয়ন্নঙ্গকান্ত্যা,
বসনরুচিনিরস্তাম্ভোজকিঞ্জল্কশোভঃ।
তরুণিমতরণীক্ষাবিক্লবদ্বাল্যচন্দ্রো,
ব্রজনবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি অঙ্গকান্তিদ্বারা নবীন মেঘের মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে-ছেন ও যিনি বসনকান্তিদ্বারা পদ্মের কিঞ্জল্ক শোভা তিরস্কার করিতেছেন এবং যাঁহার নবযৌবনরূপ সূর্য্য দর্শনে বাল্যাবস্থারূপ চন্দ্র ক্ষীণকান্তি হইতেছেন, সেই ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ আমার বাঞ্ছিত পূর্ণ করুন ॥১॥

পদ্যানুবাদ—অঙ্গ-কান্তিদ্বারা যিনি, নব-নীরদের,
বৃদ্ধিশীল মদ-গর্ব করিছে মর্দন।
পদ্ম-কিঞ্জল্কের অতি মনোহর শোভা,—
পরাজিছে যাঁর দীপ্তিময় সুবসন ॥
যাঁহার যৌবনরবি করিয়া দর্শন,
বাল্যরূপ সুধাকর হ'তেছে কাতর ॥
সেই ব্রজ যুবরাজ হয়ে কৃপাময়,
পূরণ করুন মোর, বাসনা নিচয় ॥ ১ ॥

অথবা

নবজলদের মদগর্ব,—
যিনি করেন নিয়ত খর্ব,—
শ্যামল অঙ্গের কান্তিতে।

পিতুরনিশমগণ্যপ্রাণনির্মঞ্ছনীয়ঃ,
কলিততনুরিবাদ্ধা মাতৃবাৎসল্যপুঞ্জঃ।
অনুগুণগুরুগোষ্ঠী দৃষ্টিপীযূষবর্ত্তি,-
র্ব্রজনবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ২ ॥

পদ্ম কিঞ্জল্ক চমৎকার,—
লভিতেছে সদা তিরস্কার,
যাঁহার বসন দীপ্তিতে ॥
যাঁর যৌবন-রবি দর্শনে
বালা চন্দ্রমা বিষণ্ণমনে,
ক্ষীণ-কান্তি লভে, ভীতিতে ॥
সেই ব্রজনব যুবরাজ,
আমার হৃদয়-বাঞ্ছা আজ,
করুন পূরণ প্রীতিতে ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—পিতা নন্দমহারাজ প্রতিনিয়ত যাঁহাকে যথাশক্তি নির্ম্মঞ্ছন করেন এবং জননী যশোদার নিকটে যিনি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বাৎসল্য রসস্বরূপ এবং পিতামাতার ন্যায় মাননীয় যে সমস্ত গুরুজন তাঁহাদিগের দৃষ্টির যিনি অমৃতশলকাস্বরূপ, সেই ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ আমার বাঞ্ছিত পূর্ণ করুন ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—পিতানন্দরাজ যাঁরে প্রতিক্ষণ।
অগণ্যপ্রাণে করে নির্মঞ্ছন ॥
মাতা যশোদার বাৎসল্য-রাশির।
মূর্তি ধরেছে যাঁহার শরীর
যিনি অনুকূল গুরু সকলের।
স্নিগ্ধ সুধাঞ্জনশলা, লোচনের ॥

অখিল জগতি জাগ্রন্মুগ্ধবৈদগ্ধ্যচর্য্যা,
প্রথমগুরুরুদগ্রস্থাম-বিশ্রামসৌধঃ।
অনুপমগুণরাজীরঞ্জিতাশেষবন্ধুঃ,
ব্রজনবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৩ ॥
অপি মদনপরার্দ্ধৈদুস্করং বিক্রিয়োর্ম্মিং,
যুবতিষু নিদধানো ভ্রূধনুর্ধূননেন।
প্রিয়সহচরবর্গপ্রাণমীনাম্বুরাশিঃ,
ব্রজনবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৪ ॥

ব্রজের নবীন সেই যুবরাজ।
করুন পূরণ, মম বাঞ্ছা আজ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—অতি মনোজ্ঞ নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টিকলা যাহা নিখিল জগতে জাগরুক রহিয়াছে, ঐ সমস্ত শিক্ষার যিনি প্রথম গুরুস্বরূপ, যিনি অত্যুন্নত পরাক্রমের সুখ বিশ্রামস্থান এবং যিনি অনুপম গুণকলাপ দ্বারা বন্ধু বান্ধবদিগকে অনুরঞ্জিত করিতেছেন, সেই ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৩ ॥

পরার্দ্ধপরিমিত কন্দর্পেরও অসাধ্য ভ্রূ-শরাসন চালনা করিয়া যিনি যুবতীগণের হৃদয়ে বিকার-তরঙ্গ বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি প্রিয়-সহচরবর্গের প্রাণ-মীনের সমুদ্র স্বরূপ ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—অদ্যাপি নিখিল বিশ্বে যাহা প্রকাশিত—

মনোহর নৃত্যগীত আদি কলাচয়।
সে সব শিক্ষার যিনি আদি গুরুবর,
(আর) উন্নত বলের সুখ-বিশ্রাম-নিলয় ॥
আপনার অনুপম সদ্‌গুণ রাজিতে,
সর্ব-বন্ধুজনে যিনি করেন রঞ্জিত।

নয়নশৃণিবিনোদক্ষোভিতানঙ্গনাগো,-
ন্মথিত গহনরাধাচিত্তকাসারগর্ভঃ।
প্রণয়রসমরন্দাস্বাদলীলাষড়ঙ্ঘ্রি-
র্ব্রজনবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৫ ॥

সেই ব্রজযুবরাজ সকরুণ চিতে,
পূরণ করুন মোর হৃদয়-বাঞ্ছিত ॥ ৩ ॥
অগণিত মদনের, সুদুস্কর নিজের,
সুচটুল ভ্রূ-ধনু-ধূননে।
বিকার তরঙ্গচয়, বাজায় যে অতিশয়,
ব্রজের যুবতি-গণ-মনে ॥
প্রিয় সহচরদের, প্রাণরূপ মৎস্যের,
যিনি সুখ-বিহার-সাগর,
সেই ব্রজ-যুবরাজ, অশেষ কৃপায় আজ,
বাঞ্ছাপূর্ণ করুন সত্বর ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি কটাক্ষাঙ্কুশপাতে ক্ষুব্ধ অনঙ্গ হস্তিদ্বারা শ্রীরাধিকার দুরবগাহ চিত্তসরোবরকে আলোড়িত করেন এবং শ্রীরাধিকার প্রণয় রসপানে যিনি ভ্রমরস্বরূপ, সেই ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—কটাক্ষাঙ্কুশপাতে যিনি বিক্ষোভিত,
অনঙ্গ-মাতঙ্গ দ্বারা করেন মথিত,
পরম গহন রাধা মনোসরোবর।
রাধিকা-প্রণয়-মধু-লুব্ধ মধুকর,
ব্রজনবযুবরাজ শ্রীনন্দনন্দন।
পূরণ করুন মম বাঞ্ছা চিরন্তন ॥ ৫ ॥

অনুপদমুদয়ন্ত্যা রাধিকাসঙ্গসিদ্ধ্যা,
স্থগিত-পৃথুরথাঙ্গ-দ্বন্দ্বরাগানুবন্ধঃ।
মধুরিম-মধুধারাধোরণীনামুদন্বান্
ব্রজনবযুবরাজ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইচ্ছা করিলেই শ্রীরাধিকার সঙ্গলাভ হয়, এজন্য নিশা-বিরহী চক্রবাক যুগলের পরাপর নিবদ্ধ উৎকৃষ্ট প্রেমকেও যিনি তিরস্কার করিতেছেন অর্থাৎ তাহারা রাত্রিকালে পরস্পর বিরহিত থাকায় ইচ্ছা-মাত্রেই মিলিত হইতে পারে না। কিন্তু ইহাঁরা সর্ব্বদাই যুগল-ভাবে অবস্থান করেন, এবং যিনি মাধুর্য্যরূপ মধুপ্রবাহের সমুদ্রস্বরূপ, সেই ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—নব নব রূপে সমুদিত নিরন্তর,—
শ্রীমতীরাধার সঙ্গলাভের কারণ—
চক্রবাক্ মিথুনের রাগানুবন্ধন,—
তাহারেও সদা যিনি করিছে র্ভৎসন।
মাধুর্য্য-মধু-প্রবাহের সাগর-স্বরূপ,—
ব্রজনবযুবরাজ নন্দের নন্দন,—
পূরণ করুন এবে, হয়ে সকরুণ,—
আমার মনের যত সেবা আকিঞ্চন ॥ ৬ ॥

অথবা—নিশীথ বিরহী চক্রবাক্ মিথুনের
পরস্পর সুনিবদ্ধ উত্তম প্রণয়।
তাহারেও অবিরাম করেন র্ভৎসিত,
মিলন-আনন্দে যিনি রাধা-সঙ্গময়।

অলঘুকুটিলরাধাদৃষ্টিবারী-নিরুদ্ধঃ,
ত্রিজগদপরতন্ত্রোদ্দামচেতোগজেন্দ্রঃ।
সুখমুখরবিশাখানর্ম্মণা স্মেরবক্ত্রো,
ব্রজনবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৭ ॥

মাধুর্য্য-মধু-প্রবাহের সমুদ্র স্বরূপ,
(সেই) ব্রজনবযুবরাজ মুরলীবদন।
প্রদান করুন এবে হ'য়ে সকরুণ,
আমার মনের যত বাঞ্ছিত রতন ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—ত্রিজগতে কেহই যাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না, ঈদৃশ অতিপ্রবল যাঁহার চিত্তহস্তী শ্রীরাধিকার কুটিল কটাক্ষরূপ বারী (গজবন্ধন শৃঙ্খল) দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়াছে এবং যিনি নর্ম্ম বাক্যালাপে অতিশয় মুখরা বিশাখার পরিহাসবাক্য শ্রবণে মন্দ হাস্যযুক্ত হয়েন, সেই ব্রজনবযুবরাজ আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—ত্রিজগতে যাঁরে কেহ বাঁধিবারে নারে, এমন দুর্ব্বার,
চিত্তহস্তী বদ্ধ যাঁর, অশেষ প্রকারে, শ্রীমতী রাধার,
কুটিল-কটাক্ষ-রূপ বারীর বন্ধনে,—আনন্দিত মনে ॥
নর্ম-বাক্যালাপ-সুখে মুখরা পরম,—সখী বিশাখার,
পরিহাস কথনেতে মুখে মনোরম,—মন্দহাস্য যাঁর,—
নন্দ-রাজসূনু সেই ব্রজযুবরাজ,
পূর্ণ করুন বাঞ্ছা-রাজি এই যাচি আজ ॥ ৭ ॥

ত্বয়ি রহসি মিলন্ত্যাং সম্ভ্রম-ন্যাসভুগ্না-
প্যুষসি সখি তবালী-মেখলা পশ্য ভাতি।
ইতি বিবৃত রহস্যৈস্তৈহ্রে´পয়ন্ সুষ্ঠু রাধাং,
ব্রজনবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ॥ ৮ ॥
ব্রজনবযুবরাজস্যাষ্টকং তুষ্টবুদ্ধিঃ,
কলিতবরবিলাসং যঃ প্রযত্নাদধীতে।
পরিজনগণনায়াং নাম তস্যানুরজ্যন্,
বিলিখতি কিল বৃন্দারণ্যরাজ্ঞীরসজ্ঞঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বিশাখে! হে সখি! তুমি যাহা যাহা নির্জনে গাঁথিয়া তোমার সখী শ্রীরাধিকাকে সাজাইয়া দিয়াছিলে, অদ্য তিনি মেঘোপরি বিদ্যুতের ন্যায় আমার উপর দৌরাত্ম্য করায় ঐ দেখ সেই কাঞ্চী (চন্দ্রহার) ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, এইরূপ রহস্যকৃত চরিত্র প্রকাশ করিয়া যিনি প্রাতঃকালে শ্রীরাধিকাকে লজ্জিত করিতেছেন, সেই ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৮ ॥

যিনি তুষ্টমানসে যত্নপূর্ব্বক অনুরাগী হইয়া ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, বৃন্দাবনরাজ্ঞী শ্রীরাধিকার প্রণয়রসজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—"অয়ি বিশাখিকে! নিরজনে যে মেখলাটিরে,
গেঁথে তুমি সযতনে, সাজায়েছ আপন সখীরে।
অদ্য তিনি মেঘোপরি, চপলার মত অত্যাচারে,
আমায় দৌরাত্ম্য করি,—ভেঙ্গেছেন সেই চন্দ্রহারে ॥
দেখ এবে, ভগ্নকাঞ্চী সত্বরতাবশে পরিধানে।
বক্রীভূতা হ'য়ে ইনি, শোভিছেন তব সন্নিধানে ॥

প্রভাতে এরূপ রঙ্গে রহোলীলা কথা প্রকাশিয়া,
শ্রীমতীরে সলজ্জিতা করিছেন যে স্মর-রঙ্গিয়া,
শ্যামল সুন্দর সেই, যুবরাজ শ্রীরাধারমণ।
করুন বাসনা পূর্ণ, মোর প্রতি হ'য়ে প্রীতমন ॥ ৮ ॥

উত্তম-বিলাস-বর্ণনময়, ব্রজনবযুরাজের ঐ অষ্টক।
সন্তুষ্ট মনে যতনের সনে, পঠন-নিরত সদা যে' সাধক ॥
বৃন্দাবন-রাজ্ঞী শ্রীমতী প্যারীর, প্রণয়-রসজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ আপন।
পরিজনগণে যবে করেন গণন,
অনুরক্ত মনে নিশ্চয়ই তখন, লিখিয়া রাখেন নামটিও তাঁর ॥৯॥

অথবা,

ব্রজযুবরাজ নব কিশোরের,—
পরম মধুর বিলাসামোদের,
বর্ণনা পূরিত এ' অষ্টক।
তুষ্টমানসে একান্ত যতনে,
সুপঠনপর একাগ্রতাসনে,
চির একনিষ্ঠ যে' সাধক ॥
বৃন্দাবন-রাজ্ঞী শ্রীমতী শ্যামার,
প্রণয়-রসজ্ঞ শ্যাম আপনার,
(প্রিয়) পরিজনগণে, গণনাক্ষণে,—
নামটিও তাঁর লিখিয়া রাখেন,
আনুরক্তি ভরা তুষ্ট মনে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীব্রজনবযুবরাজাষ্টকম্

প্রণাম-প্রণয়াখ্যস্তব।

(শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ)

কন্দর্পকোটিরম্যায় স্ফুরদিন্দীবরত্বিষে।
জগন্মোহনলীলায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে ॥ ১ ॥
কৃষ্ণলা-কৃতহারায় কৃষ্ণলাবণ্যশালিনে।
কৃষ্ণাকূল-করীন্দ্রায় কৃষ্ণায় করবৈ নমঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি কোটিকন্দর্পের ন্যায় রমণীয়, বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি চমৎকার লীলাপ্রকাশে ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন, শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ১ ॥

যিনি গুঞ্জাহারভূষণে ভূষিত, ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় যাঁহার লাবণ্য এবং যিনি কালিন্দীকূলের করীন্দ্রস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—কোটি কোটি কন্দর্পের মত রমণীয়।
ফুল্লনীল পদ্মকান্তি-অতি কমনীয় ॥
জগৎ-মোহন লীলাশালী চমৎকার।
গোপরাজনন্দনের করি নমস্কার ॥ ১ ॥
মালা যাঁর নব গুঞ্জাফলে বিরচিত।
নীলকান্ত মনি-সম লাবণ্যললিত ॥
করীন্দ্রস্বরূপ যিনি কৃষ্ণা-নদী-কূলে।
নমস্কার করি সেই কৃষ্ণ-পদমূলে ॥ ২ ॥

সর্ব্বানন্দকদম্বায় কদম্বকুসুমস্রজে।
নমঃ প্রেমাবলম্বায় প্রলম্বারি-কনীয়সে ॥ ৩ ॥
কুণ্ডলস্ফুরদংসায় বংশায়ত্তমুখশ্রিয়ে।
রাধামানসহংসায় ব্রজোত্তংসায় তে নমঃ ॥ ৪ ॥
নমঃ শিখণ্ডচূড়ায় দণ্ডমণ্ডিতপাণয়ে।
কুণ্ডলীকৃতপুষ্পায় পুণ্ডরীকেক্ষণায় তে ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি অখিল আনন্দের কারণস্বরূপ, কদম্বকুসুমমালায় যাঁহার বক্ষঃস্থল সুশোভিত, যিনি ভক্তগণের প্রেমদ্বারা বশীভূত হয়েন, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

দোদুল্যমান কর্ণকুণ্ডলদ্বারা যাঁহার স্কন্ধদেশ সুশোভিত, বংশীবাদন-হেতু ঈশৎ বক্রীকৃত মুখমণ্ডলদ্বারা যিনি সুশোভিত, যিনি শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ মানস-সরোবরের হংসস্বরূপ, ব্রজবাসিগণের শিরোভূষণস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ৪ ॥

ময়ূরপুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত,—যিনি গোরক্ষণের নিমিত্ত রত্ন-খচিত দণ্ডধারণ করিতেছেন, পুষ্পনির্মিত কর্ণকুণ্ডলে যাঁহার কর্ণযুগল ভূষিত, সেই পুণ্ডরীকনয়ন কৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—নিখিল আনন্দের যিনি কারণ-স্বরূপ।
কদম্ব-কুসুম-মাল্যে পরম সুরূপ ॥
ভক্তপ্রেমে বশীভূত, বলদেবানুজ।
নমস্কার করি তাঁর শ্রীপদ-অম্বুজ ॥ ৩ ॥
স্কন্ধদ্বয় কুণ্ডলের প্রভায় উজ্জ্বল।
বংশী-সুশোভিত তব শ্রীমুখমণ্ডল ॥
শ্রীরাধা-মানস হংস, বিচিত্রসুন্দর।
ব্রজোত্তংস কৃষ্ণ! তোমায় নমি নিরন্তর ॥ ৪ ॥

রাধিকাপ্রেমমাধ্বীকমাধুরীমুদিতান্তরম্।
কন্দর্পবৃন্দসৌন্দর্য্যং গোবিন্দমভিবাদয়ে॥ ৬॥
শৃঙ্গাররসশৃঙ্গারং কর্ণিকারাত্তকর্ণিকম্।
বন্দে শ্রিয়া নবাভ্রাণাং বিভ্রাণং বিভ্রমং হরিম্ ॥৭॥

শিখণ্ডচূড় ! পানি তব দণ্ড-বিমণ্ডিত।
পুষ্পের কুণ্ডলে দুই শ্রুতি বিভূষিত ॥
হে পুণ্ডরীক নয়ন ! আমি বারংবার।
করিতেছি তব পাদপদ্মে নমস্কার ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরাধিকার প্রেমরূপ মধুর-রস পান করিয়া যাঁহার অন্তঃ-করণ সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত ও কন্দর্পকোটির ন্যায় যাঁহার সৌন্দর্য্য, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি অভিবাদন করি ॥ ৬ ॥

যিনি শৃঙ্গার-রসের ভূষণস্বরূপ, যিনি কর্ণিকার কুসুমদ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন, যিনি শরীরকান্তি দ্বারা নবীন মেঘের ভ্রান্তি ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিলে নবীন মেঘের উদয় হইয়াছে বলিয়া ভ্রান্তি হয়, সেই শ্রীহরিকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—রাধা-প্রেম-মাধ্বীক-মাধুরী আস্বাদনে।
রহেন সতত যিনি, প্রমুদিত মনে ॥
অসংখ্য কন্দর্পের-সম সৌন্দর্য্যধর।
শ্রীগোবিন্দের অভিবাদন করি নিরন্তর ॥ ৬ ॥
শৃঙ্গার-রসের যিনি শোভন শৃঙ্গার।
শ্রবণভূষণ যাঁর পুষ্পকর্ণিকার ॥
নব-অভ্র-কান্তি যিনি করেন ধারণ।
সেই শ্রীহরিকে আমি বন্দি অনুক্ষণ ॥ ৭ ॥

সাধ্বীব্রতমণিব্রাত-পশ্যতোহর-বেণবে।
কহ্লারকৃতচূড়ায় শঙ্খচূড়ভিদে নমঃ ॥ ৮ ॥
রাধিকাধরবন্ধূক-মকরন্দমধুব্রতম্।
দৈত্যসিন্ধুরপারীন্দ্রং বন্দে গোপেন্দ্রনন্দনম্ ॥ ৯ ॥
বর্হেন্দ্রায়ুধরম্যায় জগজ্জীবনদায়িনে।
রাধাবিদ্যুদ্‌বৃতাঙ্গায় কৃষ্ণাম্ভোদায় তে নমঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার বংশী, সাধ্বী ব্রজরমণীগণের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা-রূপ রত্ন-নিচয়ের অপহারিকা, পদ্মপুষ্পদ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত এবং যিনি শঙ্খচূড় নামক কংস-ভৃত্যের নিহন্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধিকার অধররূপ বন্ধূক পুষ্পের মকরন্দপানে যিনি ভ্রমরস্বরূপ এবং যিনি দানবরূপ মাতঙ্গগণের সিংহস্বরূপ, সেই গোপেন্দ্রনন্দন—শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

যিনি ময়ূরপুচ্ছরূপ ইন্দ্রধনুদ্বারা রমণীয়, যিনি জগতের জীবনদাতা এবং শ্রীরাধিকারূপ বিদ্যুন্মালায় যাঁহার অঙ্গ সুশোভিত, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ নবীন মেঘকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

পদ্যানুবাদ—বংশীরবে সাধ্বী-ব্রত-মণি অপহারী।
কহ্লার পুষ্পরচিত, চারু চূড়াধারী ॥
শঙ্খচূড় দৈত্যঘাতী, সেই শ্রীহরিরে।
নমস্কার করি সদা অবনতশিরে ॥ ৮ ॥
রাধিকা অধররূপ বাঁধুলীর ফুলে।
মধুব্রতসম যিনি, অবিরাম বুলে ॥
দৈত্য-করী নাশে যিনি, পারীন্দ্রের মত।
সে' গোপেন্দ্র-সুতে বন্দনা করি যে সতত ॥ ৯ ॥

প্রেমান্ধবল্লবীবৃন্দলোচনেন্দীবরেন্দবে।
কাশ্মীরতিলকাঢ্যায় নমঃ পীতাম্বরায় তে ॥ ১১ ॥
গীর্ব্বাণেশমদোদ্দাম দাবনির্ব্বাণ-নীরদম্।
কন্দুকীকৃতশৈলেন্দ্রং বন্দে গোকুলবান্ধবম্ ॥ ১২ ॥

বই-পুচ্ছ-আয়ুধে অতি মনোরম।
জগতের জীবনদায়ক অনুপম ॥
রাধারূপা বিদ্যুতে আবৃতাঙ্গ চমৎকার।
কৃষ্ণাম্ভোদরূপী তোমায় করি নমস্কার ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি প্রেমান্ধ ব্রজবনিতাগণের নয়নরূপ ইন্দীবরের চন্দ্র-স্বরূপ এবং যিনি কুঙ্কুমরচিত তিলকে সুশোভিত, সেই পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রগাঢ় গর্ব্বরূপ দাবানলনির্ব্বাণে নবীন মেঘস্বরূপ এবং যিনি শৈলরাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া কন্দুকের ন্যায় উত্তোলিত করিয়াছিলেন, সেই গোকুলবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

পদ্যানুবাদ—প্রেমান্ধ বল্লবীদের লোচনেন্দীবর,—
আহ্লাদনকারী তুমি, ব্রজ-শশধর!
কাশ্মীর তিলকশোভী, ওহে পীতাম্বর!
তোমায় প্রণাম আমি, করি নিরন্তর ॥ ১১ ॥
ইন্দ্রের উদ্দাম মদ-রূপ দাবানল।
নীরদ-স্বরূপ যিনি নাশিলা সকল ॥
শৈলেন্দ্র গোবর্ধনে, ক্রীড়া-কন্দুক-প্রায়।
উত্তোলিত কৈলা যিনি পৌগণ্ডলীলায় ॥
গোকুল-বান্ধব সেই, গিরিবরধরে।
বন্দনা করি আমি, দৈন্য আর্তি-ভরে ॥ ১২ ॥

দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽস্মি মন্তুগ্রাবভরার্দ্দিতঃ।
দুষ্টে কারুণ্যপারীণ ময়ি কৃষ্ণ কৃপাং কুরু ॥ ১৩ ॥
আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেকহতোঽপ্যহম্।
ত্বৎকারুণ্যপ্রতীক্ষোঽস্মি প্রসীদ ময়ি মাধব ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কারুণ্যবারিধে! হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি অপরাধরূপ পাষাণ ভারগ্রস্ত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক এই মন্দ ব্যক্তিকে উদ্ধার করুন ॥ ১৩ ॥

হে মাধব! আমি শত শত অপরাধের আধার ও অজ্ঞান প্রভাবে হতচিত্ত হইয়া এক্ষণে আপনার কারুণ্য প্রতীক্ষা করিতেছি অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৪ ॥

পদ্যানুবাদ—অপরাধ-রূপ-গুরু পাষাণের ভারে।
নিমজ্জিত হইয়াছি, দৈন্যের পাথারে ॥
দয়ার সাগর কৃষ্ণ! আমি দুষ্টমতি।
করুণা বিধান এবে, কর মোর প্রতি ॥ ১৩ ॥

হে মাধব! হইলেও অপরাধ-রাশির আধার,—
অবিবেক-হত; তবু তব করুণার,
প্রতীক্ষা করিতেছি,—আমি প্রতিক্ষণ
প্রসন্ন হইয়া মম, বাঁচাও জীবন ॥ ১৪ ॥

ইতি প্রণামপ্রণয়াখ্যঃ স্তবঃ

শ্রীশ্রীহরিকুসুমস্তবক ।

(শ্রীহরয়ে নমঃ)

গতিগঞ্জিতমত্ততরদ্বিরদং,
রদনিন্দিতসুন্দরকুন্দমদম্ ।
মদনার্ব্বুদরূপমদঘ্নরুচিং,
রুচিরস্মিতমঞ্জরি মঞ্জুমুখম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—মত্তমাতঙ্গের গতি অপেক্ষাও যাঁহার গতি অতিসুন্দর, কুন্দ কুসুমাবলী অপেক্ষাও যাঁহার দশনপঙ্‌ক্তি অতিমনোজ্ঞ, অর্ব্বুদ-পরিমিত কন্দর্পের শোভা অপেক্ষাও যাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা এবং যাঁহার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—হে শ্রীহরে !

গতি-ভঙ্গী তব মহা মনোহর,
মত্ত-মাতঙ্গেরে গঞ্জিছে বিস্তর,
দশনের পাঁতি পরমসুন্দর,
কুন্দপুষ্পচয়ে নিন্দে নিরন্তর !
অর্বুদ-কন্দর্প সৌন্দর্য্য-গর্ব,
শ্রীঅঙ্গ কান্তিতে করেছ খর্ব,
উজল রুচির তোমার আনন,
মৃদু-মধু হাস্যে সদা সুশোভন ॥ ১ ॥

মুখরীকৃতবেণুহৃতপ্রমদং,
মদবল্লিতলোচনতামরসম্।
রসপূরবিকাসককেলিপরং,
পরমার্থপরায়ণলোকগতিম্ ॥ ২ ॥
গতিমণ্ডিতযামুনতীরভুবং,
ভুবনেশ্বরবন্দিতচারুপদম্।
পদকোজ্জ্বলকোমলকণ্ঠরুচং,
রুচকান্তবিশেষকবল্গুতরম্ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি বংশীধ্বনিদ্বারা প্রমদাগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, যৌবনমদ হেতু যাঁহার নয়নপদ্ম অরুণবর্ণ হইয়াছে, যাঁহার লীলা রসপ্রবাহ প্রকাশক এবং যিনি পরমার্থপরায়ণ ভক্তগণের একমাত্র গতি ॥ ২ ॥

যাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চরণচিহ্নদ্বারা যমুনার তীরস্থ-ভূমি ভূষিত হইয়াছে, বিধিরুদ্রাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার মনোহর পাদপদ্ম বন্দিত হইতেছে, উজ্জ্বল পদকভুষণদ্বারা যাঁহার কোমল কণ্ঠ সুশোভিত এবং গোরোচনানির্ম্মিত-তিলক ধারণ করায় যাঁহার ললাট অতিশয় মনোহর ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—

বেণুরবে তুমি প্রমদা সকলে,
আকর্ষণ কর, সহসা সবলে !
যৌবনের মদে তোমার মোহন,
লোচন-কমল আরক্ত শোভন ॥
রস পরিপূর কেলিসমুদয়।
পরমার্থীদের পরম আশ্রয় ॥ ২ ॥

তরলপ্রচলাকপরীতশিখং,
শিখরীন্দ্রধৃতি প্রতিপন্নভুজম্।
ভুজগেন্দ্রফণাঙ্গণ-রঙ্গধরং,
ধরকন্দরখেলনলুব্ধহৃদম্ ॥ ৪ ॥

বিহারে তোমার, যমুনার কূল,
মণ্ডিত হয়েছে শোভায় অতুল।
সুচারু রাতুল সরোজ চরণ,
করিছে বন্দনা, বিশ্বেশ্বরগণ।
অতি সুকোমল চারু কণ্ঠদেশ,
পদক-ভূষণে উজ্জ্বল বিশেষ।
গোরোচনাদ্বারা রচিত তিলক,
করেছে রুচির ললাট ফলক ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—ময়ূরপুচ্ছদ্বারা যাঁহার চুড়া সুশোভিত, যিনি বাম-হস্ত দ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, ভুজগেন্দ্র কালিয়ের মস্তকে যিনি নৃত্য করেন, গিরিকন্দরে খেলা করিতে যাঁহার চিত্ত সমুৎসুক ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ--হে শ্রীহরে!

তুমি চঞ্চল পিঞ্ছচূড়াধারী,
ভুজোপরি গিরি ধারণকারী,
কালিয়ানাগের ফণার উপর,
মহারঙ্গে নৃত্য করেছ বিস্তর,
গিরীন্দ্র-কন্দরে বিলাসের তরে,
থাক তুমি সদা লুবুধ অন্তরে ॥ ৪ ॥

হৃদয়ালুসুহৃদ্গণদত্তমহং,
মহনীয়কথাকুলধূতকলিম্ ।
কলিতাখিলদুর্জ্জয়বাহুবলং,
বলবল্লবশাবকসন্নিহিতম্ ॥ ৫ ॥
হিতসাধুসমীহিতকল্পতরুং,
তরুণীগণ-নূতন পুষ্পশরম্ ।
শরণাগতরক্ষণদক্ষতমং,
তমসাধুকুলোৎপলচণ্ডকরম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—সহৃদয় সুহৃদগণকে যিনি সর্ব্বদা উৎসবযুক্ত করেন, যাঁহার কথা প্রসঙ্গে কলিযুগের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, যাঁহার বাহুবল সকলের দুর্জ্জেয় এবং যিনি বলরাম ও ব্রজবালকগণের নিকটে সর্ব্বদা বিরাজমান ॥ ৫ ॥

যিনি অনুবর্ত্তি ভক্তগণের বাঞ্ছাপূরণে কল্পতরু, যিনি যুবতী-গণের নবীন কন্দর্পস্বরূপ, যিনি শরণাগতরক্ষণে তৎপর এবং যিনি দৈত্য-বৃন্দরূপ কুমুদ্ পুষ্পসকলের ম্লান বিষয়ে সূর্য্যস্বরূপ ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ— তুমি সহৃদয় সুহৃদ্ সকল ;
করিছ সতত, আনন্দে বিহ্বল ।
মহনীয় তব চরিত কথায়,
কলির প্রভাব আতঙ্কে পলায় ।
নিখিল অজেয় তব বাহুবল,
'বল'-সঙ্গে থাক, লয়ে, স'খা দল ॥ ৫ ॥

তরুণীগণের তুমি নবপুষ্পশর,
হিতকারী সাধুদের, কল্পতরুবর ।
শরণাগতজনে-রক্ষণে দক্ষতম,
অসাধু-উৎপল পক্ষে মার্ত্তণ্ডের সম ॥ ৬ ॥

করপদ্মমিলৎকুসুমস্তবকং,
বকদানবমত্তকরীন্দ্রহরিম্।
হরিণীগণহারকবেণুকলং,
কলকণ্ঠরবোজ্জ্বলকণ্ঠরণম্ ॥ ৭ ॥
রণখণ্ডিতদুর্জ্জনপুণ্যজনং,
জনমঙ্গলকীর্ত্তিলতাপ্রভবম্।
ভবসাগর-কুম্ভজনামগুণং,
গুণসঙ্গবিবর্জ্জিত ভক্তগণম্ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—কুসুমস্তবকে যাঁহার কর-পদ্ম সুশোভিত, যিনি বকাসুর-রূপ মত্তমাতঙ্গের প্রতি সিংহস্বরূপ, যিনি সুমধুর বংশীরবে হরিণীগণকে আকর্ষণ করেন, কোকিলের কলরব অপেক্ষাও যাঁহার কণ্ঠধ্বনি সুমধুর ॥ ৭ ॥

যিনি যুদ্ধে দুষ্ট রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ জগতের কল্যাণপ্রদ, যাঁহার নাম ও গুণ-লীলা ভবসাগর শোষণে অগস্ত্যমুনিস্বরূপ, যাঁহার ভক্তগণ প্রকৃতিসঙ্গ বিবর্জ্জিত ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ— করপদ্মে শোভে তব, কুসুম-স্তবক,
সিংহসম তুমি বক-করী-বিঘাতক।
(মৃগীসব) বেণুগানে আকর্ষণ কর মৃগীসব,
তব মিষ্ট কণ্ঠস্বর, জিনি' পিকরব ॥ ৭ ॥
বিনাশ করেছ রণে পুণ্যজনে কুল,
জন-মঙ্গল কীর্তিলতার তুমি মূল,
তব নাম-গুণ,—অগস্ত্য মুনির মতন,
সংসার সমুদ্র সদা করিছে শোষণ।

গণনাতিগদিব্যগুণোল্লসিতং,
স্মিতরশ্মিসহোদর বক্ত্রবরম্।
বরদৃপ্তবৃষাসুরদাবঘনং,
ঘন-বিভ্রমবেশ-বিহারময়ম্ ॥ ৯ ॥
ময়পুত্রতমঃক্ষয়পূর্ণবিধুং,
বিধুরীকৃতদানবরাজকুলম্।
কুলনন্দনমত্র নমামি হরিম্ ॥ ১০ ॥

তোমার আশ্রিত যত ভকত নিকর,
গুণ-সঙ্গ বিবর্জিত, বিমল অন্তর ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—দয়া দাক্ষিণ্যাদি অসঙ্খ্য সুদিব্য গুণগণে যিনি ভূষিত, যাঁহার মুখমণ্ডল শশাঙ্ক সদৃশ, যিনি অতি গর্ব্বিত বৃষাসুররূপ দাবানল নির্ব্বাপণে মেঘস্বরূপ, যিনি অতিশয় বিলাসী ও তদুচিত বেশ ভূষাদি করিয়া নিকুঞ্জ-বিহারে তৎপর ॥ ৯ ॥

যিনি ময়পুত্র ব্যোমাসুররূপ অন্ধকারের ক্ষয়ে পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ, যাঁহা হইতে দানব রাজবংশ ক্লেশান্বিত হইয়াছে, সেই স্ববংশের আনন্দ-কর শ্রীহরিকে আমি নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

পদ্যানুবাদ— গণনাতীত দিব্যগুণে তুমি বিভূষিত,
বদনমণ্ডল বিধুসম সুললিত।
গরবিত বৃষাসুর-রূপ-দাব ঘন,
বিনাশ-কারণ তুমি, জলদের সম ॥
অতিশয় মনোহর বিলাস-আবেশে,
বিহার করহে তুমি, সুশোভন বেশে ॥ ৯ ॥

উরসি পরিস্ফুরদিন্দিরমিন্দিন্দির-
মন্দিরশ্রজোল্লসিতম্।
হরিমঙ্গনাতিমঙ্গলমঙ্গলসচ্চন্দনং বন্দে ॥ ১১ ॥

ব্যোমাসুররূপী অন্ধকার নাশে,
পূর্ণ-বিধু তুমি ব্রজের আকাশে।
তুমি অনায়াসে দৈত্যরাজকুল,
করিয়াছ দুঃখ বিধুর, আকুল।
কুলানন্দ দাতা! নন্দের নন্দন!
হে হরে! তোমায় নমি অনুক্ষণ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী বিরাজমানা, অলিকুলাকীর্ণ বৈজয়ন্তীমালায় যিনি সুশোভিত, যিনি যুবতীগণের অতিশয় মঙ্গলকর মলয়জাদি অনুলেপনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত, সেই শ্রীহরিকে আমি অভিবাদন করি ॥ ১১ ॥

পদ্যানুবাদ— শ্রীইন্দিরা রাজে তব বক্ষঃস্থলে,
অলি-কুলাকীর্ণ-মাল্য শোভে গলে।
ব্রজাঙ্গনাদের পরমমঙ্গল,—
চন্দনে-চর্চিত তব কলেবর ॥
হে শ্রীহরে! করি বন্দনা তব;
বিতর এ' দাসে, করুণার লব ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীহরিকুসুমস্তবকম্

গাথাছন্দঃস্তব ।

পরিতোষিতগোপবধূপটলং,
পটলঙ্ঘিতকাঞ্চনসারচয়ম্ ।
রচয়ন্তমুদারবিলাসকলাং,
সকলাঞ্চিতপাদমগাধবলম্
ধবলং নবকীর্ত্তিকুলৈরমিতম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি আলিঙ্গনাদিদ্বারা গোপরমণীদিগকে পরিতুষ্ট করিতেছেন, যাঁহার বসন শোভায় সুবর্ণরাশিও তিরস্কৃত হইয়াছে, যিনি জগতে উদারলীলা প্রকাশ করিতেছেন, কি দেবতা, কি মনুষ্য সকলেই যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিতেছে, অসুর বিনাশে যাঁহার অপরিমিত পরাক্রম এবং অভিনব কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা যিনি ত্রিজগৎ শুভ্রবর্ণ করিতেছেন, ঈদৃশ সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—করেন পরিতুষ্ট যিনি বরজের গোপবধুচয় ।
বসন শোভায় শুদ্ধস্বর্ণ, মেনেছে পরাজয় ॥
উদার-বিলাস-কলা, অবিরত করেন রচন ।
শ্রীচরণ দুটি যাঁর, লভিয়াছে বিশ্বের পূজন ॥
অগাধ-বলশালী, নব-কীর্তি-প্রভায় ধবল ।
অমিত-বিক্রম সেই শ্রীহরির, বন্দি শ্রীপদ কমল ॥ ১ ॥

ত্রিভঙ্গীপঞ্চকম্

(নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়)

যমলার্জ্জুনভঞ্জনমাশ্রিতরঞ্জনমহিগঞ্জনঘনলাস্যভরং
পশুপালপুরন্দরমভিসৃতকন্দরমতিসুন্দরমরবিন্দকরম্ ॥
বরগোপবধূজনবিরচিতপূজনমুরুকূজননববেণুধরং
স্মরনর্ম্মবিচক্ষণমখিলবিলক্ষণতনুলক্ষণমতিদক্ষতরম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি যমুলার্জ্জুনভঞ্জন ও আশ্রিতজনরঞ্জন এবং কালিয়-সর্পের গঞ্জনকারী, যিনি কালিয়সর্পের ফণার উপরে সুন্দর নৃত্য করিয়াছেন, যিনি পশুপালনকার্য্যে সুদক্ষ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের গুহায় যিনি অভিসার করেন, যিনি অতিসুন্দর পদ্মহস্ত, ব্রজবনিতাগণ স্বীয় যৌবনাদি সমর্পণে যাঁহার পূজা করিতেছেন, যিনি মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট বংশীধারণ করিয়াছেন, যিনি কন্দর্পকেলিবিষয়ে সুপণ্ডিত, সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন যাঁহার কলেবর এবং যিনি সকল কার্য্যেই অতিশয় দক্ষ ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—যমুলার্জুন-ভঞ্জন, আশ্রিত জন রঞ্জন,
অহি-গঞ্জন ঘন-লাস্য-ভরে।
পশুপাল—পুরন্দর, যিনি অতি সুন্দর,
কেলিরত-কন্দর, অরবিন্দ করে ॥
বরগোপ বধূজন, করে যাঁর পূজন,—
দিব্য কুজন-যুত নব বেণুধর।
স্মর-নর্মবিচক্ষণ, অখিল বিলক্ষণ,
তনু লক্ষণ মহা মনোহর ॥
সর্ব্ব কর্মে যিনি দক্ষতর ॥ ১ ॥

প্রণতাশনিপঞ্জরমম্বরপিঞ্জরমরিকুঞ্জরহরিমিন্দুমুখং
গোমণ্ডলরক্ষিণমনুকৃতপক্ষিণমতিদক্ষিণমমিতাত্মসুখম্।
গুরুগৈরিকমণ্ডিতমনুনয়পণ্ডিতমবখণ্ডিতপুরুহূতমখং
ব্রজকমলবিরোচনমলিকসুরোচনগোরোচনমতিতাম্রনখম্
॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি প্রণতজনগণের অশনিপঞ্জর অর্থাৎ অভয়স্থান, যাঁহার বসন পীতবর্ণ, যিনি শত্রুরূপ মাতঙ্গসমূহের সিংহ, চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার বদনমণ্ডল, যিনি গাভীগণের পালনকর্ত্তা যিনি কৌতুকবশতঃ শুকসারসাদির কণ্ঠধ্বনির—অনুকরণ করেন, যিনি অতিশয় সরল, যাঁহার লীলানন্দ অপরিমিত, যিনি সুন্দর গৈরিক ধাতুদ্বারা মণ্ডিত, যিনি প্রণয়কোপপরায়ণা শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণী প্রভৃতি প্রণয়িনী-গণের মানভঙ্গে সুপণ্ডিত, যিনি ইন্দ্রের যজ্ঞ খণ্ডন করিয়াছেন, যিনি শ্রীবৃন্দাবনরূপ কমলের প্রকাশে সূর্য্যস্বরূপ, যাঁহার ললাটে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রভাবে গোরোচনা বিরাজ করিতেছে, যাঁহার হস্ত পদাদির নখসমুদয় সুন্দর তাম্রবর্ণ ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—প্রণত-অশনি-পঞ্জর, বসন যাঁহার পিঞ্জর,
অরি-কুঞ্জর-ঘাতী হরি,—ইন্দুমুখ।
গোমণ্ডল রক্ষাকারী, পক্ষিরব অনুকারী
অতি দক্ষিণ,—অমিত আত্মসুখ ॥
গুরু গৈরিকে মণ্ডিত, যিনি অনুনয়ে পণ্ডিত,
অবখণ্ডিত পুরু হূত-মখ।
ব্রজ-কমল-বিরোচন, গোরোচনে তিলক সুরোচন,
রাজে যাঁ'র অতিশয় তাম্রনখ ॥ ২ ॥

উন্মদরতিনায়কশাণিতশায়কবিনিধায়কচলচিল্লিলত-
মুদ্ধতসঙ্কোচনমম্বুজলোচনমঘমোচনমমরালিনতম্।
নিখিলাধিকগৌরবমুজ্জ্বলসৌরভমতিগৌরভপশুপীযু রতং
কোমলপদপল্লবমভ্রমুবল্লভরুচিদুর্লভসবিলাসগতম্ ॥ ৩ ॥
ভুজমূর্দ্ধ্নি বিশঙ্কটমধিগতশঙ্কটনতকঙ্কটমটবীযু চলং
নবনীপকরম্বিতবনরোলম্বিতমবলম্বিতকলকণ্ঠকলম্।
দুর্জনতৃণপাবকমনুচরশাবকনিকরাবকমরুণোষ্ঠদলং
নিজবিক্রমচর্চ্চিতভুজগুরুগর্ব্বিতগন্ধর্ব্বিতদনুজার্দিবলম্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—মদমত্ত কন্দর্পের শাণিত শায়কের ন্যায় ভ্রূলতায় যিনি বিরাজিত, যিনি দুর্ব্বৃত্ত দানবগণের বিক্রমনাশক, যিনি অম্বুজলোচন ও অশেষ পাপনাশন, সমুদয় দেবগণ যাঁহাকে পূজা করেন, সুতরাং সর্বাপেক্ষা যিনি গৌরবশালী ও উজ্জ্বলসৌরভবিশিষ্ট, যিনি সর্ব্বদা গৌরবর্ণা ব্রজরমণীগণে পরিবৃত, যাঁহার পদপল্লব অতি সুকোমল, ঐরাবত হস্তির গমন অপেক্ষা যাঁহার সুন্দরগতি ॥ ৩ ॥

যিনি বিশালস্কন্ধ, ভক্তগণ সঙ্কটাপন্ন হইলে তাহাদিগকে পালন করেন, যিনি অরণ্য ভ্রমণে সমুৎসুক, যিনি অভিনব কদম্বকুসুমাকীর্ণ বনের ভ্রমরস্বরূপ, কোকিলের ন্যায় যাঁহার কণ্ঠধ্বনি, যিনি দুর্জ্জনরূপ তৃণরাশির অনলস্বরূপ, যিনি অনুচর গোপবালকদিগকে দাবাগ্নি প্রভৃতি নিখিল ভয় হইতে রক্ষা করেন, যাঁহার ওষ্ঠাধর সুন্দর অরুণবর্ণ, যিনি নিজশক্তিদ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত বিশালবাহু দানবদিগকে বিনাশ করেন ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—উন্মদ রতি নায়ক, (নারী) চিত্তে শাণিত শায়ক
বিদ্ধকারী সুচঞ্চল চিল্লি-লত।

শ্রুতিরত্ন-বিভূষণ-রুচিজিত-পূষণমলিদূষণনয়নান্তগতিং
যমুনাতটতল্পিতপুষ্পমনল্পিতমদজল্পিত-দয়িতাপ্তরতিম্।
বন্দেমহি॥বন্দিতনন্দমমন্দিত-কুলমন্ধিতখলকংসমতিং
ত্বামিহ দামোদর হলধরসোদর হর নো দরমনুবদ্ধরতিম্ ॥৫॥

উদ্ধত পঙ্কোচন, চারু অম্বুজ লোচন
অঘমোচন, পদে দেবগণ নত ॥
নিখিলাধিক গৌরব, দিব্য উজ্জ্বল সৌরভ,
যিনি, গৌরাঙ্গী গোপিগণে পরিবৃত।
কোমল-পদ-পল্লব, ঐরাবতের দুর্ল্লভ,
রম্য-সবিলাস-গতি-ভঙ্গীযুত ॥ ৩ ॥
স্কন্ধবর বিশঙ্কট, অধিগত শঙ্কট, নতকঙ্কট,
যিনি বৃন্দা অটবী বিচরণপর।
নবনীপ করস্থিত, বনরোলম্বিত,
অবলম্বিত পিককণ্ঠস্বর।
যিনি, দুর্জ্জন-তৃণ-পাবক, অনুচরশাবক-নিকরাবক
অতিশয় অরুণিত ওষ্ঠ দল।
নিজ বিক্রমে চর্চিত, ভুজগুরু গর্বিত,
গন্ধর্বিত দনুজাদি বল ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে দামোদর! তোমার কর্ণযুগলে সুশোভিত রত্ন-প্রভায় সূর্য্যের শোভা পরাভূত হইয়াছে, তুমি চঞ্চল নয়নোপান্তস্থিত কজ্জল শোভাদ্বারা ভ্রমরশোভা তিরস্কার করিয়াছ, তুমি যমুনাতীরে পুষ্পশয্যায় শয়ান, তুমি প্রেমোন্মত্ত মধুরভাষিণী প্রেয়সীগণের সহিত আনন্দ কর, তুমি পিতা বলিয়া নন্দমহারাজকে বন্দনা কর, তুমি

গোপবংশ উজ্জ্বল করিয়াছ, তুমি ভক্তগণের প্রতি অনুরাগযুক্ত, অতএব হে হলধর সহোদর! আমরা তোমাকে বন্দনা করি, আমাদিগের সংসার ভয় দূর কর ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—শ্রুতিরত্নবিভূষণ, রুচিজিত পূষণ,
অলিদূষণ নয়নান্ত-গতি।
যমুনাতট তল্পিত, পুষ্প, অনল্পিত,
মদজল্পিত দয়িতান্ত রতি ॥
শ্রীনন্দবন্দন পর, গোপকুলোজ্জ্বল কর,
(তুমি) কংস বুদ্ধি বিনাশকারী।
হে হলধর সোদর! ভক্তানুরক্তি ধর!
হে দামোদর! করি বন্দনা, ভয়হারি!
আমাদের ভবভয় করহে হরণ।
তোমার শ্রীপদে এই প্রার্থনা এখন ॥ ৫ ॥

॥ ইতি ত্রিভঙ্গীপঞ্চকম্ ॥

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা,
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্ভু,-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে দীনবন্ধো! মেঘগণ চাতকের উপর—অভিনব বারিবর্ষণ করুক বা বজ্র নিঃক্ষেপ করুক উপায়ান্তর নাই বলিয়া উহারা যেমন মেঘের স্তব করিতে ক্ষান্ত হয় না, সেইরূপ তুমি আমার প্রতি দয়াই কর বা দণ্ডই বিধান কর, যাহা হয় উভয়ের একতর কর, এ সংসারে তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই ॥ ১ ॥

প্রাচীনানাং ভজনমতুলং দুষ্করং শৃন্বতো মে,
নৈরাশ্যেন জ্বলতি হৃদয়ং ভক্তিলেশালসস্য।
বিশ্বদ্রীচীমঘহর তবাকর্ণ্য কারুণ্যবীচী,-
মাশাবিন্দূক্ষিতমিদমুপৈত্যন্তরে হন্ত শৈত্যম্ ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে দীনবন্ধো! তুমি আমার উপর,
দণ্ডদান কর, কিংবা দয়াই বিতর,—
দু'টি মধ্যে যাহা ইচ্ছা করিও বিধান,
তুমি বিনে বিশ্বে মোর গতি নাই আন্।
নবীন সলিল ধারা করুক বর্ষণ,—
অথবা হউক ভীম বজ্র নিক্ষেপণ,
তথাপি চাতকদল মেঘেরি স্তবন,
করে সদা হর্ষভরে,—রীতি চিরন্তন ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অঘহর! শুক অম্বরীষ প্রভৃতি প্রাচীন মহাত্মাদিগের দুষ্কর ভজনসাধন শ্রবণ করিয়া নৈরাশ্যবশতঃ ভক্তিশূন্য আমার হৃদয় অনুতপ্ত হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মাদি পামর পর্য্যন্তগামিনী ত্বদীয় কৃপালহরী দর্শন করিয়া আশাবিন্দু-সিক্ত হৃদয় আবার শীতল হইতেছে। ২ ॥

পদ্যানুবাদ—অঘহর! তব পুরাতন ভক্তগণ,
করেছে অতুলনীয় দুষ্কর ভজন,
সে সকল কথা আমি ক'রেছি শ্রবণ,
নিরাশায় তায় চিত্ত হ'য়েছে দাহন।
যৎকিঞ্চিৎ ভজনেও আমি যে অলস,
ভকতি-বাসনাহীন মায়া পরবশ ॥
বিশ্বব্যাপিনী তোমার লহরী কৃপার,
শ্রবণ করিয়া এবে, আমার আবার,
আশাবিন্দু দ্বারা সিক্ত হ'য়ে এ হৃদয়,
অভ্যন্তরে শৈত্য-সুখ হ'তেছে উদয় ॥ ২ ॥

অথ মুকুন্দমুক্তাবলী।

(শ্রীব্রজনাগরায় নমঃ)

নবজলধরবর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং,—
বিকসিতনলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যম্।
কনকরুচিদুকূলং চারুবর্হাবচূলং,
কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ—নবীন মেঘের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, চম্পককুসুমে যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, বিকশিত পদ্মের ন্যায় মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত যাঁহার বদনমণ্ডল, সুবর্ণকান্তির ন্যায় যাঁহার শোভা, সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে চূড়া সুশোভিত এবং যিনি ত্রিজগতের সার বস্তু, ঈদৃশ কোন গোপীকুমারকে আমি স্তব করি॥ ১॥

পদ্যানুবাদ—নবমেঘসম যাঁর শ্যামলবরণ।
কর্ণযুগে চাঁপাফুল পরম শোভন॥
মুখখানি বিকসিত কমলের মত।
মৃদুমন্দ হাসি তায় বিলসে সতত॥
স্বর্ণকান্তি পরিধেয় বসন যাঁহার।
চূড়ায় ময়ূর পাখা বিচিত্র আকার॥
নিখিলের সার হেন বাক্য-অগোচর
গোপিকা নন্দনে স্তুতি করি নিরন্তর॥ ১॥

মুখজিতশরদিন্দুঃ কেলিলাবণ্যসিন্ধুঃ,
করবিনিহিতকন্দুর্বল্লবীপ্রাণবন্ধুঃ।
বপুরুপসৃতরেণুঃ কক্ষনিক্ষিপ্তবেণু-
র্বচনবশগধেনুঃ পাতু মাং নন্দসূনুঃ॥ মালিনী॥ ২॥
ধ্বস্তদুষ্টশঙ্খচূড় বল্লবীকুলোপগূঢ়,
ভক্তমানসাধিরূঢ় নীলকণ্ঠপিচ্ছচূড়।
কণ্ঠলম্বিমঞ্জুগুঞ্জ কেলিলব্ধরম্যকুঞ্জ,
কর্ণবর্ত্তিফুল্লকুন্দ পাহি দেব মাং মুকুন্দ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ—শরৎকালীন চন্দ্র অপেক্ষাও যাঁহার মুখমণ্ডল সুশোভিত, যিনি কেলিসমুচিত লাবণ্যের সিন্ধু, যাঁহার হস্তে ক্রীড়াকন্দুক সুশোভিত যিনি ব্রজরমণীগণের প্রাণবন্ধু, গাভীর খুরোত্থিত ধুলিদ্বারা যাঁহার কলেবর সুশোভিত, যাঁহার কক্ষদেশে বেণু বিরাজিত, ধেনুগণ যাঁহার বাক্যের বশবর্তী, এবম্বিধ সেই নন্দনন্দন আমাকে রক্ষা করুন॥ ২॥

হে ভক্তগণ মানসাধিরূঢ়! তুমি দুষ্ট শঙ্খচূড়কে বিনাশ করিয়াছ, তুমি ব্রজরমণীগণ কর্তৃক আলিঙ্গিত হও, ময়ূরপুচ্ছে তোমার চূড়া সুশোভিত, সুন্দর গুঞ্জামালা তোমার কণ্ঠে লম্বিত, তুমি কেলির নিমিত্ত সুন্দর নিকুঞ্জবন আশ্রয় কর, তোমার কর্ণযুগলে কুন্দকুসুম সুশোভিত, অতএব হে দেব! হে মুকুন্দ! তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর॥ ৩॥

পদ্যানুবাদ—শরতের চন্দ্র জিনি শ্রীমুখমণ্ডল।

কেলি লাবণ্যের যিনি সিন্ধু সমুজ্জ্বল॥
ক্রীড়ন কন্দুক করে শোভে চমৎকার।
গোপী প্রাণবন্ধু বলি' খেয়াতি অপার॥
গোধূলি ধূসর যাঁর সর্ব কলেবর।
যিনি নিজ কক্ষদেশে নববেণুধর॥

যজ্ঞভঙ্গরুষ্টশক্র-নুন্নঘোরমেঘচক্র,
বৃষ্টিপূরখিন্নগোপ-বীক্ষণোপজাতকোপ।
ক্ষিপ্রসব্যহস্তপদ্ম-ধারিতোচ্চশৈলসদ্ম,
গুপ্তগোষ্ঠ রক্ষ রক্ষ মাং তথাদ্য পঙ্কজাক্ষ ॥ (চিত্রং) ৪॥

যাঁর বাক্য বশবর্তী ব্রজধেনুগণ।
রক্ষা মোরে করুন সেই শ্রীনন্দনন্দন ॥ ২ ॥
ওহে দেব শ্রীমুকুন্দ ! তুমি দুষ্টতম।
শঙ্খচূড় মহাদৈত্যে করেছ নিধন ॥
গোপীদের দ্বারা তুমি হও আলিঙ্গিত।
ভক্তগণ চিত্তে থাক, নিত্য বিরাজিত ॥
চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছের বিচিত্র বাহার।
কণ্ঠদেশে লম্বমান মঞ্জু গুঞ্জাহার ॥
কেলিতরে রম্য কুঞ্জে লও হে আশ্রয়।
কর্ণে তব ফুল্লকুন্দ শোভে অতিশয় ॥
রক্ষা কোরো সদা মোরে কৃপা বিতরণে।
এ প্রার্থনা নিরন্তর তোমারি চরণে ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে পঙ্কজনয়ন ! ইন্দ্রের যজ্ঞ ভঙ্গ হইলে তিনি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর মেঘসকল প্রেরণ করতঃ বৃষ্টি দ্বারা সমুদয় গোপ-গোপীদিগকে ক্লিষ্ট করিলে তদ্দর্শনে তুমি রুষ্ট ও ব্যগ্র হইয়া বাম হস্তাম্বুজদ্বারা অত্যুচ্চ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণপূর্ব্বক ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছ, অতএব সেই প্রকার অদ্য আমাকেও রক্ষা কর ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ— যজ্ঞের ভঙ্গে রুষ্ট বাসব।
প্রেরিলা ব্রজে বারিদ সব ॥

মুক্তাহারং দধদুডুচক্রাকারং,
সারং গোপীমনসি মনোজারোপী।
কোপী কংসে খলনিকুরম্বোত্তংসে,
বংশে রঙ্গী দিশতু রতিং নঃ শার্ঙ্গী ॥ ৫ ॥

মহাবৃষ্টি ঝড়ে দুঃখী গোপ।
হেরিয়া তব উপজে কোপ ॥
ঝাটিতি বাম হস্ত কমল।
উপরে তুলি হে মহাবল ॥
উন্নত বিশাল শৈলবরে।
ধরিয়া নবীন ভঙ্গীভরে ॥
করেছ রক্ষা গোকুলধাম।
ঠিক সেরূপে হে অভিরাম ॥
করুণাময় পঙ্কজাক্ষ!
রক্ষ হে আজ, আমায় রক্ষ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি নক্ষত্র-মালার ন্যায় উৎকৃষ্ট মুক্তাহার কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, যিনি গোপিকাগণের মানসে কন্দর্পভাব আরোপণ করেন, যাবতীয় খলের শিরোমণি কংসের প্রতি যাঁহার অতিশয় ক্রোধ, সেই বংশীপ্রিয় শার্ঙ্গপাণি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে প্রীতি প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—তারকাকার, মুক্তা-হার,
গলায় পরি' চমৎকার।
যিনি আপন প্রেয়সী গোপী,-
গণের মনে মদনারোপী ॥

লীলোদ্দামা জলধরমালা-শ্যামা
ক্ষামাঃ কামাদভিরচয়ন্তী রামাঃ।
সা মামব্যাদখিলমুনীনাং স্তব্যা,
গব্যাপূর্ত্তিঃ প্রভুরঘশত্রোর্মূর্ত্তিঃ॥ জলধরমালা ॥৬॥

খলবৃন্দের মাথার মণি,
কংসের প্রতি কোপী যিনি।
বেণুবাদনে পরমরঙ্গী,
রসিকবর সেই শার্ঙ্গী,
চিত্তে মোদের, কৃপায় অতি,
করুন দান বিমলরতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে মূর্ত্তি ব্রজলীলায় সুযোগ্য, যাহা মেঘমালার ন্যায় শ্যামলবর্ণ, স্মর যুদ্ধে গোপিকারা যাহা হইতে ক্ষীণাঙ্গী হন, যাহা নিখিল মুনিগণের ধ্যেয়, যাহা গাভীগণের প্রতি তৃপ্তিসাধনে সমর্থ, অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণের সেই মূর্ত্তি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ— উদ্দাম-লীল, মেঘসম নীল ॥
কামহেতু যিনি সুন্দরী কামিনী ॥
সকলের চিত্ত, করেন সন্তপ্ত ॥
নিখিলমুনির, সরস স্তুতির ॥
যোগ্য পাত্রবর, গাভীতৃপ্তিকর ॥
দিব্য মূর্ত্তিধারী, প্রভু শ্রীঅঘারি ॥
রক্ষা করুন মোরে, বাঁধিয়া কৃপা ডোরে ॥ ৬ ॥

পর্ব্ববর্ত্তুলশর্ব্বরীপতি-গর্ব্বরীতিহরাননং,
নন্দনন্দনমিন্দিরাকৃতবন্দনং ধৃতচন্দনম্।
সুন্দরীরতিমন্দিরীকৃতকন্দরং ধৃতমন্দরং,
কুণ্ডলদ্যুতি-মণ্ডলপ্লুতকন্ধরং ভজ সুন্দরম্ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি মুখমণ্ডল দ্বারা পূর্ণিমায় উদিত পূর্ণ চন্দ্রের রুচিগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছেন, লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন, চন্দনাদি অনুলেপনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত, যিনি গোপিকাগণের সহিত বিহার করিবার নিমিত্ত গিরিগুহাতে সঙ্কেত স্থান করিয়াছেন, যিনি মন্দর পর্ব্বততুল্য গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার কর্ণস্থ কুণ্ডল প্রভায় গ্রীবাদেশ সুশোভিত, হে চিত্ত! পরমসুন্দর সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে তুমি ভজনা কর ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—

অতি মনোহর আনন যাঁহার, পূর্ণচন্দ্র-গর্ব-খর্বকারী।
করেন ইন্দিরা, চরণ বন্দন, চন্দন অনুলেপনধারী ॥
রতি-মন্দির করেছেন যিনি, গিরি-গোবর্দ্ধন কন্দরে।
সুন্দরী বল্লবীদল সনে সেথা, বিহার আনন্দ অন্তরে ॥
নিজপৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্ব্বতে, ধরেছেন যিনি রঙ্গভরে।
কর্ণস্থিত যাঁর কুণ্ডলের দ্যুতি, করে ঝলমল স্কন্ধোপরে ॥
পরম সুন্দর সেই নন্দের নন্দনে।
ভজ ভজ ওরে মন! পরম যতনে ॥ ৭ ॥

গোকুলাঙ্গন-মণ্ডনং কৃতপূতনাভবমোচনং,
কুন্দসুন্দরদন্তমম্বুজবৃন্দবন্দিতলোচনম্।
সৌরভাকরফুল্লপুষ্কর-বিস্ফুরৎ-করপল্লবং,
দৈবতব্রজদুর্লভং ভজ বল্লবীকুলবল্লভম্ ॥ রঙ্গিণী ॥ ৮ ॥

তুণ্ডকান্তিদণ্ডিতোরুপাণ্ডুরাংশুমণ্ডলং,
গণ্ডপালিতাণ্ডবালিশালিরত্নকুণ্ডলম্।
ফুল্লপুণ্ডরীকষণ্ডক্লৃপ্তমাল্যমণ্ডনং,
চণ্ডবাহুদণ্ডমত্র নৌমি কংসখণ্ডনম্ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি গোকুলের ভূষণ, যিনি পূতনার ভববন্ধন মোচন করিয়াছেন, অতিসুন্দর কুন্দকুসুমের ন্যায় যাঁহার দন্তাবলী, আপন অপেক্ষা অতিশয় সুন্দর বলিয়া অম্বুজগণ যাঁহার নয়নদ্বয়কে প্রশংসা করে, অতিশয় সুগন্ধি বিকশিত কমল যাঁহার শ্রীকরে শোভা পাইতেছে, যিনি দেবগণের দুর্লভ, হে চিত্ত! তুমি ঈদৃশ বল্লবীকুল-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি বদনকান্তিদ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের শোভা তিরস্কার করিয়াছেন, যাঁহার কপোল প্রান্তে চঞ্চল রত্ন কুণ্ডল শোভা করিতেছে, যিনি বিকসিত পুণ্ডরীক মালায় সুশোভিত, যাঁহার ভুজদণ্ড অতিশয় প্রতাপযুক্ত সেই কংসনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্তব করি ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—

গোকুল-অঙ্গন বিভূষণ যিনি, পূতনার ভবমোচনকারী।
যাঁহার সুন্দর দশনের পাঁতি, কুন্দ পুষ্প সম-মানসহারী ॥
নয়নযুগল কমলের চেয়ে, সদা মনোরম অতিশয়।
সুকোমল কর-পল্লবে যাঁর, লীলাপদ্ম রাজে সুবাসময় ॥

উত্তরঙ্গদঙ্গরাগ—সঙ্গমাতিপিঙ্গল,-
স্তুঙ্গ-শৃঙ্গসঙ্গিপাণিরঙ্গনাতিমঙ্গলঃ।
দিগ্বিলাসি-মল্লিহাসি কীর্ত্তিবল্লিপল্লব,-
স্ত্বাং স পাতু ফুল্লচারু চিল্লিরদ্য বল্লবঃ॥ তূণকং ॥১০॥

দেবতাবৃন্দের চিরদুর্লভ, বল্লবীকুলের বল্লভেরে।
সেবা কর মন! পরম যতনে, ঐ ব্রজকাণনে নিরন্তরে॥
ভজ ভজ তুমি তায়, প্রীতি পুষ্প দলে।
আর্ত্তিভরা অবিরল নয়নের জলে॥ ৮॥

পদ্যানুবাদ—অপূর্ব সুষমাপূর্ণ পূর্ণিমার সুধাংশু মণ্ডল।
আনন জ্যোতিতে যাঁর, তিরস্কার লভি' অনুজ্জ্বল॥
যাঁহার গণ্ডের প্রান্তে রত্নময় মকর কুণ্ডল।
মনোহর লীলাভরে অবিরত নর্তন-চঞ্চল॥
ফুল্লকমলের মালা শোভিতেছে কণ্ঠে চমৎকার।
ভুজদণ্ড, সাতিশয় প্রতাপে প্রচণ্ড অনিবার॥
কংসঘাতী সেই কৃষ্ণে করি স্তুতি, আমি এই ব্রজে।
নাম-রূপ-গুণ-লীলাবলী গাহি' কবে লুটাব রজে॥৯॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার অনুলেপনাদি দ্বারা অনুলিপ্ত শ্রীঅঙ্গ হইতে যেন লাবণ্যের তরঙ্গ উঠিতেছে, যাঁহার হস্ত উচ্চশৃঙ্গ গোবর্দ্ধন ধারণে সমর্থ, যিনি অঙ্গনাগণের কল্যাণদায়ক, মল্লিকা কুসুমের ন্যায় যাঁহার কীর্ত্তিবল্লী দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছে, যাঁহার ভ্রূযুগল অতিশয় সুন্দর সেই বল্লবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অদ্য তোমাকে রক্ষা করুন॥ ১০॥

ইন্দ্রনিবারং ব্রজপতিবারং,
নির্ধুতবারং হৃতঘনবারম্ ।
রক্ষিতগোত্রং প্রীণিতগোত্রং,
ত্বাং ধৃতগোত্রং নৌমি সগোত্রম্ ॥ ১১ ॥
কংসমহীপতিহৃদ্গতশূলং,
সন্ততসেবিতযামুনকূলম্ ।
বন্দে সুন্দরচন্দ্রকচূলং,
ত্বামহমখিলচরাচরমূলম্ ॥ পজ্ঝটিকা ॥ **১২ ॥**

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রের যজ্ঞ ভঙ্গহেতু ইন্দ্র কুপিত হইলে যিনি তাহাকে পরাভব করিয়াছিলেন এবং যিনি গোবর্দ্ধন ধারণপূর্বক ইন্দ্র প্রেরিত মেঘের বারিবর্ষণ নিবৃত্তি ও মেঘগণ বিদূরিত করিয়া ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি গাভীগণের পরিতৃপ্ত-কারক বন্ধু বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত, সেই ব্রজনন্দনকে আমি স্তব করি ॥ ১১ ॥

যিনি কংসরাজের হৃদয়গত শূলস্বরূপ, যিনি নিরন্তর যমুনাকূল সেবন করিতে ভালবাসেন, সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত, অখিল চরাচরের মূল সেই নন্দনন্দনকে আমি বন্দনা করি ॥ ১২ ॥

পদ্যানুবাদ—সতত লেপন-ফলে, অঙ্গরাগ পরম উজ্জ্বল ।
শ্রীবিগ্রহখানি যাঁর, ধরিয়াছে বরণ পিঙ্গল ॥
যাঁর মঞ্জু করোপরে, সমুন্নত 'শিঙ্গা' বর্তমান ।
গোপাঙ্গনাদের যিনি, সুমঙ্গল করেন বিধান ॥
শুভ্র কীর্তিরাশি যাঁ'র, মল্লিকা কুসুমেরি মত ।
মধুর সুবাসে সদা, করে দিগ্‌দিগন্তে মোদিত ॥
ভ্রূযুগল ফুল্ল যাঁহার, বিলাস কলার ভঙ্গীময় ।
অদ্য তোমায় করুন রক্ষা, সেই গোপবল্লব দয়াময় ॥১০॥

মলয়জরুচিরস্তনুজিত মুদিরঃ,
পালিতবিবুধস্তোষিতবসুধঃ।
মামতিরসিকঃ কেলিভিরধিকঃ,
সিতসুভগরদঃ কৃপয়তু বরদঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি সুন্দর চন্দনাদি অনুলেপনে অনুলিপ্ত, যিনি শরীর শোভায় নবীন-মেঘের কান্তি-তিরস্কার করিয়াছেন, যিনি দেবগণকে পালন করেন, যিনি কংসাদি বধ করিয়া পৃথিবী পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, যিনি কেলিবিষয়ে সুরসিক এবং যাঁহার কুন্দকুসুমের ন্যায় অতি সুন্দর দন্ত, সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কৃপা করুন ॥ ১৩ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে ব্রজপতি নন্দের তনয়।
ইন্দ্রেরেও তুমি কৈলা পরাজয়।
বৃষ্টির ধারা করে নিবারণ।
মেঘদলে তুমি করেছ বারণ ॥
গোকুল পুরীর রক্ষাবিধাতা!
ধেনু-সমূহের মহা তৃপ্তিদাতা!
ওহে গোবর্ধন গিরিবর-ধারি!
বান্ধব সহিত সেই ভরহারী,—
স্তুতি তোমারেই করি ব্রজধামে।
রুচি দাও নাথ! তোমারি শ্রীনামে ॥ ১১ ॥
তুমি কংসের হৃদ্‌গত শূল।
বিহর সতত যামুন কূল ॥
ময়ূর চন্দ্রকে শোভে তব চূল।
বন্দি হে অখিল চরাচর মূল ॥ ১২ ॥

উররীকৃতমুররীরুতভঙ্গং,
নবজলধরকিরণোল্লসদঙ্গম্ ।
যুবতিহৃদয়ধৃতমদনতরঙ্গং,
প্রণমত যামুনতটকৃতরঙ্গম্ ॥ পজ্ঝটিকা ॥ ১৪ ॥
নবাম্ভোদনীলং জগত্তোষিশীলং,
মুখাসঙ্গিবংশং শিখণ্ডাবতংসম্ ।
করালম্বিবেত্রং বরাম্ভোজনেত্রং,
ধৃতস্ফীতগুঞ্জং ভজে লব্ধকুঞ্জম্ ॥ ১৫ ॥

(তব) মলয়জ রুচির, তনুজিত মুদির ।
পালিছ বিবুধ, তোষিছ বসুধ ॥
(তুমি) অতিশয় রসিক, কেলি শোভা অধিক ।
সিত সুভগরদ, কোরো কৃপা বরদ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহা হইতে বংশীধ্বনির তরঙ্গ বিস্তৃত হয়, নবজলধরের ন্যায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, যিনি যুবতীবৃন্দের হৃদয়ে কামতরঙ্গ বিস্তার করেন, হে ভক্তগণ! সেই যমুনাতীর-বিহারী নন্দনন্দনকে প্রণাম কর ॥ ১৪ ॥

যিনি নবীন-মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, যাঁহার চরিত্রে ত্রিজগৎ সন্তুষ্ট হয়, ময়ূরপুচ্ছ যাঁহার শিরোভূষণ, গাভী পালনের নিমিত্ত যিনি হস্তে বেত্র ধারণ করিয়াছেন, সুন্দর অরবিন্দের ন্যায় যাঁহার নয়নযুগল, যিনি গলদেশে সুন্দর গুঞ্জাহার পরিধান করিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ১৫ ॥

পদ্যানুবাদ— বিচিত্র মুরলীরব প্রকাশকারী ।
নবঘনসম অঙ্গশোভাধারী ॥

হৃতক্ষৌণিভারং কৃতক্লেশহারং,
জগদ্গীতসারং মহারত্নহারম্।
মৃদুশ্যামকেশং লসদ্বন্যবেশং,
কৃপাভির্নদেশং ভজে বল্লবেশম্॥ ভুজঙ্গপ্রয়াতম্॥ ১৬॥

যুবতী চিত্তে যিনি মদনতরঙ্গ।
বিস্তারি করেন কৃষ্ণাতটে রঙ্গ॥
সেই কৃষ্ণেরে করিয়া প্রণাম।
আশ্রয় করহে তাঁরই ব্রজধাম॥ ১৪॥
নবজলধর নীল। জগত তোষিত শীল॥
মুখে লগ্ন মোহনবাঁশী। চূড়ে ময়ূর পিঞ্ছরাশি॥
করে শোভে বেত্রখান। কমলেরই মত নয়ান॥
স্থূলগুঞ্জামাল্যধারী। ভজি নিকুঞ্জবিহারী॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি ভূভার হরণ করিয়াছেন, যিনি জগতের দুঃখনাশ করিয়াছেন, ত্রিজগৎ যাঁহার বলবীর্য্য গান করিতেছে, মহামূল্য রত্নহার যাঁহার গলে সুশোভিত, কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপে যিনি সুশোভিত যিনি বনগমনোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত, যিনি সমুদ্র, গোপবেশধারী, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি॥ ১৬॥

পদ্যানুবাদ—

ক্ষিতি ভার হরণকারী। ভকতের ক্লেশহারী॥
জগৎ গাহে কীর্ত্তিসার। গলে মহা রত্নহার॥
মৃদুশ্যাম কেশভার। অঙ্গে বন্য শৃঙ্গার॥
করুণা জলধিবর। ভজি গোপ-প্রবর॥ ১৬॥

উল্লসদ্বল্লবীবাসসাং তস্কর,-
স্তেজসা নির্জ্জিতপ্রস্ফুরদ্ভাস্করঃ।
পীনদোঃস্তম্ভয়োরুল্লসচ্চন্দনঃ,
পাতু বঃ সর্ব্বতো দেবকীনন্দনঃ ॥ ১৭ ॥
সংস্থতেস্তারকং তং গবাং চারকং,
বেণুনা মণ্ডিতং ক্রীড়নে পণ্ডিতম্।
ধাতুভির্বেষিনং দানবদ্বেষিণং,
চিন্তয় স্বামিনং বল্লবীকামিনম্ ॥ স্রগ্বিণী ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি ব্রজবনিতাগণের বসনচৌর, যিনি তেজঃ প্রভাবে সূর্য্যের প্রভা পরাভব করিয়াছেন, যাঁহার বিশাল বাহু চন্দনে চর্চ্চিত, হে ভক্তগণ! সেই দেবকী অর্থাৎ শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদার নন্দন সর্ব্বতোভাবে তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৭ ॥

যিনি সংসার সাগরের নিস্তারক, যিনি গাভীগণের পালক, যিনি বংশীদ্বারা ভূষিত, যিনি কেলিবিষয়ে সুপণ্ডিত, যিনি নীলপীতাদি গৈরিকধাতুদ্বারা সুশোভিত, যিনি দানবগণের সংহারক, যিনি সকলের স্বামী, হে ভক্তগণ! সেই বল্লবীনাথ—শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা কর ॥ ১৮ ॥

পদ্যানুবাদ— উল্লসিতা বল্লবীদের বসন তস্কর।
তেজে যাঁর পরাজিত প্রদীপ্ত ভাস্কর ॥
পীনবাহুযুগে যাঁর শোভিছে চন্দন।
পালুন সর্বথা সেই দেবকীনন্দন ॥ ১৭ ॥
সংসৃতি তারক, গাভীদল চারক।
মুরলীমণ্ডিত, ক্রীড়নে পণ্ডিত ॥
ধাতুচিত্র বেশধারী, দানব দ্বেষকারী।
বল্লবীগণ কামী, চিন্তহে সেই স্বামী ॥ ১৮ ॥

উপাত্তকবলং পরাগশবলং,
সদেকশরণং সরোজচরণম্।
অরিষ্টদলনং বিকৃষ্টললনং,
নমামি সমহং সদৈব তমহম্ ॥ ১৯ ॥
বিহারসদনং মনোজ্ঞরদনং,
প্রণীতমদনং শশাঙ্কবদনম্।
উরঃস্থকমলং যশোভিরমলং,
করাত্তকমলং ভজস্ব তমলম্ ॥ জলোদ্ধতগতিঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি অরণ্যে ভক্ষণের নিমিত্ত বামহস্তে নবনীত গ্রহণ করিয়াছেন, নানাবিধ কুসুমরেণু দ্বারা যাঁহার কলেবর বিচিত্রবর্ণ হইয়াছে, যিনি শরণাগত জনের পালক, বিকসিত পদ্মের ন্যায় যাঁহার চরণযুগল, যিনি সমুদয় অশুভের নাশক, যিনি শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য্যে ব্রজবনিতাদিগকে আকর্ষণ করেন, সর্ব্বদা উৎসবপূর্ণ সেই ব্রজরাজ-নন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৯ ॥

যিনি অশেষ প্রকার লীলার আশ্রয়, যাঁহার দন্তরাজী অতি সুন্দর, যিনি যুবতিগণের হৃদয়ে কন্দর্পভাব বিস্তার করেন, শশাঙ্কের ন্যায় যাঁহার মুখমণ্ডল, যাঁহার বক্ষঃস্থলে কমলা বিরাজমান, যাঁহার নির্ম্মল যশঃ ভুবনব্যাপ্ত, যাঁহার দক্ষিণহস্তে লীলাপদ্ম বিরাজিত, হে ভক্তগণ! তোমরা সেই—নন্দনন্দনকে নিরন্তর ভজনা কর ॥ ২০ ॥

পদ্যানুবাদ— করধৃত কবল, পরাগশবল।
সদেক-শরণ, সরোজ চরণ ॥
অরিষ্ট নাশক, ললনাকর্ষক।
নমামি নমামি, অবিরত আমি ॥ ১৯ ॥

দুষ্টধ্বংসঃ কর্ণিকারাবতংসঃ,
খেলদ্বংশী পঞ্চমধ্বানশংসী।
গোপীচেতঃকেলিভঙ্গিনিকেতঃ,
পাতু স্বৈরী হন্ত বঃ কংসবৈরী ॥ ২১ ॥

বৃন্দাটব্যাং কেলিমানন্দনব্যাং,
কুর্ব্বন্নারীচিত্তকন্দর্পধারী।
নর্ম্মোদ্‌গারী মাং দুকূলাপহারী,
নীপারূঢ়ঃ পাতু বর্হাবচূড়ঃ ॥ শালিনী ॥ ২২ ॥

বিহার সদন। মনোজ্ঞ দশন।
প্রণীত মদন। শশাঙ্ক বদন ॥
বক্ষঃস্থ কমল। যশোরাশি অমল ॥
কমল করে যাঁর। ভজ তাঁয় অনিবার ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি দুর্দ্দান্ত দানবগণের সংহারক, কর্ণিকার-কুসুম যাঁহার কর্ণভূষণ, যিনি পঞ্চম স্বরে বংশীনিনাদ করেন, গোপিকাগণের চিত্ত বিলাসাদির যিনি—অবলম্বন স্থান, যিনি স্বচ্ছন্দচারী, হে ভক্তগণ! সেই কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

যিনি বৃন্দাবনে নানাপ্রকার আনন্দদায়িনী ক্রীড়া করিতেছেন এবং যিনি ব্রজযুবতীগণের মানসে কামভাব বিস্তার করিতেছেন, যিনি নানাবিধ পরিহাস বাক্যে তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিতেছেন এবং যিনি গোপিকাগণের বসন হরণ করিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই ময়ূরপুচ্ছাবতংস শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২২ ॥

পদ্যানুবাদ—দুষ্টগণের ধ্বংসকারী। কর্ণিকার অবতংসধারী ॥
ক্রীড়ন-রত বংশীখানে। বাজান্ যিনি পঞ্চমতানে ॥

রুচিরনখে রচয় সখে, বলিতরতিং ভজনততিম্।
ত্বমবিরতিস্ত্বরিতগতি,-র্নতশরণে হরিচরণে ॥ ২৩ ॥
রুচিরপটঃ পুলিননটঃ, পশুপগতির্গুণবসতিঃ।
স মম শুচির্জলদরুচি-র্মনসি পরিস্ফুরতু হরিঃ
॥ ত্বরিতগতিঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রজগোপীগণ। কেলি ভঙ্গী নিকেতন ॥
আহা ! বিচিত্র পরম স্বৈরী। রক্ষা করুন সে' কংস-বৈরী ॥ ২১ ॥
বৃন্দাটবীতে নবানন্দময়, প্রকাশি' চারু কেলি সমুদয়।
নারীর চিত্তে কন্দর্প সঞ্চার করেন যিনি নিতাই অপার ॥
ব্রজবালাদের হরিয়া দুকূল, কহেন নর্ম বচন অতুল।
কদম্বে আরূঢ়, সেই বর্হচূড়, আমার রক্ষণ, করুন অনুক্ষণ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে সখে! তুমি সত্বর গাঢ় অনুরক্ত হইয়া সুন্দর নখশ্রেণী বিরাজিত ও প্রণত জনের পরিপালক সেই শ্রীহরির চরণযুগল নিরন্তর ভজনা কর ॥ ২৩ ॥

যিনি সুন্দর পীত বসনে সুশোভিত, যিনি যমুনাকূল বিহারী, যিনি গোপগণের পরিপালক, যিনি ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের আলয় এবং যিনি মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার রসস্বরূপ, সেই নবনীরদকান্তি শ্রীহরি আমার চিত্তে বিরাজ করুন ॥ ২৪ ॥

পদ্যানুবাদ—গাঢ় আনুরক্তিভরে হে সখে সত্ত্বর,—
নখ-শ্রেণী শোভা যাঁর, পরম সুন্দর,—
প্রণত-শরণ সেই হরির চরণ—
সযতনে নিরন্তর করহে ভজন ॥ ২৩ ॥
মনোজ্ঞ বসনধর, কৃষ্ণাতটে নৃত্য-পর।
গোপগণের আশ্রয়, গুণশালী অতিশয় ॥

কেলিবিহিতযমলার্জুনভঞ্জন;
সুললিতচরিতনিখিলজনরঞ্জন।
লোচননর্ত্তনজিতচলখঞ্জন,
মাং পরিপালয় কালিয়গঞ্জন ॥ ২৫ ॥
ভুবনবিস্তৃত্বরমহিমাড়ম্বর,
বিরচিতনিখিলখলোৎকরসম্বর।
বিতর যশোদাতনয় বরং বর,-
মভিলষিতং মে ধৃতপীতাম্বর ॥ ২৬ ॥

চিত্তভূমি অতি শুচি, বরণ জলদ রুচি।
সেই হরি ঐ মানসে, স্ফুরিত হউন কৃপাবশে ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কলিয়গঞ্জন! তুমি বাল্য লীলাচ্ছলে যমলার্জ্জুনকে উদ্ধার করিয়াছ, সুললিত চরিত্রদ্বারা—নিখিল জনকে রঞ্জন কর এবং নয়ন ভঙ্গীদ্বারা—চঞ্চল খঞ্জনকেও পরাভব করিয়াছ, এক্ষণে ভক্তিরস দান করিয়া আমাকে পরিপোষণ কর ॥ ২৫ ॥

হে পীতাম্বর! তোমার মহিমা ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, তুমি নিখিল দুষ্ট জনের নাশক, অতএব হে যশোদাতনয়! আমায় অভিলষিত বর প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত কর ॥ ২৬ ॥

পদ্যানুবাদ—কেলিরঙ্গে যমলার্জ্জুন, করেছ ভঞ্জন।
সুললিত চরিত, নিখিল জন রঞ্জন ॥
নাচে তব লোচন, জিনি' চল খঞ্জন।
পালিও আমাকে, হে কলিয়গঞ্জন ॥ ২৫ ॥
ওহে পীতাম্বরধর! তব মহিমা আড়ম্বর,—
বিস্তারিত ত্রিভুবনে, বধেছ নিখিল খলগণে।

চিকুরকরম্বিত চারুশিখণ্ডং,
ভালবিনির্জ্জিতবরশশিখণ্ডম্ ।
রদরুচিনির্ধূতমুদ্রিতকুন্দং,
কুরুত বুধা হৃদি সপদি মুকুন্দম্ ॥ ২৭ ॥
যঃ পরিরক্ষিতসুরভীলক্ষ,-
স্তদপি চ সুরভীমর্দ্দনদক্ষঃ ।
মুরলীবাদনখুরলীশালী,
স দিশতু কুশলং তব বনমালী ॥ পজ্ঝটিকা ॥২৮॥

হে যশোমতী নন্দন ! কৃপার্দ্র তুমি অনুক্ষণ ।
বিতরিও কৃপাভরে, অভিলষিত পর বরে ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—সুন্দর ময়ূর পুচ্ছদ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত, অষ্টমী সমুদিত অর্দ্ধচন্দ্র অপেক্ষাও যাঁহায় ললাট অতি সুন্দর, যিনি দশন-কান্তিদ্বারা কুন্দকুসুমের মুকুলকেও তিরস্কার করিতেছে, হে পণ্ডিত-গণ ! তোমরা সেই মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ কর ॥ ২৭ ।

যিনি লক্ষ লক্ষ সুরভির পরিপালক অথচ সুরভীমর্দ্দনে তৎপর অর্থাৎ দেবগণের ভয়নাশক, (এই শ্লোকে বিরোধাভাস অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে, যিনি মুরলীবাদনাভ্যাসে সুনিপুণ, সেই বনমালী তোমার কল্যাণ করুন ॥ ২৮ ॥

পদ্যানুবাদ—চূড়া বদ্ধ চিকুরে যাঁর, শিখি পিঞ্ছ চমৎকার,
অষ্টমীর চন্দ্র জিনি ললাট সুন্দর ।
যাঁর শুভ্র দন্তচয়, করে সদা পরাজয়,
মুকুলিত সুললিত কুন্দ মনোহর ॥
ওহে সর্ব বুধজনে ! পাতিয়া হৃদয়াসন,
এই ক্ষণে সদ্যঃ সদ্যঃ করহে ধারণ ।

রমিতনিখিলডিম্বে বেণুপীতোষ্ঠবিম্বে,
হতখলনিকুরম্বে বল্লবীদত্তচুম্বে।
ভবতু মহিতনন্দে তত্র বঃ কেলিকন্দে,
জগদবিরলতুন্দে ভক্তিরুর্ব্বী মুকুন্দে ॥ ২৯ ॥

দিব্য মূর্তি প্রাণধন, মুকুন্দের শ্রীচরণ,
করিতে সুদৃঢ় ভাবে একান্ত ভজন ॥ ২৭ ॥
কামদুঘা ধেনুলক্ষ, পরিপালনে যিনি দক্ষ,
তথাপি সুরের ভীতি হরণে কুশল।
মুরলী—অভ্যাসশালী, সেই শ্যাম বনমালী,
প্রদান করুন তব, চির সুকুশল ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ---যিনি নিখিল ব্রজবালকের সহিত ক্রীড়া করেন, অনুক্ষণ বংশী সংলগ্ন থাকায় যাঁহার ওষ্ঠাধর অতিশয় সুশোভিত, যিনি পূতনা প্রভৃতি খলসমূহের নাশক, ব্রজরমণীগণ প্রেমভরে যাঁহার মুখ মণ্ডল চুম্বন করেন, পিতা বলিয়া নন্দরাজকে যিনি পূজা করেন, যিনি নিখিল কেলির আশ্রয়, যাঁহার উদর মধ্যে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত, হে ভক্তগণ ! সেই শ্রীমুকুন্দের প্রতি তোমাদিগের মহতী ভক্তি থাকুক ॥ ২৯ ॥

পদ্যানুবাদ—ব্রজের বালকগণে, ক্রীড়ানন্দ দেন মনে,
বেণু যাঁর অধর করে পান।
সংহারেন খলগণ, বল্লবীরা করে চুম্বন,
যিনি নন্দরাজের করেন সম্মান
নিত্য নব সুবিপুল, অখিল কেলির মূল,
ব্রহ্মাণ্ড উদরে রাজে যাঁর
সেই মুকুন্দের প্রতি, মহতী প্রেম ভকতি,
প্রকাশিত হোক্ সবাকার ॥ ২৯ ॥

পশুপযুবতী-গোষ্ঠীচুম্বিতশ্রীমদোষ্ঠী,
স্মরতরলিতদৃষ্টি-নির্ম্মিতানন্দবৃষ্টিঃ।
নবজলধরধামা পাতু বঃ কৃষ্ণনামা,
ভুবনমধুরবেশা মালিনী মূৰ্ত্তিরেষা ॥ মালিনী ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—ব্রজরমণীগণ ওষ্ঠবিম্ব চুম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ কামবশতঃ চপল নয়ন হইয়া যিনি সম্ভোগাদিদ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণ করেন, নবনীরদের ন্যায় যাঁহার শরীর কান্তি, যাঁহার বেশভূষা ত্রিভুবনের—প্রীতিকর, বনমালাবিরজিত সেই শ্রীকৃষ্ণ মূৰ্ত্তি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩০ ॥

পদ্যানুবাদ—পশুপ যুবতীগণ, প্রেমাবেশে অতুলন,
চুম্বে যাঁর, চারু ওষ্ঠাধর ।
মদন তরল দৃষ্টি, করিছে আনন্দবৃষ্টি
অঙ্গকান্তি,—নবজলধর ॥
বনমালা গলে বেশ্,— ভুবন-মধুর বেষ,
কৃষ্ণনামা এই শ্রীমূরতি।
করে যেন অনুক্ষণ, তোমাদের সুরক্ষণ,
পাদপদ্মে দিয়া রতি মতি ॥ ৩০ ॥

॥ ইতি শ্রীমুকুন্দ মুক্তাবলী ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

—ঃ ধ্যান ঃ—

অঙ্গশ্যামলিমচ্ছটাভিরভিতো মন্দীকৃতেন্দীবরং
জাড্যং জাগুড়রোচিষাং বিদধতং পট্টাম্বরস্য শ্রিয়া।
বৃন্দারণ্যবিলাসিনং হৃদি লসদ্দামাভিরামোদরং
রাধাস্কন্ধনিবেশিতোজ্জ্বলভুজং ধ্যায়েম দামোদরম্ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার শ্রীঅঙ্গের শ্যামলকান্তিদ্বারা ইন্দীবর কান্তি মন্দীভূত হইয়াছে, যাঁহার পট্টাম্বর শোভায় কুঙ্কুমকান্তি তিরস্কৃত হইয়াছে, যাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান বৈজয়ন্তীমালায় শরীরের মধ্যভাগ সুন্দর শোভিত হইয়াছে, শ্রীরাধিকার স্কন্ধে বামহস্ত ন্যস্ত করিয়া যিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই বৃন্দাবনবিহারী শ্রীদামোদরকে আমি ধ্যান করি ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—শ্যামল অঙ্গে যার, ছটা রাশি চমৎকার
চারিদিকে হ'য়ে বিছুরিত'—
অতিশয় মনোহর, বিকসিত ইন্দীবর,
তারও শোভা করে মন্দীকৃত ॥
পট্টাম্বর শোভায় যাঁর, কুঙ্কুম-কান্তি মানে হার,
বৃন্দাবনে সতত বিলাস ।
সুললিত ফুলদাম, উদরোপরি অভিরাম,
সুষমার করিছে বিকাশ ॥
পরম আনন্দাবেশে, শ্রীরাধার স্কন্ধ দেশে,
স্থাপিত উজ্জ্বল ভুজ যাঁর ।
সেই দিব্য দামোদরে, আগ্রহে যতন ভরে,
ধ্যান করি হৃদয়ে আমার ॥ ১ ॥

অথ শ্রীরাধিকায়াঃ

আনন্দচন্দ্রিকা স্তোত্রং

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ॥

রাধাদামোদরপ্রেষ্ঠা রাধিকা বার্ষভানবী
সমস্তবল্লবীবৃন্দধম্মিল্লোত্তংসমল্লিকা ॥ ১ ॥
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা গান্ধর্বা ললিতাসখী।
বিশাখাসখ্যসুখিনী হরিহৃদ্ভৃঙ্গমঞ্জরী ॥ ২ ॥
ইমাং বৃন্দবনেশ্বর্য্যা দশ নাম মনোরমাম্।
আনন্দচন্দ্রিকাং নাম যো রহস্যাং স্তুতিং পঠেৎ॥ ৩ ॥
স ক্লেশরহিতো ভূত্বা ভূরিসৌভাগ্যভূষিতঃ।
ত্বরিতং করুণাপাত্রং রাধামাধবয়োর্ভবেৎ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—রাধা, অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্টপূরণ করেন, যিনি দামোদরের প্রিয়তমা, রাধিকা অর্থাৎ নিজকান্ত বলিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, বার্ষভানবী অর্থাৎ যিনি বৃষভানু রাজার নন্দিনী, যিনি সমস্ত ব্রজরমণীগণের শিরোভূষণ মল্লিকা মালা-স্বরূপা ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, যিনি সঙ্গীতাদি বিদ্যায় প্রধানা, যিনি ললিতার সখী, বিশাখার সহিত সখ্যভাব আছে বলিয়া যিনি আত্মাকে সুখিনী জ্ঞান করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের মানস ভৃঙ্গের পুষ্পমঞ্জরী স্বরূপা ॥ ২ ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার আনন্দচন্দ্রিকা নামক অতিসুন্দর ও গোপনীয় এই দশনাম রূপ স্তোত্র যিনি পাঠ করেন, তিনি

সৌভাগ্যশালী ও অবিদ্যাদি ক্লেশ শূন্য হইয়া আশু শ্রীরাধামাধবের করুণাপ্রাপ্ত হন ॥ ৩—৪ ॥

পদ্যানুবাদ— আরাধিকা শিরোমণি **'রাধা'** একনাম।
'শ্রীরাধিকা' গোবিন্দের আনন্দের ধাম ॥
'শ্রীবার্ষভানবী'—(বৃষ) ভানু রাজার নন্দিনী।
'দামোদর-প্রেষ্ঠা'—রাই-গোবিন্দ মোহিনী ॥
সমস্ত বল্লবীদের কবরী উপরে।
রাধারূপা মল্লীমালা দিব্য শোভা ধরে ॥
শ্রীরাধিকা রূপে-গুণে চির **নিরুপমা**।
কৃষ্ণপ্রিয়া সমাজের মাঝে মুখ্যতমা ॥
'গান্ধর্বা' তাঁহার নাম পরমসুন্দর।
গান্ধর্ব-কলায় তোষে মাধব অন্তর ॥
'ললিতার সখি' রাই সতী সুচরিতা।
'বিশাখা-সখ্য-সুখিনী'—নিত্য আনন্দিতা ॥
হরির হৃদয়রূপ লুব্ধ মধুপের।
কুসুম-মঞ্জরী রাধা, অতি আদরের ॥
'আনন্দচন্দ্রিকা' নামা পরম গোপন।
শ্রীরাধার এই স্তুতি যে করে পঠন ॥
তাহার সংসার ক্লেশ মুক্তির সহিত।
প্রচুর সৌভাগ্য লাভ ঘটে সুনিশ্চিত ॥
হয়ে রাধা-মাধবের কৃপার ভাজন।
নিত্যকাল সেবা সুখে রহে নিমগন ॥ ১-৪॥

॥ ইত্যানন্দচন্দ্রিকাস্তোত্রং সমাপ্তং ॥

"শ্রীপ্রেমসুধা সত্র"

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর অষ্টোত্তর শতনামঃ—

নমো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ।

মানসং মানসন্ত্যাগাত্তৎকণ্ঠার্ত্তং নিরুন্ধতীম্।
রাধাং সংবিজ্ঞ বিদ্যাঢ্যা তুঙ্গবিদ্যেদমব্রবীৎ॥ ১॥
বিমুঞ্চ বন্ধুরে মানং নির্ব্বন্ধং শৃনু মে বচঃ।
পুরা কন্দর্পসুন্দর্য্যৈ যান্যুৎকণ্ঠিত-চেতসে॥ ২॥
ভগবত্যোপদিষ্টানি তব সখ্যোপলব্ধয়ে।
ইঙ্গিতাভিজ্ঞয়া তানি সিন্দুরেণাদ্য বৃন্দয়া॥ ৩॥
বিলিখ্য সখি দত্তানি স জীবিতসুহৃত্তমঃ।
বিরহার্ত্তস্তবেমানি জপন্নামানি শাম্যতি॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ—একদা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের প্রতি মানিনী হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে মান পরিত্যাগপূর্ব্বক সোৎকণ্ঠ হৃদয়ে মনে মনে অনুযোগ (আমি কত রুক্ষ বাক্য বলিয়া অশেষ গুণাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে নিরাস করিয়াছি এক্ষণে আবার কি তিনি আমার নিকটে আসিবেন? এই প্রকার অনুতাপ) করিতেছেন বুঝিয়া বিদ্যাদি গুণবতী তুঙ্গবিদ্যানাম্নী কোন সখী তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি সুন্দরি! তুমি মান পরিত্যাগ কর এবং আমার ঐকান্তিক বাক্য শ্রবণ কর, "আমি কত কটুবাক্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিরাস করিছি, তিনি আর আমার নিকট আসিবেন না" এইরূপ চিত্তে ধারণা করিও না। হে সখি! ইতঃপূর্ব্বে কন্দর্পসুন্দরী নাম্নী কোন সখী তোমার সহিত সখ্যভাব করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইলে ভগবতী পৌর্ণমাসী তদীয় অভীষ্ট-

সিদ্ধির উপায়-স্বরূপ তোমার শতনাম পাঠ করিতে উপদেশ করেন, এক্ষণে ইঙ্গিতজ্ঞা বৃন্দা সেই সকল নাম সিন্দূর দ্বারা লিখিয়া তোমার জীবিতনাথ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছেন। অদ্য তোমার বিরহে অত্যন্ত কাতর শ্রীকৃষ্ণ সেই শতনাম পাঠপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ চিত্তে শান্তি বোধ করিতেছেন ॥ ১-৪ ॥

পদ্যানুবাদ—একদা শ্রীরাধারাণী, মাধবের প্রতি,

প্রেমলীলাবশে হ'য়ে মহামানবতী ;
তারপর মানমুক্ত হ'লে সেই মন,
কৃষ্ণতরে উৎকণ্ঠায় হলেন মগন।
জানি' ইহা—তুঙ্গবিদ্যা সর্ববিদ্যাবতী,
বলিলেন শ্রীমতীরে, মধুভাষে অতি ॥ ১ ॥

সুন্দরি শ্রীরাধে ! শুন মোর কথা,—
ত্যাজ গো দারুণ মান,—
পুরাকালে তব, সখ্য লাভ তরে,
রতি সুন্দরীর প্রাণ,
উৎকণ্ঠা আকুল, হলে অতিশয়,
যোগমায়া ভগবতী,—
যেই নামাবলী, করিতে কীর্ত্তন,
কৈলা আজ্ঞা তাঁ'র প্রতি ॥
হে সখি ! আজিকে, চতুরা বৃন্দালি,
সে সকল চারু নাম,—
সিন্দূরের দ্বারা, লিখিয়া সুন্দর,
তব প্রাণকান্ত ঠাম।
করিলে প্রদান, বিরহ-পীড়িত,

রাধা কৃষ্ণবনাধীশা মুকুন্দমধুমাধবী।
গোবিন্দপ্রেয়সীবৃন্দমুখ্যা বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলোত্তংসকীর্ত্তিঃ কার্ত্তিকদেবতা।
দামোদরপ্রিয়সখী রাধিকা বার্ষভানবী ॥ ৬ ॥

শ্রীগোবিন্দ সুন্দর।

ইষ্ট নাম মালা, জপিলেন এই,
আশাভরে নিরন্তর ॥
পড়িতে পড়িতে, প্রেমপূর্ণ চিতে,
মধুর শ্রীনামচয়।
এবে কথঞ্চিৎ, হয়েছে প্রশান্ত,
দুঃখ আর্ত সে' হৃদয় ॥ ২-৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—রাধা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট পূরণ করেন, যিনি শ্রীবৃন্দাবনের অধীশ্বরী, যিনি মুকুন্দরূপ বসন্তঋতুর মাধবীলতা স্বরূপ, গোবিন্দপ্রেয়সীগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠা ! যিনি বৃন্দাবনের পট্টমহিষী ॥ ৫

যাঁহার যশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, যিনি কার্ত্তিকমাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ, যিনি দামোদরের প্রিয়সখী, যিনি আপনার প্রাণকান্ত বালয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন, যিনি বৃষভানুরাজার নন্দিনী ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—রাধা, বৃন্দাবনাধীশা, বৃন্দাবনেশ্বরী।
গোবিন্দ প্রেয়সী মুখ্যা,—রাজে সর্বোপরি ॥
শ্রীমুকুন্দরূপী নব বসন্ত ঋতুর।
মাধবী লতিকা রূপা যিনি সুমধুর ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মাণ্ডের শিরোভূষা—যাঁর শুভকীর্তি।
কার্তিক মাসের যিনি, দেবী অধিষ্ঠাত্রী ॥

ভানুভক্তিভরাভিজ্ঞা বৃষভানুকুমারিকা।
মুখরাপ্রাণদৌহিত্রী কীর্ত্তিদাকীর্ত্তিদায়িনী ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণপ্রেমাব্ধিমকরী বৎসলাচ্যুতমাতৃকা।
সখীমণ্ডলজীবাতুর্ল্লিতা জীবিতাধিকা ॥ ৮ ॥

প্রাণেশ দামোদরের প্রিয়সখী যিনি।
'রাধিকা'—কৃষ্ণ-আরাধন মূর্তিধারিণী ॥
বার্ষভানবী—বৃষভানু রাজার নন্দিনী ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—ভগবদ্বিভূতি সূর্যাদেবের প্রতি যাঁহার অতিশয় ভক্তি যিনি বৃষভানুর কুমারী, যিনি মুখরার স্নেহপাত্রী দৌহিত্রী, যিনি কীর্ত্তিদানাম্নী স্বীয় জননীর কীর্ত্তিদায়িনী ॥ ৭ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসমুদ্রের মকরী, শ্রীমতী যশোদা, যাঁহার প্রতি অতিশয় বাৎসল্যবতী অর্থাৎ যাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করেন, যিনি সখীগণের জীবনৌষধরূপ অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা জীবিত থাকেন, যিনি ললিতার প্রাণাধিকা ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—ভগবদ্ বিভূতিরূপ দেব শ্রীভাস্করে।
সেবেন প্রত্যহ যিনি, নৈপুণ্যের ভরে ॥
বৃষভানুকুমারিকা, দেবী মুখরার—
প্রাণাধিকা দৌহিত্রী, স্নেহের আধার ॥
জননী-শ্রীকীর্ত্তিদার কীর্তি-প্রদায়িনী।
প্রাণাধিকা আদরিণী, কন্যাবিনোদিনী ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণপ্রেমাব্ধির যিনি, মকর-বধূ সম।
যাঁর প্রতি যশোদার স্নেহ-অনুপম ॥
সখীদের জীবাতু ঔষধ-রূপিনী।
ললিতার প্রাণাধিকা সখী সোহাগিনী ॥ ৮ ॥

বিশাখাপ্রাণসর্ব্বস্বং কারুণ্যামৃতমেদুরা।
পৌর্ণমাসীপৃথুপ্রেমপাত্রী স্ুবলনন্দিতা॥ ৯॥
কুঞ্জাধিরাজমহিষী বৃন্দারণ্যাবহারিণী।
বিশাখাসখ্যবিখ্যাতা ললিতাপ্রেমলালিতা॥ ১০॥
সদা কিশোরিকা গোষ্ঠযুবরাজবিলাসিনী।
গোবিন্দপ্রেমশিক্ষার্থ-নটীকৃতনিজাংশকা॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি বিশাখার প্রাণসর্ব্বস্ব, যিনি করুণারূপ অমৃত প্রবাহে সুস্নিগ্ধ, যিনি সান্দীপনি মুনির জননী পৌর্ণমাসীর অতিশয় প্রেমের পাত্রী, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তাবহ সুবল কর্ত্তৃক আনন্দিতা হন॥ ৯॥

যিনি বৃন্দাবননিকুঞ্জাধিরাজ শ্রীকৃষ্ণের মহিষী, যিনি বৃন্দারণ্য-বিহারিনী, যিনি বিশাখার সহিত সখ্যভাবে বিখ্যাত, যিনি ললিতার প্রেমে লালিত॥ ১০॥

যিনি সর্বদা কৈশোর বয়সে স্থিত, যিনি গোষ্ঠযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসিনী, জগতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম প্রচার করিবার নিমিত্ত যিনি স্বয়ং পরমেশ্বরী হইয়া নিজজীবরূপ অংশকে নটী করিয়াছেন॥ ১১॥

পদ্যানুবাদ—প্রাণের সর্বস্বধন, সখী বিশাখার।
কৃপাসুধারসে স্নিগ্ধ অন্তর যাঁহার॥
সান্দীপনি মুনি-মাতা দেবী পৌর্ণমাসী।
বরিষেন যাঁর প্রতি, গাঢ় প্রেমরাশি॥
শ্রীকৃষ্ণের বার্তাবহ সুবল শ্রীমান্।
অবিরত আনন্দিত, করে যাঁর প্রাণ॥ ৯॥
কুঞ্জাধিরাজ শ্রীকৃষ্ণের পাটরাণী যিনি।
নিয়ত শ্রীবৃন্দারণ্যে বিহারকারিনী॥

প্রবোধনীনিশানৃত্যমাহাত্ম্যভরদর্শিনী।
চন্দ্রকান্তিচরী সর্ব্বগন্ধর্ব্বকুলপাবনী ॥ ১২
স্বজন্মভূষিতোত্তুঙ্গ-বৃষভানুকুলস্থিতিঃ।
লাস্যবিদ্যাব্রতস্নাতা রাসক্রীড়াদিকারণম্ ॥ ১৩ ॥

বিশাখার প্রীতি-সখ্যে চির সুবিখ্যাতা।
ললিতার সুললিত প্রণয়ে লালিতা ॥ ১০ ॥
কৈশোর বয়সে যিনি নিত্য অবস্থিতা ;
গোষ্ঠযুবরাজ বিলাসিনী, পরাণ-দয়িতা ॥
এ জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রচার কারণ
পরমেশ্বরী হয়ে, নিজ অংশ (রূপ) মহত্তম,
জীবেরে করেন যিনি নর্তকী পরম ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—ভক্তগণ একাদশীর রাত্রিতে জাগরণ করিয়া হরিপ্রীত্যর্থ যে সকল নৃত্যগীত ও নামসংকীর্তনাদি উৎসব করেন, ঐ সমুদয়ের যিনি প্রকাশিকা,—যিনি পূর্বে অংশরূপে চন্দ্রকান্তি হইয়া বিরাজমানা ছিলেন, যিনি সমস্ত গন্ধর্ব্বকুলের পবিত্রকারিণী ॥ ১২ ॥

যিনি নিজ জন্ম হেতু বৃষভানু নৃপতির অত্যুচ্চ বংশ ভূষিত করিয়াছেন, যিনি নৃত্য বিদ্যারূপ ব্রতে স্নাত হইয়াছেন, অর্থাৎ নৃত্য-গীতাদি বিদ্যার সীমাপথে আরোহণ করিয়াছেন, যিনি রাসক্রীড়াদির কারণ ॥ ১৩ ॥

পদ্যানুবাদ—একাদশী রজনীতে নিশা জাগরন,
হরিনাম-সংকীর্তন, উৎসব-নর্তন,
হরি-প্রীতে ভক্তদের এসব সেবার,
পরম মাহাত্ম্য যিনি করেন প্রচার ॥

রাসোৎসবপুরগণ্যা কৃষ্ণনীতরহঃস্থলা।
গোবিন্দবদ্ধকবরী কৃষ্ণোত্তংসিতকুন্তলা ॥ ১৪ ॥

পূর্বে 'চন্দ্রকান্তি' নাম্নী, অংশরূপে যিনি,
গন্ধর্ব-নন্দিনী, কুল পবিত্রকারিনী ॥ ১২ ॥
আপন জনম দ্বারা, পরম উন্নত।
বৃষভানুকুল-খ্যাতি করিলা ভূষিত ॥
নৃত্য বিদ্যারূপ ব্রতে, নিত্য স্নাতা যিনি।
সখীবৃন্দ সঙ্গে রঙ্গে নর্তন-কারিণী ॥
রাস-ক্রীড়া মহোৎসবের আদি কারণ।
যাঁহা' বিনে রাসকেলি হয় না কখন ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি রাসমহোৎসবে অগ্রগণ্যা, ঐ রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ অন্য প্রেয়সী পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া যান, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার কবরী-বন্ধন করিয়া দেন এবং পুষ্পাদি দ্বারা যাঁহার কেশপাশ ভূষিত করেন ॥ ১৪ ॥

পদ্যানুবাদ— রাস রাসোৎসবে সর্ব অগ্রগণ্যা যিনি।
পরিহরি' কৃষ্ণ যত প্রেয়সী গোপীনী ॥
নিজে ল'য়ে যান যাঁরে নিরজন বনে,
কবরী বাঁধিয়া দেন, আদর-যতনে,
অতিশয় মনোরম পুষ্প-অলঙ্কারে,
কুন্তল ভূষিত করেন, হর্ষ-সহকারে ॥ ১৪ ॥

ব্যক্তগোষ্ঠারবিন্দাক্ষিবৃন্দোৎকর্ষাতিহর্ষিণী।
অন্নতর্পিত-দুর্ব্বাসা গান্ধর্ব্বা শ্রুতিবিশ্রুতা ॥ ১৫ ॥
গান্ধর্ব্বিকা স্বগান্ধর্ব্ববিস্মাপিতবলাচ্যুতা।
শঙ্খচূড়ারিদয়িতা গোপীচূড়াগ্রমালিকা ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য প্রেয়সী অপেক্ষা সমধিক গৌরব করেন বলিয়া মনে মনে যিনি অতিশয় আহ্লাদ বোধ করেন, যিনি দুর্ব্বাসা মুনিকে পায়স ভোজনাদিদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন গন্ধর্ব্ববিদ্যা অভ্যাস হেতু যাঁহার নাম গান্ধর্ব্বা এবং যিনি বেদে মহালক্ষ্মী বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১৫ ॥

যিনি গন্ধর্ব্ববিদ্যায় পটু, যিনি নৃত্য-গীতাদিদ্বারা বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে বিস্ময় জন্মাইয়া দিয়াছেন, যিনি শঙ্খচূড়ারি-দয়িতা, যিনি গোপীগণের শিরোভূষণ মালা-স্বরূপ ॥ ১৬ ॥

পদ্যানুবাদ—আর যত ব্রজাঙ্গনা হৈতে বিলক্ষণ,
শ্রীকৃষ্ণ-সৎকার লাভে যিনি অনুক্ষণ,
উৎকর্ষ গৌরব হেতু আনন্দিত মতি ;
অন্নে যাঁর মুনি দুর্ব্বাসা হৈলা তুষ্ট মতি ॥
গন্ধর্ব বিদ্যার অভ্যাসে 'শ্রীগান্ধর্বা' নাম।
মহালক্ষ্মী নাম—শ্রুতি' গাহে অবিরাম ॥ ১৫ ॥
'গান্ধর্বিকা'—যাঁর গন্ধর্ব বিদ্যা-পটুতায়,
বিস্ময় উপজে রাম-কানুর-হিয়ায় ॥
শঙ্খচূড়ারি হরির দয়িতা রাধিকা।
ব্রজগোপী নিকরের চূড়াগ্র মালিকা ॥ ১৬ ॥

চারুগোরোচনাগৌরী গারুত্মতনিভাম্বরা।
বিচিত্রপট্টচমরীচারুবেণীশিখারুচিঃ ॥ ১৭ ॥
পদ্মেন্দুজৈত্রবক্ত্র-শ্রীনিরুদ্ধমুরমর্দ্দনা।
চকোরিকাচমৎকারী-হরিহারিবিলোচনা ॥ ১৮ ॥
কালিয়দমনোৎকম্পি-ভঙ্গুরভ্রূভুজঙ্গমা।
নাসিকা-শিখরালম্বি-লবলীস্থূলমৌক্তিকা ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ—যিনি সুন্দর গোরোচনার ন্যায় গৌরী মরকতমণির ন্যায় সুন্দর, নীলবর্ণ যাঁহার অম্বর, যাঁহার বেণীর অগ্রভাগ মণি মুক্তাদি রত্ন-খচিত পট্টসূত্রে বেষ্টিত থাকায় যিনি সুন্দর অলঙ্কৃত হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

যাঁহার পদ্মেন্দুজয়িনী মুখশোভায় মুরবৈরী শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হইয়াছেন, চকোর চমৎকারি যদীয় নয়নদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

যিনি সুন্দর কুটিল ভ্রূদ্বয়রূপ ভুজঙ্গদ্বারা কালিয়-দমন শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত উৎকম্পিত, করেন, যাঁহার নাসিকাগ্রভাগে লবলীফলের ন্যায় স্থূল মুক্তা বিরাজিত, (লবলী নোয়াইল ইতি ভাষা)॥ ১৯ ॥

পদ্যানুবাদ—গৌরবর্ণা নিরুপমা চারু গোরোচনা।
মরকত মণি তুল্য সুনীল বসনা।
মণি-মুক্তা-পট্টসূত্র-রচিত স্তবক।
বেণী-অগ্রভাগে যাঁর করে ঝক্‌মক্ ॥ ১৭ ॥
সরসিজ, সুধাকর, পরাজয়কারী।
বদন সৌন্দর্য্যে যাঁর বশ শ্রীমুরারী ॥
চকোরিকা চমৎকারী, আঁখি ছুটি যাঁর।
হরি-মনোহারী নব সুষমা আগার ॥ ১৮ ॥

বন্ধুরাধর-বন্ধুকবিকৃষ্ট-মধুসূদনা।
দন্তনির্ধূতশিখরা শিখরীন্দ্রধরপ্রিয়া ॥ ২০ ॥
কপোলমণ্ডলান্দোলিমণিকুণ্ডলমণ্ডিতা।
পীতাংশুকশুকাকর্ষিনিস্তলস্তনদাড়িমা ॥ ২১ ॥

ভুজঙ্গম সম কুটিল, ভ্রূবিলাসে যাঁর।
'কালিয় দমন' ভয়ে কাঁপে অনিবার ॥
অতি মনোহর যাঁর নাসা-অগ্রমূলে।
লবলী ফলের মত স্থূল মুক্তা দোলে ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—মনোজ্ঞ অধররূপ বন্ধুক কুসুমদ্বারা যিনি মধুসূদনকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, যিনি দন্তরুচিদ্বারা সুপক্ক দাড়িম্ব বীজের শোভা তিরস্কৃত করিয়াছেন, যিনি গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ॥ ২০ ॥

যিনি কপোল-মণ্ডলে দোদুল্যমান মণিকুণ্ডলে মণ্ডিতা, যাঁহার সুন্দর বর্ত্তুলাকার স্তনদ্বয়রূপ দাড়িম্বফল শ্রীকৃষ্ণরূপ শুকপক্ষী-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছে ॥ ২১ ॥

পদ্যানুবাদ—মনোজ্ঞ অধর-রূপ বন্ধূক সুমনে।
আকৃষ্ট করেন সদা শ্রীমধুসূদনে ॥
দাড়িম্ব-বীজ জিনি' যাঁর দশনের সারি।
গিরীন্দ্রধারীর যিনি পরাণ-পিয়ারী ॥ ২০ ॥
যাঁর অতি সুশোভন কপোল-মণ্ডল।
মণ্ডিত করেছে চঞ্চল মাণিক্য কুণ্ডল ॥
দাড়িম্ব ফলের মত গোলাকার স্তন।
সুরসিক কৃষ্ণশুকে করে আকর্ষণ ॥ ২১ ॥

মণিকিঙ্কিণ্যলঙ্কার-ঝঙ্কারিশ্রোণিমণ্ডলা
স্থলারবিন্দবিঞ্চোলী-নির্মঞ্ছিতপদদ্যুতিঃ ॥ ২২ ॥
অরিষ্টবধনর্ম্মার্থ-নির্ম্মাপিতসরোবরা।
গন্ধোন্মাদিতগোবিন্দো মাধবদ্বন্দ্বতাঙ্কিতা ॥ ২৩ ॥
কালিন্দীকূলকুঞ্জশ্রীর্ভাণ্ডীরতট-মণ্ডনা।
ধৃতনন্দীশ্বরস্থেমা গোবর্দ্ধনদরীপ্রিয়া ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার কটিদেশে মণিময় কিঙ্কিনী ভূষণের সুন্দর ঝঙ্কার শব্দ হইতেছে, যাঁহার চরণকান্তি স্থলপদ্ম দ্বারা নির্ম্মঞ্ছিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

"তুমি গোবধ করিয়াছ, কি প্রকারে আমাদিগকে স্পর্শ করিবে" এইরূপ পরিহাস বাক্যে যিনি কৃষ্ণদ্বারা শ্যামকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি অঙ্গসোরভে মাধবকে উন্মাদিত করেন, যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনরূপ যুগলভাবে অবস্থিত ॥ ২৩ ॥

যিনি কালিন্দিতীরস্থলি কুঞ্জবনের লক্ষ্মী, যিনি ভাণ্ডীর তটের ভূষণ, যিনি নন্দীশ্বরে স্থিতি করেন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কন্দর যাঁহার অতিশয় প্রিয় ॥ ২৪ ॥

পদ্যানুবাদ—নিতম্বেতে মণি কাঞ্চী করিছে ঝঙ্কার।
স্থলপদ্ম নীরজিত পদ-দ্যুতি যাঁ'র ॥ ২২ ॥
শ্রীহরি অরিষ্টাসুরে করিলে নিধন।
কহি' যিনি নানাবিধ কৌতুক বচন ॥
কৃষ্ণদ্বারা শ্যাম-কুণ্ড করেছে নির্ম্মাণ।
মাতান্ যিনি, অঙ্গগন্ধে গোবিন্দের প্রাণ ॥
নিত্যকাল সুখে কান্ত মাধবের সনে।
বিরাজিতা রয়েছেন মধুর মিলনে ॥ ২৩ ॥

বংশীবড়িশিকাবিদ্ধরসোত্তর্ষমনোঝষা।
বংশিকাধ্বনি-বিশ্রংসি-নীবীবন্ধগ্রহাতুরা॥ ২৫॥
মুকুন্দনেত্রশফরী বিহারামৃতদীর্ঘিকা।
নিজকুণ্ডকুডুঙ্গান্তস্তুঙ্গানঙ্গরসোন্মদা॥ ২৬॥
কৃষ্ণভ্রূচণ্ডকোদণ্ডোড্ডীনধৈর্য্যবিহঙ্গমা।
অনুরাগসুধাসিন্ধুহিন্দোলান্দোলিতাচ্যুতা॥ ২৭॥

কালিন্দী-কূল-কুঞ্জের শ্রীরূপিনী যিনি।
ভাণ্ডীর বট-তট মণ্ডন কারিণী॥
নন্দীশ্বরে সুখে যাঁর হয় অবস্থান।
গোবর্দ্ধন কন্দরেরে, করেন প্রিয় জ্ঞান্॥ ২৪॥

বঙ্গানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণের বংশীরূপ বড়িশদ্বারা যাঁহার রসপিপাসু মনোমীন বিদ্ধ হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া শিথিলীভূত নীবীবন্ধ (খুঁট ইতি ভাষা-) গ্রহণে যিনি ব্যগ্রা॥ ২৫॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের নয়নশফরীর বিহারের নিমিত্ত অমৃত দীর্ঘিকা-স্বরূপ, যিনি নিজকুণ্ড তীরস্থ নিজকুঞ্জবনে অতিশয় অঙ্গরসে প্রমত্তা॥ ২৬॥

শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূযুগলরূপ প্রচণ্ড কোদণ্ডদ্বারা যাঁহার ধৈর্য্যরূপ বিহঙ্গম উড্ডীন হয়, যিনি অনুরাগ সুধাসিন্ধুরূপ হিন্দোল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আন্দোলিত করেন॥ ২৭॥

পদ্যানুবাদ— সদা রসতৃষাতুর মনোমীন যাঁর।
বাঁশরী বড়িশে বিদ্ধ হয় চমৎকার॥
নীবীবন্ধ হ'লে শিথিল, বংশীর নিক্বনে।
ব্যাকুলা হয়েন যিনি তাহারি বন্ধনে॥ ২৫॥
মুকুন্দের নেত্ররূপ শফরী মৎস্যের।
বিহার অমৃত দীঘি, যিনি আদরের॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনাস্যেন্দুতুঙ্গিতানঙ্গসাগরা।
অনঙ্গসঙ্গরোত্তৃষ্ণকৃষ্ণলুঞ্চিতকঞ্চুকা ॥ ২৮ ॥
লীলাপদ্মহতোদ্দাম-নর্ম্মলম্পটকেশবা।
হরিবক্ষোহরিগ্রাব-হরিতালীয়রেখিকা ॥ ২৯ ॥

নিজকুণ্ড তীরবর্ত্তী নিকুঞ্জ ভিতরে।
অনঙ্গ রসেতে মত্তা হ'য়ে যে বিহরে ॥ ২৬ ॥
করিয়া প্রচণ্ড কৃষ্ণ ভ্রূধনু-দর্শন।
ধৈর্য্য বিহঙ্গম যাঁর করে পলায়ন ॥
অনুরাগ সুধা সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গে।
প্রাণেশ অচ্যুতে যিনি দোলান্ সরঙ্গে ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—ব্রজেন্দ্রনন্দনের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া যাঁহার অনঙ্গ-সমুদ্র উচ্ছলিত হয়, অনঙ্গ যুদ্ধে সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যাঁহার স্তনবসন অপনীত হয় ॥ ২৮ ॥

যিনি লীলাপদ্মদ্বারা স্মরবিলাসে লম্পট শ্রীকৃষ্ণকে তাড়িত করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল রূপ ইন্দ্রনীলমণিময় কষ্টি পাষাণে হরি-তালরেখা-স্বরূপ ॥ ২৯ ॥

পদ্যানুবাদ--- শ্রীকৃষ্ণের মুখ-ইন্দু করিলে দর্শন।
কামসাগরের যাঁর ঘটে উদ্বেলন ॥
হেরিলে কৃষ্ণের মুখশশী সুললিত।
অনঙ্গ সাগর যাঁর, হয় উদ্বেলিত ॥
কামরণে হ'য়ে কৃষ্ণ তৃষ্ণা কুতূহলী।
উন্মুক্ত করেন যাঁর বক্ষোজ-কঞ্চুলী ॥ ২৮ ॥
কৃষ্ণ হৈলে অতিশয় নর্ম চেষ্টান্বিত।
লীলা কমল দ্বারা যিনি করে সন্তাড়িত ॥

মাধবোৎসঙ্গপর্য্যঙ্কা কৃষ্ণবাহূপধানিকা।
রতিকেলিবিশেষোহসখীস্মিত-বিলজ্জিতা ॥ ৩০ ॥
আলীপুরোরহঃকেলিজল্পোৎক-হরিবন্দিনী।
বৈজয়ন্তী কলাভিজ্ঞা বনস্রক্শিল্পকল্পিনী ॥ ৩১ ॥

শ্রীহরির বক্ষঃরূপ মরকত শিলায়।
হরিতাল রেখা রূপে যিনি শোভা পায় ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড় যাঁহার পর্য্যঙ্ক, (খাট) শ্রীকৃষ্ণের বাহু যুগল যাঁহার উপধানিকা (বালিষ), সখীগণ যাঁহার বিপরীত রতিবিষয় আন্দোলন করিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিলে যিনি লজ্জিত হন ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সখীগণ মধ্যে যাঁহার অতিগুহ্য স্মরকেলি বিষয় প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে করচরণাদি ধারণ-পূর্ব্বক নিষেধ-বাক্যে যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করেন, যিনি বৈজয়ন্তীমালা প্রস্তুত করণে নিপুণা, যিনি বন্যকুসুমদ্বারা মাল্য ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য করিতে সুদক্ষ ॥ ৩১ ॥

পদ্যানুবাদ—মাধবের ক্রোড়দেশই পর্য্যঙ্ক যাহার।
কৃষ্ণ-বাহু, উপাধান রূপে ব্যবহার ॥
রতি-কেলি সময়ের পুরুষ-আচরণ।
লক্ষ্য করি মৃদুহাস্য কৈলে আলিগণ ॥
অতি লজ্জাযুক্তা যিনি, হয়েন তখন ॥ ৩০ ॥

গোপ্য কেলি-বার্তা, সখীদলের সম্মুখে।
বর্ণনে উৎসুক হলে কেশব কৌতুকে ॥
কর চরণাদি তাঁর ধরি' সবিনয়ে।
বন্দনা করেন যিনি সলজ্জ হৃদয়ে ॥
যিনি বৈজয়ন্তীমাল্য গ্রন্থনে অভিজ্ঞা।
বনমালা বিরচনে অতিশয় বিজ্ঞা ॥ ৩১ ॥

ধাতুচিত্রাতিবৈচিত্রী—বিস্রষ্টিপরমেষ্ঠিনী।
বৈদগ্ধীপ্রথমাচার্য্যা চারুচাতুর্যচিত্রিতা ॥ ৩২ ॥
অসাধারণ-সৌভাগ্য-ভাগ্যামৃততরঙ্গিনী।
মৌগ্ধপ্রগল্‌ভতা-রম্যা ধীরাধীরাঙ্কভূষিতা ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—রক্ত পীতাদি গৈরিক ধাতুদ্বারা চিত্র কার্য্যে যিনি বিধাতৃ-স্বরূপ, যাঁহা হইতে নৃত্যগীতাদি কলা-সমস্ত প্রথম প্রকটিত হইয়াছে, যিনি সুন্দর চাতুর্য্যাদি গুণে ভূষিত ॥ ৩২ ॥

যিনি অসাধারণ বাঞ্ছনীয় সৌভাগ্যরূপ অমৃতের তরঙ্গিনী, যাঁহাতে মুগ্ধা ও প্রগল্‌ভা এই উভয় নায়িকার গুণ থাকায় যিনি অতিশয় রমণীয়া (যে নায়িকা বাল্য বয়স উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন যাঁহার হৃদয়ে মদন-বিকার জন্মিয়াছে অথচ নায়কের সহিত রতিকালে প্রতিকূলা হন এবং যিনি সমধিক লজ্জাশীলা ও মান করিতে অপটু এই প্রকার নায়িকাকে মুগ্ধা কহে) যিনি স্মরান্ধ ও প্রগাঢ় যৌবনে ভূষিতা এবং সমস্ত রতি বিষয়ে সুপণ্ডিতা, যাঁহার বিলক্ষণ শৃঙ্গার-ভাব উন্নত হইয়াছে এবং যিনি ঈষৎ লজ্জাশীলা ও যাঁহার রতিতে নায়ক আকৃষ্ট হয়েন, ঈদৃশ নায়িকাকে প্রগল্‌ভা কহে। যিনি ধীরা ও অধীরা এই উভয় প্রকার নায়িকাগুণে লক্ষিতা ॥ ৩৩ ॥

পদ্যানুবাদ—নানা ধাতুদ্বারা রম্য চিত্র বিরচনে।
বিধাতৃ স্বরূপা যিনি, নিখিল ভুবনে ॥
নৃত্যগীত বিলাসের আচার্য্যারূপিনী।
চারু চাতুর্য্যরাশি ভূষিতা বিনোদিনী ॥ ৩২ ॥
অসামান্য সৌভাগ্যের অমৃত তরঙ্গিণী।
মৌগ্ধ্য, প্রাগ্‌লভ্যগুণে রম্যা নায়িকা যিনি।
ধীরা ও অধীরা দুই নায়িকা লক্ষণে।
বিভূষিতা বলি' যিনি খ্যাতা ব্রজবনে ॥ ৩৩ ॥

শ্যামলপ্রচ্ছদপটী মূকনূপুরধারিণী
নিকুঞ্জধামসংস্কারমাধবাধ্বেক্ষণক্রিয়া ॥ ৩৪ ॥
প্রাদুর্ভূতঘনোৎকণ্ঠা বিপ্রলম্ভবিষণ্ণধীঃ।
প্রাতরুৎপ্রাসিতোপেন্দ্রা চন্দ্রাবলিকটাক্ষিণী ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—অন্য নায়িকাসক্ত নায়কের প্রতি কোপনা হইয়া যিনি বক্রোক্তিদ্বারা নিজকান্তকে অনুতাপিত করেন, তাঁহার নাম ধীরা এবং কেবল পুরুষবাক্যদ্বারা যিনি নায়ককে অনুতাপিত করেন, তাঁহার নাম অধীরা। যিনি অন্ধকার রাত্রে অভিসার-কালে নীলবর্ণ উত্তরীয় বস্ত্র-দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করেন এবং চরণে নিঃশব্দ নূপুর ধারণ করেন এবং নিকুঞ্জধাম সংস্কারপূর্ব্বক বাসকসজ্জা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনপথের প্রতি নিরীক্ষণ করতে থাকেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া যিনি উৎকণ্ঠিতা হয়েন এবং বিষণ্ণমানসে বিপ্রলব্ধা হইয়া যিনি অবস্থিতি করেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালে কুঞ্জে আগমন করিলে প্রণয় কোপবশতঃ যিনি তাঁহাকে কত ভর্ৎসনা করেন এবং যিনি চন্দ্রাবলীর প্রতি ঈর্ষা-প্রকাশ করেন ॥ ৩৫ ॥

পদ্যানুবাদ—অভিসার কালে নীল অঙ্গ আবরণ ॥
নিঃশব্দ নূপুর পদে করেন ধারণ ॥
সাজায়ে যতন ভরে নিকুঞ্জভবন।
কৃষ্ণ আগমন আশে পথ-নিরীক্ষণ ॥ ৩৪ ॥
বিলম্ব দর্শন করি' হরি আগমনে।
'উৎকণ্ঠিতা' হ'ন যিনি নিকুঞ্জসদনে ॥
বিরহে বিষণ্ণমনে করেন অবস্থান।
'বিপ্রলব্ধা' বলি' রসিকেরা করে গান ॥

অনাকর্ণিতকংসারিকাকুবাদা মনস্বিনী।
চাটুকারহরিত্যাগজাতানুশয়কাতরা ॥ ৩৬ ॥
ধৃতকৃষ্ণেক্ষণোৎসুক্যা ললিতাভীতিমানিনী।
বিপ্রয়োগব্যথাহারি-হরিসন্দেশনন্দিতা ॥ ৩৭ ॥

প্রভাতে করিলে কানু কুঞ্জে আগমন।
বক্রভাবে যিনি তাঁয় করেন ভর্ৎসন।
শ্রীগোবিন্দে যিনি গাঢ় প্রণয়বশতঃ।
চন্দ্রার প্রতি করেন কটাক্ষ সতত ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—ঐ সময়ে প্রেমগর্ব্ব-হেতু উন্নতমনা হইয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের কাকু ও বিনয়বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করেন না এবং ঐরূপ বিনয়াবনত শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি অনুতাপ করত কাতরা অর্থাৎ কলহান্তরিতা হয়েন ॥ ৩৬ ॥

মান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠা হইলেও যিনি ললিতার ভয়ে মানিনী হয়েন, বিরহবেদনা নিবারিণী শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যিনি আনন্দিতা হয়েন ॥ ৩৭ ॥

পদ্যানুবাদ— গর্বোন্নত চিত্তা যেই রমণী-রতন।
শ্রীকৃষ্ণের কাকুবাদে না দিয়া শ্রবণ ॥
চাটুবাদ রত তাঁরে করি' পরিহার।
শেষে বহু অনুতাপে দুঃখিতা অপার ॥ ৩৬ ॥
উৎসুকা হ'য়েও যিনি, কৃষ্ণ-দরশনে।
রহেন ললিতা-ভয়ে মানাবলম্বনে ॥
বিরহ-বেদনাহারী হরির সন্দেশ।
যাঁহার মানসে সুখ দেয় সবিশেষ ॥ ৩৭ ॥

মদাল্পজল্পিতাধীনপুণ্ডরীকাক্ষমণ্ডিতা।
ভ্রূলীলামোহিতোপেন্দ্র-হস্তাগ্রহৃতবংশিকা ॥ ৩৮ ॥
অতুলাচ্যুতমাধুর্য্যস্বাদনাদ্বৈতভাগ্যভূঃ।
নিযুদ্ধশ্রান্তিনিদ্রাণ হরিহারাপহারিণী ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—যৌবন মদহেতু যাঁহার গদ্গদবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের অতুল মাধুর্য্য আস্বাদনরূপ অদ্বিতীয় ভজনীয় বস্তুর যিনি আশ্রয়, ভ্রূভঙ্গীতে মুগ্ধ শ্রীহরির করস্থিত বংশী যিনি অপহরণ করেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অতুল মাধুর্য্য, আস্বাদনরূপ অদ্বিতীয় ভজনীয় বস্তুর যিনি আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ বিলাসলীলায় শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইলে, যিনি তদীয় কণ্ঠ হইতে হার অপহরণ করেন ॥ ৩৯ ॥

পদ্যানুবাদ—যৌবন-মদ-জল্পিত গদ্গদ বচনে।
বশীভূত হ'য়ে কৃষ্ণ আনন্দিত মনে ॥
প্রসাধন কার্য্য যাঁর করে সম্পাদন।
ভ্রূ-ভঙ্গীতে মুগ্ধ হ'লে মদন-মোহন ॥
করাগ্র দেশের বংশী করেন হরণ।
হেন নানা-লীলায় যিনি মত্ত অনুক্ষণ ॥ ৩৮ ॥
অচ্যুতের অতুল মাধুর্য্য আস্বাদনে।
একান্ত সমর্থা যিনি, আনুরক্তি সনে ॥
বাহুযুদ্ধে শ্রান্ত হরি, হইলে নিদ্রিত।
যিনি কণ্ঠহার তাঁ'র হরেন ত্বরিত ॥ ৩৯ ॥

দ্যূতনির্জ্জিতবংশার্থিকংসারিপরিহাসিনী।
নিজপ্রাণার্ব্বুদপ্রেষ্ঠ-কৃষ্ণপাদনখাঞ্চলা ॥ ৪০ ॥
ইতি রাধা সখীবাচমাচম্য পুলকাঞ্চিতা।
ছদ্মনা পদ্মনাভস্য লতাসদ্মান্তিকং গতা ॥ ৪১ ॥
যঃ সেবতে জনো রাধানাম্নামষ্টোত্তরং শতম্।
নাম্না প্রেমসুধাসত্রং লিহ্যাৎ প্রেমসুধামসৌ ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ—বংশীকে পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে উহাতে জয়লাভ করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে বংশী প্রার্থনা করিলে যিনি তাঁহার সহিত কত হাস্য পরিহাস করেন, নিজের অর্ব্বুদ সঙ্খ্যক প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের চরণোপান্তে যাঁহার চিত্ত বিরাজ করিতেছে ॥ ৪০ ॥

শ্রীরাধিকা সখীমুখে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অবস্থা অর্থাৎ—"তোমার বিরহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তোমার শতনাম পাঠ করিতেছেন" তৎ শ্রবণে পুলকিত তনু হইয়া পুষ্পচয়নচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জবনের নিকট গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

যে মহাত্মা প্রীতি পূর্ব্বক প্রেমসুধাসত্র নামক শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর শতনাম পাঠ করেন, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস আস্বাদন করিতে সমর্থ হন ॥ ৪২ ॥

পদ্যানুবাদ— দূতক্রীড়ায় পণীকৃত বংশী করি জয়।
প্রার্থী-কৃষ্ণে কহেন যিনি নর্ম-উক্তিচয় ॥
অগণিত নিজ প্রাণ অপেক্ষাও যাঁর।
কৃষ্ণপাদ-নখাঞ্চলে পীরিতি অপার ॥ ৪০ ॥
শ্রীরাধিকা এইরূপ সখীর বচন।
শ্রবণে পুলকাঞ্চিতা হইয়া তখন ॥

বিলাস-ভঙ্গিমাভরে, ছল সহকারে
আসিলেন, শ্রীকৃষ্ণের লতা-গৃহ-দ্বারে ॥ ৪১ ॥
'প্রেমসুধাসত্র'—নামক অষ্টোত্তর শত
শ্রীরাধার নামাবলীর প্রীতি-সেবা রত,
মহাভাগ্যবান্-সেই-সাধক সজ্জন,
প্রেমসুধা শ্রীকৃষ্ণের, করে আস্বাদন ॥ ৪২ ॥

ইতি প্রেমেন্দুসুধাসত্র নামক শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর-শতনাম সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টকম্

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ।

দিশি দিশি রচয়ন্তীং সঞ্চরন্নেত্রলক্ষ্মী
বিলসিতখুরলীভিঃ খঞ্জরীটস্য খেলাম্।
হৃদয়মধুপমল্লীং বল্লবাধীশসূনো,-
রখিলগুণগভীরাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ১ ॥
পিতুরিহ বৃষভানোরন্ববায় প্রশস্তিং,
জগতি কিল সমস্তে সুষ্ঠু-বিস্তারয়ন্তীম্।
ব্রজনৃপতিকুমারং খেলয়ন্তীং সখীভিঃ,
সুরভিণি নিজকুণ্ডে রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার কোন দিকে দৃষ্টিপাত হইলে বোধ হয় যেন সেই দিকে খঞ্জনমালা খেলা করিতেছে, অর্থাৎ খঞ্জনের ন্যায় যাঁহার নয়ন যুগল, যিনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ ভ্রমরের মল্লিকা কুসুম-স্বরূপ এবং অশেষ গুণের আশ্রয়-হেতু যিনি গম্ভীর প্রকৃতি, সেই শ্রীমতীরাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ১ ॥

যিনি এই নিখিল জগতে স্বীয় পিতা বৃষভানুর বংশ-শ্লাঘা বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি নানাবিধ জলজপুষ্পে সুগন্ধিত নিজ বিলাসস্থান শ্রীরাধা-কুণ্ডে সখীগণে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ— চারিদিকে যাঁর চঞ্চল নয়ন,
খঞ্জনের মতো করে বিচরণ;

শরদুপচিতরাকাকৌমুদীনাথকীর্ত্তি,
প্রকরদমনদীক্ষাদক্ষিণস্মেরবক্ত্রাম্, ।
নটদঘভিদপাঙ্গোত্তুঙ্গিতানঙ্গরঙ্গাং,
কলিতরুচিতরঙ্গাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৩ ॥

বল্লব-রাজ নন্দনের যিনি,
হৃদয় ভৃঙ্গের মল্লিকা রূপিণী,—
অখিল রুচির গুণের আধার,
পরম গম্ভীর প্রকৃতি যাঁহার ॥
সেই শ্রীরাধার রাতুল চরণ ।
সযতনে আমি করি আরাধন ॥ ১ ॥
আপন জনমে শ্রীভানুরাজার,
বংশগর্ব যিনি করিলা বিস্তার ;
যিনি অতিশয় হয়ে আনন্দিত,
জলজাত নানাপুষ্প-সুবাসিত ;
নিজকুণ্ড মাঝে সখীদের সনে,
জলকেলি করান বংশীবদনে ;
শ্রীরাধার রাতুল চরণ,
সযতনে আমি করি আরাধন ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত বদনমণ্ডল দ্বারা শরৎকালীন নির্ম্মল চন্দ্রের শোভাও তিরস্কার করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল অপাঙ্গ দ্বারা যাঁহার অনঙ্গরঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীঅঙ্গে লবণ্যের তরঙ্গ ধারণ করিতেছেন সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ— শারদ-রাকার কীরিতি বিমল,
দমনে সুদক্ষ শ্রীমুখ-মণ্ডল,

বিবিধ কুসুমবৃন্দোৎফুল্লধাটী,-
বিঘটিতমদঘূর্ণৎকেকিপিঞ্ছপ্রশস্তিম্।
মধুরিপুমুখবিম্বোৎগীর্ণতাম্বুলরাগ,-
স্ফুরদমলকপোলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৪ ॥

মৃদুহাসি মাখা-সুমধুর যাঁর,
অনুপম নব শোভার আধার ;
কানুর-চপল অপাঙ্গরঙ্গ,
সতত যাঁহার বাড়ায় অনঙ্গ।
লাবণ্য তরঙ্গ সুষমাধারিণী,
গোবিন্দ দেবের হৃদয়-হারিণী,—
সেই শ্রীরাধার রাতুলচরণ,
সযতনে আমি করি আরাধন ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—নানাবিধ কুসুম শোভিত কেশপাশ দ্বারা যিনি শিখণ্ড গর্বে গর্বিত শিখণ্ডিগণের গর্ব খর্ব করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মুখচুম্বন হেতু যাঁহার সুন্দর গণ্ডদেশ তাম্বুলরাগে ঈষৎ রঞ্জিত, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ— কুসুম-শোভিত যাঁর কেশপাশ।
কেকির কলাপ গর্ব করে নাশ ;
শ্রীমধুরিপুর বিম্বাধরের,
স্খলিত সুগন্ধি দিব্য তাম্বুলের ;
রক্তিমায় যাঁর সুরঞ্জিত হয়,
অমল কোমল রম্যগণ্ডদ্বয় ;
সেই শ্রীরাধার রাতুলচরণ,
সযতনে আমি করি আরাধন ॥ ৪ ॥

অমলিনললিতান্তঃস্নেহষিক্তান্তরঙ্গা,-
মখিলবিধবিশাখাসখ্যবিখ্যাতশীলাম্।
স্ফুরদঘভিদনর্ঘাপ্রেমমাণিক্যপেটীং,
ধৃতমধুরবিনোদাং রাধিকামর্চ্চয়ামি॥ ৫॥
অতুলমহসি বৃন্দারণ্যরাজ্যেঽভিসিক্তাং,
নিখিলসময়ভর্ত্তুঃ কার্ত্তিকস্যাধিদেবীম্।
অপরিমিতমুকুন্দপ্রেয়সীবৃন্দমুখ্যাং,
জগদঘহরকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার অন্তঃকরণ ললিতার নির্ম্মল আন্তরিক স্নেহে অভিষিক্ত, বিশাখার অশেষবিধ সখ্যভাব থাকায় যাঁহার সুস্বভাব জগদ্বিখ্যাত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য প্রেমরূপ মাণিক্যের পেটিকা মাধুর্য্য-বিনোদিনী সেই শ্রীমতি রাধিকাকে আমি পূজা করি॥ ৫॥

যিনি অতুল প্রভাব বৃন্দাবন-রাজ্যের অধীশ্বরী, নিখিল সময়ের অধিপতি কার্ত্তিক মাসের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রেয়সীগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠা এবং যাঁহার লীলা নিখিল পাপহারিনী সেই মাধুর্য্য বিনোদিনী শ্রীমতী রাধিকাকে-আমি পূজা করি॥ ৬॥

পদ্যানুবাদ—ললিতা দেবীর চির অমলিন,
স্নেহে অভিষিক্তা যিনি চিরদিন;
প্রাণপ্রিয় সখী বিশাখার সনে,
অশেষ সুসখ্য ভাবের কারণে;
অতুল মধুর স্বভাব যাঁহার,
পেয়েছে জগতে খেয়াতি অপার;

হরিপদনখকোটীপৃষ্ঠপর্য্যন্তসীমা-,
তটমপি কলয়ন্তীং প্রাণকোটেরভীষ্টাম্।
প্রমুদিতমদিরাক্ষীবৃন্দবৈদগ্ধ্যদীক্ষা-,
গুরুমতিগুরুকীর্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৭ ॥

কানুর অমূল্য প্রেম মাণিক্যের, সম্পুটিকা যিনি মহা যতনের।
মাধুর্য্য-বিনোদা সে রাধার চরণ, সযতনে আমি করি আরাধন ॥ ৫ ॥

অতুল-প্রভাবে দিব্য বৃন্দাবনে,
অভিষিক্তা যিনি রাজসিংহাসনে ;
সর্বকালাধীশ যে' কার্ত্তিকমাস,
অধিদেবী রূপে যাঁহার প্রকাশ,
মুকুন্দ-প্রেয়সী-কুল-মুখ্যা যিনি,
কীর্তি,—নিখিল-পাপ-বিনাশিনী ;
কৃপাময়ী সেই শ্রীরাধাচরণ।
সযতনে আমি করি আরাধন ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ নখপ্রান্তকে প্রাণের অভীষ্ট বলিয়া বোধ করেন অর্থাৎ কৃষ্ণগত-প্রাণা, কৃষ্ণ বৈ আর কিছুই যিনি জানেন না, যিনি নিখিল ব্রজরমণীগণের বাক্যচাতুর্য্য শিক্ষার গুরু, সেই বিপুল কীর্তি শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ— হরিপদ-নখ-প্রান্তটিকে যিনি,—
কোটি প্রাণাভীষ্ট-বোধে গরবিণী ;
মদির-ঈক্ষণা ব্রজ গোপীকার,
গুরু যিনি বাক্-চাতুর্য্য শিক্ষার ;
(সেই) গুরু কীর্তিময়ী শ্রীরাধাচরণ,
সযতনে আমি করি আরাধন ॥ ৭ ॥

অমলকনকপট্টোদ্ঘৃষ্টকাশ্মীরগৌরীং-,
মধুরিমলহরীভিঃ সংপরিতাং কিশোরীম্।
হরিভুজপরিরব্ধাং লব্ধরোমাঞ্চপালিং,
স্ফুরদরুণদুকূলাং রাধিকামচ্চয়ামি॥ ৮॥
তদমলমধুরিম্নাং কামমাধাররূপং-,
পরিপঠতি বরিষ্ঠং সুষ্ঠু রাধাষ্টকং যঃ।
অহিমকিরণপুত্রীকূলকল্যাণচন্দ্রঃ,
স্ফুটমখিলমভীষ্টং তস্য তুষ্টস্তনোতি॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ—কনক কষপাষানে ঘৃষ্ট কুঙ্কুমের ন্যায় যিনি গৌরাঙ্গী, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ মাধুর্য্যতরঙ্গে পরিব্যাপ্ত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভুজদ্বারা আলিঙ্গিত হইলে তৎক্ষণাৎ পুলকিত তনু হন, সুন্দর অরুণ বর্ণ যাঁহার বসন—সেই কিশোরী শ্রীরাধিকাকে আমি পূজা করি॥ ৮॥

শ্রীরাধিকার স্বরূপ-গুণ-বিভুতিপূর্ণ এই উৎকৃষ্ট অষ্টক যিনি নিয়ত পাঠ করেন, বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সর্বাভীষ্ট পরিপূর্ণ করেন॥ ৯॥

পদ্যানুবাদ— হেম পট্টে পিষ্ট কুঙ্কুম বরণা,
গৌরাঙ্গী তরুণ-অরুণ বসনা;
হরি ভুজ-বন্ধনে পুলকধারিনী,
সর্ব্বাঙ্গে মাধুরী-লহরী শালিনী;
কিশোরী রাধার রাতুলচরণ,
সযতনে আমি করি আরাধন॥ ৮॥
গোবিন্দানন্দিনী শ্রীমতীরাধার,
অতি নিরমল মাধুরী আধার;
এ' উত্তম স্তুতি নিয়ত যতনে,

সুষ্ঠু পাঠে রত হয় যে সুজনে ;
কৃষ্ণা-কূল-চারী বৃন্দাবন-চন্দ্র,
তাঁহার মানস-অভীষ্ট বৃন্দ ;
করেন সত্বর অবশ্য পূরণ,
পরম সন্তোষ লাভের কারণ ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীরাধাষ্টকম্ ॥

প্রার্থনা পদ্ধতিঃ

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ।

শুদ্ধগাঙ্গেয়গৌরাঙ্গীং কুরঙ্গীলঙ্গিমেক্ষণাম্।
জিতকোটীন্দুবিম্বাস্যামম্বুদাম্বরসংবৃতাম্॥ ১॥
নবীনবল্লবীবৃন্দধম্মিল্লোৎফুল্লমল্লিকাম্।
দিব্যরত্নাদ্যলঙ্কারসেব্যমানতনুশ্রিয়ম্॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমি তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী তোমার নয়ন-কুরঙ্গীর ন্যায় মনোহর ত্বদীয় মুখমণ্ডল কোটী পরিমিত চন্দ্রকেও পরাভূত করিয়াছে, নবনীরদের ন্যায় নীলাম্বরে তুমি সুশোভিত॥ ১॥

তুমি যাবতীয় গোপীগণের শিরোভূষণ মল্লিকাকুসুম-স্বরূপ, সুদিব্য রত্নাদি অলঙ্কারে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত॥ ২॥

পদ্যানুবাদ— রাধে! তব অঙ্গ-বর্ণ, জিনিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ;
হরিণীর মতন চঞ্চল,—
সুদীর্ঘ লোচনদ্বয়, মনোহর অতিশয়
তা'য় কিবা শোভিছে কজ্জ্বল।
কোটী ইন্দু-মণ্ডল জিনি' মুখ সমুজ্জ্বল,
রমণীয় সুষমা-আগার;
নবীন নীরদ-সম, নীলাম্বরী মনোরম,
পরিধানে রাজে চমৎকার॥ ১॥
নবীনা বল্লবীদের, কবরীতে আদরের,—
ফুল্ল-মল্লি-মালার মতন,

বিদগ্ধমণ্ডলগুরুং গুণগৌরবমণ্ডিতাম্ ।
অতিপ্রেষ্ঠবয়স্যাভিরষ্টাভিরভিবেষ্টিতাম্ ॥ ৩ ॥
চঞ্চলাপাঙ্গভঙ্গেন ব্যাকুলীকৃতকেশবাম্ ।
গোষ্ঠেন্দ্রসুতজীবাতুরম্যবিম্বাধরামৃতাম্ ॥ ৪ ॥

রাধে ! তুমি অনুখন, বিরাজিছ অতুলন,
তুষ্ট করি' তা সবার মন ॥
দিব্য মণি-মুকুতার, নানাবিধ অলঙ্কার,
চমৎকার, অতিসুগঠন,—
তোমার শ্রীঅঙ্গ মাঝে, নবীন শোভায় রাজে,
কী মাধুরী ধরি' নিরুপম ! ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—বিদগ্ধা অর্থাৎ যাবতীয় সুচতুরা গোপীগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা এবং অশেষ গুণগৌরবে সুশোভিত, তুমি অতি প্রিয়তম অষ্টসখীতে পরিবেষ্টিত ॥ ৩ ॥

তুমি অপাঙ্গ ভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যকুলিত কর, তোমার অতি সুন্দর অধর বিম্বামৃত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জীবনৌষধ স্বরূপ ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—যাবতীয় সুচতুরা, গোপী হ'তে সুমধুরা
সুবিদগ্ধা তুমি শ্রীরাধিকা ;
গুণ গৌরবে মণ্ডিতা, পরম সুষমান্বিতা,
সকলের গুরু সর্বাধিকা ॥
তব অতি প্রিয়তমা, অষ্টসখী অনুপমা,
পরম বিমল সখ্য ভরে,
করি' তোমা সুবেষ্টিত, হয়ে দিব্য সুশোভিত,
রাজে নিত্য প্রফুল্ল অন্তরে ॥ ৩ ॥

ত্বামসৌ যাচতে নত্বা বিলুঠন্ যমুনাতটে।
কাকুভির্ব্যাকুলস্বান্তো জনো বৃন্দাবনেশ্বরি ॥ ৫॥
কৃতাগস্কেঽপ্যযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ কুমতাবপি
দাস্যদানপ্রদানস্য লবমপ্যুপপাদয় ॥ ৬ ॥

সুচঞ্চল নেত্র-কোণে, বিচিত্র ভঙ্গী ধারণে,
(তুমি) কেশবেরে করগো চঞ্চল ;
তব বিম্বাধরামৃত, কৃষ্ণে করে সঞ্জীবিত,
প্রাণরক্ষার তাহাই সম্বল ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শ্রীমতি ! আমি ব্যাকুল হৃদয়ে যমুনাকূলে লুণ্ঠিত কলেবর হইয়া তোমাকে প্রণামপূর্ব্বক কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি অপরাধী, দুষ্টমতি ও অযোগ্য হইলেও আমাকে তোমার দাসত্ব কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—অয়ি বৃন্দবনেশ্বরি ! যমুনার তটোপরি,
ব্যাকুল মনে গাত্র বিলুঠনে।
দৈন্য-আর্তি ভরে অতি, তোমারে করিয়া নতি,
করি যাচ্ঞা কাতর বচনে ॥
অপরাধ-আচরণ, করিলেও সর্ব্বক্ষণ,
হইলেও কুবুদ্ধি দুর্জ্জন।
অযোগ্য এ' দীনজনে, দিয়া নিজদাস্য ধনে,
ধন্য-কর, তাহার জীবন ॥ ৫-৬ ॥

যুক্তস্ত্বয়া জনো নৈব দুঃখিতোঽয়মুপেক্ষিতুম্।
কৃপাদ্যোতদ্রবচ্চিত্ত-নবনীতাসি যৎ সদা ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃপাময়ি ! এই দুঃখিত জনকে উপেক্ষা করা তোমার কখনই উচিত হয় না, যেহেতু কৃপার প্রভাবে তোমার নবনীত হৃদয় সর্ব্বদা দ্রবীভূত (এই শ্লোকে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে) ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—তব চিত্ত-নবনীত, কৃপাতপে বিগলিত,
অতএব ওগো শ্রীরাধিকে !
এই দুঃখিতার প্রতি, উপেক্ষা অযোগ্য অতি,
রাখ ত'ারে—শ্রীপদ-অন্তিকে ॥ ৭ ॥

॥ ইতি প্রার্থনা পদ্ধতি ॥

চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ॥

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্।
মণিস্তবকবিদ্যোতিবেণীব্যালাঙ্গনাফণাম্ ॥ ১ ॥
উপমান-ঘটামান-প্রহারিমুখমণ্ডলাম্।
নবেন্দুনিন্দিভালোদ্যৎকস্তূরীতিলকশ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনেশ্বরী! আমি তোমাকে বন্দনা করি, তুমি অভিনব গোরচনার ন্যায় গৌরাঙ্গী, সুন্দর নীলপদ্মের ন্যায় তোমার বসন, তোমার লম্বিত বেণীর উপরিস্থ মণিরত্ন খচিত কবরীবন্ধ যেন ফণাযুক্ত ভুজঙ্গিনী বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১ ॥

তোমার মুখমণ্ডল-চন্দ্র পদ্ম প্রভৃতি যাবতীয় উপমান পদার্থের গর্ব্ব খর্ব করে, নবোদিত ইন্দুকলার ন্যায় তোমার ললাট কস্তূরী-তিলকে সুশোভিত ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—অভিনব গোরোচনা, কান্তি জিনি নিরুপমা
তুমি গৌরী, কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরী;
নীলাম্বরী-পরিধানা, পৃষ্ঠে বেণী লম্বমানা,
ফণি যেন মণি-রত্ন ধরি ॥ ১ ॥
আছে যত উপমান, হরিয়া সবার মান,
অনুপম শ্রীমুখ-মণ্ডল।
নব শশিকলা জিনি' সুন্দর ললাটখানি,
মৃগমদ-তিলকে উজ্জ্বল ॥ ২ ॥

ভ্রূজিতানঙ্গকোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলিম্।
কজ্জলোজ্জ্বলতারাজচ্চকোরীচারুলোচনাম্॥ ৩॥
তিলপুষ্পাভনাসাগ্রবিরাজদ্বরমৌক্তিকাম্।
অধরোদ্ধূতবন্ধূকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাম্॥ ৪॥
সরত্নস্বর্ণরাজীবকর্ণিকাকৃতকর্ণিকাম্।
কস্তূরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাম্॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ—তোমার ভ্রূযুগল দ্বারা অনঙ্গের শরাসন তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি চঞ্চল নীলবর্ণ কুটিলকুণ্ডলে সুশোভিত, কজ্জলে সুশোভিত ত্বদীয় নয়নযুগল চকোরীমিথুন বলিয়া বোধ হইতেছে॥ ৩॥

তিলকুসুমের মত নাসাগ্রে উৎকৃষ্ট মুক্তা সুশোভিত, বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় তোমার অধর ও কুন্দাবলীর ন্যায় দন্তরাজী সুশোভিত॥ ৪॥

রত্নজড়িত স্বর্ণপদ্মের কর্ণিকায় তোমার কর্ণভূষণ, তোমার চিবুকে অর্থাৎ অধরের নিম্নস্থান কস্তূরীবিন্দুতে সুশোভিত এবং তুমি রত্নময় কণ্ঠহারে অলঙ্কৃত॥ ৫॥

পদ্যানুবাদ—জিনি' কাম-শরাসন, সুবঙ্কিম ভ্রূ-পত্তন,
তায় বক্র অলক-নর্তন।
উজ্জ্বল কজ্জ্বলময়, লোচন চকোরদ্বয়,
ইতি উতি খেলিছে কেমন॥ ৩॥
তিলফুল নাসামূলে, বেসর-মুকুতা দোলে,
বাঁধুলি জিনিয়া রক্তাধর।
অমল দশনাবলি, যেন নবকুন্দ কলি
রাধে! তব সকলি সুন্দর॥ ৪॥
কর্ণে-হেম পদ্ম তব, মাঝে মণি-প্রভা নব,

দিব্যাঙ্গদপরিষ্বঙ্গলসদ্ভুজমৃণালিকাম্।
বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাবিকাম্ ॥ ৬ ॥
রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি-বরাঙ্গুলিকরাম্বুজাম্।
মনোহর-মহাহার-বিহারিকুচকুট্মলাম্ ॥ ৭ ॥
রোমালিভুজগীমূর্দ্ধরত্নাভতরলাঞ্চিতাম্।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধক্ষীণভঙ্গুরমধ্যমাম্ ॥ ৮ ॥

চিবুকে কস্তুরী বিন্দু আর,
রত্নময় কণ্ঠহার, কি আশ্চর্য্য শোভা তার,
দোলে কিবা **"তরল"** তাহার ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—তোমার মৃণালস্বরূপ ভুজদ্বয় সুন্দর অঙ্গদভূষণে ভূষিত, এবং ত্বদীয় মণিবন্ধ সুমধুর ধ্বনি-বিশিষ্ট ইন্দ্রনীলমণিময় বলয় দ্বারা সুশোভিত ॥ ৬ ॥

তোমার করপদ্মস্থ অঙ্গুলি সকল রত্নময় অঙ্গুরীয় দ্বারা সুশোভিত, তোমার স্তনযুগল মনোহর মহাহারে বিভূষিত ॥ ৭ ॥

তোমার হৃদয়মধ্যে বিরাজিত হারমধ্যস্থিত মণিকে রোমাবলীরূপ ভুজঙ্গিনীর মস্তকস্থিত রত্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার অতিশয় ক্ষীণ ও কুচভরে ভঙ্গুর মধ্য-স্থান ত্রিবলিরূপ লতাদ্বারা যেন বেষ্টিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—বাহু মৃণালের পরে, অপরূপ শোভা ধরে,
বাজুবন্ধ, বলয়-কঙ্কণ,—
নীলমণি চুড়ি সব, করে মিষ্ট কলরব,
তা'তে হরে শ্রীকৃষ্ণের মন ॥ ৬ ॥
করাম্বুজে বরাঙ্গুলি, তাহাতে রতনাঙ্গুরী,
আহা মরি ! কিবা সুশোভন ॥

মণি-সারসনাধারবিস্ফারশ্রোণিরোধসম্ ।
হেমরম্ভামদারম্ভস্তম্ভনোরুযুগাকৃতিম্ ॥ ৯ ॥
জানুদ্যুতিজিতক্ষুল্ল-পীতরত্নসমুদ্গকাম্ ।
শরন্নীরজনীরাজ্যমঞ্জীরবিরণৎপদাম্ ॥ ১০ ॥

রাধে ! তব চমৎকার, মনোহর মহাহার,
কুচোপরি শোভে অতুলন ॥ ৭ ॥
হার মধ্য মণি-খান্, 'তরল' তাহার নাম,
(নাভি) রোমাবলী ভুজগীর মাথে ।
তব ক্ষীণ কটিদেশ, ত্রিবলি লতিকাবেশ,
বাঁধিয়াছে দৃঢ়তার সাথে ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—তোমার বিশাল কটিতটে মণিময় কিঙ্কিণী সুশোভিত, তোমার উরুযুগল স্বর্ণ কদলীর মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে ॥ ৯ ॥

তোমার সুন্দর জানুযুগলের শোভায় পীতবর্ণ রত্নময় সমুদ্গকের (কৌটার) শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, সুন্দর ও শব্দায়মান নূপুর-যুক্ত ত্বদীয় পদযুগল শরৎকালীন প্রফুল্ল পদ্ম দ্বারা নীরাজিত ॥ ১০ ॥

পত্থানুবাদ—বিশাল নিতম্ব 'পরে', মণিকাঞ্চী দীপ্তি করে
ত'ার কিবা ধ্বনি রসময় ।
কনক কদলী জিনি, চারু উরু দুইখানি,
অপরূপ শোভার নিলয় ॥ ৯ ॥
হেম রত্নময় কৌটা, জিনি' তব জানু ছটা,
অরুণিত কোমল চরণ ।
শারদ কমলে নব, করে নিত্য-পরাভব,
বাজে তা'য় মঞ্জীর কেমন ! ॥ ১০ ॥

রাকেন্দুকোটিসৌন্দর্য্যজৈত্রপাদনখদ্যুতিম্
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাম্ ॥ ১১ ॥
মুকুন্দাঙ্গকৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মিতরঙ্গিতাম্ ।
ত্বামারব্ধপ্রিয়া-নন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি ॥ ১২ ॥
অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাবমাধুরীবিহ্বলান্তরে ।
অশেষনায়িকাবস্থাপ্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—তোমার পাদপদ্মস্থ নখদ্যুতি দ্বারা কোটি কোটি পূর্ণ শশধরের সৌন্দর্য্য অপহৃত হইয়াছে, স্তম্ভ স্বেদাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবে কৃষ্ণাঙ্গে অপাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া তোমার অনঙ্গ তরঙ্গ উচ্ছলিত হয় এবং তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ কর, অতএব হে বৃন্দাবনেশ্বরি! এবম্বিধ গুণশালিনী তোমাকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১-১২ ॥

অয়ি শ্রীমতি! সমুদিত মহাভাব মাধুরী দ্বারা তোমার অন্তঃকরণ বিবশ হইয়াছে—তোমাতে অশেষ প্রকার নায়িকার লক্ষণ থাকায় ত্বদীয় ভাবভঙ্গী সকলের আশ্চর্য্য-কারিনী ॥ ১৩ ॥

পদ্যানুবাদ—কোটী রাকা শশধর, জিনি' অতি মনোহর,
পদ-নখ-কিরণ উজ্জ্বল।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবাবলী' করে তোমা বেয়াকুলী,
শ্যাম তরে করে গো চঞ্চল ॥ ১১ ॥
তোমার অনঙ্গ শরে, মুকুন্দে পাগল করে,
চিত্ত সিন্ধু করে তরঙ্গিত।
প্রিয়ানন্দ বিধায়িনী, অয়ি বৃন্দাবন রাণী!
বন্দি আমি তব সুচরিত ॥ ১২ ॥
মহাভাব মাধুরীতে, অকথ্য পীরিতি রীতে,
সদা তব বিহ্বল অন্তর।

সর্ব্বমাধুর্য্যবিঞ্চোলীনির্মঞ্ছিত-পদাম্বুজে ।
ইন্দিরাম্বৃগ্যসৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলে ॥ ১৪ ॥
গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দসীমন্তোত্তংসমঞ্জরি ।
ললিতাদিসখীযূথজীবাতুস্মিতকোরকে ॥ ১৫ ॥
চটুলাপাঙ্গমাধুর্য্যবিন্দূন্মাদিতমাধবে ।
তাতপাদযশঃস্তোমকৈরবানন্দচন্দ্রিকে ॥ ১৬ ॥

অশেষ নায়িকা ভাব, তোমাতেই আবির্ভাব,
তব চেষ্টা পরম নিগূঢ় ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—সমস্ত নায়িকাগত মাধুর্য্যাদিগুণ তোমার পাদপদ্মের নির্মঞ্ছন করিতেছে, লক্ষ্মীর প্রার্থনীয় সৌন্দর্য্য তোমার পাদপদ্ম নখ-প্রান্তে বিরাজিত ॥ ১৪ ॥

তুমি গোকুলবাসিনী সমস্ত ব্রজরমণীর শিরোভূষণ কুসুম মঞ্জরী-স্বরূপ, ত্বদীয় মন্দ মন্দ হাস্যকলিকা ললিতাদি সখীবৃন্দের জীবনৌষধ স্বরূপ ॥১৫॥

তুমি চঞ্চল অপাঙ্গরূপ মাধুর্য্য বিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত কর, তুমি নিজ পিতা বৃষভানুর কীর্ত্তিকলাপরূপ কুসুমের আনন্দদায়িনী চন্দ্রিকা-স্বরূপ ॥ ১৬ ॥

পদ্যানুবাদ—অনন্ত মাধুর্য্যগুণ, পদাম্বুজে অনুক্ষণ,
মহাদরে সুখে নীরাজয় ।
ইন্দিরাও মাগে যাহা, এমন সৌন্দর্য্য আহা,
তব পাদনখাঞ্চলে রয় ॥ ১৪ ॥
গোকুলের গোপাঙ্গনা, ইন্দুমুখী সুশোভনা,
তুমি তাঁদের সীমন্ত মঞ্জরী ।
তব হাস্যামৃত কণ, ললিতাদি সখীগণ,
মানে প্রাণ রক্ষৌষধি করি' ॥ ১৫ ॥

অপারকরুণাপূর-পূরিতান্তর্মনোহ্রদে ।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি নিজদাস্যস্পৃহাজুষি ॥ ১৭ ॥
কচ্চিত্ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা ।
প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গপ্রসাদা-দ্দ্রক্ষসে ময়া ? ॥ ১৮ ॥

চটুল দিঠিতে তব, উন্মাদিত শ্রীমাধব,
অয়ি শ্যামমোহিনা রাধিকা ।
(বৃষ) ভানু-রাজ আনন্দিনী, কীর্তি-কুমুদ বিকাশিনী
তুমি চির অমল চন্দ্রিকা ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—তোমার অন্তঃকরণ রূপ মহাহ্রদ, আপার করুণাপ্রবাহে পরিপূর্ণ, হে দেবি ! তোমার দাস্যাভিলাসী এই জনের প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১৭ ॥

হে দেবী ! তোমার মানান্তে চাটুবচনপটু, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত মিলন প্রার্থনা করিলে তুমি চঞ্চল অপাঙ্গ দ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্না হইতেছ, এই প্রকার তোমার ভাব আমি কবে দেখিতে পাইব ॥ ১৮ ॥

পদ্যানুবাদ—তব চিত্ত সরোবর, কৃপানীরে মনোহর
পরিপূর রহে গো সতত ।
এই দীনা দাসীজনে, কবে সুপ্রসন্ন মনে
নিজ দাস্যে করিবে নিরত ? ॥ ১৭ ॥
মানিনী হইবে যবে, গোষ্ঠরাজ-সুনু তবে,
সাধিবেন সদৈন্যবচনে ।
চাটুরসভাষা শুনি, হবে সুপ্রসন্না তুমি,
কবে হেন লীলা হেরিব নয়নে ॥ ১৮ ॥

ত্বাং সাধু মাধবী-পুষ্পৈর্ম্মাধবেন কলাবিদা ।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা ? ॥ ১৯ ॥
কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি ।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ? ॥ ২০ ॥
কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে ।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য-ভোক্ষ্যতে ? ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—শিল্পকার্য্যে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুন্দর মাধবী কুসুম দ্বারা তুমি অলঙ্কৃত হইতেছ এবং তৎকরস্পর্শে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হেতু তোমার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইলে আমি তালবৃন্ত দ্বারা তোমার সেই শ্রীঅঙ্গে কবে ব্যজন করিব ॥ ১৯ ॥

হে দেবি ! হে সুন্দরি ! কৃষ্ণ সহ বিহারান্তে ত্বদীয় কুটিল কেশপাশ আলুলায়িত হইলে তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার করিবার জন্য এই জনকে কবে আদেশ করিবে ? ॥ ২ ॥

হে বিম্বোষ্ঠি ! আমি তোমার মুখাম্বুজে তাম্বুল অর্পণ করিব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা ভক্ষণ করিবেন, তোমাদিগের উভয়ের এই প্রকার ভাব আমি কবে দর্শন করিব ? ॥ ২১ ॥

পদ্যানুবাদ—কারুকলাপটু শ্যাম, লইয়া মাধবীদাম,
রসাবেশে সাজাবে তোমায় ।
কান্ত করস্পর্শে যবে, দেহ স্বেদে সিক্ত হবে,
বীজন সেবা দিবে কি আমায় ? ॥ ১৯ ॥

তব বক্রালকচয়, যবে বিশৃঙ্খল হয়,
কেলি-সুখ রসের তরঙ্গে ।
তখন এ দীনা দাসী, কবে সেবামোদে ভাসি,
কেশ-ভার আঁচরিবে রঙ্গে ॥ ২০ ॥

ব্রজরাজকুমারবল্লভা,-কুলসীমন্তমণি প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা, পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥ ২২ ॥
করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং, তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি।
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ, স চটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ ॥২৩॥

কবে তব মুখাম্বুজে, এ' দাসী আপন ভুজে,
সমর্পিবে কর্পূর তাম্বুল।
ব্রজাধীশসূনু তাহা, কাড়িয়া খাইবে আহা,
হেরি সুখ লভিব অতুল ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শ্রীমতি! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সীগণের শিরোভূষণ অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে তুমিই প্রধানা, অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও এবং যাহাতে অচিরাৎ তোমার পরিবারগণের মধ্যে গণিত হইতে পারি সেইরূপ অনুকম্পা কর ॥ ২২ ॥

হে বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি! আমি পুনঃ পুনঃ তোমার করুণা প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি এইরূপ কর যে আমি তোমার সখী হইব, তুমি মানিনী হইলে তোমার সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসিয়া তোমার সহিত মিলনের জন্য কত চাটুবাক্য বলিবেন তৎপরে আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তোমার নিকট লইয়া যাইব ॥ ২৩ ॥

পদ্যানুবাদ—ব্রজরাজ কুমারের, বল্লভা সকলের,
আদরের সীমন্তের মণি!
অয়ি রাধে, ধনি!
তব প্রিয় দাসীকূলে, কবে বা আমারে তু'লে—
ল'বে তুমি, নিজ দাসী গণি? ॥ ২২ ॥
বৃন্দাবন ধামেশ্বরি! বলি তব পদে ধরি,—

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবং।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্ ॥ ২৪ ॥

কামনা পূরাও করুণায়।
হ'লে তুমি সুমানিনী, কেশিরিপু চাটুবাণী,—
কহি যবে সাধিবে আমায় ॥
তখন তাঁহারে ল'য়ে যেয়ে নব কুঞ্জালয়ে,
শ্যাম সনে মিলাবো তোমারে।
এখন সৌভাগ্য কবে, দাসিকার লাভ হবে,—
ডুবি রবো পীরিতি-পাথারে ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার চাটুপুষ্পাঞ্জলি নামক এই স্তব যিনি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন তিনি অচিরকাল মধ্যে সেই শ্রীরাধিকার কৃপাপাত্র হয়েন ॥ ২৪ ॥

পদ্যানুবাদ—বৃন্দাবন-ঈশ্বরীর, এই চাটু-অঞ্জলির,
করেন যিনি পঠন কীর্তন।
শ্রীমতীর কৃপা লভি' ব্রজবনে নিরবধি,
রহেন সেবায় নিমগন ॥ ২৪ ॥

॥ ইতি চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ ॥

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা সংপ্রার্থনাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকায়ৈ নমঃ।

বৃন্দাবনে বিহরতোরিহ কেলিকুঞ্জে,
মত্তদ্বিপপ্রবর-কৌতুকবিভ্রমেণ।
সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্বদনারবিন্দ,-
দ্বন্দ্বং বিধেহি ময়ি দেবি কৃপাং প্রসীদ ॥ ১ ॥
হা দেবি কাকুভরগদ্গদয়াদ্য বাচা,
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা,
গান্ধর্ব্বিকে নিজগণে গণনাং বিধেহি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে দেবি! শ্রীবৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কৌতুকী হইয়া তোমরা দুইজনে নিত্যবিহার করিতেছ, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্না হও এবং তোমাদিগের উভয়ের বদনারবিন্দ যুগল একবার দর্শন করাও ॥ ১ ॥

হা দেবি! হা গান্ধর্ব্বিকে! আমি অতিশয় মূঢ়, এক্ষণে ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইয়া অতিশয়, কাকুস্বরে ও গদ্গদ বাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি প্রসন্না হইয়া তোমার নিজ পরিকরমধ্যে আমাকে গণনা কর ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে মদমত্ত মাতঙ্গের প্রায়,
বিহরিছ দুইজনে নিত্য নব কৌতুকলীলায়,
অয়ি দেবি! কৃপাবশে মোর প্রতি সুপ্রসন্না হ'য়ে,
দেখাও গো একবার, তোমাদের মুখপদ্ম-দ্বয়ে ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা সংপ্রার্থনাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকায়ৈ নমঃ।

বৃন্দাবনে বিহরতোরিহ কেলিকুঞ্জে,
মত্তদ্বিপপ্রবর-কৌতুকবিভ্রমেণ।
সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্বদনারবিন্দ,-
দ্বন্দ্বং বিধেহি ময়ি দেবি কৃপাং প্রসীদ ॥ ১ ॥
হা দেবি কাকুভরগদ্গদয়াদ্য বাচা,
যাচে নিপত্য ভুবি দন্তবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা,
গান্ধর্ব্বিকে নিজগণে গণনাং বিধেহি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে দেবি! শ্রীবৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কৌতুকী হইয়া তোমরা দুইজনে নিত্যবিহার করিতেছ, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্না হও এবং তোমাদিগের উভয়ের বদনারবিন্দ যুগল একবার দর্শন করাও ॥ ১ ॥

হা দেবি! হা গান্ধর্ব্বিকে! আমি অতিশয় মূঢ়, এক্ষণে ভূমিতে দন্তের ন্যায় নিপতিত হইয়া অতিশয়, কাকুস্বরে ও গদ্গদ বাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি প্রসন্না হইয়া তোমার নিজ পরিকরমধ্যে আমাকে গণনা কর ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে মদমত্ত মাতঙ্গের প্রায়,
বিহরিছ দুইজনে নিত্য নব কৌতুকলীলায়,
অয়ি দেবি! কৃপাবশে মোর প্রতি সুপ্রসন্না হ'য়ে,
দেখাও গো একবার, তোমাদের মুখপদ্ম-দ্বয়ে ॥ ১ ॥

শ্যামে রমারমণ-সুন্দরতাবরিষ্ঠ,
সৌন্দর্য্যমোহিত-সমস্তজগজ্জনস্য।
শ্যামস্য-বামভূজবদ্ধতনুং কদাহং,
ত্বামিন্দিরাবিরলরূপভরাং ভজামি? ॥ ৩ ॥
ত্বাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিনা পিধায়,
মঞ্জীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি।
কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরজমানে,
নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে? ॥ ৪ ॥

হা দেবি! হা গান্ধর্বিকে! আমি অতিশয় মূঢ়জন,
সকাকু গদ্গদ বাক্যে, ভূমে পড়ি' দন্তের মতন,
তোমার চরণে সদা করিতেছি একান্ত প্রার্থনা,
প্রসন্না হইয়া মোরে, নিজগণে করগো গণনা ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শ্রীমতী রাধিকে! যিনি লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও সমাধিক সৌন্দর্য্যদ্বারা ত্রিভুবন বিমোহিত করেন সেই শ্যামসুন্দর—শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে ত্বদীয় বামহস্তাশ্লিষ্ট হইয়া লক্ষ্মী অপেক্ষাও সমাধিক রূপবতী তুমি বিরাজ করিতেছ, ঐরূপ যুগল মূর্ত্তি, আমি কবে ভজনা করিব ॥ ৩ ॥

হে দেবি! আমি তোমার সখী হইয়া নবীন মেঘের ন্যায় নীলাম্বরে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন ও চরণযুগল নূপুরশূন্য অভিসারিকার সমুচিত বেশভূষা করাইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তা তোমাকে রাত্রিযোগে নিকুঞ্জে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণসমীপে কবে অভিসার করাইব ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—রমা-রমণের চেয়ে সমাধিক রূপ-সুষমায়,
সমুদয় জগজনে, করেন মোহিত-শ্যাম রায়।

কুঞ্জে প্রসূনকুলকল্পিতকেলিতল্পে,
সংবিষ্টয়োর্ম্মধুরনর্ম্মবিলাসভাজোঃ।
লোকত্রয়াভরণয়োশ্চরণাম্বুজানি,
সম্বাহয়িষ্যতি কদা যুবয়োর্জনোঽয়ম্ ? ॥ ৫ ॥

তাঁরই বামভাগে, প্রেমে বামভুজে দৃঢ় আলিঙ্গিতা,
রমাধিকা রূপবতী, হে রাধিকে! আছ বিরাজিতা,
অয়ি শ্যামে! এইরূপ যুগল মূরতি মনোহর,
কবে আমি প্রীতিভরে, করিব ভজনা-নিরন্তর ? ॥ ৩ ॥
নীলাম্বর পরাইয়া সুনবীন মেঘের মতন,
মুখর-মঞ্জীর দুটি, পদ হ'তে করি' উন্মোচন,
অলক্ষিতে সবাকার, সুগভীর নিশিথ সময়,
কাননে যে' কুঞ্জালয়ে বিরাজিছে ব্রজেন্দ্রতনয়,
হৃষ্টচিত্তা তোমা' ল'য়ে করাব সেথায় অভিসার,
ওগো দেবি! হেন ভাগ্য কবে বল হইবে আমার ? ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে দেবি! ত্রিভুবনের ভূষণ-স্বরূপ তোমরা নিকুঞ্জে নানাবিধ কুসুম রচিত শয্যায় শয়ান হইয়া মধুর নর্ম্মবিলাস করিবে, আমি তোমাদের উভয়ের চরণ সেবা করিব, এমত সময় আমার কবে হইবে ? ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—অয়ি দেবি! পুষ্প-বিরচিত কুঞ্জ বিহার-শয্যায়,
মগন হইবে যবে, মধু-নর্ম-বিলাস-লীলায়,
ত্রিভুবন-বিভূষণ তোমাদের কমলচরণ,
অযোগ্য এ দীনা দাসী, পরানন্দে ডুবিয়া তখন,
সযতনে, মৃদু মৃদু সম্বাহন করিবে গো কবে ?
এমন সৌভাগ্য তার, কতদিনে সমুদিত হ'বে ? ॥ ৫ ॥

ত্বৎকুণ্ডরোধসি বিলাসপরিশ্রমেণ,
স্বেদাম্বুচুম্বিবদনাম্বুরুহশ্রিয়ৌ বাম্।
বৃন্দাবনেশ্বরি কদা তরুমূলভাজৌ,
সম্বীজয়ামি চমরীচয়চামরেণ? ॥ ৬ ॥
লীনাং নিকুঞ্জকুহরে ভবতীং মুকুন্দে,
চিত্রৈব সূচিতবতী রুচিরাক্ষি নাহম্।
ভুগ্নাং ভ্রুবং রচয়েতি মৃষারুষাং ত্বা-
মগ্রে ব্রজেন্দ্রতনয়স্য কদা নু নেষ্যে ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনেশ্বরি! স্মরবিলাস পরিশ্রম হেতু তোমা-দিগের বদনাম্বুজ ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হইলে শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত ত্বদীয় কুণ্ডের তীরবর্ত্তী তরুমূলে উপবেশন করিবে, আমি এ অবস্থায় তোমা-দিগকে কবে চামর দ্বারা ব্যজন করিব? ॥ ৬ ॥

হে রুচিরাক্ষি! তুমি নিকুঞ্জের কোন এক অলক্ষিত স্থানে লুক্কায়িত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া তোমার নিকট গমন করিলে তখন সন্দিহান হইয়া আমাকে এই বলিয়া অনুযোগ করিবে যে আমি এ স্থানে আছি, তুমি কৃষ্ণকে বলিয়া দিয়াছ অতএব আমার উপর ভ্রূকুটি ও বৃথা কোপ করিও না,-এই প্রকার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে তোমাকে কবে অনুনয় বিনয় করিব, এমন দিন আমার কবে হইবে ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—অয়ি বৃন্দাবনেশ্বরি! মনোহর কুণ্ডতীরে তব,
বিলাস-জনিত শ্রান্তি উভয়েই করি' অনুভব,
বসিলে তরুর মূলে, ঘর্মজল শোভিত আননে,
কবে করিব চামর সেবন, অতিশয় আনন্দিত মনে? ॥ ৬ ॥

বাগ্ যুদ্ধকেলিকুতুকে ব্রজরাজসূনুং,
জিত্বোন্মদামধিকদর্পবিকাসিজল্লাম্।
ফুল্লাভিরালিভিরনল্পমুদীর্য্যমাণ,-
স্তোত্রাং কদা নু ভবতীমবলোকয়িষ্যে ? ॥ ৮ ॥

অয়ি সুলোচনে রাধে ! কোনকালে লীলা-রঙ্গ-ভরে,—
লুক্কায়িতা হ'লে তুমি, অলক্ষিত নিকুঞ্জ ভিতরে ;
কোনরূপে জেনে সেথা, শ্রীমুকুন্দ করিলে গমন,
দিবে মোরে অনুযোগ, সন্দেহের বশে গো তখন ,
তোমার সম্মুখে আমি, কহিব গো বিনয়-বচনে,
মাধবের চিত্রা সখী, জানায়েছে ইঙ্গিত-সূচনে ;
অতএব আর তুমি করিওনা ভ্রূভঙ্গী রচন—
মিথ্যা-রোষবতী তোমা' কবে আমি সাধিব এমন ? ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—তুমি যখন বাগ্ যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়া দর্পবশতঃ সমধিক বাগ্ জাল বিস্তার করিতেছ, তখন তোমার সখীগণ আনন্দিত হইয়া রাধার জয়, রাধার জয়, এই প্রকার বাক্যে তোমার স্তব করিতেছে, এইরূপ অবস্থাপন্ন তোমাকে আমি কবে অবলোকন করিব ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—পরাজি' ব্রজেন্দ্রসুতে বাগ্ যুদ্ধ-চারু কেলি রঙ্গে,—
হরষ-বিবশা তুমি, বাড়াবে গো বচন-তরঙ্গে,—
তখন উল্লাসবতী, হাসামুখী তব অলিগণ,—
করিয়া অধিকরূপে, দর্পময় বাক্য উচ্চারণ,
'জয় রাধে জয় রাধে !' স্তুতি গাথা করিবে কীর্তন,
উচ্চরোলভরে সবে করতালি দিবে ঘন ঘন ;
হেন ইষ্টলীলাকালে, আমি তব পাব কি দর্শন ?
দাসীর কখনো দেবি ! মিলিবে কি সৌভাগ্য এমন ? ॥ ৮ ॥

যঃ কোঽপি সুষ্ঠু বৃষভানুকুমারিকায়াঃ,
সংপ্রার্থনাষ্টকমিদং পঠতি প্রপন্নঃ।
সা প্রেয়সা সহ সমেত্য ধৃতপ্রমোদা,
তত্র প্রসাদলহরীমুররীকরোতি ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে কোন ব্যক্তি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার এই সম্প্রার্থনাষ্টক শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করেন সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার নিকট আগমন করিয়া অচিরাৎ তাঁহার প্রতি প্রসন্না হন ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—বৃষভানুকুমারীর সংপ্রার্থনাষ্টক—
হইয়া শরণাগত যে পড়ে সম্যক্—
শ্রীরাধিকা, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সনে,
হ'য়ে সম্মিলিতা অতি আনন্দিত মনে,
বিস্তার করেন তাঁয়, প্রসাদ লহরী ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীগান্ধর্ব্বাসংপ্রার্থনাষ্টক ॥

শ্রীশ্রীরাধা-মাধবয়োর্নামযুগাষ্টকম্

(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ)

রাধামাধবয়োরেতদ্বক্ষ্যে নামযুগাষ্টকম্
রাধাদামোদরৌ পূর্ব্বং রাধিকামাধবৌ ততঃ ॥ ১ ॥
বৃষভানুকুমারী চ তথা গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
গোবিন্দস্য প্রিয়সখী গান্ধর্ব্বাবান্ধবস্তথা ॥ ২ ॥
নিকুঞ্জনাগরৌ গোষ্ঠকিশোরজনশেখরৌ।
বৃন্দাবনাধিপৌ কৃষ্ণবল্লভারাধিকাপ্রিয়ৌ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে রাধামাধবের যুগল নামাষ্টকরূপ স্তব, কীর্তন করিব। প্রথমে রাধাদামোদরের স্তব তদনন্তর রাধামাধবের স্তব লিখিত হইবে ॥ ১ ॥

যিনি বৃষভানুকুমারী ও যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, যিনি গোবিন্দের প্রিয়সখী ও যিনি গান্ধর্ব্বা অর্থাৎ রাধিকার বান্ধব ॥ ২ ॥

যিনি নিকুঞ্জবনের নাগরী ও যিনি নিকুঞ্জবনের নাগর, যিনি ব্রজবাসিনী যুবতীবৃন্দের শিরোভূষণ এবং যিনি ব্রজবাসি যুবক-বৃন্দের শিরোভূষণ, যিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী ও যিনি বৃন্দারণ্যের অধীশ্বর, যিনি কৃষ্ণবল্লভা ও যিনি শ্রীরাধিকাপ্রিয় ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—অতি মনোহর, রাধাদামোদর (১) মধুর যুগলনাম।
শ্রীরাধামাধব (২) নামমহোৎসব, ভক্তজন-প্রাণারাম ॥
বৃষভানুকুমারিকা, গোপেন্দ্রনন্দন ! (৩)
এইনাম ভক্তকণ্ঠে রাজে অনুক্ষণ ॥

গোবিন্দের প্রিয়সখী, গান্ধর্বা-বান্ধব, (৪)
এ' যুগল-নাম ভক্তের পরাণ-বল্লভ ॥
নিকুঞ্জ-নাগরী, আর নিকুঞ্জনাগর। (৫)
এই নামে রসিকের প্রীতি নিরন্তর ॥
গোষ্ঠকিশোরিকাকুল-শিরোভূষাধন—
ব্রজবাসী-যুবাদের মস্তক-ভূষণ (৬) ॥
বৃন্দাবন-অধীশ্বরী,-বৃন্দাবনেশ্বর,—(৭)
এ' সকল নামে ভক্ত, প্রফুল্ল-অন্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা-আর,—রাধিকার প্রিয় (৮)
যুগ্মনামে ভক্তচিত্তে উথলে অমিয় ॥

শ্রীরাধা-মাধব, নাম মহোৎসব,
মধু-হৈতে সুমধুর।
ওরে মম মন ! তিরাসে পরম
পান কর, সুপ্রচুর ॥

॥ ইতি শ্রীরাধামাধবয়োর্নামযুগাষ্টকম্ ॥

শ্রীব্রজনবীনযুবদ্বন্দ্বাষ্টকম্

শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তঃ ॥

অতুর্বিধবিদগ্ধতাস্পদবিমুগ্ধবেশশ্রিয়ো,-
রমন্দশিখিকন্ধরা-কনকনিন্দিবাসস্ত্বিষোঃ।
স্ফুরৎপুরটকেতকীকুসুমবিভ্রমাভ্রপ্রভা,
নিভাঙ্গমহসোর্ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগম ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার নৃত্যগীতাদি সমগ্র কলার আশ্রয় ও সুন্দর বেশ ভূষায় বিভূষিত, সুন্দর ময়ূর কণ্ঠের ন্যায় উৎকৃষ্ট ও সুবর্ণের ন্যায় যাঁহাদিগের অম্বর, প্রফুল্ল সুবর্ণ কেতকী কুসুম ও নবীন মেঘের ন্যায় যাঁহাদিগের অঙ্গকান্তি, এইরূপ ব্রজের নবীন কিশোরী ও নবীন কিশোর শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ এই যুগল মূর্ত্তিকে, আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—বিদগ্ধতা-সম্পদের আশ্রয় পরম যাঁহারা দু'জন
অতি-সুশোভন।

বেশ-ভূষা শোভা-দ্বারা সর্ব বিমোহিত ॥
দুজনেরি পরিধানে নীল-পীতাম্বর,—বিচিত্র সুন্দর।
একটি-কলাপী-কণ্ঠ জিনি' মনোহর ;
কনক-নিন্দিত, দীপ্ত-বসন অপর ॥
কিবা সুষমা আকর !
একজনা ফুল্ল হেম-কেতকী বরণা, গৌরী নিরুপম ॥
নবীন জলদ কান্তি-ধারী অন্যজন,—মানস-মোহন ॥
ব্রজের শোভন নব কিশোর-কিশোরী,

সমৃদ্ধবিধুমাধুরীবিধুরতাবিধানোদ্ধুরৈ,-
র্নবাম্বুরুহরম্যতামদবিড়ম্বনারম্ভিভিঃ।
বিলিম্পদিব বর্ণকাবলিসহোদরৈর্দিক্‌তটী,
মুখদ্যুতিভরৈর্ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগম্ ॥ ২ ॥
বিলাসকলহোদ্ধতিস্খলদমন্দসিন্দূরভা,-
গখর্ব্বমদনাঙ্কুশপ্রকরবিভ্রমৈরঙ্কিতম্।
মদোদ্ধুরমিবেভয়োর্মিথুনমুল্লসদ্বল্লরী,-
গৃহোৎসবরতং ভজে ব্রজনবীনযুনোর্যুগম্ ॥ ৩ ॥

একটি শ্যামল দ্যুতি, অপরা সুগৌরী,—
হেন রাধা-গোবিন্দের যুগল মূরতি ;
ভজনের তরে ক'বে হবে মোর রতি ? ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ণশশধরের ও প্রফুল্ল অম্বুজের সৌন্দর্য্য গর্ব্ব খর্ব্ব-কারিণী শ্রীমুখকান্তি দ্বারা কুঙ্কুমাদি অনুলেপনের ন্যায় যাঁহার দশদিক অনুলিপ্ত করিতেছেন সেই-ব্রজনবীন কিশোরী ও ব্রজনবীন কিশোরকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥

ঔদ্ধত্য হেতু রতি কলহে স্খলিত সিন্দূরবিন্দু দ্বারা যাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, কন্দর্পের অঙ্কুশপাতের ন্যায় যাহাদের সর্ব্বাঙ্গ নখক্ষত চিহ্নে চিহ্নিত, মদমত্ত মাতঙ্গমিথুনের ন্যায় কুঞ্জকুটীরে শৃঙ্গার মহোৎসবে আসক্ত সেই ব্রজনবযুবতী ও নবযুবরাজ রাধাকৃষ্ণ যুগল-মূর্ত্তিকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—ফুল্ল শতদল আর সমৃদ্ধবিধুর,—
সুষমা-গরবহারী মৃদুল-মধুর,
নিজেদের বদনের কান্তিতে সুন্দর,

ঘনপ্রণয়নির্ঝরপ্রসরলব্ধপূর্ত্তের্মনো,
হ্রদস্য পরিবাহিতামনুসরদ্ভিরস্রৈঃ প্লুতম্।
স্ফুরত্তনুরুহাঙ্কুরৈর্নবকদম্বজৃম্ভশ্রিয়ং,
ব্রজত্তদনিশং ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগম্ ॥ ৪ ॥

কস্তূরী কুঙ্কুমসম বর্ণে নিরন্তর,
যে দু'জনে দিগ্বধূরে করেন রঞ্জিত,
কিশোরী-কিশোরে সেই প্রীতি যুগলিত,
দাসী হয়ে কবে ব্রজে করিব ভজন ;
যুগল কৃপার আশে কাঁদে সদা মন ॥ ২ ॥
বিলাস কলহে, উদ্ধতা বশে স্খলিত সিন্দুর দ্বারা,
সুন্দররূপে, সারা কলেবরে, বিভূষিত হ'ন যাঁরা ॥
প্রবল-বিক্রম, মন্মথরাজের, অঙ্কুশ-পাতের মত।
শোভিছে যাঁদের, সকল শরীরে, অসংখ্য নখক্ষত ॥
মদ-প্রমত্ত, মাতঙ্গ-মিথুন, সম যাঁরা নিরন্তর।
বল্লরী-গৃহে শৃঙ্গার উৎসবে, অনুরক্ত-অন্তর ॥
ব্রজের নবীন, কিশোরী-কিশোর, সেই শ্রীরাধিকা-শ্যামে।
কবে অশ্রু জলে, প্রাণ-পুষ্পদলে ভজিব গো ব্রজধামে ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ— প্রগাঢ় প্রণয়রসে পরিপূর্ণ, বিগলিত আনন্দাশ্রুরূপ বারি প্রবাহে পরিব্যাপ্ত এবং রোমাঞ্চ-স্বরূপ নবকদম্ব কুসুমে শোভিত যাঁহাদের চিত্তসরোবর বিরাজমান হইতেছে, সেই ব্রজ-নবযুবতী ও ব্রজনবযুবরাজ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তিকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ— যাঁদের নিবিড়, প্রেম প্রস্রবণ,
অতিশয়রূপে, প্রসার কারণ,

অনঙ্গরণবিভ্রমে কিমপি বিভ্রদাচার্য্যকং,
মিথশ্চলদৃগঞ্চলদ্যুতিশলাকয়া কীলিতম্।
জগত্যতুলধর্ম্মভির্মধুরনর্ম্মভিস্তন্বতো,-
মিথো বিজয়িতাং ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগম্॥ ৫ ॥

চিত্তরূপ-হ্রদ---প্রবাহানুগত,
আনন্দের অশ্রু-রাশি দ্বারা প্লুত,
শ্রীঅঙ্গে উদিত, রোমাঞ্চ নিচয়,—
ফুল্ল নবনীপ, সম শোভাময়,—
সেই বরজের নবীন যুগলে,
করিব ভজনো নয়নেরি জলে ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহারা স্মরযুদ্ধে পরস্পরের আচার্য্য হইতেছেন, চঞ্চল অপাঙ্গদ্যুতি-শলাকা দ্বারা পরস্পর বিদ্ধ হইতেছেন এবং যাঁহারা জগতের অতুল ধর্ম্মাবহ মধুর নর্ম্মবিলাস দ্বারা পরস্পর জয়লাভ করিতে-ছেন এবম্বিধ সেই ব্রজনবযুবতী ব্রজনবযুবরাজ রাধা-কৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তিকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—অনঙ্গ-সমর-বিলাসে যাঁহারা, নিকুঞ্জে মনোহর,-
একে অপরের আচার্য্য-স্বরূপ' হইয়া পরস্পর—
চঞ্চল-দৃগ-দ্যুতি-শলাকায়, সদা সুবিদ্ধ সুন্দর ॥
জগতে অতুল ভাব সম্পন্ন (নর্ম) বাক্য বিলাস দ্বারা,-
পরস্পর দোঁহে, একই সমান, বিজয় লভিছে যাঁ'রা,—
প্রেম-লীলা-রসে নিয়ত বিভোর, সে ব্রজ-নবীনদ্বয়ে,—
ভজনের তরে, কাঁদে মোর মন, পীরিতি কুসুমচয়ে ॥ ৫ ॥

অদৃষ্টচরচাতুরীচলচরিত্র-চিত্রায়িতৈঃ,
সহ প্রণয়িভির্জনৈর্বিহরমানয়োঃ কাননে।
পরস্পরমনোমৃগং শ্রবণচারুণা চর্চ্চরী,-
চয়েন রজয়দ্ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগম্ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ—সচ্চরিত্রত ও সুন্দর চাতুর্যাদিগুণে বিভূষিত ললিতা প্রভৃতি সখীগণের সহিত যাঁহারা কাননে বিহার করিতেছেন এবং যাঁহারা চর্চ্চরীবাদ্যদ্বারা পরস্পর পরস্পরের চিত্তমৃগ অনুরঞ্জিত করিতেছেন, ঈদৃশ সেই ব্রজনবযুবতী ও ব্রজনবযুবরাজ রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তিকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—অদৃষ্ট, অশ্রুত, বিলাস চাতুরীতে,
যাঁরা সুবিস্মিত, করে সর্ব-চিতে,
এমন বিচিত্রা, অনুরাগবতী,
লীলতাদি প্রিয়সখীর সংহতি,
যেই দুইজনে পুলকিত মনে,
করিছে বিহার বৃন্দা-কাননে,
চারু-'চরচরী' বাদ্যে পরস্পর,
মনোমৃগে যাঁরা রঞ্জনে তৎপর,
সেই নবযুবা, নবীনাযুবতী,
শ্যামসুন্দর, সুন্দরী শ্রীমতী,—
এহেন মোহন নবীন যুগলে,
কবে বা ভজিব নয়নেরি জলে? ॥ ৬ ॥

মরন্দভরমন্দির-প্রতিনবারবিন্দাবলি,-
সুগন্ধিনি বিহারয়োর্জ্জলবিহারবিস্ফূর্জ্জিতৈঃ।
তপে সরসি বল্লভে সলিলবাদ্যবিদ্যাবিধৌ,
বিদগ্ধভুজেয়োর্ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগ্মম্ ॥ ৭ ॥
মৃষাবিজয়কাশিভিঃ প্রথিতচাতুরীরাশিভি,
গ্লহস্য হরণং হঠাৎ প্রকটয়দ্ভিরুচ্চৈর্গিরা।
তদক্ষকলিদক্ষয়োঃ কলিতপক্ষয়োঃ সাক্ষিভিঃ,
কুলৈঃ স্বসুহৃদাং ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগ্মম্ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহারা গ্রীষ্মকালে মকরন্দ-পূর্ণ অভিনব অরবিন্দাবলী গন্ধে সুগন্ধময় প্রিয় রাধাকুণ্ডে জলবিহার করিতেছেন এবং ঐ সময়ে হৃদয়স্থ মুক্তাহার ছিন্ন হইলে হারশূন্য হইয়া যাঁহারা বিরাজ করিতেছেন এবং যাঁহাদের পরস্পরের ভুজযুগল সুন্দর জলবাদ্য করিতে তৎপর, ঈদৃশ সেই ব্রজনবযুবতী ও ব্রজনবযুবরাজ রাধাকুষ্ণ যুগলমূর্ত্তি আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

কণ্ঠস্থ হার পণ রাখিয়া যাঁহাদের দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ হইলে পরমচতুরা ললিতাদি সখী শ্রীরাধিকার পক্ষ হইয়া রাধিকার জয়, এ হার রাধিকার হইয়াছে এই প্রকারে উচ্চৈঃস্বরে মিথ্যা জয়ঘোষণা করিতেছেন, কখন বা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ মধুমঙ্গলাদি বয়স্যগণ শ্রীকৃষ্ণের জয়, এ হার শ্রীকৃষ্ণের হইল, এইরূপ দ্যূতক্রীড়াসক্ত সেই ব্রজনবযুবতী ও ব্রজনবযুবরাজ রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ— নিদাঘ-সময়ে মকরন্দপূর,
নব-অরবিন্দ, রাজির প্রচুর,—
সুগন্ধি-শীতল, রাধা-কুণ্ড জলে,

ইদং বলিততুষ্টয়ঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকং,
দ্বয়োর্গুণবিকাশি যে ব্রজনবীনযূনোর্জনাঃ ।
মুহুর্নবনবোদয়াং প্রণয়মাধুরীমেতয়ো,-
রবাপ্য নিবসন্তি তে পদসরোজযুগ্মান্তিকে ॥ ৯ ॥

বিহার-নিরত, যাঁরা কুতুহলে
উদ্দাম-ক্রীড়ায় যাঁদের গলার,
হইলে ছিন্ন, মুকুতা হার,—
মাল্যহীন কণ্ঠে, যাঁরা দুইজন,
ভুজযুগে, জলবাদ্য পরায়ণ
এমন বিদগ্ধ, কিশোরী-কিশোরে,
কবে বা ভজিব, লোচনেরি লোরে ? ॥ ৭ ॥

কণ্ঠহার কভু পণ রূপে রাখি, পাশক-ক্রীড়ন-আরম্ভ হ'লে,—
রাধা-সুন্দরীর পক্ষ হ'য়ে যবে, পরমা চতুরী অলির দলে,
"বিজয়িনী রাই, এ মালা তাঁহারি",—এরূপ মিথ্যা ঘোষণা রতা,—
শ্যামের পক্ষেও মধুমঙ্গলাদি, গাহিয়া উচ্চে বিজয়-কথা,—
গরবিত মনে করিছে হরণ প্যারীর সুচারু মুকুতাহার,
সেই অক্ষ-কলি-দক্ষ ব্রজের নবীন গোবিন্দ আর গান্ধর্ব্বার,
মধুর যুগল কিশোর-মূরতি, ভজনের তরে আমার মনে,
কবে বা জাগিবে আকুল কামনা, কাঁদাবে সতত সঙ্গোপনে ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—রাধা ও কৃষ্ণ এই উভয়ের গুণ প্রকাশি এই পদ্যাষ্টক যিনি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন, তিনি লোকোত্তর চমৎকারিণী তাঁহাদের প্রণয় মাধুরী আস্বাদন করিয়া চরমে তাঁহাদের পাদপদ্ম-যুগল-প্রান্তে বাস করেন ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—

ব্রজের নবীনাযুবতী রাধিকা। কৃষ্ণ মনোরমা প্রাণের অধিকা॥
নব যুবরাজ রসিকশেখর। রাধা-প্রাণেশ্বর শ্যাম বংশীধর॥
সে' দুই জনার, গুণ-বিকাশক। অতি রসময়-এই পদ্যাষ্টক॥
নিরত যে জন পঠন-মননে। সন্তুষ্ট-হৃদয়ে সশ্রদ্ধ-যতনে॥
নিত্যনবোদিত চমৎকারিণী। প্রণয়-মাধুরী আস্বাদিয়া তিনি॥
রহিয়া চরমে, পাদপদ্ম প্রান্তে। সেবিবে একান্তে, যুগল কান্তে॥ ৯॥

॥ ইতি ব্রজনবীনদ্বয়াষ্টকম্ ॥

শ্রীব্রজনবীনযুবদ্বন্দ্বাষ্টকম্

ধ্যানঃ—

কোণোনাক্ষ্ণঃ পৃথুরুচি মিথোহারিণা লিহ্যমানা,-
বেকৈকেন প্রচুরপুলকেনোপগূঢ়ৌ ভুজেন।
গৌরীশ্যামৌ বসনযুগলং শ্যামগৌরং বসানৌ,
রাধাকৃষ্ণৌ স্মরবিলসিতোদ্দামতৃষ্ণৌ স্মরামি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহারা প্রীতি-পূর্ব্বক সুন্দর নয়নোপান্ত দ্বারা পরস্পরের রূপ পরস্পর দর্শন করিতেছেন, পরস্পরে পুলকাঙ্কিত হস্ত দ্বারা পরস্পর আলিঙ্গিত হইতেছেন এবং যাঁহারা পরস্পর কন্দর্প বিলাসে সতৃষ্ণ, ঈদৃশ গৌরবর্ণা ও নবনীরদকান্তি সেই রাধাকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—প্রচুর কান্তি বিস্তারকারী, পরম রুচির-নয়ন-কোণে,—
পরস্পর যাঁরা, একে অপরের, হেরিছেন শোভা প্রীতির সনে,
রোমাঞ্চ-নিকর মণ্ডিত দোঁহার—আপন আপন ভুজের দ্বারা,
একে অন্যের করি আলিঙ্গন, হর্ষামোদে যাঁরা আত্মহারা ॥
শ্যাম গৌরবর্ণ-বসন-যুগল, শ্রীঅঙ্গে ধারণকারী।
একে হেম গৌরী, অপরটি—শ্যাম-নবীন-নীরদ-কান্তিধারী
মদন-বিলাসে সদাতৃষ্ণাকুল, সেই রাধাকৃষ্ণ-দুইজনে
করিবারে ধ্যান, চাহে মোর প্রাণ, সতত রহিয়া বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥

শ্রীকার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রম্

শ্রীবৃন্দাবনেশৌ জয়তঃ

তিষ্ঠন্ বৃন্দাটবীকুঞ্জে বিজ্ঞপ্তিং বিদধাত্যসৌ।
বৃন্দাটবীশয়োঃ পাদপদ্মেষু কৃপণো জনঃ ॥ ১ ॥
নবেন্দীবরসন্দোহ-সৌন্দর্য্যাস্কন্দনপ্রভম্।
চারুগোরোচনাগর্ব্বগৌরবগ্রাসিগৌরভাম্ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—বৃন্দাবনের নিকুঞ্জে অবস্থিতি করিয়া এই দীন ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবনের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের ঈশ্বরী ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধিকার পাদপদ্মে এই নিবেদন করিতেছে ॥ ১ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! তুমি শ্রীঅঙ্গের কান্তিদ্বারা নবীন ইন্দীবর সমূহের সৌন্দর্য্য গর্ব্বখর্ব্ব করিতেছ। হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমি অঙ্গকান্তি দ্বারা সুন্দর গোরোচনার কান্তিগর্ব্ব গ্রাস করিতেছ ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—বৃন্দাটবী-কুঞ্জমাঝে করিয়া বসতি,
অতিশয় দৈন্যভরে এই দীন মতি,
বৃন্দাবন-ঈশ ঈশার চরণ-কমলে,
করে কিছু নিবেদন—ভাসি নেত্রজলে ॥ ১ ॥
ওহে বৃন্দাবনেশ্বর। কান্তি তব মনোহর,
জিনি' নবনীলপদ্মচয়!
অয়ি বৃন্দবনেশ্বরি! গোরোচনা গর্বহারী,
তব গৌর বর্ণ প্রভাময় ॥ ২ ॥

শাতকুম্ভকদম্বশ্রীবিড়ম্বিস্ফুরদম্বরম্।
হরতা কিংশুকস্যাংশূনংশুকেন বিরাজিতাম্ ॥ ৩ ॥
সর্ব্বকৈশোরবদ্বৃন্দচূড়ারূঢ়হরিন্মণিম্।
গোষ্ঠাশেষকিশোরীণাং ধম্মিল্লোত্তংসমল্লিকাম্ ॥ ৪ ॥
শ্রীশমুখ্যাত্মরূপাণাং রূপাতিশয়িবিগ্রহম্।
রমোজ্জ্বলব্রজবধূব্রজবিস্মাপি-সৌষ্ঠবাম্ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনেশ্বর! তোমার বসন শোভায় স্বর্ণ-রাশির শ্রী বিড়ম্বিত হইতেছে। হে বৃন্দাবনেশ্বরি! পলাশ কুসুমের সৌন্দর্য্য-হারি অরুণবর্ণ বসনে তুমি সুশোভিত ॥ ৩ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! তুমি কৈশোরবয়স্ক যাবতীয় ব্রজবালকগণের শিরোভূষণ মরকত মণিস্বরূপ। হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমিও যাবতীয় ব্রজরমণীগণের শিরোভূষণ মল্লিকা কুসুম ॥ ৪ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! নারায়ণ, বাসুদেব প্রভৃতি যে সকল তোমার মূর্ত্তি আছে ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে দ্বিভুজ মুরলীধারীরূপই সর্বাপেক্ষা-সুন্দর; হে বৃন্দাবনেশ্বরি! লক্ষ্মী অপেক্ষাও পরম রূপবতী ব্রজরমণীগণ তোমার রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হন ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে বৃন্দাবনেশ্বর! সুবর্ণ জিনি' সুন্দর,
তব পীত বসনের শোভা।
অয়ি বৃন্দাবনেশ্বরি! পলাশের গর্বহরি'
রক্তবাস কৃষ্ণ মনোলোভা,— ॥ ৩ ॥
ওহে কৃষ্ণ! বরজের, সুকিশোর নিকরের,
শিরে তুমি মরকত মণি।
রাধে! যত ব্রজবালা, কবরীতে মল্লিমালা
জিনি' তুমি আদরিণী ধনি! ॥ ৪ ॥

সৌরভ্যহৃতগান্ধর্ব্বং গন্ধোন্মাদিতমাধবাম্ ।
রাধারোধনবংশীকং মহতীমোহিতচ্যুতাম্ ॥ ৬ ॥
রাধাধৃতিধনস্তেনলোচনাঞ্চলচাপলম্ ।
দৃগঞ্চলকলাভৃঙ্গীদষ্টকৃষ্ণহৃদম্বুজাম্ ॥ ৭ ॥

ওহে কৃষ্ণ !
বাসুদেব নারায়ণ, আদি অবতার গণ,
জিনি' তব বিগ্রহ সুন্দর ।
অয়ি রাধে !
রমাপেক্ষা রূপবতী, যত নব ব্রজসতী
তব রূপে বিস্মিত অন্তর ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনেশ্বর ! তোমার শ্রীঅঙ্গের সৌরভে শ্রীরাধিকা আকৃষ্ট হন, হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! তুমিও নিজ অঙ্গের সৌরভে শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত কর, হে কৃষ্ণ ! তুমি বংশীদ্বারা শ্রীরাধিকাকে অবরোধন কর, হে শ্রীমতি তুমি বীণাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিমোহিত কর ॥ ৬ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর ! তোমার কটাক্ষরূপ চৌর শ্রীরাধিকার ধৈর্য্যধন অপহরণ করিতেছে, হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! ত্বদীয় কটাক্ষরূপ ভ্রমরী শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাম্বুজ দংশন করিতেছে ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—তব অঙ্গ-গন্ধে কৃষ্ণ ! শ্রীরাধিকা সতৃষ্ণ,—
তুমি তাঁ'য় কর আকর্ষণ ।
রাধে ! অঙ্গগন্ধে তব, কৃষ্ণ চিত্তে রাসোৎসব,
উন্মাদিত করে তাঁর মন ॥
কৃষ্ণ ! তব বংশীস্বরে, শ্রীরাধারে স্তব্ধ করে,—
সর্বকর্ম হয় নিরোধন ;
রাধে ! মহতীর গানে, অচ্যুত মোহিত প্রাণে,
করে তব পথ নিরীক্ষণ ॥ ৬ ॥

রাধাগূঢ়পরীহাস-প্রৌঢ়িনির্বচনীকৃতম্ ।
ব্রজেন্দ্রসুতনর্ম্মোক্তিরোমাঞ্চিত-তনূলতাম্ ॥ ৮ ॥
দিব্যসদ্‌গুণমাণিক্যশ্রেণীরোহণপর্ব্বতম্ ।
উমাদিরমণীব্যূহস্পৃহণীয়-গুণোৎকরাম্ ॥ ৯ ॥

করে সদা হরণ, শ্রীরাধার ধৈর্য্যধন,—
কৃষ্ণ ! তব কটাক্ষ তস্কর ।
অলি সম নেত্রাঞ্চলে, কৃষ্ণ হৃদি শতদলে,
রাধে ! তুমি দংশিছ সুন্দর ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনেশ্বর ! শ্রীরাধিকার গূঢ়পরিহাস বাক্যে তুমি নিরুত্তর হও, হে শ্রীমতি ! তুমি ব্রজেন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্যে রোমাঞ্চিত কলেবর হও ॥ ৮ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর ? তুমি সুদিব্যগুণরূপমণি মাণিক্যের রত্ন পর্ব্বত স্বরূপ, হে বৃন্দাবনেশ্বরি উমা লক্ষ্মী প্রভৃতি তোমার গুণ সমূহ বাঞ্ছা করেন ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে বৃন্দাবনেশ্বর, হও তুমি নিরুত্তর,
শ্রীমতীর গূঢ় পরিহাসে ।
অয়ি বৃন্দারণ্য রাণী ! শ্রীকৃষ্ণের নর্ম বাণী,
দেহে তব রোমাঞ্চ বিকাশে ॥ ৮ ॥
ওহে বৃন্দাবনেশ্বর, তুমি মহামনোহর,
দিব্য গুণ মাণিক্য পর্ব্বত ।
অয়ি বৃন্দাবনেশ্বরি ! উমা আদি মহেশ্বরী
বাঞ্ছে তব সদ্গুণ নিয়ত ॥ ৯ ॥

ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনাধীশ ! ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনেশ্বরি !
কাকুভির্বন্দমানোঽয়ং মন্দঃ প্রার্থয়তে জনঃ ॥ ১০ ॥
যোগ্যতা মে ন কাচিদ্বাং কৃপালাভায় যদ্যপি ।
মহাকৃপালুমৌলিত্বাত্তথাপি কুরুতং কৃপাম্ ॥ ১১ ॥
অযোগ্যে সাপরাধেঽপি দৃশ্যন্তে কৃপয়াকুলাঃ ।
মহাকৃপালবো হন্ত লোকে লোকেশবন্দিতৌ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনেশ্বর ! হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! এই অজ্ঞ আমি তোমাদিগকে যথা শক্তি স্তব করিয়া কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১০ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর ! হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! তোমাদিগের কৃপালাভ করিতে যদিও আমার কোন যোগ্যতা নাই তথাপি আমাকে কৃপা করিতে হইবে, যেহেতু তোমরা দয়ালুর শিরোমণি ॥ ১১ ॥

এই জগতে যাঁহারা মহাকৃপালু বলিয়া পরিচিত তাঁহারা অযোগ্য ও অপরাধী জনকে দয়া করিয়া থাকেন, তোমরা সেই সমস্ত মহাদয়ালুরও শিরোমণি, সুতরাং আমি অযোগ্য ও অপরাধী হইলেও আমাকে কৃপা করিতে হইবে ॥ ১২ ॥

পদ্যানুবাদ—অয়ি রাধে ! ওহে কৃষ্ণ ! এই মন্দমতি জন,
দৈন্যভরে করিয়া বন্দন ।
কাতর বচনে আজি, প্রাণের প্রার্থনা রাজি,
পাদপদ্মে করিছে জ্ঞাপন ॥ ১০ ॥
তোমাদের কৃপা পাই, কোনই যোগ্যতা নাই,
করি তবু আশা অনুক্ষণ ।
দয়ালের শিরোমণি, শ্রীরাধে ! শ্রীনীলমণি !
কর মোরে করুণা বর্ষণ ॥ ১১ ॥

ভক্তের্বাং করুণাহেতোর্লেশাভাসোঽপি নাস্তি মে।
মহালীলেশ্বরতয়া তদপ্যত্র প্রসীদতম্ ॥ ১৩ ॥
জনে দুষ্টেঽপ্যভক্তেঽপি প্রসীদন্তো বিলোকিতাঃ।
মহালীলা-মহেশাশ্চ হা নাথৌ বহবো ভুবি ॥ ১৪ ॥

পরম দয়ালুগণে, সদা কৃপাকুল মনে,
করে দয়া সাপরাধ নরে।
বিধি আদি লোকেশ্বর, পূজ্য রাধা-গিরিধর
(এবে) কৃপা কর মো হেন পামরে ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—দয়ার কারণ যে ভক্তি সেই ভক্তির লেশ মাত্রও আমাতে নাই তথাপি আমাকে কৃপা করিতে হইবে, যেহেতু তোমরা পতিত উদ্ধারের নিমিত্ত এই মহালীলা প্রকাশ করিয়াছ ॥ ১৩ ॥

হা নাথ! বৃন্দাবনেশ্বর! হা বৃন্দাবনেশ্বরি! দেখুন এই জগতে অনেক দয়াবান্ পুরুষ আছেন, মহালীলাকারী শঙ্কর প্রভৃতি অনেক দেবতা আছেন, তাঁহারা অপরাধী ও অভক্ত জনকে দর্শনমাত্রে কৃপা করিয়া থাকেন, আপনারা সকলের শ্রেষ্ঠ, সুতরাং এই অপরাধী জনকে কৃপা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

পদ্যানুবাদ—কৃপা হেতু,—ভক্তিসার, কিন্তু লেশমাত্র তা'র,
চিত্তে মোর নাহি বর্তমান।
কিন্তু সর্বশক্তিধর, দোঁহে মহালীলেশ্বর,
এ' অধমে কোরো কৃপাদান ॥ ১৩ ॥
দয়ালু পুরুষবর, আছে বিশ্বে বহুতর,
মহেশাদি—মহালীলাময়।
দুষ্ট ও অভক্ত জনে, হেরি' কৃপা বিলোকনে,
প্রসাদ করেন অতিশয় ॥

অধমোঽপ্যুত্তমং মত্বা স্বমজ্ঞেঽপি মণীষিণম্।
শিষ্টং দুষ্টোঽপ্যয়ং জন্তুর্মন্তুং ব্যথিত যদ্যপি ॥ ১৫ ॥
তথাপ্যস্মিন্ কদাচিদ্বামধীশৌ নামজল্পিনি।
অবদ্যবৃন্দনিস্তারিনামাভাসৌ প্রসীদতম্ ॥ ১৬ ॥

হা হা বৃন্দাবনেশ্বরি ! হা নাথ ! ব্রজেশহরি !
তোমরা তো সর্বশ্রেষ্ঠতম।
এই অপরাধী জনে, কৃপা-মৃত বিতরণে,
রক্ষা কর,—বাঁচাও জীবন ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনেশ্বর ! হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! আমি অতি অধম হইলেও আমাকে উত্তম জ্ঞান করিয়া, আমি অজ্ঞ হইলেও পণ্ডিত জ্ঞান করিয়া, আমি দুষ্ট হইলেও শিষ্ট বিবেচনা করিয়া এবং অপরাধী হইলেও নিরপরাধী করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১৫ ॥

পাপীগণ নামাভাসেও যদি তোমাদিগের নাম কীর্তন করে তাহা হইলেও তোমরা তাহাদিগের নিস্তার কর। অতএব আমি যদি কখনও তোমাদিগের নাম কীর্তন করিয়া থাকি সেই পুণ্য বলে আমার প্রতি তোমরা প্রসন্ন হও ॥ ১৬ ॥

পদ্যানুবাদ—হয়ে অতি শোচ্যাধম, নিজে মানি অত্যুত্তম,
অজ্ঞ, তবু বিজ্ঞ অভিমানী।
যদিও পরমদুষ্ট, আপনারে মানি শিষ্ট,
হেন মহা অপরাধী আমি ॥ ১৫ ॥
তথাপি হে ঈশে ! ঈশ ! তোমাদের নামাভাস,
করে মহাপাতকী উদ্ধার।
যদি কভু এ' অধম, করে নাম কীর্তন,
প্রসন্ন হও হে একবার ॥ ১৬ ॥

যদক্ষম্যং নু যুবয়োঃ সকৃদ্ভক্তিলবাদপি ॥
তদাগঃ ক্বাপি নাস্ত্যেব কৃত্বাশাং প্রার্থয়ে ততঃ ॥ ১৭ ॥
হন্ত ক্লীবোঽপি জীবোঽয়ং নীতঃ কষ্টেন ধৃষ্টতাম্।
মুহুঃ প্রার্থয়তে নাথৌ প্রসাদঃ কোঽপুদঞ্চতু ॥ ১৮ ॥
এষ পাপী রুদন্নুচ্চৈরাদায় রদনৈস্তৃণম্।
হা নাথৌ নাথতি প্রাণী সীদত্যত্র প্রসীদতম্ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—অপরাধীগণ তোমাদিগের প্রতি একবার কিঞ্চিৎমাত্র ভক্তি প্রকাশ করিলেই তাহাদিগের অপরাধ আর থাকে না, অতএব সেই ভরসা করিয়া আমি কৃপা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৭ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! আমি সাধন-বলহীন এবং এই সংসারে বারম্বার ক্লেশ ভোগ বশতঃ অসহ্য হইয়া তোমাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমরা আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১৮ ॥

আমি পাপাত্মা, আমি দন্তে তৃণ করিয়া হা নাথ! হা কৃষ্ণ! হা বৃন্দাবনেশ্বরি! এইরূপ শব্দে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছি; অতএব অতিশয় কাতর এই জনের প্রতি তোমরা প্রসন্ন হও ॥ ১৯ ॥

পদ্যানুবাদ—মহা অপরাধী গণে, ভক্তি-লব আচরণে,
অনায়াসে পায় যে নিস্তার।
সে' ভরসা ধরি' মনে, দোঁহাকার শ্রীচরণে,
কৃপা ভিক্ষা করি বারবার ॥ ১৭ ॥
সাধন-সম্পন্ন হীন, আমি অতিশয় দীন,
মহাক্লিষ্ট, ধৃষ্টতম ছার।
অয়ি রাধে! শ্যাম রায়! কি আর বলিব হায়!
প্রসন্নতা হউক দোঁহার ॥ ১৮ ॥
হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বরি! সুউচ্চ রোদন করি'
তৃণগুচ্ছ ধরিয়া দশনে।

হাহারাবমসৌ কুর্ব্বন্ দুর্ভগো ভিক্ষতে জনঃ
এতাং মে শৃণুতং কাকুং কাকুং শৃণুতমীশ্বরৌ ॥ ২০ ॥
যাচে ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য হা হা কাকুভিরাকুলঃ।
প্রসীদতমযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ করুণার্ণবৌ ॥ ২১ ॥

এ পাপাত্মা আর্তিভরে, সতত প্রার্থনা করে,
সুপ্রসন্ন হও দুইজনে ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—হা নাথ! বৃন্দাবনেশ্বর! হা বৃন্দাবনেশ্বরি! এই দুর্ভাগ্য আমি হাহাকার করিয়া তোমাদিগের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি, অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমার কাকুবাক্যের প্রতি একবার কর্ণপাত কর ॥ ২০ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তোমরা উভয়েই করুণার সমুদ্র। আমি অযোগ্য ও অধম হইলেও ব্যাকুল হইয়া ফুৎকার করত কাকুবাক্যে তোমাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২১ ॥

পদ্যানুবাদ—হে রাধে! হে শ্যাম চাঁদ! ক'রে মহা আর্তনাদ'
এ' দুর্ভাগা করিছে প্রার্থনা।
শুন শুন কাকুবাণী, বাঁচাও এ' মৃতপ্রাণী,
একবার করহে করুণা ॥ ২০ ॥

অয়ি বৃন্দাবনাধীশে! বৃন্দাবনেশ্বর!
তোমরা দু'জনে মহা করুণা সাগর!
অযোগ্য অধম আমি, কাতর-বচনে,
ফুকারি' ফুকারি'—অতি বেয়াকুল মনে,
করিতেছি তোমাদের চরণে প্রার্থনা,
মোর পরে সুপ্রসন্ন হও হে দু'জনা ॥ ২১ ॥

ক্রোশত্যার্ত্তস্বরৈরাস্যে ন্যস্যাঙ্গুষ্ঠমসৌ জনঃ।
কুরুতং কুরুতং নাথৌ করুণাকণিকামপি ॥ ২২ ॥
বাচেহ দীনয়া যাচে সাক্রন্দমতিমন্দধীঃ
কিরতং করুণস্বান্তৌ করুণোর্ম্মিচ্ছটামপি ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীমতি! আমি মুখে অঙ্গুষ্ঠ অর্পণ করিয়া আর্তস্বরে রোদন করিতেছি, অতএব আমার প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ কর ॥ ২২ ॥

হে দয়াদ্রচিত্ত! হে দয়াদ্র হৃদয়ে! রাধিকে! এই শ্রীবৃন্দাবনে অতি মন্দবুদ্ধি আমি রোদন করিতে করিতে অতিশয় দীনবাক্যে তোমাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার প্রতি করুণা-তরঙ্গের ছটা বিতরণ কর ॥ ২৩ ॥

পদ্যানুবাদ—হে নাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! ঈশ্বরী রাধিকে!

মুখেতে অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে, এ'জন আজিকে,
অতিশয় আর্ত-স্বরে, করিছে রোদন,
করুণা-কণিকা তা'রে কর বিতরণ ॥ ২২ ॥

সদয়-হৃদয়া রাই! সদয়-মতি হে কানাই।
তোমাদের প্রিয় বৃন্দাবনে।
এই মন্দমতি জনে, উচ্চরবে সক্রন্দনে,
নিবেদিছে সদৈন্য বচনে,—
করুণাতরঙ্গের লেশমাত্র দানে।
রক্ষা কর, রক্ষা কর, ব্যথিত পরাণে ॥ ২৩ ॥

মধুরাঃ সন্তি যাবন্তো ভাবাঃ সর্ব্বত্র চেতসঃ।
তেভ্যোঽপি প্রেমমধুরং প্রসাদীকুরুতং নিজম্ ॥ ২৪ ॥
সেবামেবাস্তু বাং দেবাবীহে কিঞ্চন নাপরম্।
প্রসাদাভিমুখৌ হন্ত ভবন্তৌ ভবতাং ময়ি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ কৃষ্ণ! হে শ্রীমতি রাধিকে তোমাদের গোলোকাদি নিত্যধামে সালোক্যাদি যে সকল মধুরভাব আছে, ঐসকল ভাব অপেক্ষা তোমাদের প্রেম ভাবই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও চিত্ত-প্রীতিকর, অতএব সেই নিজ প্রেম আমাকে বিতরণ করিয়া কৃতার্থ কর ॥ ২৪ ॥

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীমতি! অদ্য আমি আর কিছু প্রার্থনা করি না কেবল তোমাদের সেবা প্রার্থনা করিতেছি, অতএব আমার প্রতি তোমরা প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

পদ্যানুবাদ—গোলোকাদি নিত্যধামে, তোমাদের তুষ্টকামে
যত ভাবাবলী বিদ্যমান।
তার মাঝে-মনোহর, সদা চিত্ত-প্রীতিকর,
প্রেমভাবই সবার প্রধান ॥
সে' মধুর প্রেমভাব, কিরূপে বা হবে লাভ?
হে রাধে! হে বৃন্দাবন নাথ।
সুপ্রসন্ন হ'য়ে চাও, নিজ প্রেম সেবা দাও,
এ' দাসীরে কর আত্মসাৎ ॥ ২৪ ॥
ইষ্টদেব শ্যামরায়! অয়ি ইষ্টদেবি।
সতত মানসে আশা,—তোমাদের সেবি ॥
সে' কারণে দৈন্যভরে এ' দাসিকা আজ।
ভিক্ষা করিছে মাত্র, সেবনের কাজ ॥

নাথিতং পরমেবেদমনাথজনবৎসলৌ।
স্বং সাক্ষাদ্দাস্যমেবাস্মিন্ প্রসাদীকুরুতং জনে ॥ ২৬ ॥
অঞ্জলিং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য দীনোঽয়ং ভিক্ষতে জনঃ।
অস্য সিদ্ধিরভীষ্টস্য সকৃদপ্যুপপাদ্যতাম্ ॥ ২৭ ॥
অমলো বাং পারমলঃ কদা পরিমিলন্ বনে।
অনর্ঘেণ প্রমোদেন ঘ্রাণং মে ঘূর্ণয়িষ্যতি ? ॥ ২৮ ॥

শ্রীচরণে আর কিছু, না করি প্রার্থনা।
দু'জনে প্রসন্ন হ'য়ে পুরাও কামনা ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অনাথ-জনবৎসল ! শ্রীকৃষ্ণ ! হে অনাথ-জনপালিকে রাধিকে ! সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমি ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমাদের দাস্যভাব প্রদান করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২৬ ॥

এই দীনহীন আমি মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এই ভিক্ষা করিতেছি যে, তোমরা আমার প্রতি একবার দয়া প্রকাশ করিয়া আমার—অভীষ্ট পূর্ণ কর ॥ ২৭ ॥

আহা ! তোমরা কবে শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জে উভয়ে মিলিত হইবে এবং তোমাদের শ্রীঅঙ্গের গন্ধ অতুল আনন্দদান করিয়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বিচলিত করিবে ? ॥ ২৮ ॥

পদ্যানুবাদ—অনাথ বৎসলে রাধে ! হে অনাথবৎসল !

দু'জনার পাশে এই প্রার্থনা কেবল।
সাক্ষাৎ দাসত্বরূপ, প্রসাদ পরম,
এ' দীনা দাসীর প্রতি করুন আপনি ॥ ২৬ ॥
মস্তকে অঞ্জলি ধরি'—দীন আমি ভিক্ষা করি,
করুণা প্রকাশি'—একবার।
সিদ্ধ কর অভীষ্ট আমার ॥ ২৭ ॥

রঞ্জয়িষ্যতি কর্ণৌ মে হংসগুঞ্জিতগঞ্জনম্ ।
মঞ্জুলং কিং নু যুবয়োর্মঞ্জীরকলসিঞ্জিতম্ ॥ ২৯ ॥
সৌভাগ্যাঙ্কুরথাঙ্গাদিলক্ষিতানি পদানি বাম্ ।
কদা বৃন্দাবনে পশ্যন্নুন্মদিষ্যত্যয়ং জনঃ ॥ ৩০ ॥

বৃন্দাবন-কুঞ্জে কবে, তোমরা মিলিত হবে,—
অমূল্য শ্রীঅঙ্গ-পরিমল ।
আমার নাসিকা-দ্বারে, প্রবেশিয়া একেবারে,
চিত্ত পুণঃ করিবে চঞ্চল ? ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—তোম'দের হংসনিনাদনিন্দী অতি মনোহর নূপুরের মধুর ধ্বনি আমার কর্ণযুগলকে কবে পরিতৃপ্ত করিবে ? ॥ ২৯ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে সৌভাগ্যসূচক চক্রাদিচিহ্নে চিহ্নিত তোমাদের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া কবে আমি আনন্দিত হইব ? ॥ ৩০ ॥

পদ্যানুবাদ—হংস-গুঞ্জন-গঞ্জনকারী,
দোঁহার মধুর-নূপুর-রবে ।
এ' মোর তৃষিত-শ্রবণ-যুগল,
কখনো কি আহা ! তৃপ্ত হবে ? ॥ ২৯ ॥
রথ-চক্রাদি সৌভাগ্য-সূচক,
চিহ্ন-অঙ্কিত কমল-পদ ।
বৃন্দাবন-মাঝে হেরিব বা কবে,
কভু কি লভিব এ' সম্পদ ? ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বসৌন্দর্য্যমর্য্যাদানীরাজ্যপদনীরজৌ ।
কিমপূর্ব্বাণি পর্ব্বাণি হা মমাক্ষ্ণোর্বিধাস্যথ ? ॥ ৩১ ॥
সুচিরাশাফলাভোগপদাম্ভোজবিলোকনৌ ।
যুবাং সাক্ষাজ্জনস্যাস্য ভবেতামিহ কিং ভবে ? ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ ! হে শ্রীমতি রাধিকে ! জগতে যত সৌন্দর্য্য আছে উহারা তোমাদের পাদপদ্ম নীরাজন করিতেছে, অতএব এবম্বিধ পাদপদ্ম দর্শন দিয়া তোমরা আমার নয়ন-যুগলের অপূর্ব্ব উৎসব কবে বিধান করিবে ? ॥ ৩১ ॥

হে নাথ ! শ্রীকৃষ্ণ ! হে শ্রীমতি ! রাধিকে ! তোমাদের পাদপদ্ম দর্শন করিলে জীবের চিরবৃত্তি আশাফল পরিপূর্ণ হয়, অতএব এই জন্মে তোমরা আমার কি নয়ন গোচর হইবে ? ॥ ৩২ ॥

পদ্যানুবাদ—হে দেব শ্যামল চন্দ্র ! হা দেবি ! শ্রীরাধে !

দৈন্যার্তিতে নিবেদন করি মনোসাধে ॥
পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত দিবা সৌন্দর্য্য-নিচয় ।
নীরাজে সতত দোঁহার চরণ-কমল ॥
কবে হেন, পাদপদ্ম দিয়া, দরশন ।
করিবে এ' আঁখি-যুগে উৎসব-রচন ? ॥ ৩১ ॥
হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ ! ঈশ্বরি শ্রীমতি !
তোমাদের শ্রীচরণ—
এ' জনমে দরশন
সুচির কালের, কামনা-ফলের,—
পরিপূর্তি,—ইষ্টধন ॥
আমি তো অধমা, দীনা তুচ্ছতমা,
পূরিবে কি আশা রাশি ?

কদা বৃন্দাটবীকুঞ্জকন্দরে সুন্দরোদয়ৌ।
খেলন্তৌ বাং বিলোকিষ্যে সুরতৌ নাতিদূরতঃ ॥ ৩৩॥
গুর্ব্বায়ত্ততয়া ক্বাপি দুর্ল্লভান্যোঽন্যবীক্ষণৌ
মিথঃ সন্দেশসীধুভ্যাং নন্দয়িষ্যামি বাং কদা ॥ ৩৪ ॥

(দোঁহার) পাদপদ্মধন, সাক্ষাৎ বিলোকন,
কভু কি পাইবে দাসী ? ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ ! হে দয়াময়ি শ্রীরাধিকে ! বৃন্দাবনের নিকুঞ্জস্থানে ও গোবর্দ্ধনগুহায় তোমরা স্বচ্ছন্দরূপে বিহার করিতেছ, ঐ সময়ে নিকটস্থ হইয়া তোমাদের যুগল-রূপ কবে দর্শন করিব ? ॥ ৩৩ ॥

তোমরা গুরুজনের নিকট অবস্থিতি করিবে ঐ সময়ে তোমাদের পরস্পর দর্শন দুর্ল্লভ হয়, অতএব সেই সময় পরস্পরের সন্দেশ বাক্যরূপ অমৃতদান করিয়া আমি কবে তোমাদিগকে আনন্দিত করিব ? ॥ ৩৪ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে কৃষ্ণ দয়াময় ! দীনজনে অতিশয়,
দয়াময়ী শ্রীমতী রাধিকে !
দুঁহু পাদপদ্মতলে, অবিরল আঁখি জলে,
অভিলাষ জানাই আজিকে ॥
বৃন্দাবন-কুঞ্জান্তরে,— গোবর্ধন-গুহা-ঘরে,
যবে দোঁহে করিবে বিহার।
নিকটেই অপরূপ, হেরিব যুগলরূপ,
কবে ভাগ্য-উদিবে আমার ? ॥ ৩৩ ॥
কদাচিৎ কোনকালে, গুরু-অধীনতা-ফলে,
দুঁহু যোগ হ'লে অসম্ভব।

গবেষয়ন্তাবন্যোঽন্যং কদা বৃন্দাবনান্তরে ।
সঙ্গময্য যুবাং লপ্স্যে হারিণং পারিতোষিকম্ ॥ ৩৫ ॥
পণীকৃতমিথোহার-লুঞ্চনব্যগ্রহস্তয়োঃ ।
কলিং দ্যূতে বিলোকিষ্যে কদা বাং জিতকাশিনোঃ ? ॥ ৩৬ ॥

সন্দেশ-সীধু-দানে, কবে তোমাদের প্রাণে,
বিরচিব আনন্দ-উৎসব ? ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—বৃন্দাবনমধ্যে তোমরা বিরহব্যগ্র হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অন্বেষণ করিবে, ঐ সময়ে আমি তোমাদিগকে মিলন করিয়া দিয়া তোমাদের নিকট হইতে হার পদকাদিরূপ পারিতোষিক কবে প্রাপ্ত হইব ? ॥ ৩৫ ॥

কণ্ঠস্থ হার পণ রাখিয়া তোমাদের দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ হইলে ঐ ক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়াছি বলিয়া তোমরা পরস্পর কলহ করিবে এবং হার লইয়া কাড়াকাড়ি করিবে, শ্রীবৃন্দাবনে তোমাদের এইরূপ ভাব আমি কবে দর্শন করিব ? ॥ ৩৬ ॥

পদ্যানুবাদ—এই দিব্য-বৃন্দাবনে, উভয়ের-অদর্শনে,
বিরহেতে হইয়া কাতর ।
(যবে) দুঁহু দোঁহে-অন্বেষণে রত হবে ব্যগ্র মনে,
সমুৎকণ্ঠা বাড়িবে বিস্তার ॥
সে' সময়ে এইজনে, খুঁজি খুঁজি বনে বনে,
মিলিত করিয়া দুইজনে ।
কবে পাবে পুরস্কার, নানা পদকাদি হার,
পরিতুষ্ট করিয়া তখনে ॥ ৩৫ ॥

কুঞ্জে কুসুমশয্যায়াং কদা বামর্পিতাঙ্গয়োঃ
পাদসম্বাহনং হন্ত জনোঽয়ং রচয়িষ্যতি ॥ ৩৭ ॥
কন্দর্পকলহোদ্ঘট্ট-ত্রুটিতানাং লতাগৃহে।
কদা গুম্ফায় হারাণাং ভবন্তৌ মাং নিযোক্ষ্যতঃ ॥ ৩৮ ॥

পাশক ক্রীড়নে, তোমরা দু'জনে,
জয়শীল হ'য়ে পরস্পরে।
নির্দ্ধারিত পণ, 'হার'-মহাধন,
লুণ্ঠন করিবে ব্যাগ্রকরে ॥
আমি 'জয়ী' বলি' তোমরা কেবলি,
বাড়াবে যে বিবাদ প্রচুর।
সেই অবস্থান, কবে আমি হায়!
হেরিব সে' লীলা সুমধুর? ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শ্রীমতি রাধিকে ও শ্রীশ্যামসুন্দর! তোমরা দুজনে যখন কুঞ্জমধ্যে কুসুম-শয্যায় শয়ন করিবে, তখন এই দীনা দাসী কবে আনন্দিত হৃদয়ে তোমাদের পাদসম্বাহন করিবার সৌভাগ্য লাভ ধন্যা হইবে? ॥ ৩৭ ॥

লতাগৃহে কন্দর্পকলহে তোমাদের কণ্ঠভূষণ হার ত্রুটিত হইলে উহা পুনরায় গাঁথিবার নিমিত্ত তোমরা কবে আমাকে নিযুক্ত করিবে? ॥৩৮॥

পদ্যানুবাদ—কুঞ্জে পুষ্প-শয্যা পরে, শোবে দুঁহে সুখ-ভরে,
সেই কালে এই দাসী জন।
কবে পাদসম্বাহনে, রত হবে হৃষ্টমনে,
হইবে কি সৌভাগ্য এমন? ॥ ৩৭ ॥
কন্দর্প-কলহ বশে, ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাবে,
কণ্ঠহার লতাগৃহ-মাঝে।

কেলিকল্লোল-বিস্রস্তান্ হন্ত বৃন্দাবনেশ্বরৌ।
কর্হি বর্হিপতত্রৈর্বাং মণ্ডয়িষ্যামি কুন্তলান্? ॥ ৩৯ ॥
কন্দর্পকেলিপাণ্ডিত্য-খণ্ডিতাকল্পয়োরহম্।
কদা বামলিকদ্বন্দ্বং করিষ্যে তিলকোজ্জ্বলম্? ॥ ৪০ ॥
দেবোরস্তে বনস্রগ্ভিদৃর্শৌ তে দেবি কজ্জলৈঃ।
অয়ং জনঃ কদা কুঞ্জমণ্ডপে মণ্ডয়িষ্যতি ॥ ৪১ ॥

পুনঃ তাহা গাঁথিবারে, তুঁহু কৃপাদেশ পেয়ে,
কবে রত হ'ব সেই কাযে? ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! কন্দর্পক্রীড়ায় তোমাদের কেশপাশ আলুলায়িত হইলে পুনর্ব্বার ঐ কেশজাল বন্ধন ও ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা ভূষিত করিয়া কবে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে? ॥ ৩৯ ॥

কন্দর্পক্রীড়ায় তোমাদের পরস্পরের বেশভূষা বিগলিত হইলে তিলকশূন্য ললাটে পুনর্ব্বার তিলক দিয়া কবে আমি তোমাদিগকে বিভূষিত করিব? ॥ ৪০ ॥

হে দেব! নিকুঞ্জবনে তোমার বনমালাশূন্য হৃদয়ে বন মালা পরাইয়া, হে দেবি! তোমার কজ্জলশূন্য নয়নে কজ্জল পরাইয়া-কবে তোমাদিগকে বিভূষিত করিব? ॥ ৪১ ॥

পদ্যানুবাদ—বৃন্দাবনেশ্বর হরি! অয়ি বৃন্দাবনেশ্বরি!
অতিশয় কন্দর্প-ক্রীড়ায়।
(দোঁহার) বিশৃঙ্খল কেশরাশি, বন্ধন করি' এ' দাসী
(কবে) শিখিপুচ্ছে সাজাইবে তা'য়? ॥ ৩৯ ॥
কন্দর্প-কেলির বশে, পরম পাণ্ডিত্য-বশে,
বিপর্য্যস্ত হ'লে ভূষা-বেশ।

জাম্বূনদাভতাম্বূলীপর্ণান্যবদলয্য বাম্‌ ।
বদনাম্বুজয়োরেষ নিধাস্যতি জনঃ কদা ? ॥ ৪২ ॥
ক্কাসৌ দুষ্কৃতকর্ম্মাহং ক্ক বামভ্যর্থনেদৃশী ? ।
কিং বা কং বান যুবয়োরুন্মাদয়তি মাধুরী ? ॥ ৪৩ ॥

উভয় ললাট মাঝ, করিতে তিলক সাজ,
কবে দাসী পাবে কৃপাদেশ ? ॥ ৪০ ॥
মাল্যহীন বক্ষোপরি, বনমালা দিব হরি !
রাধে ! তব নয়ন কাজল ।
কবে মোরে বৃন্দাবনে, কুঞ্জালয়ে দুইজনে,
সেবাসুখে করিবে পাগল ॥ ৪১

বঙ্গানুবাদ—স্বর্ণবর্ণ তাম্বুলপত্র শিরাশূন্য করিয়া (শির ফেলিয়া) খদিরচূর্ণাদি উপকরণে সজ্জিতকরত উহা তোমাদের বদনপদ্মে কবে আমি অর্পণ করিব ॥ ৪২ ॥

এই পাপাসক্ত আমি কোথায় ? এবং আমার এই-সকলঅসম্ভাবনীয় প্রার্থনাই বা কোথায়, বস্তুতঃ আমার পক্ষে এ সকল অযোগ্য প্রার্থনা হইলেও, তোমাদের রূপমাধুরী ও লীলামাধুরী ব্যক্তি-মাত্রকেই উন্মাদিত করে, সুতরাং উন্মত্ত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪৩ ॥

পদ্যানুবাদ—স্বর্ণবর্ণ তাম্বুল পর্ণ, যত্নে করি' শিরাশূন্য,
কবে রচি সুন্দর বীটিকা ।
তোমাদের মুখাম্বুজে, তুলে দিব নিজ ভুজে,
হেন সেবা পাবে কি দাসিকা ? ॥ ৪২ ॥
কোথা' আমি পাপকর্মা, কোথায় বা এ' কামনা,
মোর পক্ষে অতি অসম্ভব ।

যয়া বৃন্দাবনে জন্তুরনর্হোঽপ্যেষ বাস্যতে।
তয়ৈব কৃপয়া নাথৌ সিদ্ধিং কুরুতমীপ্সিতম্ ॥ ৪৪ ॥
কার্পণ্যপঞ্জিকামেতাং সদা বৃন্দাটবীনটৌ।
গিরৈব জল্পতোঽপ্যস্য জন্তোঃ সিধ্যতু বাঞ্ছিতম্ ॥ ৪৫ ॥

তবু যাচি কাকুভরে,— কা'রে না উন্মত্ত করে,
তোমাদের মাধুরীর লব ? ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ বৃন্দাবনেশ্বর ! হে দেবি শ্রীরাধিকে ! আমি যাহা দ্বারা এই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছি, সেই ভবদীয় কৃপাই আমার অভীষ্টসিদ্ধি করুন ॥ ৪৪ ॥

হে বৃন্দাবনবিহারিন্ শ্রীকৃষ্ণ ! অয়ি বৃন্দাবনবিহারিনী শ্রীরাধিকে ! এই কার্পণ্যপঞ্জিকানামক-স্ত্রোত্র আমি বাক্যদ্বারা সর্বদা অনুশীলন করিতেছি, অতএব প্রার্থনা এই, যেন আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয় ॥ ৪৫ ॥

পদ্যানুবাদ—

হে দেব ! হে গিরিধারি ! ওগো দেবি ! রাধে-প্যারি !
তোমাদের যে করুণা-ধন ।
অযোগ্য এ' দাসীজনে, রাখিয়াছে বৃন্দাবনে,
তা'তে কোরো (মোর) অভীষ্ট পূরণ ॥ ৪৪ ॥

বৃন্দাটবী-নটযুগ— ! হে রাধে ! গোবিন্দ !
কি বলিতে পারি হায় ! মতি—অতি মন্দ ॥
শুধুই বচনদ্বারা, 'কার্পণ্যপঞ্জিকা
স্তোত্র' উচ্চারণ-রতা সদা এ' দাসিকা ॥
দোঁহার রাতুলপদে, প্রার্থনা সতত ।
করিও সফল মোর মনের বাঞ্ছিত ॥ ৪৫ ॥

॥ ইতি শ্রীকার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রম্ সমাপ্তম্ ॥

অথ উৎকলিকাবল্লরীঃ

(শ্রীবৃন্দারণ্যবিহারিণে নমঃ)

প্রপদ্য বৃন্দাবনমধ্যমেকঃ,
ক্রোশন্নসাবুৎকলিকাকুলাত্মা।
উদ্ঘাটয়ামি জ্বলতঃ কঠোরাং,
বাষ্পস্য মুদ্রাং হৃদি মুদ্রিতস্য ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হা নাথ শ্রীকৃষ্ণ! হা দেবি শ্রীরাধিকে! আমি সকল পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের অনুগ্রহ লালসায় উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলিত হওত অনবরত রোদন করিতেছি, যদি অনুগ্রহ না কর তবে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছি, আমার অন্তর্গত অতিকঠিন জলন্ত অনলের ন্যায় যে সকল সন্তাপ আছে, তাহা ক্রমশঃ বাহির হইয়া যাউক অর্থাৎ দর্শন না পাইলে অনবরত রোদন করিব ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—

সর্বাভীষ্টপ্রদ, পরমশুভদ, রম্যবৃন্দাবনধাম ;
প্রাপ্ত হ'য়ে আমি, সারাদিবাযামী, উৎকণ্ঠায় অবিরাম।
অতি উচ্চস্বরে, চিৎকার ক'রে, হৃদয়ে আবদ্ধ যত,
জলন্ত বাষ্পের, সুদৃঢ় বেষ্টন, করিতেছি উদ্ঘাটিত ॥
বেয়াকুল মনে, নিয়ত রোদনে, একাকী এ' বনভাগে,—
মানসের যত, ব্যথা শত শত, নিবেদিব অনুরাগে ॥ ১ ॥

অয়ে বৃন্দারণ্য ত্বরিতমিহ তে সেবনপরাঃ,
পরামাপুঃ কে বা ন কিল পরমানন্দপদবীম্।
অতো নীচৈর্যাচে স্বয়মধিপয়োরীক্ষণবিধে,-
র্বরেণ্যাং মে চেতস্ব্যুপদিশ দিশং হা কুরু কৃপাম্ ॥ ২ ॥
তবারণ্যে দেবি ধ্রুবমিহ মুরারির্বিহরতে,
সদা প্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি।
ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দে চরণমভিবন্দে তব কৃপাং,
কুরুষ ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং তর্ষবিটপী ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দারণ্য ! এই সংসারে কোন্ ব্যক্তি তোমার সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ না করিয়াছে ? অর্থাৎ তোমাকে সেবা করিয়া সকলেরই মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, অতএব আমি প্রণত হইয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার অধীশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি কি উপায়ে দর্শন করিতে পারি, ইহার সদুপদেশ দিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর ॥ ২ ॥

হে দেবি বৃন্দে ! শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ইহাই কীর্তন করিতেছেন যে, তোমার অরণ্যে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত নিত্য বিহার করিতেছেন এই নিশ্চয় করিয়া অগ্রে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি যাহাতে আমার আশাতরু ফলবান্ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুগ্রহ কর ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে বৃন্দাবন ! তোমার সেবন, রত হ'য়ে বল কেবা,—

না পায় উত্তম, আনন্দপরম—অভীষ্ট যুগল-সেবা ?

অতি নম্রচিত্তে, আর্তি-কাকুতিতে, করিতেছি এ' প্রার্থনা,

হৃদি চিরবসদাশামণ্ডলালম্বপাদৌ,
গুণবতি তব নাথৌ নাথিতুং জন্তুরেষঃ।
সপদি ভবদনুজ্ঞাং যাচতে দেবি বৃন্দে,
ময়ি কির করুণার্দ্রাং দৃষ্টিমত্র প্রসীদ ॥ ৪ ॥

যা'তে সুসত্বর, (তব) ঈশ্বরী-ঈশ্বর-হেরিব যুগলজনা ;
এমন আমায়, ইষ্টদ উপায় কর তুমি প্রদর্শন।
কৃপা-উপদেশ, দানে সবিশেষ, রক্ষা কর এ' জীবন ॥ ২ ॥
অয়ি দেবি বৃন্দে ! রসিক গোবিন্দে, হ'য়ে লীলানন্দময়।
সতত তোমার, অরণ্যে বিহার, করিছেন সুনিশ্চয় ॥
শ্রুতি আর স্মৃতি, উচ্চরবে অতি, ঘোষিতেছে অবিরত।
তুমি কেশবের, প্রেয়সী সাধের, হ'য়ে ইহা অবগত,
তব শ্রীচরণ, করিগো-বন্দন, হেন কৃপা কর দান ;
যাহাতে সত্বর, হয় মম বর-বাঞ্ছাতরু ফলবান্ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে গুণবতি বৃন্দে ! আমি চিরদিন মনে মনে যাঁহাদের পাদপদ্ম আশা করিতেছি, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ তোমারই প্রভু অতএব সেই বস্তুলাভের পূর্বে আমি তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া অচিরাৎ আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—

বৃন্দে গুণবতি ! (আমি) চিরদিন অতি, করি যে' দোঁহার আশা
সেই হেম গৌরী, রাধিকা সুন্দরী, শ্যাম শশী পীতবাসা ॥
এই কান্তা-কান্ত, তোমারি একান্ত, প্রাণ-প্রিয়তম নিধি।
এ' হেতু বিশেষ, তব কৃপাদেশ, যাচিতেছি নিরবধি ॥

দধতং বপুরংশুকন্দলীং, দলদিন্দীবরবৃন্দবন্ধুরাম্।
কৃতকাঞ্চনকান্তিবঞ্চনৈঃ, স্ফুরিতাং চারুমরীচিসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৫ ॥
নিচিতং ঘনচঞ্চলাততে-রনুকূলেন দুকূলরোচিষা।
মৃগনাভিরুচঃ সনাভিনা, মহিতাং মোহনপট্টবাসসা ॥ ৬ ॥

তব প্রাণধন, যুগলচরণ সেবন লভিতে চাই।
কৃপার্দ্র লোচনে, চাহ মোর পানে, তুমি বিনে গতি নাই ॥
প্রসন্নতা ধন, করি' বিতরণ, রাখগো চরণে তব।
জন্তু সম আমি, কিছুই না জানি,—তবু মাগি' সেবা-লব ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনেশ্বর! তুমি বিকাশিত ইন্দীবর সমূহের ন্যায় মনোহর কান্তি শরীরে ধারণ করিতেছ, হে বৃন্দাবনেশ্বরি! শ্রীরাধিকে! তুমিও মনোজ্ঞ কাঞ্চননিন্দি কান্তি সমূহে—দেদীপ্যমানা ॥ ৫ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি নিবিড় বিদ্যুৎবৃন্দের কান্তির ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট পীতাম্বরে সুশোভিত, হে রাধিকে! তুমিও মৃগনাভির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পট্টাম্বরে সুশোভিত ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে বৃন্দাবনেশ্বর! বিকসিত ইন্দীবর,—
কান্তি তুমি করেছ ধারণ।
অয়ি বৃন্দাবনেশ্বরী! হেম দ্যুতি নিন্দাকারী,—
তব চারু শ্রীঅঙ্গ কিরণ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণ! বিদ্যুৎপুঞ্জসব, কান্তি-যুত মনোরম,
পীতাম্বরে তুমি আচ্ছাদিত।
রাধে! কস্তুরিকা সম, নীল-পট্ট সুবসন,
করিয়াছে শ্রীতনু ভূষিত ॥ ৬ ॥

মাধুরীং প্রকটয়ন্তমুজ্জ্বলাং, শ্রীপতেরপি বরিষ্ঠসৌষ্ঠবাম্।
ইন্দিরামধুরগোষ্ঠসুন্দরী,-বৃন্দবিস্ময়করপ্রভোন্নতাম্ ॥ ৭ ॥
ইতরজনদুর্ঘটোদয়স্থ, স্থিরগুণরত্নচয়স্য রোহণাদ্রিম্।
অখিলগুণবতীকদম্বচেতঃ, প্রচুরচমৎকৃতিকারি-
সদ্‌গুণাঢ্যম্ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ! চতুর্ভুজ লক্ষ্মীনারায়ণের অঙ্গ সৌষ্ঠব অপেক্ষাও তোমার শ্রীঅঙ্গে উজ্জ্বল মাধুরী প্রকাশ পাইতেছে, হে রাধিকে! তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তিও লক্ষ্মীর ন্যায় পরম সুন্দরী ব্রজনারীগণের বিস্ময়করী হইয়াছে ॥ ৭ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি ইতর জনের দুষ্প্রাপ্য সার্বজ্ঞ্য, সৌহার্দ্র ও কারুণ্য প্রভৃতি গুণরূপ রত্নের রোহণপর্বত স্বরূপ, হে রাধিকে! তুমিও নিখিল গুণবতী নারীবৃন্দের চিত্তচমৎকারকারী গুণগণে সুশোভিত ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে শ্যাম! অঙ্গে তব, অত্যুত্তম সৌষ্ঠব,
শ্রীপতি অপেক্ষা সমুজ্জ্বল।
নবরঙ্গে প্রকাশিত, মধুরিমা সুললিত,
কান্তি কিবা করে ঝল্‌মল্ ॥
রমা জিনি' প্রভাবতী,— যত নব ব্রজসতী,—
মনোরমা সুন্দরী নিচয়।
রাধে! তব অতুলন, কান্তি করি' দরশন,
চিত্তে মানে পরম বিস্ময় ॥ ৭ ॥
ইতরজন-দুর্লভ, গুণ-মণি-রত্নসব,—
যাহা চির-অক্ষয়, সুন্দর।
ওহে কৃষ্ণ! তা'সবার, উদয়-গিরি-চমৎকার,
তুমি গুণনিধি নিরন্তর ॥

নিস্তুল-ব্রজকিশোর-মণ্ডলী,-
মৌলিমণ্ডনহরিন্মণীশ্বরম্।
বিশ্ববিস্ফুরিতগোকুলোল্লস,-
ন্নব্যযৌবতবতংসমালিকাম্॥ ৯॥
স্বান্তসিন্ধুমকরীকৃতরাধং,
হৃন্নিশাকরকুরঙ্গিতকৃষ্ণাম্।
প্রেয়সীপরিমলোন্মদচিত্তং,
প্রেষ্ঠসৌরভহৃতেন্দ্রিয়বর্গাম্॥ ১০॥

সুমধুর, নিত্যনব, সদ্‌গুণ নিকর তব,
রাধে! অতি বিচিত্র মোহন।
নিখিল গুণ শালিনী, যত বরজ-কামিনী,
করে তা'দের আশ্চর্য্য-মগন॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ! তুমি নিখিল ব্রজবালকের শিরোভূষণ মরকত মণিস্বরূপ, হে রাধিকে তুমি এই বিশ্বখ্যাত গোকুল মধ্যে যাবতীয় যুবতীগণের শিরোভূষণ কুসুমমালা স্বরূপ॥ ৯॥

হে কৃষ্ণ! তুমি চিত্ত-সাগরে শ্রীরাধিকাকে মকর-স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছ, হে শ্রীমতি তুমিও শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়রূপ চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে কুরঙ্গ করিয়া রাখিয়াছ, হে শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গের গন্ধ পাইয়া তোমার চিত্ত উন্মত্ত হয়, হে শ্রীরাধিকে! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে তোমার ইন্দ্রিয়বর্গ ক্ষুব্ধ হয়॥ ১০॥

পদ্যানুবাদ—অনবদ্য অতুলন, বরজ কিশোরীগণ,
কৃষ্ণ! তুমি তাঁদের সবার।
মরকত মণি সম, শিরোভূষণ উত্তম,
শোভা দান করিছ অপার॥

প্রেমমূর্ত্তিবরকার্ত্তিকদেবী,
কীর্ত্তিগান-মুখরীকৃতবংশম্ ।
বিশ্বনন্দনমুকুন্দসমজ্ঞা,-
বৃন্দকীর্তনরসজ্ঞরসজ্ঞাম্ ॥ ১১ ॥

বিখ্যাত গোকুল বনে, রাজে যে যুবতীগণে,
তাঁহাদের কবরী উপর ।
রাই ! তুমি অবিরত, রাহিয়াছ বিরজিত,
পুষ্প-মালা সম মনোহর ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণ ! তুমি প্রীতিভরে, চিত্ত-সিন্ধু অভ্যন্তরে,
শ্রীজীরে মকরী-প্রায় করিছ ধারণ ।
রাধা-অঙ্গ পরিমল, করে তোমার চঞ্চল,—
প্রেমোন্মত্ত হয় তব মন ॥
অয়ি রাধে, চিত্ত-চন্দ্রে, ধর তুমি অতিসাধে,
মৃগরূপে শ্রীকৃষ্ণসুন্দরে ।
প্রাণেশের অঙ্গ গন্ধ, প্রাণে দেয় পরানন্দ,
ইন্দ্রিয় আকর্ষে নিরন্তরে ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ ! তুমি বংশীদ্বারা ব্রজরমণীপ্রধানা শ্রীরাধিকার গুণগান করিতেছ, হে শ্রীরাধিকে ! তোমার রসনা শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি-কলাপের কীর্ত্তনরসে রসিকা ॥ ১১ ॥

পদ্যানুবাদ—

ওহে শ্যাম চাঁদ ! কি বলিব আর,
মূর্তিমতীপ্রেমরূপিণী রাধার,
কীর্তি-গান-মুখর বাঁশরী তোমার,

নয়নকমলমাধুরীনিরুদ্ধ,
ব্রজনবযৌবতমৌলিহৃদ্মরালম্।
ব্রজপতিসুতচিত্তমীনরাজ,
গ্রহণপটিষ্ঠ-বিলোচনান্তজালাম্॥ ১২॥

মাতায়ে নিখিল তুলিছে ঝঙ্কার।
রাধে! প্রাণনাথ মুকুন্দদেবের,
বিশ্ব আনন্দন অতুল যশের,
কীর্তন রসজ্ঞা তোমারি রসনা,
কতটুকু আমি করিব বর্ণনা॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ! তোমার নয়নকমলের মধুদ্বারা ব্রজরমণী প্রধানা শ্রীরাধিকার চিত্তহংস নিরুদ্ধ হইয়াছে, হে শ্রীরাধিকে! তোমারও কটাক্ষরূপ জালদ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ মীনরাজ আবদ্ধ হইয়াছে॥ ১২॥

পদ্যানুবাদ—ওহে কৃষ্ণ! তব নয়নকমল,
পরমপ্রফুল্ল, রসে টলমল,
মোহন মাধুর্য্যে, নবীনাযুবতী,
ব্রজগোপীকুল-শিরোমণি সতী,
রাধা-চিত্ত হংস আবদ্ধ নিয়ত!
রাধে! কটাক্ষের জালে অবিরত,
কৃষ্ণচিত্তরূপ মহামীন বর,
আবদ্ধ করিতে তুমি দক্ষতর॥ ১২॥

গোপেন্দ্রমিত্রতনয়াধ্রুবধৈর্য্যসিন্ধু,-
পানক্রিয়াকলসসম্ভববেণুনাদম্,।
বিদ্যামহিষ্ঠমহতীমহনীয়গান,-
সম্মোহিতাখিলবিমোহনহৃৎকুরঙ্গাম্ ॥ ১৩ ॥
ক্বাপ্যানুষঙ্গিকতয়োদিতরাধিকাখ্যা,-
বিস্মারিতাখিলবিলাসকলাকলাপম্।
কৃষ্ণেতি-বর্ণযুগলশ্রবণানুবন্ধ,-
প্রাদুর্ভবজ্জড়িমডম্বরসংবিতাঙ্গীম্ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ! তোমার বংশীধ্বনিরূপ অগস্ত্যমুনি, বৃষভানু-সুতা শ্রীরাধিকার ধৈর্য্যরূপ অতিগভীর সমুদ্র পান করিতেছে, হে শ্রীরাধিকে! তুমিও মনোহর বীণা সঙ্গীত দ্বারা বিশ্বমোহনকারী শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকুরঙ্গ বিমোহিত করিয়াছ ॥ ১৩ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি কোন সময়ে যে কোন প্রসঙ্গে শ্রীরাধিকার-নাম শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ বিলাসাদি সমস্ত কার্য্য ভুলিয়া যাও, হে শ্রীরাধিকে! তুমিও কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় শ্রবণমাত্র তৎক্ষণে সাত্ত্বিকভাব-সূচক জাড্যভাব অঙ্গে ধারণ কর ॥ ১৪ ॥

পদ্যানুবাদ—

কৃষ্ণ! তব বেণুগান, অগস্ত্যমুনি সমান, বৃষভানুসুতা শ্রীরাধার,
ধৈর্য্যরূপ সিন্ধুজল, পান করে অবিরল, অবশেষ নাহি রাখে তা'র
রাধে! মহতী বীণার, দিব্যগীতে চমৎকার, বিশ্বমোহন, নন্দের নন্দন,
মানসরূপ কুরঙ্গে, মাতাও মধুর রঙ্গে, মোহিত করিয়া অনুক্ষণ ॥ ১৩ ॥

প্রসঙ্গ ক্রমে শ্যাম! শুনিয়া শ্রীরাধার নাম,
ভুলে যাও বিলাস-নিচয়

ত্বাঞ্চ বল্লবপুরন্দরাত্মজ,
ত্বাঞ্চ গোকুলবরেণ্যনন্দিনি।
এষ মুর্দ্ধ্নি রচিতাঞ্জলির্নমন্,
ভিক্ষতে কিমপি দুর্ভগো জনঃ ॥ ১৫ ॥
হন্ত সান্দ্রকরুণাসুধাঝরী,-
পূর্ণমানসহ্রদৌ প্রসীদতম্।
দুর্জনেঽত্র দিশতং রতেনিজ,
প্রেক্ষণপ্রতিভুবশ্ছটামপি ॥ ১৬ ॥

রাধে গো ! 'কৃষ্ণ'—এই দুটি বর্ণ, তৃপ্ত করে তব কর্ণ,
অঙ্গে হয় জড়িমা উদয় ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বল্লভপুরন্দরাত্মজ কৃষ্ণ ! হে গোকুলবরেণ্য বৃষভানু-নন্দিনি রাধিকে এই হতভাগ্য আমি মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তোমাদের উভয়কে প্রণাম করত কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৫ ॥

হে কৃষ্ণ ! হে রাধিকে ! তোমাদের উভয়ের মানসহ্রদ করুণারূপ অমৃতনদীদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে, অতএব এই দুর্জ্জনের প্রতি প্রসন্ন হও এবং তোমাদের দর্শনের উপায়-স্বরূপ রতিবিশেষের উপদেশ কর ॥ ১৬ ॥

পদ্যানুবাদ—বল্লবপুরন্দর পুত্র ! হে কৃষ্ণসুন্দর !
অয়ি বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধে !
মস্তকে অঞ্জলি বাঁধি—দৈন্যে নিরন্তর,
দু'জনে প্রণতি করি' যাচি মনোসাধে—
আমি অতি মন্দমতি, হতভাগ্যজন,
কৃপাভরে একবার শুন নিবেদন ॥ ১৫ ॥

শ্যাময়োর্নববয়ঃসুষমাভ্যাং,
গৌরয়োরমলকান্তিযশোভ্যাম্।
ক্বাপি বামখিলবস্তুবতংসৌ,
মাধুরী হৃদি সদা স্ফুরতান্মে ॥ ১৭ ॥

রাধে কৃষ্ণ! তোমাদের চিত্ত সরোবর,
গাঢ় কৃপাসুধাধারে পূর্ণ, মনোহর।
প্রপন্ন হইয়া আজি এ' দীন দুর্জনে,
সুদুর্লভ তোমাদের সাক্ষাদ্ দর্শনে,—
উপায়স্বরূপ, রতিবিশেষের কণা,—
দান ক'রে কৃপাবশে, পূরাও কামনা ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ! হে রাধিকে! তোমরা জগতে যাবতীয় উপমান বস্তুর শিরোভূষণ, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অভিনব বয়স-হেতু শ্যামা অর্থাৎ উত্তমা যুবতীনারীর লক্ষণে লক্ষিতা এবং একজন পরম শোভা-হেতু শ্যাম অর্থাৎ মরকত মণির ন্যায় উজ্জ্বল, আর একজন নির্ম্মল কান্তি হেতু প্রতপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী ও একজন নির্ম্মল যশঃ হেতু গৌর অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ, অতএব তোমাদের এই প্রকার রূপমাধুরী আমার হৃদয়ে সর্বদা বিরাজিত হউক ॥ ১৭ ॥

পদ্যানুবাদ—অয়ি রাধে! ওহে শ্যাম! তোমরা তো অভিরাম,
সর্ব বস্তুর মস্তক-ভূষণ।
নবীন বয়স দ্বারা, একে শ্যাম মনোহর,
কান্তি ভরে শ্যাম অন্যজন ॥
(অমল) কান্তি হেতু একজনা, গৌরাঙ্গী যে অতুলনা,
কীর্তিপ্রভায় গৌর অন্-জন।

সর্ব্ববল্লববরেণ্য-কুমারৌ,
প্রার্থয়ে বত যুবাং প্রণিপত্য।
লীলয়া বিতরতং নিজদাস্যং,
লীলয়া বিতরতং নিজদাস্যম্ ॥ ১৮ ॥
প্রণিপত্য ভবন্তমর্থয়ে,
পশুপালেন্দ্রকুমার কাকুভিঃ।
ব্রজযৌবতমৌলিমালিকা,-
করুণাপাত্রমিমং জনং কুরু ॥ ১৯ ॥

উভয়ের সুমাধুরী, করি মোর মন চুরি,
প্রকাশিত হউন সর্বক্ষণ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ! তুমি ব্রজরাজ শ্রীনন্দের নন্দন, হে শ্রীমতি! তুমিও সমস্ত ব্রজবাসিপ্রধান বৃষভানুর নন্দিনী, অতএব আমি তোমাদিগকে প্রণাম করিয়া পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নিজ দাস্য প্রদান কর ॥ ১৮ ॥

হে পশুপালেন্দ্র-কুমার! আমি তোমাকে প্রণাম করিয়া কাকু-বাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যাহাতে ব্রজরমণী প্রধানা শ্রীরাধিকার করুণাপাত্র হইতে পারি তাহার উপায় করুণ ॥ ১৯ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে সর্ব গোপমান্য শ্রীনন্দকুমার!
গোপিগণশিরোমণি, বৃষভানুর নন্দিনি!
উভয়েরে দৈন্যার্তিতে করি' নমস্কার ;—
করিতেছি এ' প্রার্থনা, কৃপা ভরে দুইজনা,
এ' অধমে নিজদাস্য করহে অর্পণ ॥ ১৮ ॥
ওহে গোপেন্দ্রনন্দন! নমি তব শ্রীচরণ,
কাকুভরে এই চাহি মাত্র।

ভবতিমভিবাদ্য চাটুভি,—
ব´রমূর্জ্জেশ্বরি বর্য্যমর্থয়ে।
ভবদীয়তয়া কৃপাং যথা,
ময়ি কুর্য্যাদধিকাং বকান্তকঃ ॥ ২০ ॥
দিশি বিদিশি বিহারমাচরন্তঃ,
সহ পশুপালবরেণ্যনন্দনাভ্যাম্।
প্রণয়িজনগণাস্তয়োঃ কুরুধ্বং,
ময়ি করুণাং বত কাকুমাকলয্য ॥ ২১ ॥

ব্রজযুবতী শিরোমালা, বৃষভানু-রাজবালা,
মোরে কর তাঁরি কৃপাপাত্র ॥ ১৯ ॥

হে উর্জ্জেশ্বরি শ্রীরাধিকে! আমি তোমাকে অভিবাদন করিয়া চাটুবাক্যে এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভাবে অর্থাৎ মধুরভাবে আমাকে সমধিক কৃপা করেন তাহার উপায় করুণ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে তদীয় পার্ষদভক্তগণ! তোমরাও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গী হইয়া এই বৃন্দাবনের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছ, অতএব তোমরাও আমার দুঃখ বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি কৃপা কর ॥ ২১ ॥

পদ্যানুবাদ—অয়ি রাধে, উর্জেশ্বরি! প্রণতি বন্দনা করি,
উচ্চারিয়া সচাটু-বচন।
তোমার নিকটে আমি, হ'য়ে উত্তম বরকামী,
নিবেদন করিগো এখন ॥
যা'তে বকঘাতী-শ্যাম, তবজন করি' জ্ঞান,
কৃপা মোরে করেন বর্ষণ।

গিরিকুঞ্জকুটীরনাগরৌ,
ললিতে দেবি সদা তবাশ্রবৌ।
ইতি তে কিল নাস্তি দুস্করং,
কৃপয়াঙ্গীকুরু মামতঃ স্বয়ম্॥ ২২॥

লভিয়া কানুর দয়া, জুড়াবে তাপিত হিয়া,
কৃপার্ময়! করিও এমন॥ ২০॥
প্রাণাধিক প্রিয়তম রামকৃষ্ণ-সনে।
দিগ্‌বিদিগে করেন বিহার যাঁরা বনে॥
বল-কানুর নিত্যসাথী, প্রীতিপাত্রগণ।
মহা-কাতরতা মম, করিয়া দর্শন॥
করুন করুণা হেন প্রসন্নমানসে।
সদা যেন ব্রজে রহি'—প্রেম সেবারসে॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ—হে দেবি ললিতে! নিকুঞ্জনাগর শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্বদা তোমার বচনস্থিত, এ নিমিত্ত তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব তুমি কৃপা করিয়া যাহাতে আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাসত্ব করিতে পারি তাহার উপায় কর॥ ২২॥

পদ্যানুবাদ—

অতি সুচরিত! হে দেবি ললিতে! গিরি-কুঞ্জ-কুটীরের।
নাগর-নাগরী, কেশব, পিয়ারী, বশ তব বচনের॥
এ' হেতু তোমার, নাই কিছু আর, কঠিন দুস্কর কায।
অতএব মোরে, বেঁধে কৃপাডোরে, গ্রহণ করগো আজ॥ ২২॥

ভাজনং বরমিহাসি বিশাখে,
গৌরনীলবপুষোঃ প্রণয়ানাম্।
ত্বং নিজপ্রণয়িনোর্ম্ময়ি তেন,
প্রাপয়স্ব করুণার্দ্রকটাক্ষম্ ॥ ২৩ ॥

স্তবল বল্লববর্য্যকুমারয়ো,
র্দয়িতনর্ম্মসখস্ত্বমসি ব্রজে।
ইতি তয়োঃ পুরতো বিধুরং জনং,
ক্ষণমমুং কৃপয়াত্ম নিবেদয় ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বিশাখে! এই বৃন্দাবনে তুমি শ্রীরাধা-মাধবের শ্রেষ্ঠ প্রণয়পাত্র, অতএব তুমি নিজপ্রণয়ি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের করুণা-কটাক্ষ আমাকে লাভ করাও ॥ ২৩ ॥

হে সুবল! এই ব্রজমণ্ডলে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার তুমি প্রিয় সখা, অতএব অন্য কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমার দুঃখবৃত্তান্ত তাঁহাদের নিকট নিবেদন কর ॥ ২৪ ॥

পদ্যানুবাদ—হে বিশাখে! তুমি এই বৃন্দাবনে, গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা আর,
নীলমণি ধন, শ্যামের উত্তম, প্রীতিপাত্রী অনিবার ॥
প্রেমপাত্র তব, রাধা মাধবের, সকরুণ দৃষ্টিপাত।
সঞ্চারিত কর, মোর প্রতি দেবী!
করি' এবে আত্মসাৎ ॥ ২৩ ॥

ওহে শ্রীসুবল! তুমি সুবিমল, সখ্য-রসে পরিপূর।
বল্লভকুমার, (বৃষ) ভানুকুমারীর, (প্রিয়) নর্মসখা সুমধুর ॥
আজি এ' কারণে, কৃপাসিক্তমনে, লয়ে এ কৃপণ জনে।
ক্ষণকাল তুমি, যুগল-সম্মুখে, রত হও নিবেদনে ॥ ২৪ ॥

শৃনুত কৃপয়া হন্ত প্রাণেশয়োঃ প্রণয়োদ্ধুরাঃ,
কিমপি যদয়ং দীনঃ প্রাণী নিবেদয়তি ক্ষণম্।
প্রবণিতমনাঃ কিং যুষ্মাভিঃ সমং তিলমপ্যসৌ,
যুগপদনয়োঃ সেবাং প্রেম্না কদাপি বিধাস্যতি?॥ ২৫॥
ক্ব জনোঽয়মতীব পামরঃ,
ক্ব দুরাপং রতিভাগ্‌ভিরপ্যদঃ।
ইয়মুল্লয়ত্যজর্জ্জরা,
গুরুরুত্তর্ষধুরা তথাপি মাম্॥ ২৬॥

বঙ্গানুবাদ—হে তদীয়কিঙ্করীগণ! তোমরা আমার প্রাণনাথ, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়পাত্র, এই দীন ব্যক্তি নতচিত্তে যাহা নিবেদন করিতেছে তাহা অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ কর, আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাদের প্রেম-সেবা কি কখনও করিতে পারিব?॥ ২৫॥

আমি পামর আমি কোথায় ও ভক্তজন-দুর্লভ এই প্রেম সেবাই বা কোথায়, আমার পক্ষে ইহা অতি দুর্ঘট হইলেও অতিমহতী আশা আমাকে সর্ব্বদা চঞ্চল করিতেছ॥ ২৬॥

পদ্যানুবাদ—প্রাণেশ্বরী রাধা আর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণের,—
প্রণয় আসক্ত-চিত্তা হে কিঙ্করীগণ!
এই দীনমতি আজি আপন প্রাণের,
কামনা কিঞ্চিৎরূপে করে নিবেদন॥
তোমরা সকলে মিলি' কৃপান্বিত মনে,—
ক্ষণকাল আশা মোর করগো শ্রবণ,
কখনো কি একবার তোমাদের সনে,
অবনত চিত্তে, লভি' দোঁহার দর্শন,—

ধ্বস্তব্রহ্মমরালকূজিতভরৈরূর্জ্জেশ্বরীনূপুর,-
ক্বাণৈরূর্জ্জিতবৈভবস্তব বিভো বংশীপ্রসূতঃ কলঃ।
লব্ধঃ শস্তসমস্তনাদনগরীসাম্রাজ্যলক্ষ্মীং পরা,-
মারাধ্যঃ প্রমদাৎ কদা শ্রবণয়োর্দ্বন্দ্বেন মন্দেন মে ? ॥২৭॥

যুগল মূর্ত্তির সেবা প্রীতি সহকারে,—
ক্ষণতরে করিব কি ব্রজের মাঝারে ॥ ২৫ ॥

অতি দীন, সুপামর, কোথা এ দুর্গত নর,
আর কোথা প্রেমিক দুর্লভ,—
সুশীতল, স্বচ্ছতম, প্রেমসেবানিরুপম,
অনবদ্য চির অভিনব ॥
তথাপি এ' সুনবীনা, তৃষ্ণারাজি মহোত্তমা,
করিতেছে মনেরে চঞ্চল।
সদা কৃপা যাচ্ঞা সনে, আশ্রয় লয়ে ব্রজবনে,
করিলাম রোদন সম্বল ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বিভো শ্রীকৃষ্ণ! ব্রহ্মমরালকলনিন্দী অর্থাৎ ব্রহ্মার হংসের শব্দের ন্যায় সুমধুর শ্রীরাধিকার নূপুর-ধ্বনি মিশ্রিত তোমার সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা আমি কবে শ্রবণ করিব, অর্থাৎ রাস-মণ্ডলেশ্রীরাধিকা নৃত্য করিবেন তুমি বংশী বাজাইয়া তাহা শ্রবণ করিয়া তৎকালে সমস্ত নাদনাগরীর আধিপত্যলক্ষ্মী লাভ করিলাম বলিয়া আমার কবে বোধ হইবে? ॥ ২৭ ॥

পদ্যানুবাদ—

বিধির বাহন, মরাল শোভন, তাহার কূজন জিনি'—
শ্রীমতী রাধার, অতি চমৎকার, নূপুরের রিনি-ঝিনি ॥

স্তম্ভং প্রপঞ্চয়তি যঃ শিখিপিঞ্ছমৌলি,—
বেণোরপি প্রবলয়ন্ স্বরভঙ্গমুচ্চৈঃ।
নাদঃ কদা ক্ষণমবাপ্স্যতি তে মহত্যা,
বৃন্দাবনেশ্বরি স মে শ্রবণাতিথিত্বং ? ॥ ২৮ ॥
কস্য সম্ভবতি হা তদহর্ব্বা,
যত্র বাং প্রভুবরৌ কলগীতিঃ।
উন্নমন্মধুরিমোর্ম্মিসমৃদ্ধা,
দুষ্কৃতং শ্রবণয়োর্বিধুনোতি ॥ ২৯ ॥

তার দ্বারা শ্যাম ! তব অভিরাম, মুরলীর কলস্বর ।
নিখিল উত্তম, নাদ-সাম্রাজের, অধিপতি মনোহর ॥
মোর কর্ণদ্বয়, মন্দ অতিশয়, শোনে না সে' কলগান ।
হর্ষাবেশে কবে, মোহন বেনুরবে, সেবিবে এ' দুটি কাণ ? ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনেশ্বরি শ্রীরাধিকে ! শ্রীকৃষ্ণের বংশীর স্বরভঙ্গী-কারী ও স্তব্ধজনক ত্বদীয় বীণাধ্বনি কবে আমার শ্রবণ গোচর হইবে ॥ ২৮ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বর ! হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! এমন দিন কি কখনও ঘটিবে ? যে দিন তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া সুমধুর সঙ্গীত করিবে এবং উৎকৃষ্ট মাধুর্য্যতরঙ্গ পূর্ণ ঐ গান শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের দুষ্কৃতরাশি অপনীত হইবে ॥ ২৯ ॥

পদ্যানুবাদ—ওগো বৃন্দাবনেশ্বরি ! যাঁর উচ্চস্বর লহরী,
শিখিপিঞ্ছ মৌলি কানাইয়ার,—
বেনু-কল, মধুময়, স্তব্ধ করে অতিশয়,
তোমার সে' মহতী বীণার,—

পরিমলসরণির্বাং গৌরনীলাঙ্গরাজ,-
ন্মৃগমদঘুস্বণানুগ্রাহিণী নাগরেশৌ।
স্বমহিমপরমাণুপ্রাবৃতাশেষগন্ধা,
কিমিহ মম ভবিত্রী ঘ্রাণভৃঙ্গোৎসবায়? ॥ ৩০ ॥

নাদ-ধারা-অনুপম, কবে শ্রবণের মম,
করিবে গো আতিথ্য স্বীকার?
শুধু ক্ষণেকের তরে, শুনায়ে অপূর্বস্বরে,
প্রাণ কাড়ি' নিবে কি আমার? ॥ ২৮ ॥
অয়ি ব্রজবনেশ্বরি! ওহে ব্রজরাজ হরি!
আহা, কবে তব দু'জনার;
উন্নত-মাধুর্য্য-তরঙ্গে, সুললিত-রব-রঙ্গে,—
সসমৃদ্ধ গীতি চমৎকার,—
কৃপাক'রে একবার, পশিবে কর্ণের দ্বার,
এই দিন হবে কি উদয়?
হেন মহাশুভোদয়, কা'র বা সম্ভব হয়?
(তবু) আশাভরে কাটাই সময় ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাগররাজ শ্রীকৃষ্ণ! অয়ি নাগরীশ্রেষ্ঠে শ্রীরাধিকে! যাহা নিজমহিমা দ্বারা নিখিল গন্ধদ্রব্য পরাজয় করিয়াছে এবম্বিধ মৃগমদ ও কুঙ্কুম সুবাসিত ভবদীয় শ্রীঅঙ্গের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপ ভ্রমর কবে আনন্দিত হইবে? ॥ ৩০ ॥

পত্তনুবাদ—অয়ি নাগরিকা-মণি! নাগরেশ নীলমণি!
তোমাদের গৌর-নীল অঙ্গে।
কুঙ্কুম-কস্তূরী-বাসে, অনুগ্রহ পরকাশে,
যে' অপূর্ব-গন্ধ রাজে রঙ্গে ॥

প্রদেশিনীং মুখকুহরে বিনিক্ষিপন্,
জনো মুহুর্বনভুবি ফুৎকরোত্যসৌ।
প্রসীদতং ক্ষণমধিপৌ প্রসীদতং,
দৃশোঃ পুরঃ স্ফুরতু তড়িদ্‌ঘনচ্ছবিঃ॥ ৩১ ॥

সেই পরিমল লেশ্,   আচ্ছাদিয়া সবিশেষ,
সর্ববিধ সদ্‌গন্ধ সুন্দর।
এই বৃন্দাবনে কবে,   নাসা ভৃঙ্গে রঙ্গোৎসবে,
করিবে গো মত্ত নিরন্তর ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! হে বৃন্দাবনেশ্বরি শ্রীরাধিকে! আমি এই বৃন্দাবনে মুখে অঙ্গুলি নিক্ষিপ্ত করিয়া বারম্বার ফুৎকার করত রোদন করিতেছি, অতএব ক্ষণকালের জন্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, বিদ্যুল্লতা ও নবনীরদের ন্যায় তোমাদের উভয়ের রূপ আমার নয়নের অগ্রে বিরাজিত হউক ॥ ৩১ ॥

পদ্যানুবাদ—হে নাথ গোকুল চন্দ্র! ঈশ্বরি রাধিকে!
ক্ষণকাল কৃপা কর, অধমা দাসীকে॥
ক’রায়ে তর্জনী প্রবেশ, বদন বিবরে,
মুহুর্মুহু আমি বৃন্দাবিপিন ভিতরে,
রোদন যে করিতেছি’ ফুৎকারের সনে,—
প্রসন্ন হইয়া দোঁহে,আমার নয়নে,
তড়িৎ ও নবঘনসম চমৎকার,—
যুগল মূরতি স্ফূর্তি, কর একবার॥
সুপ্রসন্ন হও এবে, হও সুপ্রসন্ন।
দর্শন দিয়া কিঙ্করীরে, করহে সুধন্য ॥ ৩১ ॥

ব্রজমধুরজনব্রজাবতংসৌ,
কিমপি যুবামভিযাচতে জনোঽয়ম্।
মম নয়নচমৎকৃতিং করোতু,
ক্ষণমপি পাদনখেন্দুকৌমুদী বাম্॥ ৩২॥
অতর্কিতসমীক্ষণোল্লসিতয়া মুদা শ্লিষ্যতো,-
র্নিকুঞ্জভবনাঙ্গনে স্ফুরিতগৌরনীলাঙ্গয়োঃ।
রুচঃ প্রচুরয়ন্তু বাং পুরটযুথিকামঞ্জরী,-
বিরাজদলিরম্যয়োর্মম চমৎকৃতিং চক্ষুষোঃ॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ কৃষ্ণ! হে শ্রীমতি রাধিকে! তোমরা ব্রজ-মণ্ডলস্থ মধুরমূর্ত্তি যাবতীয় নরনারীর শিরোভূষণ, অতএব আমি তোমাদের নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা একবার আমার সম্মুখে যুগলভাবে অবস্থিতি কর, তোমাদের পাদপদ্মস্থ নখচন্দ্রকৌমুদী আমার নয়ন-যুগলের চমৎকারকারিনী হউক॥ ৩২॥

নিকুঞ্জ ভবনমধ্যে তোমাদের পরস্পরের অকস্মাৎ দর্শন জনিত প্রচুর আনন্দ হেতু তোমরা পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছ, ঐ সময়ে নীলাঙ্গ ও গৌরাঙ্গ উভয়ে মিলিত হইয়া স্বর্ণ যূথিকা-কুসুম মঞ্জরীস্থিত—ভ্রমরের ন্যায় তোমাদের শ্রীঅঙ্গের শোভা—আমার নয়ন-যুগলের সমধিক চমৎকার-কারিনী হউক॥ ৩৩॥

পদ্যানুবাদ—সুমধুর মূর্ত্তিধারী যত ব্রজ জন।
তোমরা তো তা'সবার মস্তক-ভূষণ॥
আজি আমি তোমাদের দোঁহার সকাশে।
কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করি, পরম তিয়াসে॥
দু'জনার পদনখের অপূর্ব কিরণ।
ক্ষণমাত্র চমৎকৃত করুক্ নয়ন॥ ৩২॥

সাক্ষাৎকৃতিং বত যয়োর্ন মহত্তমোঽপি,
কর্ত্তুং মনস্যপি মনাক্ প্রভুতামুপৈতি।
ইচ্ছন্নয়ং নয়নয়োঃ পথি তৌ ভবন্তৌ,
জন্তুর্বিজিত্য নিজগার ভিয়ং হ্রিয়ঞ্চ ॥ ৩৪ ॥

ঘটনার ক্রমে, নিকুঞ্জ অঙ্গনে, অকস্মাৎ কোনদিন।
দোঁহে দুঁহুজনে, হেরিয়া নয়নে, পাপে সুখ সুনবীন ॥
মিলনের রঙ্গে, আনন্দতরঙ্গে, হলে আলিঙ্গন-রত।
হেম যুঁথিকায়, ভ্রমরের প্রায়, কান্তি হবে প্রকাশিত ॥
তোমা দোঁহাকার, এ সুষমা-ভার, নয়ন-যুগের মম।
চমৎকার রাশি, করুক্ বর্ধন, সদা এই আকিঞ্চন ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যোগী তপস্বী প্রভৃতি মহাত্মারা তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন না, সে স্থলে অল্পপ্রাণী আমি তাদৃশ তোমাদিগকে নয়নপথের পথিক করিব বলিয়া ইচ্ছা করিতেছি, সুতরাং আমি লজ্জা ভয় জয় করিয়া উহা উদ্গীর্ণ করিয়াছি অর্থাৎ অসম্ভব বিষয় প্রার্থনা-হেতু আমি লজ্জা ভয় বিহীন হইয়াছি ॥ ৩৪ ॥

পদ্যানুবাদ—

আহা, শ্রেষ্ঠতম, কোন মহাজন, মানসেও আপনার।
কিঞ্চিৎ রূপেও, না পায় যাঁ'দের, অভীষ্ট সাক্ষাৎকার।
(হেন) দুর্ল্লভ-দর্শন, তোমরা দু'জনে, তবু মোর নেত্র-পথে।
দেখা দিবে বলি' সদা যত্ন করি' ধরিতেছি মনোরথে ॥
অসম্ভব যাহা, চাহিতেছি তাহা, ত্যজি' সব লাজ ভয়।
লজ্জা-ভয় হীন, এ' দীনাতিদীন, করিছে করুণাশ্রয় ॥ ৩৪ ॥

অথবা মম কিং নু দূষণং বত বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনৌ ।
যুবয়োর্গুণমাধুরী নবা, জনমুন্মাদয়তীহ কং ন বা ? ॥৩৫॥
অহহ সময়ঃ সোঽপি ক্ষেমো ঘটেত নরস্য কিং,
ব্রজনটবরৌ যত্রোদ্দীপ্তা কৃপাম্বুধয়োজ্জ্বলা ।
কৃতপরিজনশ্রেণিচেতশ্চকোরচমৎকৃতি,
ব্রজতি যুবয়োঃ সা বক্ত্রেন্দুদ্বয়ী নয়নাধ্বনি ? ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—অথবা এ বিষয়ে আমার দোষই বা কি ? হে বৃন্দাবন-রাজ শ্রীকৃষ্ণ ! হে বৃন্দাবন পট্টমহিষি শ্রীরাধিকে ! তোমাদের গুণমাধুরী ব্যক্তি-মাত্রকেই উন্মাদিত করে, সুতরাং তোমাদের লীলাগুণে মধুমত্ত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

হে ব্রজনটবর ! শ্রীকৃষ্ণ ! হে শ্রীমতি ! রাধিকে ! অতি সুন্দর, কৃপাপীযূষ পরিপূর্ণ ও ভক্তজন চিত্ত চকোরের আনন্দপ্রদ তোমাদের উভয়ের বদনচন্দ্র যে দিনে আমার নয়নপথের পথিক হইতে পারে, এমন শুভদিন কি আমার হইবে ? ॥ ৩৬ ॥

পদ্যানুবাদ—অয়ি বৃন্দাবনেশ্বরী ! বৃন্দাবননাথ হরি ।

কি আমি বলিব অতঃপর,
তোমাদের নিত্য নব, গুণ-মধুরিমা লব,
কাহার না মাতায় অন্তর ?
ছাড়ি' আমি লাজভয়, চাহি যে কৃপাতিশয়,
এতে বল কি দোষ আমার ?
দোঁহাকার মধুলীলা, গলায়ে কঠিন শিলা,
লোভ জাগায় নিয়ত অপার ॥ ৩৫ ॥
ব্রজনটবর ওহে যুগল-কিশোর ।
মরমের মর্ম্মবাণী কহি আজি মোর ॥

প্রিয়জনকৃতপাক্ষিগ্রাহচর্য্যোন্নতাভিঃ,
সুগহনঘটনাভির্বক্রিমাড়ম্বরেণ।
প্রণয়কলহকেলিক্ষ্বেলিভির্বামধীশৌ
কিমিহ রচয়িতব্যঃ কর্ণয়োর্বিস্ময়ো মে ? ॥ ৩৭ ॥

আমি অতি দীন হীন, নর অকিঞ্চন।
কভু হেন মঙ্গল কি হবে সংঘটন ?
অলৌকিক কৃপা-সুধা উদ্দীপ্ত উজ্জ্বল।
উভয়ের মুখ-চন্দ্র স্নিগ্ধ সুবিমল,—
পরিজন-গণ চিত্তরূপ চকোরের,
চমৎকার-কারী যাহা মহা আদরের,—
মোর নেত্র পথে সেই মুখেন্দু যুগল,
কখন্ উদিত হবে, ভাবি নিরন্তর ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ ! শ্রীকৃষ্ণ ! হে শ্রীমতি ! শ্রীরাধিকে ! তোমাদের পরস্পরের পক্ষগণ যাহা লইয়া তুমুল করিতেছে এবং পরস্পরের বক্রোক্তি হেতু যাহার মর্ম্ম অতিদুর্জ্ঞেয় হইয়াছে এইরূপ তোমাদের পরস্পরের প্রণয় কলহরূপ কেলিকৌতুক শ্রবণ করাইয়া আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে কবে চমৎকৃত করিবে ? ॥ ৩৭ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে নাথ কৃষ্ণচন্দ্র ! ঈশ্বরি শ্রীরাধে।
মম আশা-রাজি আজি বলি মনোসাধে ॥
তোমাদের নিজ নিজ প্রিয় পরিজন।
পক্ষভুক্ত করি' দোহে কলহে বিষম ॥
প্রবৃত্ত হইবে যবে, নানা ছল ভরে।
বৃদ্ধি পাবে বাগ্‌যুদ্ধ,-বক্র-আড়ম্বরে ॥

নিভৃতমপহৃতায়ামেতয়া বংশিকায়াং,
দিশি দিশি দৃশমুৎকাং প্রের্য্য সংপৃচ্ছমানঃ।
স্মিতশবলমুখীভির্বিপ্রলব্ধঃ সখীভি,-
স্ত্বমঘহর কদা মে তুষ্টিমক্ষ্ণোর্বিধৎসে ? ॥ ৩৮ ॥

সুদুর্জ্ঞেয় ভাবাপন্ন তোমা দোঁহাকার।
প্রণয়-বিবাদ কেলি-উল্বিত-চিৎকার ॥
এই বৃন্দাবনে মোর-তৃষিত শ্রবণে।
রচিবে কি সুবিস্ময় কোন শুভক্ষণে ? ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অঘহর! শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীরাধিকা তোমার বংশী হরণ করিলে, (আমার বংশী কে লইল, আমার বংশী কে চুরি করিল এইরূপ) জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ইতস্ততঃ বংশী অন্বেষণ করিবে, ঐ সময়ে শ্রীরাধিকার পক্ষ সখীরা (তোমার বংশী এই লইয়াছে বলিয়া) কোন অপর ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিবে, তৎকালে তুমি তাহার সহিত কলহ করিবে, উক্ত সখীরা ধূর্ত্তকে ঠকাইয়াছি বলিয়া হাস্য করিতে থাকিবে, ঐ সময়ে তোমার তাদৃশ ভাব দর্শন করিয়া আমার নয়ন-যুগল কবে পরিতৃপ্ত হইবে ? ॥ ৩৮ ॥

পদ্যানুবাদ— ওহে অঘহর শ্যাম ! শ্রীরাধা যখন।
প্রণয় কৌতুকে বংশী করিবে হরণ ॥
কেবা নিল বাঁশী মোর, বংশী কোথা হায় !
জিজ্ঞাসি' খুজিবে তুমি হেথায়-হোথায় ॥
উৎকণ্ঠার বশে বড় হইবে চঞ্চল।
নিক্ষেপিবে চতুর্দিকে লোচন-যুগল ॥
তখন রাধিকারাণীর মৃদুহাস্যমুখী।
সুচতুরা প্রগল্ভা যত প্রিয়সখী ॥

ক্ষতমধরদলস্য স্বস্য কৃত্বা ত্বদালী,-
কৃতমিতি ললিতায়াং দেবি কৃষ্ণে ব্রুবাণে।
স্মিতশবলদৃগন্তা কিঞ্চিদুত্তম্ভিতভ্রূ,-
র্মম মুদমুপধাস্যত্যাস্যলক্ষ্মীঃ কদা তে? ॥ ৩৯॥

নানাভাবে প্রতারণা করিবে তোমায়।
হেরিবে কি মোর নেত্র, এ' গূঢ় লীলায়? ॥ ৩৮॥

বঙ্গানুবাদ—হে দেবি শ্রীরাধিকে! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্থাৎ আপনা-আপনি স্বীয় অধরবিম্ব দন্তদ্বারা ক্ষত করিয়া যখন ললিতার নিকট বলিবেন যে, হে ললিতে! দেখ তোমার সখী শ্রীরাধিকা আমার অধর ক্ষত করিয়া দিয়াছেন, ঐ কথা শ্রবণ করিবামাত্র তুমি ঈষৎ হাস্য-মুখী হইয়া ভ্রূকুটীযুক্ত কটাক্ষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবে, তৎকালোচিত তাদৃশ মুখ শোভা দর্শন করাইয়া আমাকে কবে পরিতৃপ্ত করিবে? ॥ ৩৯।

পদ্যানুবাদ—মনোহর গিরিধর, হ'য়ে লীলা-রঙ্গপর;
আপনার, বিম্বাধর দলে।
ক্ষত ক'রে উৎপাদন, শ্রীললিতারে যখন,
বলিবেন, চারুভঙ্গীভরে,
হের, প্রিয়সখী তব, করেছে গো এই সব,
তুমি ইহা শুনিলে তখন।
মৃদু মধু হাস্য পূতঃ, ভ্রূকুটী-কটাক্ষ যুত,
মুখে শোভা হ'বে অতুলন॥
এমন আনন, নব সুষমা-আধার।
কবে মোর প্রাণে হর্ষ করিবে সঞ্চার॥ ৩৯॥

কথমিদমপি বাঞ্ছিতুং নিকৃষ্টঃ,
স্ফুটময়মর্হতি জন্তুরুত্তমার্হম্।
গুরুলঘুগণনোজ্ঝিতার্ত্তনাথৌ,
জয়তিতরামথবা কৃপাদ্যুতির্বাম্ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কাতরজনপালক শ্রীকৃষ্ণ! হে কাতরজনপালিকে শ্রীরাধিকে! উত্তম ভক্তগণের প্রাপ্তির যোগ্য তোমাদের প্রেমসেবা বাঞ্ছা করিতে যদিও এই নিকৃষ্ট ব্যক্তি অযোগ্য হয় তথাপি তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট দয়া লঘু-গুরু গণনা করে না বলিয়া উহা প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ৪০ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে কৃষ্ণ! আর্তনাথ! হে আর্তপালিকে।
বৃষভানু-কুমারিকে! শ্রীমতী রাধিকে!
শ্রেষ্ঠভক্তজন-প্রাপ্য, এ' প্রেমসেবনে।
মোর মত হীন প্রাণী মাগিবে কেমনে?
প্রেম-সেবা বাঞ্ছিতেও এ' নিকৃষ্ট জন।
চির-অসমর্থ হায়! লজ্জিত পরম ॥
তোমাদের দু'জনার অশেষ করুণা।
গুরু-লঘু বিচারাদি না করে গণনা ॥
তোমাদের কৃপাদ্যুতি মহা চমৎকার।
করিতেছে সদা নিজ উৎকর্ষ বিস্তার ॥
করুণার জয় হোক্, করুণারি জয়।
যাহা মোর সেবা-বাঞ্ছা করিছে উদয় ॥ ৪০ ॥

বৃত্তে দৈবাদ্‌ব্রজপতিসুহৃন্নন্দিনীবিপ্রলম্ভে,
সংরম্ভেণোল্ললিত ললিতাশঙ্কয়োদ্‌ভ্রান্তনেত্রঃ।
ত্বং শারীভিঃ সময়পটুভির্দ্রাগুপালভ্যমানঃ,
কামং দামোদর মম কদা মোদমক্ষ্ণোর্বিধাতা ? ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে দামোদর। দৈবাৎ শ্রীরাধিকার সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইলে তুমি ললিতার ভয়ে উদ্ভ্রান্ত নয়ন অর্থাৎ পাছে ললিতা আমায় ভর্ৎসনা করেন সেই ভয়ে ব্যস্ত হইলে নিকুঞ্জস্থ সারিকাগণ সময় পাইয়া ত্বদধীনা রাজনন্দিনী শ্রীরাধিকাকে তুমি অকারণে বঞ্চনা করিয়াছ বলিয়া কত তিরস্কার করিবে, অতএব তৎ-কালোচিত তোমার তাদৃশ ভাব দর্শন করিয়া আমার নয়নযুগল কবে আনন্দিত করিব ? ॥ ৪১ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে দামোদর ! তব প্রাণেশ্বরী সনে,
বিরহ ঘটিলে কভু দৈবের কারণে,—
কোপবতী উত্তেজিতা ললিতার ভয়ে,
উদ্‌ভ্রান্ত-নয়ন তুমি, হ'লে সে সময়ে,—
কালাভিজ্ঞা সচতুরা শারিকা-নিকর,—
বর্ষিবে ভর্ৎসনা-বাক্য তোমার উপর।
"তোমারি অধীনা রাই, রাজার-নন্দিনী,
বঞ্চনা ক'রেছ তাঁ'য়, ওহে নীলমণি !
কত ব্যথা হায় তুমি, দিয়াছ অকারণে,—
এখন চঞ্চল হও, লাজ নাই মনে ?"
শারীদের এইরূপ ভর্ৎসনা-বচন,
শুনিয়া যে ভাব তব উদিবে তখন,—
তাহা হেরি' কবে মম লোচনযুগল,
পরম আনন্দ-রসে হইবে বিভল ॥ ৪১ ॥

রাসারম্ভে বিলসতি পরিত্যজ্য গোষ্ঠাম্বুজাক্ষী,-
বৃন্দং বৃন্দাবনভুবি রহঃ কেশবেনোপনীয়।
ত্বাং স্বাধীনপ্রিয়তমপদপ্রাপণেনার্চ্চিতাঙ্গীং,
দূরে দৃষ্ট্বা হৃদি কিমচিরাদর্পয়িষ্যামি দর্পম ? ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শ্রীমতি ! শ্রীরাধিকে ! শ্রীবৃন্দাবনে রাসক্রীড়া আরম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ব্রজরমণী পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে নির্জনে লইয়া গমন করিবেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তোমার অধীন হইয়া নানাবিধ কুসুমদ্বারা তোমার বেশ ভূষা করিয়া দিতেছেন, ঐ ঘটনা দূর হইতে দর্শন করিয়া আমি নিজ হৃদয়ে অপার আনন্দ স্থাপন কবে করিব ? ॥ ৪২ ॥

পদ্যানুবাদ—অয়ি শ্রীরাধে !

হ'লে প্রকাশিত, রাস-ক্রীড়া-মহোৎসব।
আর সব গোপীগণে, ত্যজিয়া কেশব ॥
বৃন্দাবনের নির্জন কানন ভিতরে,—
তোমায় আনিয়া সাথে, পরম আদরে,—
'স্বাধীন ভর্ত্তৃকা' পদ বিতরি' তখন,
অঙ্গে তব বেশভূষা করিবে রচন।
কেশব করিবে তব শ্রীঅঙ্গ পূজন,
দূর হ'তে আমি তাহা করিয়া দর্শন,
নিজ চিত্তে সৌভাগ্য-গর্ব করিব ধারণ,—
ওগো কৃপাময়ি ! কবে হ'বে গো এমন ? ॥ ৪২ ॥

রম্যা শোণদ্যুতিভিরলকৈর্যাবকেনোর্জ্জদেব্যাঃ,
সদ্যস্তন্দ্রীমুকুলদলসক্লান্তনেত্রা ব্রজেশ।
প্রাতশ্চন্দ্রাবলীপরিজনৈঃ সাচি দৃষ্টা বিবর্ণৈ,-
রাস্যশ্রীস্তে প্রণয়তি কদা সম্মদং মে মুদঞ্চ? ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ব্রজরাজ! তুমি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে প্রাতঃকালে শ্রীরাধিকার কুঞ্জে আগমন করিয়া মানিনী শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের নিমিত্ত তদীয় অলক্তাঙ্কিত চরণে মস্তক অবনতি হেতু তোমার অলকা-বলি লোহিত বর্ণ হইয়াছে এবং রাত্রি জাগরণ-হেতু তোমার নয়ন-যুগল নিদ্রাবেশে মুকুলিত ও আলস্যপূর্ণ হইয়া ক্লান্ত হইতেছে, অপর-দিকে চন্দ্রাবলীর সখীগণ বিবর্ণ হইয়া বক্রদৃষ্টিতে তোমার ভাব দর্শন করিতেছে, অতএব তোমার তৎকালোচিত তাদৃশী মুখশোভা কবে আমার হৃদয়ে গর্ব ও আনন্দ বিস্তার করিবে? ॥ ৪৩ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে ব্রজরাজ! তুমি প্রভাত সময়ে,
চন্দ্রার নিকুঞ্জ হ'তে, রাধা-কুঞ্জালয়ে,
আগমন করি'—মানবতী শ্রীমতীর,
অলক্ত-রঞ্জিত পদে লুটাইয়া শির,
মান-ভঞ্জনেরি তরে করিলে যতন,
কেশরাজি হবে তব, লোহিত বরণ;
সদ্যপ্রাপ্ত তন্দ্রাবেশে অর্ধনিমীলিত,—
নেত্র যুগলের কান্তি, হবে সুললিত।
প্রাতঃকালে চন্দ্রাবলীর পরিজনগণ
বিবর্ণ-বঙ্কিম-দৃষ্টি করি' বরিষণ,
যবে হেন ভাবাবলী করিছে দর্শন,—
সেই-কালোচিত-চারু মুখ-শোভা তব,
কবে দিবে মর্ম চিত্তে, গর্ব-সুখ নব? ॥ ৪৩ ॥

ব্যাত্যুক্ষীরভসোৎসবেঽধরসুধাপানগ্লহে প্রস্তুতে
জিত্বা পাতুমথোৎসুকেন হরিণা কণ্ঠে ধৃতায়াঃ পুরঃ।
ঈষচ্ছোণিমমীলিতাক্ষমনৃজুভ্রূবল্লিহেলোন্নতং
প্রেক্ষিষ্যে তব সস্মিতং সরুদিতং তদ্দেবি বক্ত্রং কদা? ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে দেবি! শ্রীরাধিকে! অধরসুধা-পান পণ রাখিয়া তোমাদের জলক্রীড়া আরম্ভ হইলে ঐ ক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে অধরসুধা-পানের নিমিত্ত তোমার কণ্ঠদেশ গ্রহণ করিবেন, তখন বাহ্য-কোপ প্রকাশ-হেতু আরক্ত নয়ন ও কুটিল ভ্রূলতার উৎক্ষেপ-হেতু এবং অনাদর-হেতু উন্নত, হাস্য ও রোদনমিশ্রিত তোমার মুখপদ্ম আমি কবে দর্শন করিব (এই শ্লোকে কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিব্বোক, এই তিনটি ভাব বর্ণিত হইয়াছে। নায়ক নায়িকার সঙ্গকালে অতিশয় হর্ষহেতু নায়িকার গর্ব, হাস্য ও অভিলাষাদি যদি ভয়কোপ প্রভৃতি-দ্বারা—বিমিশ্রিত হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবকে কিলকিঞ্চিত বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্তন করেন। স্তনস্পর্শ ও মুখচুম্বনাদি করিলে যদি নায়িকার বাহিরে কোপ-প্রকাশ ও অন্তরে আনন্দ হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবকে কুট্টমিত বলিয়া পণ্ডিতেরা কীর্তন করেন। গর্ব-হেতু ইষ্ট বস্তুতে অনাদর প্রকাশের নাম বিব্বোক) ॥ ৪৪ ॥

পদ্যানুবাদ—হে দেবি শ্রীরাধে! জলকেলি সা'ধে,
অধর-অমিয়া-পণ,
রাখিয়া যতনে, সলিল সেচনে,
জয়ী হ'য়ে কানুধন।
আনন্দ আবেশে, তব কণ্ঠদেশে,
করিবেন আলিঙ্গন,

আলীভিঃ সমমভ্যুপেত্য-শনকৈর্গান্ধর্ব্বিকায়াং মুদা
গোষ্ঠাধীশকুমার হন্ত কুসুমশ্রেণীং হরন্ত্যাং তব।
প্রেক্ষিষ্যে পুরতঃ প্রবিশ্য সহসা গূঢ়স্মিতাস্যং বলা-
দাচ্ছিন্দানমিহোত্তরীয়মুরসস্থাং ভানুমত্যাঃ কদা? ॥ ৪৫॥

তখন তোমার অতি চমৎকার,
শোভা হবে অতুলন।
ঈষৎ অরুণ, মীলিত নয়ন,
কুটীল-ভ্রূলতা দ্বয় ;
হেলায় উন্নত, মৃদু-মধু-স্মিত,—
ঈষৎ রোদন-ময়।
কিলকিঞ্চিত, ভাবসুবলিত, তব মুখ-মণ্ডল,
কবে দরশনে, এই দাসীজনে, হবে সুখ-বিহ্বল ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! ললিতাদি সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীরাধিকা তোমার পুষ্প বাটিকায় প্রবেশ করিয়া অলক্ষ্যভাবে আনন্দে পুষ্প চয়ন করিতেছেন, ঐ সময়ে তুমি সহসা ঐ স্থানে প্রবেশ করিয়া শ্রীরাধিকার সহচরী ভানুমতীর বক্ষঃস্থল হইতে উত্তরীয়-বসন—বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এবং ঐ কালে বাহিরে কোপ প্রকাশ ও অন্তরে হাস্যযুক্ত তোমার মুখপদ্ম আমি কবে দর্শন করিব? ॥ ৪৫ ॥

পদ্যানুবাদ—হে ব্রজেন্দ্র কুমার? প্রেয়সী-তোমার,—
শ্রীরাধিকা-সখীগণে,—
ল'য়ে নিজ সঙ্গে, কৌতুক-তরংগে, ধীরে ধীরে পদার্পণে,
যেয়ে ফুল্লমনে, তোমারি কাননে, বিবিধ কুসুমরাজি,

উদঞ্চতি মধূৎসবে সহচরীকুলেনাকুলে কদা,
ত্বমবলোক্যসে ব্রজপুরন্দরস্যাত্মজ।
স্মিতোজ্জ্বলমদীশ্বরীচলদৃগঞ্চলপ্রেরণা,-
ন্নিলীনগুণমঞ্জরীবদনমত্র চুম্বন্ময়া ? ॥ ৪৬ ॥

করিতে হরণ, প্রবৃত্তা যখন, ভরি' নিজ নিজ সাজি।
সহসা সম্মুখে, গূঢ়-হাসি মুখে, আসিয়া বিক্রমভরে,—
শ্রীভানুমতীর, বক্ষঃ-উত্তরী, যবে টানিছ বলাৎকারে !
বৃন্দাবনে হায়, হেন অবস্থায়, তোমায় হেরিয়া কবে।
নয়নযুগল, হইবে সফল, রত হ'য়ে রসোৎসবে ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ব্রজেন্দ্রনন্দন ! সখীগণে বেষ্টিত হইয়া তোমাদের বসন্তোৎসব আরম্ভ হইলে স্মিতমুখী শ্রীরাধিকার চপল কটাক্ষ প্রেরণে অর্থাৎ তাঁহার ইঙ্গিত হেতু নিভৃত স্থানে অবস্থিত গুণমঞ্জরী-নামিকা কান সখীর বদন চুম্বন করিতেছ, এইরূপ তোমাকে আমি কবে দর্শন করিব ॥ ৪৬ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে ব্রজপুরন্দর— শ্রীনন্দনন্দন !
বৃন্দাবনে সুচরিতা সখীরা যখন,—
মত্তা হ'বে মনোহর মধূৎসব-রসে,—
তোমাদের দু'জনারে ঘিরিয়া হরষে ;
শ্রীমতীর হাসিমাখা কটাক্ষ-ইঙ্গিতে ;—
পেয়ে গুণমঞ্জরীকে, সেথায় নিভৃতে,
ভয়ে লুক্কায়িতা সেই মঞ্জরিকার,—
চুমিবে বদন তুমি, পুলকে অপার।
কবে আমি সেইকালে পাইব দর্শন ?
অন্তরে এ' আশা মোর জাগে অনুক্ষণ ॥ ৪৬ ॥

কলিন্দতনয়াতটিবনবিহারতঃ শ্রান্তয়োঃ,
স্ফুরন্মধুর-মধবীসদন-সীম্নি বিশ্রাম্যতোঃ।
বিমুচ্য রচয়িষ্যতে স্বকচবৃন্দমত্রামুনা,
জনেন যুবয়োঃ—কদা পদসরোজসর্ম্মার্জ্জনম্ ? ॥৪৭ ॥
পরিমিলদুপবর্হং পল্লবশ্রেণিভির্বাং,
মদনসমরচর্য্যাভারপর্য্যাপ্তমত্র।
মৃদুভিরমলপুষ্পৈঃ কল্পয়িষ্যামিতল্পং,
ভ্রমরযুজি নিকুঞ্জে হা কদা কুঞ্জরাজৌ ? ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ ! শ্রীকৃষ্ণ ! হে শ্রীমতি ! শ্রীরাধিকে ! তোমরা কালিন্দীতীরবর্ত্তি বনবিহারে পরিশ্রান্ত হইয়া মাধবীলতামূলে বিশ্রাম করিতেছ, ঐ সময়ে নিজকেশ পাশ মুক্ত করিয়া উহাদ্বারা তোমাদের পাদপদ্মরজের মার্জনা আমি কবে করিব ? ॥ ৪৭ ॥

ভ্রমর শোভিত নিকুঞ্জবন মধ্যে নবপল্লবদ্বারা উপাধান (বালিষ) ও সুকোমল পুষ্প আস্তরণ করিয়া কন্দর্প যুদ্ধের ভার সহনক্ষম তোমাদের পুষ্পশয্যা—আমি কবে প্রস্তুত করিয়া দিব ॥ ৪৮ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে রাধেশ্যাম ! কবে এই বৃন্দাবনে,

যমুনার তীরবর্ত্তী মনোজ্ঞ কাননে,
প্রচুর বিহার ক'রে, শ্রান্তির আবেশে,
সুশীতল মাধবিকা—কুঞ্জ-মূলদেশে,
হইলে বিশ্রাম রত, তোমরা দুজনে,
যেয়ে ধীরে সন্নিকটে, অতি সাবধানে,
উন্মুক্ত করিয়া নিজ, দীর্ঘ কেশ-রাশি-
মুছিবে কি পাদপদ্ম এঠ সুদীনা দাসী ? ॥ ৪৭ ॥

অলিদ্যুতিভিরাহৃতৈর্মিহিরনন্দিনীনির্ঝরাৎ,
পুরঃ পুরটঝর্ঝরী-পরিভৃতৈঃ পয়োভির্ময়া।
নিজপ্রণয়িভির্জনৈঃ সহ বিধাস্যতে বাং কদা,
বিলাসশয়নস্থয়োরিহ পদাম্বুজক্ষালনম্ ? ॥ ৪৯ ॥

হা হা শ্যাম গিরিধর ! নিকুঞ্জের অধীশ্বর !
কুঞ্জালয়ে-ঈশ্বরী-রাধিকে !
কবে বৃন্দরণ্যধামে, নিজ নিত্য সেবাদানে,
অতি ধন্যা করিবে দাসীকে ?
ভ্রমর-গুঞ্জিত-কুঞ্জে, কোমল-পল্লব-পুঞ্জে,
বিরচিব কবে উপাধান ?
স্মর রণ অনুকূলে, মৃদুল অমল ফুলে,
সুখ-শয্যা করিব নির্মাণ ? ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নিকুঞ্জরাজ ! শ্রীকৃষ্ণ ! হে নিকুঞ্জপট্ট-মহিষি ! শ্রীরাধিকে ! বিলাসশয্যাস্থ তোমাদের পাদ-প্রক্ষালন ও মুখ-প্রক্ষালনের নিমিত্ত সখীগণে পরি-বেষ্টিত হইয়া ভ্রমর-মালার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কালিন্দী-নদীর জল কনকভৃঙ্গারে পূর্ণ করিয়া আমি কবে তোমাদের নিকট আনয়ন করিব ? ॥ ৪৯ ॥

পদ্যানুবাদ—কবে আমি বৃন্দাবনে, প্রিয়সখীদের সনে,
অতিশয় প্রীতি সহকারে,—
যমুনা নির্ঝর জল, শ্যাম কান্তি নিরমল,
আহরিয়া সুবর্ণ ভৃঙ্গারে,
যেথা কেলি-শয্যা রাজে, নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে,
রাখিয়া যতনে সেই স্থলে,

লীলাতল্পে কলিতবপুষোগর্ব্যাবহাসীমনল্পাং,
স্মিত্বা স্মিত্বা জয়কলনয়া কুর্ব্বতোঃ কৌতুকায়।
মধ্যেকুঞ্জং কিমিহ যুবয়োঃ কল্পয়িষ্যাম্যধীশৌ,
সন্ধ্যারম্ভে লঘু লঘু পদাম্ভোজসম্বাহনানি॥ ৫০॥

ওহে নবযুবদ্বন্দ্ব! তোমাদের পাদপদ্ম'
পাখালিব কবে সেই জলে?॥ ৪৯॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণ! হে মদীশ্বরি! শ্রীরাধিকে! সন্ধ্যার সময়ে নিকুঞ্জ মধ্যে বিলাস শয্যায় আরোহণ করিয়া তোমাদের দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে পরস্পর জয়াকাঙ্খী হইয়া হাস্য পরিহাস কৌতুক করিবে, আমি ঐ সময়ে তোমাদের মৃদু মৃদু পাদসম্বহণ করিব, এমন দিন কি আমার হইবে॥ ৫০॥

পদ্যানুবাদ— অয়ি বৃন্দাবনেশ্বরী! বৃন্দাবনেশ্বর!
দিব্যধাম বৃন্দাবনে, সন্ধ্যাকাল উপক্রমে,
মনোহর কুঞ্জের ভিতর
বিলাস-শয্যার 'পরে, বিরাজিত, কৌতুক ভরে,
—পরস্পর জয়-কামনায়,
চন্দ্রাননে পরকাশি' মৃদু মৃদু মধু হাসি,
মত্ত হ'লে নর্ম-ক্রীড়ায়।
তোমাদের দু'জনার, পদাম্ভোজ চমৎকার,
অতি ধীরে, পরম যতনে,—
করিব কি সম্বাহন, কবে হবে শুভক্ষণ,
সদা সেই বাঞ্ছা মোর মনে॥ ৫০॥

প্রমদমদনযুদ্ধারম্ভ-সম্ভাবুকাভ্যাং,
প্রমুদিতহৃদয়াভ্যাং হন্ত বৃন্দাবনেশৌ ।
কিমহমিহ যুবাভ্যাং পানলীলোন্মুখাভ্যাং,
চষকমুপহরিষ্যে সাধু মাধ্বীকপূর্ণম্ ? ॥ ৫১ ॥
কদাহং সেবিষ্যে ব্রততিচমরীচামরমরু,-
দ্বিনোদেন ক্রীড়াকুসুমশয়নে ন্যস্তবপুষৌ ।
দরোন্মীলন্নেত্রৌ শ্রমজলকণক্লিষ্টদলকৌ,
ব্রুবাণাবন্যোঽন্যং ব্রজনবযুবানাবিহ যুবাম্ ? ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনেশ্বর ! হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! এই নিকুঞ্জ বন-মধ্যে তোমরা স্মরবিলাস পটু ও পরস্পর হৃষ্টচিত্ত হইয়া মধুপানের নিমিত্ত অভিলাষী হইলে ঐ সময়ে মধুপূর্ণ পান-পাত্র তোমাদের নিকট উপহার দিয়া আমি কবে কৃতার্থ হইব ? ॥ ৫১ ॥

হে ব্রজনবযুবরাজ ! শ্রীকৃষ্ণ ! হে ব্রজনবযুবতীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকে ! বিলাস কুসুমশয্যায় শয়ান হইয়া তোমাদের নয়নযুগল ঈষৎ উন্মীলিত ও ঘর্মজল কণায় অলকাবলী আর্দ্র হইবে এবং পরস্পর পরস্পরের শ্রান্তি সূচক আলাপে প্রবৃত্ত হইবে, ঐ সময়ে লতা মঞ্জরীরূপ চামরদ্বারা আমি কবে তোমাদিগকে বীজন করিব ? ॥ ৫২ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে বৃন্দাবনাধীশ ! বৃন্দাবনাধীশে !

আর এক সেবা—আশা, জানাই হরিষে ।
প্রবল কন্দর্প-রণ, নৈপুণ্যে পরম,—
হৃষ্টমনে, অত্যাগ্রহে, তোমরা দু'জন,—
হবে যবে মধুপান-তরে অভিলাষী,
মধুপূর্ণ চষকেরে ল'য়ে এই দাসী,
যথাযথ রূপে সে'টি করিবে স্থাপন,
কভু কি হইবে তা'র সৌভাগ্য এমন ? ॥ ৫১ ॥

চ্যুতশিখরশিখণ্ডাং কিঞ্চিদুৎস্রংসমানাং,
বিলুঠদমলপুষ্পশ্রেণিমুন্মুচ্য চূড়াম্ ।
দনুজদমন দেব্যাঃ শিক্ষয়া তে কদাহং,
কমলকলিতকোটিং কল্পয়িষ্যামি বেণীম্ ॥ ৫৩ ॥

ওগো ব্রজ কিশোরিকা, বরজ কিশোর ।
কবে সমুদিত হবে, হেন ভাগ্য মোর !
এই বৃন্দাবন মাঝে, কুঞ্জগৃহে হায় !
তোমরা শয়ান হ'লে, কুসুম-শয্যায়,
ঈষৎ মুদিত হবে, নয়ন-যুগল,—
শ্রম-জলে ভিজে যাবে অলক সকল,—
হবে রত, মৃদুকণ্ঠে, প্রেম-সম্ভাষণে,—
লতিকা-মঞ্জরীরূপ চামর সঞ্চালনে,
করিবে কি বীজন সেবা, অতি সন্তর্পণে ? ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে দনুজদমন ! শ্রীকৃষ্ণ ! শ্রীরাধিকার উপদেশে তোমার চূড়াবন্ধন আলুলায়িত করিয়া তাহা হইতে ময়ূরপুচ্ছ ও কুসুমসকল অপসারিত করিয়া চূড়ার পরিবর্তে অগ্রভাগে কমল কুসুম-শোভিত বেণীবন্ধন কবে আমি প্রস্তুত করিয়া দিব ? ॥ ৫৩ ॥

পদ্যানুবাদ—দনুজ দমন, হে নন্দনন্দন ! শ্রীরাধার উপদেশে,
কবে লাভ ক'রে, হর্ষামোদ ভরে,
বিপর্য্যস্ত তব কেশ,—
চূড়ার বন্ধন, করি' উন্মোচন,
শিথিল বিশৃঙ্খল,—
ময়ূরের পুচ্ছ, কুসুমের গুচ্ছ,

কমলমুখি বিলাসৈরংসয়োঃ স্রংসিতানাং,
তুলিতশিখিকলাপং কুন্তলানাং কলাপম্।
তব কবরতয়াবির্ভাব্য মোদাৎ কদাহং,
বিকচবিচকিলানাং মালয়ালঙ্করিষ্যে ? ॥ ৫৪ ॥

সরাইয়া সে' সকল,—
করিয়া রচন, বেণী সুশোভন,
অগ্রভাগে যত্নে তা'র,
বাঁধিল কমল, কিবা ঝল্‌মল্,
হবে শোভা চমৎকার ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কমলমুখি! শ্রীরাধিকে স্মর-বিলাসে শিখিকলাপ-তুল্য ত্বদীয় কেশকলাপ আলুলায়িত হইয়া স্কন্ধাবলম্বী হইলে পুনর্ব্বার কবরীবন্ধন করিয়া ঐ কবরী বিকসিত মল্লিকামালায় কবে আমি সুশোভিত করিব ? ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—

হে কমলমুখি! ললিতার সখি, শ্রীরাধিকে, প্রাণেশ্বরি !
তোমার সকাশে, বড় অভিলাসে, নিবেদিছে এ' কিঙ্করী।
কুন্তল তোমার, অতি চমৎকার, ময়ূর-পুচ্ছের মত ;
মদন-বিলসে' দু'টি স্কন্ধ পাশে, হলে তাহা নিপতিত ;
যত্নসহকারে, সেই কেশভারে, কবরী রচিয়া করে,—
বিকচ-মল্লিকা, ফুলের মালিকা, কবে দিব থরে থরে ! ॥ ৫৪ ॥

মিথঃস্পর্দ্ধাবদ্ধে বলবতি বলত্যক্ষকলহে,
ব্রজেশ ত্বাং জিত্বা ব্রজযুবতিধম্মিল্লমণিনা।
দৃগন্তেন ক্ষিপ্তাঃ পণমিহ কুরঙ্গং তব কদা,
গ্রহীষ্যামো বদ্ধা কলয়তি বয়ং ত্বৎপ্রিয়গণে? ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ব্রজযুবরাজ! তোমাদের পরস্পরের কুরঙ্গ পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে—ঐ ক্রীড়ায় ব্রজরমণীর শিরোমণি শ্রীরাধিকা তোমাকে পরাভব করিয়া (শ্রীকৃষ্ণের কুরঙ্গ লইয়া আইস এই অভিপ্রায়ে) ইঙ্গিত করিলে আমরা ত্বদীয় প্রিয়সখা মধুমঙ্গলাদির সমক্ষ হইতে কুরঙ্গ বাঁধিয়া লইয়া কবে মদীশ্বরী শ্রীরাধিকার নিকট উপস্থিত করিব ॥ ৫৫ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে ব্রজযুবরাজ! এই-ব্রজবনে,
সুপ্রবল স্পর্দ্ধা-যুক্ত, মদ-মত্ত মনে,
কুরঙ্গ রাখিয়া পণ, শ্রীমতীর সনে,
প্রবৃত্ত হইলে তুমি, অক্ষ-কেলি রণে।
পরাজিবে রাই তোমায়',-পাশক ক্রীড়ায়,
দেখিবে সখারা তব, রহিয়া সেথায় ॥
ব্রজ গোপী শিরোমণি, শ্রীমতী-রাধার,
কটাক্ষে চালিত হ'য়ে আনন্দে অপার,
মধু-সুবলাদি প্রিয় সহচর-গণ—
সম্মুখ হইতে মোরা, প্রকাশিব বিক্রম,
'সুরঙ্গ' নামা তব সাধের কুরঙ্গে,
বান্ধি ল'য়ে দিব কবে, শ্রীমতীরে রঙ্গে? ॥ ৫৫ ॥

কিং ভবিষ্যাতি শুভঃ স বাসরো,
যত্র দেবি নয়নাঞ্চলেন মাম্।
গর্ব্বিতং বিহসিতুং নিযোক্ষ্যসে,
দ্যূতসংসদি বিজিত্য মাধবম্? ॥ ৫৬ ॥

কিং জনস্য ভবিতাহস্য তদ্দিনং, যত্র নাথ মুহুরেনমাদৃতঃ।
ত্বং ব্রজেশ্বরবয়স্যনন্দিনী,-মানভঙ্গবিধিমর্থয়িষ্যসে? ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে দেবি! শ্রীরাধিকে! আমার কি সেই শুভদিন হইবে, যেদিন তুমি দ্যূতক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিয়া দ্যূতক্রীড়ানভিজ্ঞ-মাত্র ভুজবল গর্বিত ইত্যাদি পরিহাস বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আমাকে ইঙ্গিত করিবে, আমি তোমার তাদৃশ আজ্ঞাপালন করিয়া তোমার সন্তোষ বিধান করিব ॥ ৫৬ ॥

হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণ! আমার কি সেই দিন হইবে? যে দিন নিজ সখী বলিয়া সমাদরপূর্বক বৃষভানুনন্দিনীর মানভঙ্গ করিতে আমাকে আদেশ করিবে? ॥ ৫৭ ॥

পদ্যানুবাদ—শ্রীরাধে গো!

হেন শুভদিন কভু হবে কি উদিত,
যবে দ্যূত-সভামাঝে, পরম-গর্বিত,
মাধবেরে অনায়াসে, ক'রে পরাজয়,
করিবারে উপহাস, তাঁরে সে' সময়,
নিযুক্তা করিবে, মোর মত দীনাজনে।
নেত্রাঞ্চল-ভঙ্গীদ্বারা, আদেশ-অর্পণে ॥ ৫৬ ॥
হে নাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! গোপিকানাগর!
যেদিন মোরে বারংবার প্রকাশি' আদর,

ত্বদাদেশং শারীকথিতমহমাকর্ণ্য মুদিতো,
বসামি ত্বৎকুণ্ডোপরি সখি বিলম্বস্তব কথম্ ?
ইতীদং শ্রীদামস্বসরি মম সন্দেশকুসুমং,
হরেতি ত্বং দামোদর জনমমুং নোৎস্যসি কদা ? ॥ ৫৮ ॥

বৃষভানুনন্দিনীর মানভঙ্গ-তরে,—
সাধিবে কতই তুমি, অনুরোধভরে ;
আসিবে কি মোর ভাগ্যে সুদিন এমন ?
দীনহীনা দাসী আমি, অধমা পরম ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে দামোদর ! সারিকা কথিত ত্বদীয় আদেশ শ্রবণ করিয়া আমি হৃষ্ট চিত্তে শ্যামকুণ্ডের তীরে উপবেশন করিব, ঐ সময়ে শ্রীরাধিকার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া তুমি আমাকে দূতী করিয়া কবে শ্রীরাধার নিকট প্রেরণ করিবা অর্থাৎ সখি ! তোমার আগমনে এত বিলম্ব হইতেছে কেন ? ইত্যাদি তদীয় বাক্য কুসুম লইয়া শ্রীরাধিকার নিকট কবে উপস্থিত হইব ? ॥ ৫৮ ॥

পদ্যানুবাদ—

রাধা-প্রাণেশ্বর ! ওহে দামোদর ! কবে মোরে করুণায় ;
সন্দেশ-বচন, বহন কারণ, পাঠাবে শ্রীজির পায় ?
"সখি শ্রীরাধিকে ! আমি যে আজিকে, শারিকার বর্ণিত,—
তোমার আদেশ, শ্রবণে অশেষ, হরষে পূরিয়া চিত ;
(তব) কুণ্ডতীরে হায়, আসার আশায়, বসিয়া কাটাই কাল ;
বিলম্ব দর্শনে, এবে হয় মনে, ঘটেছে বা জঞ্জাল !"
হে শ্যাম, এমন মধুর-কথন, অমৃত-তরঙ্গ রাশি,—
কবে অকপটে, শ্রীরাধা-নিকটে, নিবেদিবে দীনা দাসী ? ॥ ৫৮ ॥

শঠোঽয়ং নাবেক্ষ্যঃ পুনরিহ ময়া মানধনয়া
বিশন্তং স্ত্রীবেশং সুবলসুহৃদং বারয় গিরা।
ইদন্তে সাকূতং বচনমবধার্য্যোচ্ছলিতধী,
শ্ছলাটোপৈর্গোপপ্রবরমবরোৎস্যামি কিমহম্ ॥৫৭॥

বঙ্গানুবাদ—হে রাধিকে! তুমি মানিনী হইলে (সেই ধূর্ত্ততম শ্রীকৃষ্ণের মুখ আর আমি দেখিব না, সুবল-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আমার কুঞ্জে আসিতেছে অতএব উহাকে বারণ কর,) ইত্যাদি ত্বদীয় অভিপ্রেত বাক্য নিশ্চয় করিয়া ইঙ্গিতজ্ঞা আমি সেই গোপরাজ শ্রীকৃষ্ণকে কঠোর বাক্যদ্বারা কবে বারণ করিব, অর্থাৎ তুমি শ্রীরাধার কুঞ্জে আসিও না এস্থানে আসিলে তোমার ভাল হইবে না, ইত্যাদি রূঢ়বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কবে নিষেধ করিব? ॥ ৫৭ ॥

পদ্যানুবাদ—রাধে! তব প্রাণনাথ মাধবের প্রতি,
কখনো হইয়া তুমি, মহা মানবতী,—
সবিশেষ অভিপ্রায় করিয়া জ্ঞাপন,
কহিবে আমায় হেন সরস-বচন,
"শঠরাজ সেই কানু, মোর দ্বারা আর,
দরশন যোগ্য নহে,—জেনো ইহা সার;
গোপিকার বেশধারী, সুবলের সখা,—
প্রবেশিতে চাহে কুঞ্জে,—ঐ যায় দেখা।
বচনের দ্বারা তাঁয়, করগো বারণ,"—
কবে এই মর্ম্মবাণী, বুঝিয়া তখন'
উৎসাহিত-চিত্তে আমি, কপট বিক্রমে,—
অনেক কঠোর বাণী, কহি' ভঙ্গীক্রমে;
করিব নিরোধ, সেই গোপ-প্রবরেরে'—
হবে কি এমন দশা—বাসনা অন্তরে ॥ ৫৭ ॥

অঘহর বলীবর্দ্দঃ প্রেয়ান্নবস্তব যো ব্রজে,
বৃষভবপুষা দৈত্যেনাসৌ বলাদভিযুজ্যতে।
ইতি কিল মৃষাগীর্ভিশ্চন্দ্রাবলীনিলয়স্থিতং,
বনভুবি কদা নেষ্যামি ত্বাং মুকুন্দ মদীশ্বরীম্ ? ॥৬০॥
নিগিরতি জগদুচ্চৈঃ সূচিভেদ্যে তমিস্রে,
ভ্রমররুচি-নিচোলেনাঙ্গমাবৃত্য দীপ্তম্।
পরিহৃতমণিকাঞ্চীনূপুরায়াঃ কদাহং,
তব নবমভিসারং কারয়িষ্যামি দেবি ? ॥ ৬১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অঘহর ! হে মুকুন্দ ! শ্রীবৃন্দাবনে বৃষভাকার কোন দৈত্য আসিয়া তোমার প্রিয়তম সেই নবীন বৃষটীর উপর বড়ই উৎপাত করিতেছে, অতএব তুমি শীঘ্র আগমন করিয়া উহা নিবারণ কর। এই-প্রকার মিথ্যাবাক্যদ্বারা চন্দ্রাবলীর নিকুঞ্জ হইতে আনয়ন করিয়া মদী-শ্বরী শ্রীরাধিকার নিকট কবে তোমাকে উপনীত করিব ? ॥ ৬০ ॥

হে দেবি ! শ্রীরাধিকে ! অতি নিবিড় অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হইলে তোমার মণিময় কাঞ্চী নূপুরাদি মুখর অলঙ্কার অপ-সারিত করিয়া ভ্রমর-কান্তির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ-বসনে তোমার অঙ্গ আবরণ করিয়া আমি তোমাকে কবে নবাভিসার করাইব ? ॥ ৬১ ॥

পদ্যানুবাদ—"ওহে অঘহর ! তব পীরিতিভাজন,
নূতন যে বলীবর্দ্দ, পরম শোভন ;
বৃষরূপধারী এক দৈত্য মহাকায়,—
গোষ্ঠে আসি' আক্রমণ করেছে যে তা'য়" ॥
হে মুকুন্দ ! কবে হেন অসত্য বচনে,
চন্দ্রাবলী-গৃহস্থিত, তোমারে কাননে,

আস্যে দেব্যাঃ কথমপি মুদা ন্যস্তমাস্যাত্ত্বয়েশ,
ক্ষিপ্তং পর্ণে প্রণয়জনিতাদ্দেবি বাম্যাত্ত্বয়াগ্রে।
আকুতজ্ঞস্তদতিনিভৃতং চর্ব্বিতং খর্ব্বিতাঙ্গ,-
স্তাম্বূলীয়ং রসয়তি জনঃ ফুল্লরোমা কদায়ম্? ॥ ৬২॥

ল'য়ে যাবো মদীশ্বরী শ্রীরাধা সকাশে,
প'ড়ে আছি ব্রজে আমি, হেন ভাগ্য আশে ॥ ৬০ ॥

অয়ি শ্রীরাধে!
সূচিভেদ্য অন্ধকার, জগতের চারিধার,
গ্রাসিবে যখন সুপ্রচুর,
তব কটি-অলঙ্কার,— মণিময় চন্দ্রহার,
চরণের মুখর নূপুর,—
খসাইয়া এইসব, উজোর শ্রীঅঙ্গ তব,
ভৃঙ্গ কান্তি সুনীল বসনে,—
আবরিয়া সযতনে, ল'য়ে যাবে কুঞ্জবনে,
নব অভিসারের কারণে ॥
কবে মোর হেনদশা হইবে উদয়,—
দাসী হ'য়ে সেবিব গো সকল সময় ॥ ৬১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার চর্বিত তাম্বূল নিজমুখ হইতে শ্রীরাধিকার মুখে অর্পণ করিবে, হে দেবি! শ্রীরাধিকে! তুমি প্রণয়-কোপবশতঃ (তোমার উচ্ছিষ্ট খাইব না বলিয়া উহা পাত্র মধ্যে নিক্ষেপ করিবে,) ঐ সময়ে তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়া কুঞ্চিত কলেবরে তোমাদের উভয়ের প্রসাদী সেই তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া কবে আমি রোমাঞ্চিত কলেবর হইব? ॥ ৬২ ॥

পরস্পরমপশ্যতোঃ প্রণয়মানিনোর্বাং কদা,
ধৃতোৎকলিকয়োরপি স্বমভিরক্ষতোরাগ্রহম্ ।
দ্বয়োঃ স্মিতমুদঞ্চয়ে নুদসি কিং মুকুন্দামুনা,
দৃগন্তনটনেন মামুপরমেত্যলীকোক্তিভিঃ ? ॥ ৬৩ ॥

ওহে প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ ! যবে প্রীতভরে,
চর্বিত-তাম্বূল প্যারীর মুখের ভিতরে,
দিবে তু'লে,—কিন্তু প্রণয়-বামা-কৌতুকে,
পাত্র মধ্যে রাই তাহা, ফেলিবে সম্মুখে ।
বুঝিয়া ইঙ্গিত সেই, তাম্বূল-প্রসাদে,—
সংগ্রহ করিয়া আমি, অতিশয় সাধে,—
সঙ্কুচিত কলেবর, রোমাঞ্চ-ধারণে,
আস্বাদ করিব কবে, অতি সংগোপনে ॥ ৬২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ ! শ্রীকৃষ্ণ ! হে মদীশ্বরি ! শ্রীরাধিকে ! তোমরা অকারণ পরস্পর মান করিয়া পরস্পর দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইলেও নিজ নিজ গৌরব রক্ষা হেতু বিশেষ আগ্রহ না থাকায় পরস্পর দেখা দেখি হইতেছে না, ঐ সময়ে (শ্রীকৃষ্ণ ! বারম্বার আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছ কেন ? ক্ষান্ত হও, শ্রীরাধিকা তোমার কথায় কর্ণপাত করিবেন না ইত্যাদি) অমৃত বাক্যদ্বারা তোমাদিগকে আমি কবে হাস্য-যুক্ত করিব ? ॥ ৬৩ ॥

পদ্যানুবাদ—হে নাথ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ! রাধে, প্রাণেশ্বরি ।
কবে হেন শুভক্ষণ, পাবে ঐ কিঙ্করী ;
সে কারণে তোমরা দু'জনে,—
প্রণয়-বশতঃ ঘোর মানাবলম্বনে,—

কদাপ্যবসরঃ স মে কিমু ভবিষ্যতি স্বামিনৌ,
জনোঽয়মনুরাগতঃ পৃথুনি যত্র কুঞ্জোদরে।
ত্বয়া সহ তবালিকে বিবিধবর্ণগন্ধদ্রব্যৈ,-
শ্চিরং বিরচয়িষ্যতি প্রকটপত্রবল্লীশ্রিয়ম্ ? ॥ ৬৪ ॥

মানসে উৎকণ্ঠা-উদয় হ'লেও বিস্তর,—
করিবেনা দরশন, দোঁহে পরস্পর।
নিজ নিজ মানরক্ষার বিপুল আগ্রহে,—
রহিয়াও এককুঞ্জে, দহিবে বিরহে।
সে কালে বলিব আমি, "হে নন্দনন্দন"।
নেত্র-প্রান্ত বারংবার করি সঞ্চালন,
করিছ কি হেতু মোরে প্রেরণা প্রদান ?
তোমার বচনে রাই দিবে না হে কাণ ॥
ক্ষ্যান্ত হও, ক্ষ্যান্ত হও, ওহে শ্রীমুকুন্দ।
হেন মিথ্যা বাক্যে, দুঁহু মুখে মৃদুমন্দ,
করিব যে সুমধুর হাস্যের উদ্গম,
পাবে কি কখনো হেন, সেবা মনোরম ? ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ ! শ্রীকৃষ্ণ ! হে মদীশ্বরি ! শ্রীরাধিকে ! আমার কি সেই শুভক্ষণ হইবে ? যে ক্ষণে নিকুঞ্জ মধ্যে নানাবর্ণ গন্ধদ্রব্যদ্বারা তোমাদের ললাটদেশে পত্রাবলী রচনা করিয়া পরম শোভা সম্পাদন করিব ? ॥ ৬৪ ॥

পদ্যানুবাদ—হে স্বামিনি রাই ! হে নাথ কানাই !
সুবিশাল কুঞ্জালয়ে,—
সে' শুভাবসর, হবে কি কখনো,

ইদং সেবাভাগ্যং ভবতি সুলভং যেন যুবয়ো,-
শ্ছটাপ্যস্য প্রেম্ণঃ স্ফুরতি নহি সুপ্তাবপি মম।
পদার্থেঽস্মিন্ যুষ্মদ্‌ব্রজমনুনিবাসেন জনিত,-
স্তথাপ্যাশাবন্ধঃ পরিবৃঢ়বরৌ মাং দ্রঢ়য়তি ॥ ৬৫ ॥

এই জনে সে সময়ে ;
বিবিধ বর্ণের, (সু) গন্ধরসদ্বারা,
তোমাদের ভালদেশে,
রচিবে শোভন, পত্র-বল্লী-রাজি,
মহামোদে, সুখাবেশে ? ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ ! হে মদীশ্বরি শ্রীরাধিকে তোমাদের এই সেবাভাগ্য যাহাদ্বারা লাভ হয়, তাদৃশ প্রেমসম্পত্তি আমার হৃদয়ে নাই, বলিব কি উহা আমি কখন স্বপ্নেও দেখি নাই, তথাপি তোমাদের নিত্যলীলা স্থান এই শ্রীবৃন্দাবনে বাসহেতু বলবতী আশা আমাকে নিরুৎসাহ করিতে সক্ষম হইতেছে না ॥ ৬৫ ॥

পদ্যানুবাদ—

মম প্রাণ-প্রিয়তম, ওহে সর্বশ্রেষ্ঠতম, যুগল প্রভু, রাধিকা মাধব !
যা'র বলে লভ্য হয়, হেন প্রেম-সেবাচয়, সেই প্রেম নাই এক লব ॥
স্বপনেও মোর মনে, জাগে না প্রীতি কোন ক্রমে,
তবু তোমাদেরি ব্রজবনে।
বাসফলে অবিরত, সেবা-আশাবন্ধ যত,
হইতেছে দৃঢ় মম মনে ॥ ৬৫ ॥

প্রপদ্য ভবদীয়তাং কলিতনির্ম্মলপ্রেমভি,-
র্মহদ্ভিরপি কাম্যতে কিমপি যত্র তার্ণং জনুঃ।
কৃতাত্র কুজনেরপি ব্রজবনে স্থিতির্মে যয়া,
কৃপাং কৃপণগামিনীং সদসি নৌমি তামেব বাম্। ৬৬ ॥
মাধব্যা মধুরাঙ্গ কাননপদপ্রাপ্তাধিরাজ্যশ্রিয়া
বৃন্দারণ্যবিকাসিসৌরভততে তাপিঞ্ছকল্পদ্রুম।
নোত্তাপং জগদেব যস্য ভজতে কীর্ত্তিচ্ছটাচ্ছায়য়া
চিত্রা তস্য তবাঙ্ঘ্রিসন্নিধিজুষাং কিংবা ফলাপ্তির্নৃণাম্? ॥৬৭॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! হে মদীশ্বরি শ্রীরাধিকে! তোমাদের দাস্যভাব প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রেমিক উদ্ধব প্রভৃতি মহাত্মগণ যে স্থানে তৃণ গুল্মাদি জন্ম লইতে বাসনা করেন, সেই শ্রীবৃন্দাবনে আমি নিকৃষ্ট-জন্মা হইলেও যাঁহার প্রভাবে অবস্থিতি করিতেছি, তোমাদের সেই দীনগামিনী কৃপাকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬৬ ॥

হে তমালবৃক্ষ। তুমি বৃন্দাবনের কল্পদ্রুম, এই কানন-রাজ্যের রাজলক্ষ্মী মাধবী তোমার আপাদ শিখর-বেষ্টন করায় তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতি মনোহর হইয়াছে এবং তোমাদের সৌরভে শ্রীবৃন্দা-বনের চতুর্দ্দিক্ সঞ্চারিত হইতেছে, তোমার কীর্ত্তিরূপ ছায়া আশ্রয় করিলে জগতে ব্যক্তিমাত্রেরই আর কোন সন্তাপ থাকে না, অতএব তোমার পাদমূল আশ্রয় করিলে জীবের কি ফললাভ হয়, তাহা বলিতে পারি না ॥ ৬৭ ॥

পদ্যানুবাদ—হে ব্রজনবযুগল!

নিরমল প্রীতিবান্, শ্রীউদ্ধব মতিমান্
চতুর্মুখ-ব্রহ্মা মহাশয়।

**ত্বল্লীলামধুকুল্যয়োল্লসিতয়া কৃষ্ণাম্বুদস্যামৃতৈঃ
শ্রীবৃন্দাবনকল্পবল্লি পরিতঃ সৌরভ্য-বিস্ফারয়া।
মাধুর্য্যেণ সমস্তমেব পৃথুনা ব্রহ্মাণ্ডমাপ্যায়িতং
নাশ্চর্য্যং ভুবি লব্ধপাদরজসাং পর্ব্বোন্নতির্বীরুধাম্॥ ৬৮॥**

তোমাদের সুমঙ্গল, সম্বন্ধ করি' সম্বল,
তৃণ জন্ম যেখানে মাগয়॥
সেই দিব্য বৃন্দাবনে, হীনজন্ম এ' কুজনে,
বসতি করিছে বলে যাঁর।
(তোমাদের) দীনজন গামিনী, পর-কৃপা-প্রবাহিনী,
স্তুতি করি, সদা আমি তাঁর॥ ৬৬॥

বৃন্দাবনে পরিমল বিস্তার কারক,—
ওহে তমাল কল্পতরু, আনন্দজনক!
বৃন্দারণ্য-রাজলক্ষ্মী মাধবী বল্লবী,
আলিঙ্গনে আবৃত তব সকল শরীর।
তব দিব্য কীর্তিচ্ছটার আশ্রয়,
গ্রহণেই জগতের ঘুচে তাপচয়!
আশ্রয় করেন যাঁরা, চরণ কমল,
প্রাপ্ত হন, না জানি হে, কি বিচিত্র ফল॥ ৬৭॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনকল্পবল্লি! কৃষ্ণমেঘের অমৃত-বর্ষণে পরিবর্দ্ধিত ও অতি সুগন্ধি ত্বদীয় লীলারূপ মধুকুল্যার (ক্ষুদ্র কৃত্রিম নদীর নাম কুল্যা, মধুময়ী কৃত্রিম নদীর নাম মধুকুল্যা) অতিশয় মাধুর্য্যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই আপ্যায়িত হইয়াছে, সে স্থলে তোমার পাদরেণুসেবি লতাগণের যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ॥ ৬৮॥

পশুপালবরেণ্যনন্দনৌ, বরমেতং মুহুরর্থয়ে যুবাম্।
ভবতু প্রণয়ো ভবে ভবে, ভবতোরেব পদাম্বুজেষু মে ॥ ৬৯ ॥

উদ্গীর্ণাভুদুৎকলিকাবল্লরিরগ্রে,
বৃন্দাটব্যাং নিত্যবিলাসব্রতয়োর্বাম্।
বাঙ্মাত্রেণ ব্যাহরতোঽপ্যুল্ললমেতা,-
মাকর্ণ্যেশৌ কামিতসিদ্ধিং কুরুতং মে ॥ ৭০ ॥

পদ্যানুবাদ—অয়ি বৃন্দারণ্যকল্পবল্লি সুশোভনে !
কৃষ্ণ-মেঘের সুশীতল অমৃতবর্ষণে,
সংবর্ধিতা-সুবাসিতা লীলারূপ তব,
মধুময়-প্রবাহের মাধুর্য্যেতে নব,
সর্ববিশ্বব্রহ্মাণ্ডই হয়েছে তর্পিত,
যে সব লতিকা তব পাদ রজাশ্রিত,
তা' সবার পর্ব-রাজি হইবে উন্নত,
এ' কথা আশ্চর্য্য-কিংবা নহে-অসঙ্গত ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ব্রজরাজনন্দন ! হে বৃষভানুনন্দিনী ! আমি তোমাদের নিকট পুনঃ পুনঃ এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমাদের পাদপদ্ম যুগলে জন্ম জন্ম যেন আমার প্রীতি থাকে ॥ ৬৯ ॥

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ ! হে মদীশ্বরি শ্রীরাধিকে ! এই বৃন্দাবনে নিত্য বিলাসপরায়ণ তোমাদের অগ্রে এই উৎকলিকাবল্লরী অর্থাৎ উৎকণ্ঠারূপা লতাতোমাদের নিকট কেবল বাক্যদ্বারা ইহা কীর্ত্তন করিতেছি, অতএব অনুগ্রহ পুর্বক ইহা শ্রবণান্তে আমার প্রার্থনা সিদ্ধি করুন ॥ ৭০ ॥

পদ্যানুবাদ—হে বৃষভানুনন্দিনী ! ব্রজেন্দ্রনন্দন !
তোমাদের সন্নিকটে আজি পুনঃ পুনঃ,
প্রার্থনা করি আমি শুধু এই বর,—

চন্দ্রাশ্বভুবনে শাকে পৌষে গোকুলবাসিনা।
ইয়মুৎকলিকাপূর্ব্বা বল্লরী নির্ম্মিতা ময়া ॥ ৭১ ॥

জন্মে জন্মে তব পাদপদ্মে অনশ্বর,
চিত্তে যেন হয়, প্রীতি-ভক্তি-সমুদিত,
অন্য কোন ধনে নাহি বাঞ্ছা কদাচিত ॥ ৬৯ ॥

আমার ঈশ্বরী ! রাধে হেম গৌরী ! হে নাথ গোকুলচাঁদ !
আজি আঁখি জলে, পদাম্বুজ-তলে, জানাই প্রাণের সাধ্ ॥
তোমরা দু'জনে, এই বৃন্দাবনে, নিত্যরত, কেলি-সুখে।
জন্মিয়াছে এক, উৎকণ্ঠা লতিকা, তোমাদেরই সম্মুখে ॥
(আমি) শুধুই বচন, করি উচ্চারণ, পরাণে নাই তো প্রীতি।
তবু এই চাই, হে রাই, কানাই ! সাগ্রহে এই গীতি,—
করিয়া শ্রবণ, করিও পূরণ, আমার অভীষ্ট যত,—
কি কহিব আর, আমি অতি ছার, কৃপা যাচি অবিরত ॥ ৭০ ॥

বঙ্গানুবাদ—১৪৭১ (একসপ্তত্যধিক চতুর্দ্দশ শত) শকাব্দে পৌষ মাসে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া আমি এই উৎকলিকাবল্লরী রচনা করিলাম ॥ ৭১ ॥

পদ্যানুবাদ—এক সপ্ততি অধিক চতুর্দশ শত,
শকাব্দার পৌষমাসে, নিত্য-লীলাপ্লুতঃ,—
রহিয়া গোকুল বনে, করিয়া যতন।
রচিলাম, 'উৎকলিকা-বল্লরী' নূতন ॥ ৭১ ॥

॥ ইতি উৎকলিকাবল্লরী সমাপ্তা ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ কুঞ্জাদ্বেশ্মাগমনম্

স্রস্তং স্রস্তমুদঞ্চয়ন্ত্যধিশিরঃ শ্যামং নিচোলাঞ্চলং
হস্তেন শ্লথদুর্ব্বলেন লুলিতাকল্পাং বহন্তী তনুম্ ।
মুক্তার্দ্ধামবরুধ্য বেণিমলসস্পন্দে ক্ষিপন্তী দৃশৌ
কুঞ্জাৎ পশ্য গৃহং প্রবিশ্য নিভৃতং শেতে সখী রাধিকা ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা প্রাতকালে নিকুঞ্জ হইতে আগমন করিয়া নিজ নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া কোন সখা কোন সখীকে সম্বোধন পূর্বক তাঁহাদের তৎকালোচিত বেশ-ভূষা ও অবস্থা বর্ণন করিতেছেন। হে সখি ! ঐ দেখ আমাদের সখী শ্রীরাধিকা নিকুঞ্জ হইতে নিজমন্দিরে প্রবেশ করিয়া নির্জন স্থানে শয়ন করি-তেছেন, ইহার নীলবর্ণ উত্তরীয় বসন মস্তক হইতে বারম্বার স্খলিত হইলে উহা শিথিল হস্তদ্বারা পুনরায় মস্তকে তুলিতেছেন, স্মরবিলাস-হেতু ইহার শরীরের বেশভূষা সকল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, অর্দ্ধমুক্ত বেণী দুর্বল হস্তদ্বারা বন্ধন করিতে করিতে আলস্যপূর্ণ নয়নদ্বয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—বারে বারে খ'সে পড়া শ্যামবস্ত্রাঞ্চল-খানি,
শিথিল-দুর্বল-করে মাথার উপরে টানি,—
বিমর্দ্দিত বেশযুক্ত, শ্রান্তি-অলস শরীরে,—
বহিয়া লইয়া ধীরে। অর্ধমুক্ত বেণীটিরে,—
বদ্ধ করি' কোনমতে। স্পন্দন-মন্থর,—
সঞ্চালিয়া নেত্রদু'টি সচকিত মনোহর।
ঐ দেখ, সখীরাধা, কুঞ্জ-ত্যাজি' স্বভবনে,
প্রবেশিয়া নিরজনে, রয়েছেন শয়নে ॥ ১ ॥

**ম্লানামুৎক্ষিপ্য মালাং ত্রুটিতমণিসরঃ কজ্জলং বিভ্রদোষ্ঠে
সঙ্কীর্ণাঙ্গো নখাঙ্কৈর্দিশি দিশি বিকিরন্ ঘূর্ণিতে নেত্রপদ্মে।
পশ্য ম্লানাঙ্গযষ্টিঃ স্ফুটমপরিচিতো গোপগোষ্ঠীভিরগ্রে
গোষ্ঠং গোষ্ঠেন্দ্রসূনুঃ প্রবিশতি রজনৌ ধ্বংসমাসাদয়ন্ত্যাম্॥২**

বঙ্গানুবাদ—হে সখি! ঐ দেখ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, নিশাবসানে নিজভবনে গমন করিতেছেন। শ্রীরাধিকার কঠিন কুচস্পর্শে বৈজয়ন্তী মালা ম্লান হইলেও উহা পরিত্যাগ না করিয়া হৃদয় হইতে স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতেছেন, কন্দর্প যুদ্ধে ইহার রত্নহার ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, শ্রীরাধিকার কজ্জল-শোভিত নয়নোপান্ত চুম্বন-হেতু ইহার ওষ্ঠ কজ্জল-শোভিত, প্রেয়সীকৃত নখচিহ্নে সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত, পাছে আমায় কেহ দর্শন করে এই ভয়ে আলস্যপূর্ণ নয়নদ্বারা চতুর্দিকে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিতে করিতে ও ব্রজবাসীরা কেহ আমায় চিনিতে না পারে এই আশয়ে দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন॥ ২॥

পদ্যানুবাদ—ওগো সখি সুধামুখি! হেরি' হও মহাসুখী,
ব্রজরাজ-নন্দন মাধব।
নিশি প্রায় অবসান, এ' সময়ে গৃহে যান,
কি মূরতি ধরি' অভিনব॥
সুমলিন মাল্যটিরে, নিক্ষেপিয়া নিজশিরে,
কজ্জল রঞ্জিত ওষ্ঠাধরে।
সমস্তটি কলেবরে, নখাঙ্ক ধারণ ক'রে,
কণ্ঠে পরি' ছিন্ন মণি-সরে॥
ভীতিবশে দিকে দিকে, নেত্র-পদ্ম দুইটিকে,
চারুরূপে করি' বিকিরণ।
ম্লান-অঙ্গ-যষ্টিখানি, কোনমতে টেনে আনি'—
গোপ-গোষ্ঠী কর্তৃক এখন॥
সম্পূর্ণ অপরিচিত, ভঙ্গীভরে যথোচিত,
করিছেন গোষ্ঠে পরবেশ।
শ্যামের এ' লীলাবেশ, অপরূপ শ্লথবেশ,
দেয় প্রাণে আনন্দ অশেষ॥ ২॥

ছন্দোঽষ্টাদশকম্

বর্ণনীয় প্রতিজ্ঞা

নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ॥

জীয়ান্নাম মুরারেঃ, প্রেমমরন্দস্য নব্যমরবিন্দম্।
ভবতি যদাভাসোঽপি, স্বাতিজলং মুক্তিমুক্তায়াঃ ॥ ১ ॥
নন্দোৎসবাদয়স্তাঃ, কংসবধান্তা হরের্মহালীলাঃ।
ছন্দোভির্ললিতাঙ্গৈ,-রষ্টাদশভির্নিরূপ্যন্তে ॥ ২ ॥
দনুজতৃণকদম্বোদ্দামদাবাগ্নিরাশে!
কুসুমিতরবিকন্যাতীরবন্যাকরীন্দ্র!
মদকলপশুপালীলোচনেন্দীবরেন্দো!
ভবতু তব চরিত্রং মদ্গিরাং মণ্ডনায় ॥ ৩ ॥
মূলোৎখাতবিধায়িনী ভবতরোঃ কৃষ্ণান্যতৃষ্ণাক্ষয়াৎ
খেলদ্ভির্মুনিচক্রবাকনিচয়ৈরাচম্যমানা মুহুঃ
কর্ণানন্দিকলস্বনা বহতু মে জিহ্বাতটীপ্রাঙ্গণে
ঘূর্ণত্তুঙ্গরসাবলিস্তব কথাপীযুষকল্লোলিনী ॥ ৪ ॥

অথ শ্রীনন্দোৎসবাদিচরিতম্

নিজমহিমমণ্ডলী-ব্রজবসতিরোচনং
বদনবিধুমাধুরী-রমিতপিতৃলোচনম্।
শ্রুতিনিপুণভূসুর-ব্রজবিহিতজাতকং।
তনুজলদতর্পিত-স্বজনগণচাতকম্।

সুবহুবিধদানকৃজ্জনককৃতকৌতুকং
নিখিলপশুপাবলীসমুপহৃতযৌতুকম্ ।
জনিসময়মণ্ডিতীকৃতপুরুষযোষিতং
রজনিরসগোরসক্ষপণজনতোষিতম্ ।
বহুলদধিপঙ্কিলীকৃতবিলসদঙ্গনং
প্রমদভরলোলিতপ্রকটনটদঙ্গনম্ ।
জনকপরিতোষিতস্ফুরদখিলবল্লবং
ব্রজজনিত-পদ্মজাবিভবভরপল্লবম্ ।
কপটপটুপূতনাকটুনয়নবীক্ষিতং
ব্রজভয়দদুর্জনব্রজনিধনদীক্ষিতম্
বিষমবকপূর্ব্বজাকুচসবিধশায়িনং
তদসুপরিমিশ্রিতস্তনজরসপায়িনম্
তত্তুরুতরবিগ্রহদ্রুমনিবহপাতনং
পৃথু করিপুরাক্ষসীবিবিধভবশাতনম্ ।
নিপুণপশুপাঙ্গনাকুলকলিতরক্ষণং
প্রণয়কৃতগোরজঃশকৃদমললক্ষণম্ ।
স্ফুটনিখিলবল্লবীহৃদয়নবচন্দনং
ভজ চপলমানস ব্রজনৃপতিনন্দনম্ ॥

গুচ্ছকাখ্যমিদং ছন্দঃ ॥

তব জয়তি নন্দনন্দন, পদারবিন্দোরুভক্তিমকরন্দঃ ।
যন্মাধুরীলবাগ্রে, মুক্তিসুখং শুক্তিতামেতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—স্বাতিনক্ষত্রের জলস্পর্শে শুক্তিকার (ঝিনুকের) ন্যায় যাঁহার নামাভাসে জীবগণ মুক্তিরূপ মুক্তা লাভ করে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-মকরন্দপূর্ণ প্রফুল্ল নামরূপ অরবিন্দের জয় হউক ॥ ১ ॥

অতঃপর নন্দোৎসবাদি কংসবধ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা, সুললিত ছন্দো-বিশিষ্ট অষ্টাদশ কবিতাদ্বারা বর্ণিত হইবে ॥ ২ ॥

হে নাথ! তুমি দানবরূপ তৃণরাশির দাবাগ্নি, কালিন্দী-তীরবর্ত্তি কুসুমিত বনরাজীর তুমি করীন্দ্র এবং প্রেমোন্মত্ত ব্রজরমণীগণের নয়নেন্দীবরের তুমি চন্দ্রস্বরূপ, অতএব তোমার চরিত্র আমার কলুষিত বাক্যকে অলঙ্কৃত করুন ॥ ৩ ॥

হে কৃষ্ণ! যিনি সংসারবৃক্ষের মূলোৎপাটন করেন, যাহা হইতে বিষয়তৃষ্ণার শান্তি হয়, নারদাদি মুনিরূপ চক্রবাক-গণ রসপানানন্দিত হইয়া যাহাতে খেলা করিতেছেন, যাহার কলধ্বনি কর্ণের আনন্দপ্রদ, উৎকৃষ্ট রসপ্রবাহ যাহাতে ঘূর্ণিত হইতেছে, সেই তোমার কথারূপ অমৃত-নদী আমার রসনা প্রাঙ্গনে প্রবাহিত হউক ॥ ৪ ॥

যিনি নিজ মহিমাকে প্রকাশ করিয়া ব্রজধাম উজ্জ্বল করিয়াছেন, যিনি বদনচন্দ্রের মাধুরী দ্বারা পিতা-মাতার নয়নের উৎসব বর্দ্ধন করিতেছেন, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণদ্বারা যাঁহার জাতকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে যিনি শ্রীঅঙ্গরূপ নবঘনদ্বারা চাতকরূপ আত্মীয়গণকে পরিতর্পিত করিতেছেন, যাঁহার জন্মোৎসবে নন্দমহারাজ ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ ধন রত্নাদি দান করিয়াছেন এবং গোপ গোপিকাগণ যাঁহাকে বিবিধ যৌতুক উপহার দিয়াছেন, যিনি জন্ম গ্রহণ করিলে গোপগোপিকাগণ নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন, যাঁহাকে দর্শন করিয়া গোপগণ আনন্দে তৈল হরিদ্রা

দধি দুগ্ধ প্রভৃতি সেচন করিয়াছিলেন, যাঁহার জন্মোৎসবে নন্দের প্রাঙ্গণ দধিদুগ্ধে পঙ্কময় হইয়াছিল এবং ঐ প্রাঙ্গণে গোপগণ মহানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন, শ্রীনন্দের আনন্দ দেখিয়া সমস্ত ব্রজবাসিগণের মহানন্দ হইয়াছিল, যাঁহার জন্মের পর লক্ষ্মী ব্রজধামে আবির্ভূত হইয়া সেই স্থানের তরু পল্লবাদি সুশোভিত করিয়াছিলেন ॥

কৃত্রিম বাৎসল্য-ভাব প্রকাশ করিয়া পূতনা রাক্ষসী যাঁহাকে উগ্র নয়নে দর্শন করিয়াছিল, যিনি ব্রজভয়প্রদ দুর্জনগণের বিনাশে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন, যিনি ঐ ভয়ঙ্করী পূতনার বক্ষঃস্থলে শয়ান হইয়া প্রাণের সহিত উহার স্তন দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, পূতনার বিশাল দেহ পতনে ব্রজধামের অনেক তরুগুল্ম পাতিত হইয়াছিল, যিনি পূতনাকে বিনাশ করিয়া তাহাকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, পূতনা বিনাশ হইলে বাৎসল্যবশতঃ গোপপুরন্ধ্রীগণ গোময়াদি মাঙ্গল্য দ্রব্যদ্বারা যাঁহার শান্তি করিয়াছিলেন, যিনি নিখিল ব্রজ-রমণীগণের হৃদয়াকাশে নবোদিত চন্দ্রস্বরূপ, অতএব হে চঞ্চলমানস! তুমি সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর ॥

হে নন্দনন্দন! যাহার অনুমাত্র মাধুরীর নিকট—মুক্তি-সুখ শুক্তিতুল্য বোধ হয়, সেই ত্বদীয় ভক্তি-মকরন্দপূর্ণচরণারবিন্দের জয় হউক ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—পরশ হইলে স্বাতি নক্ষত্রের জল।
শুক্তিকার মাঝে জন্মে মুক্তা নিরমল ॥
সেইরূপ জীবগণ যাঁর নামাভাসে।
লাভ করে মুক্তিরূপ মুক্তা অনায়াসে ॥
জয় হোক জয় হোক সেই গোবিন্দের।
প্রেমমধুপূর্ণ নব্য নামারবিন্দের ॥ ১ ॥

নন্দোৎসব হ'তে কংস-বধাদি পর্য্যন্ত।
শ্রীহরির মহালীলা বিচিত্র অত্যন্ত॥
অষ্টাদশ ছন্দঃময় চারু কবিতায়।
হইতেছে ক্রমে ক্রমে বর্ণিত হেথায়॥ ২॥
দৈত্যরূপ তৃণরাশি করিতে দাহন।
ওহে নাথ! তুমি কাল দাবানল-সম॥
যমুনার তীরবর্ত্তী কুসুমিত বন।
গজেন্দ্রের মত তায় কর বিচরণ॥
প্রেমমত্তা গোপীদের লোচন-ইন্দীবর।
বিকশিত কর তুমি, ব্রজ সুধাকর।
অপূর্ব মধুর তব ললিত চরিত।
করুক মোর বাক্যাবলী সতত ভূষিত॥ ৩॥
ভব তরুমূল যিনি করেন উৎপাটন।
ক্ষয় হয় বিষয়-তৃষ্ণা যাঁহার কারণ॥
নারদাদি মুনিরূপ চক্রবাক্ গণ।
রসপানামোদে যাঁতে খেলে অনুক্ষণ॥
কর্ণের আনন্দপ্রদ কলধ্বনি যাঁর।
তুঙ্গ রসাবলি যা'তে ঘূর্ণিত অপার॥
তব সে চরিত কথা পীযূষ-কল্লোলিনী।
বহুক্ মোর জিহ্বা-তট প্রাংগণে আপনি॥ ৪॥

শ্রীনন্দোৎসবাদি চরিতম্।

আপন মহিমা যিনি করিয়া বিস্তার,
করেছেন অত্যুজ্জ্বল সর্ব ব্রজধাম,

বদন বিধুর যাঁর মাধুর্য্যে অপার,
পায় মহাতৃপ্তি মাতাপিতার নয়ান ॥
বেদজ্ঞ ভূসুরগণ জাতকর্ম যাঁর,
করেছেন সম্পাদন যথাবিধিক্রমে।
নব মেঘ সম যাঁর কান্তি চমৎকার,
তৃপ্ত করে চাতকসম পরিজন গণে।
যাঁর জন্ম মহোৎসবে নন্দ মহারাজ,
বিপ্রকুলে কৈলা বহু ধনরত্নদান
নিখিল বরজ গোপ গোপিকা সমাজ
বিবিধ যৌতুক যাঁরে করিলা প্রদান ॥
হইলে জনম যাঁর গোপ গোপি-গণ,
দিব্য বস্ত্র আভরণ করিয়া ধারণ,
দেখিবার তরে সেথা করিলা গমন ॥
আনন্দে হইয়া মত্ত গোপীরা তখন,—
হরিদ্রা দধি দুগ্ধ নবনী সেচনে,
পঙ্কময় করি নন্দরাজের প্রাংগন,
অনুরাগে করেছিলা মধুর নর্তন ॥
যাঁহার জনক-দত্ত নানা উপহারে,
তুষ্ট হৈলা গোপগণ নানা পরকারে ॥
পদ্মজা মহালক্ষ্মীর বৈভব সকল,
জন্মে যাঁর ব্রজধামে করে ঝল্‌মল্ ॥
ব্রজবাসী মনোভীষ্ট করিতে পূরণ,
ব্রজে যিনি কল্পবল্লী কৈলা প্রকটন।
কপট স্নেহময়ী পূতনা মায়াবিনী,

উগ্রদৃষ্টিপাতে যাঁরে করিলা দর্শন ॥
ব্রজবাসী ভয়প্রদ যতেক দুর্জন,
বধিবারে ধৃতব্রত হয়েছেন যিনি ॥
ভয়ংকরী পূতনার বক্ষের উপরে,
শয়ন করিয়া কিবা চারুলীলা ভরে,
প্রাণের সহিত যিনি পিলা বিষস্তন ॥
বিশাল রাক্ষসীদেহ পড়িল যখন,
আঘাতে পতিত হল যত তরুগণ ;
বাল-বিঘাতিনী দুষ্টা পূতনা রাক্ষসী,
করিলা ছেদন তারও বন্ধরাশি
পূতনার প্রাণবধ করিয়া দর্শন,
স্নেহময়ী সুনিপুণা গোপাংগণাগণ,
গোধুলি-গোময়-চিহ্ন অংগে করি দান,
কৈলা যাঁর বহু রক্ষা-কর্ম অনুষ্ঠান ॥
নিখিল-বল্লবীকুল-হৃদয়ের মাঝে,
নবীন চন্দন-রস সম যিনি রাজে,
ওহে মোর মানস চঞ্চল !
ভজ সেই নন্দসুত চরণ যুগল
ব্রজ রাজ কুমারের করিলে সেবন,
চিরচপলতা তব হবে হে বারণ ॥
লেশমাত্র মাধুরীর নিকটেতে যাঁর,
বোধহয় মুক্তিসুখ শুক্তি-প্রায় ছার।
(সেই) ভক্তিমধুপূর্ণ তব সরোজ চরণ,
জয়গান করে তার প্রেমী ভক্তগণ ॥

অথ শকটতৃণাবর্ত্তভঙ্গাদি

মম মতিরুচ্চলচরণে, ভগবতি পর্য্যঙ্কিকাশয়িতে।
কপটক্রন্দিতকুশলে, শকটবিঘট্টিনি পরিস্ফুরতু ॥ ৬ ॥

অথ শকটারিষ্টদৈত্যবধঃ

ঔত্থানিক-মহসঙ্কুলিতাম্বক শকটাধস্তনশয়নালম্বক।
কুচরসতৃষ্ণাবিরচিতরোদন চঞ্চলপদকৃতশকটবিনোদন।
বিস্মিতপশুপস্বদুর্গমচেষ্টিত কথিতনিজেহিতশাবকবেষ্টিত।
কাতরজননীজনক-গতান্তিক মান্ত্রিকধরণীসুরকৃতশান্তিক ॥২॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি শকটের নিম্নভাগে ক্ষুদ্র-পর্য্যঙ্কে শয়ান হইয়া কোমল-পদসঞ্চালনদ্বারা শকট ভঞ্জনপূর্বক কপট-ক্রন্দন করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি হউক ॥

জননী যশোদা পার্শ্বপরিবর্তন মহোৎসবে সমাগত ব্রজসীমন্তিনী-গণের অভ্যর্থনা ও সৎকারে ব্যস্ত আছেন, এমত সময়ে যিনি শকটের নিম্নস্থ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া স্তন্যপানচ্ছলে ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং জননীর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া চঞ্চল-চরণদ্বারা শকট ভঞ্জন করিলেন, যাহার দুর্জ্ঞেয় শৈশব চেষ্টিত তত্রত্য গোপবালকমুখে শ্রবণ করিয়া গোপগোপীগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন, নন্দ ও যশোদা ঐ ঘটনা শ্রবণমাত্র ব্যগ্র ও কাতর হইয়া নিকটে গমনপূর্বক বেদবিৎ ব্রাহ্মণদ্বারা যাঁহার শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিলেন ॥

পদ্যানুবাদ—

শকটের নীচে, পর্য্যঙ্ক উপরে শয্যায় রহি শয়নে।
কপট রোদন, করি কিছুক্ষণ, ঊর্দ্ধভাগে পদচালনে
সে' শকটখানি, ভেঙ্গেছিলা যিনি, সে' ভগবানের প্রতি
হউক নিরত, এবে অবিরত, আমার চপল মতি ॥ ৬ ॥

অথ তৃণাবর্ত্তবধঃ

জননীদুর্ব্বহগৌরববিগ্রহ সপদি বিধিৎসিতদনুজবিনিগ্রহ।
দনুতনয়েন ক্ষণমপবাহিত কণ্ঠতটীগ্রহনির্ম্মথিতাহিত।
বিক্লবজননীনির্ভরশোচিত বিরুদদ্গোপীকুলপরিলোচিত।
নির্ম্মিতজননীবন্ধুমহোদয় মামপি গোকুলমঙ্গল মোদয়॥

ঔত্থানিক-মহোৎসবে মাতা যশোমতী
সীমন্তিনীদের সৎকার-করমে ব্যস্ত ছিলেন অতি॥
হে প্রভো! তৎকালে, শকটের তলে,
থাকিয়া শায়িত খট্টা 'পরে।
ক'রেছিলে তুমি, রোদন প্রকাশ,
মায়ের স্তন্য পানের তরে॥
মাতার আগমনে, বিলম্ব দর্শনে, চঞ্চল চরণ সঞ্চালিয়া।
মহা ভারী সেই, শকট-খানিরে, অনায়াসে দিলে ভাঙ্গিয়া॥
শিশুগোপালের, বালচেষ্টা হেন, অদভূত, সুদুর্গম।
হেরিয়া তখন, বিস্ময়ে মগন, হইলা পশুপগণ॥
গোপশিশুগণ, তব আচরণ, কহিতে কহিতে সবে।
তোমার নিকটে আসিয়া, দাঁড়াল ঘিরিয়া, শুনি' সে' ঘটনা তবে,—
মাতা যশোমতি, পিতা নন্দ, অতি—তরাসে, কাতর প্রাণে,
আসিলা অমনি, ওহে নীলমণি! তোমারই সন্নিধানে॥
মন্ত্র পারঙ্গত, বিপ্রবৃন্দ যত, করিলেন সে' সময়।
শান্তি স্বস্ত্যয়ন, গ্রহ-প্রশমন, তব রক্ষা তরে সমুদয়॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ— হে গোকুলমঙ্গল! তুমি একদা তৃণাবর্ত্ত বধ করিবার মানসে জননীর ক্রোড়স্থ হইয়া ভারী হইলে যে, যশোদা তোমাকে

অসহ্য বোধ করিয়া ভূতলে নিহিত করেন, অনন্তর তৃণাবর্ত্ত বাত্যারূপ ধারণ করিয়া তোমাকে আকাশ পথে লইয়া গেলে তুমি উহার কণ্ঠদেশ ধারণপূর্ব্বক ভূতলশায়ী করিয়া উহার প্রাণ সংহার কর, এদিকে তোমার জননী ও অন্যান্য গোপীগণ তোমাকে দেখিতে না পাইয়া শোকে অধীর হওত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, অনন্তর ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে তুমি ঐ দৈত্যের বক্ষে খেলা করিতেছ এবং ঐ মহাদৈত্য বিনষ্ট হইয়াছে, তদ্দর্শনে ত্বদীয় জননী ও অন্যান্য গোপীগণ অতুল আনন্দিত হইলেন, অতএব হে প্রভো! এক্ষণে আমাকেও ঐরূপ আনন্দিত কর ॥

পদ্যানুবাদ—

হে গোকুল মঙ্গল ! একদিন তুমি, তৃণাবর্ত' দৈত্য বধের তরে।
মাতৃক্রোড়ে দেহ, কৈলে এত ভারী,
(তাই) রাখিলা যশোদা ভূমির' পরে।
দনুর কুমার, ভীষণ আকার, সে এসে তখন, কিছুক্ষণ—
উঠায়ে তোমায় কাঁধের উপরে, করেছিল পরিবহন ॥
তুমি কণ্ঠমূল ধরি' উৎপীড়ন করি' সেথা করেছিলা তারে নিহত।
তোমা' না হেরিয়া, কাতর-হৃদয়া, জননী হ'লেন শোকেতে রত ॥
দৈত্যের বুকে, খেলিতেছ সুখে, এ' লীলায় গোপীচয়।
কাঁদিতে কাঁদিতে, সস্নেহ দিঠিতে, তব মুখ নীরিখয় ॥
ওহে নন্দের নন্দন ! তুমি যে তখন, জননী সহিত গোপীদের।
মানসের পুরে, করেছ সঞ্চার, নিরুপম মঞ্জু আনন্দের ॥
সেরূপ আনন্দে, কর আনন্দিত, দীন মোর এ' হৃদয় ॥

অথ নামকরণ সংস্কারঃ

নবশিশুলীলা-লঙ্ঘিতহায়ন গর্গাবিস্কৃতনামরসায়ন।
রিঙ্গন-মণ্ডিত-নন্দনিকেতন মধুরিমতর্পিতগোকুলচেতন।
চলতরতর্ণকপুচ্ছবিকর্ষণ বিস্মৃতগৃহকৃতিরমণীহর্ষণ।
কুতুকিন্নসময়বৎসবিমোচন চৌর্য্যবিশঙ্কিতচঞ্চললোচন।
আক্রোশনকৃতহসিতাড়ম্বর মুখপাটবকৃতলুণ্ঠনসম্বর।
রচিতোলূখলপৃষ্ঠ-বিরাজন রন্ধ্রিতশিক্যস্থিতবরভাজন।
গব্যনির্ম্মিতকাপিকুলরঞ্জন কল্পিতনবদধিহণ্ডীভঞ্জন।
জননীবীক্ষিত-সভয়বিলোচন জয় জয় গোকুলপদ্মবিরোচন॥

বঙ্গানুবাদ—হে গোকুলপতে! তোমার এক বৎসর বয়ঃক্রম অতিবাহিত হইলে গর্গমুনি মথুরানগর হইতে নন্দালয়ে আগমন করিয়া তোমার নাম-করণ করিয়াছিলেন, তুমি ঐরূপ শৈশব সময়ে ইতস্তত কোমল পদ সঞ্চালন করিয়া নন্দের প্রাঙ্গণ ভূষিত করিয়াছ, তুমি শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য্যদ্বারা গোকুলবাসি যাবতীয় জনের চিত্ত পরিতর্পিত করিয়াছ, হে কৌতুক প্রিয়! তুমি শৈশব সময়ে ইতস্ততঃ ধাবমান গোবৎসগণের পুচ্ছ আকর্ষণ করিয়া তাহাদের গতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রজরমণীগণ গৃহ-কার্য্য বিস্মৃত হইয়া তদ্দর্শনেই আনন্দিত হইতেন, তুমি আবদ্ধ গোবৎস অসময়ে বিমুক্ত করিয়া কৌতুকী হইতে, তুমি দধিনবনীতাদি চৌর্য্য করিবার সময় সশঙ্কিত হইয়া পাছে আমাকে কেহ দেখে এই ভয়ে চপল নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতে এবং কোন গোপিকা তাহা জানিতে পারিয়া তোমার প্রতি আক্রোশ করিলে তুমি মন্দ মন্দ হাস্য ও মুখভঙ্গী করিয়া নিজদোষ পরিহার করিতে গোপিকাগণ তোমার ভয়ে নবনীত ভাণ্ড উর্দ্ধে শিকার উপর

রাখিতেন, তুমি উদূখলের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ঐ নবনীত ভাণ্ড ভগ্ন করিতে এবং তন্নিঃসৃত নবনীত আপনি ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট মর্কট-দিগকে প্রদান করিতে, তুমি দধিপূর্ণ নব নব ভাণ্ডসকল ভগ্ন করিলে জননী যশোদা কোপনয়নে-তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তখন তুমি চপলনয়ন ও ভয়াকুল হইয়া কুণ্ঠিত হইতে, অতএব হে গোকুলাম্বুজ মিত্র! তোমার তৎকালোচিত লীলার পুনঃ পুনঃ জয় হউক ॥

পদ্যানুবাদ—নবীন শিশুর লীলা করি' আচরণ।

ওহে দেব! একবর্ষ হ'লে অতিক্রম ॥
করিলেন গর্গ তব, নামের করণ।
হামাগুড়ি দাও তুমি, নন্দের ভবন ॥
জানু আর করে কিবা চলন সুন্দর।
নন্দ নিকেতনে হৈল শোভা মনোহর ॥
সে সময়ে অনুপম মাধুর্য্যে আপন।
করেছিলে পরিতৃপ্ত যত ব্রজজন ॥
ধাবমান বৎসদের পুচ্ছ করে ধরি'।
করিয়াছ টানাটানি, হে গোপাল হরি।
সৌন্দির্য্য-চাপল্য হেরি গোপনারীগণ।
পরানন্দে গৃহকর্ম ভুলিত তখন।
গোদোহন পুর্বে বৎস মোচন করিয়া।
করেছ কৌতুক কত, ওহে কুতুকিয়া'।
দধি-নবনীত আদি চুরির সময়ে।
চাহিতে চঞ্চল নেত্রে চৌদিকে সভয়ে ॥
চৌর্য্য জ্ঞাত কোন গোপী করিলে ভর্ৎসন।
সুধাময় মন্দহাস্যে ভরিত বদন ॥
প্রকাশিয়া মুখভঙ্গী পরম মোহন।

অথ মৃদ্ভক্ষণলীলা

রামপ্রকটীকৃতমৃদ্ভক্ষণ জননীসম্মুখধৃতভয়লক্ষণ।
মুখপুটদর্শিতনিখিলচরাচর গোপেশ্বরসুত ময়ি মুদমাচর॥

কোরকাখ্যমিদং ছন্দঃ॥

চৌর্য্য অপরাধ তব, করিতে গোপন॥
উদূখলোপরি দাঁড়াইয়া হরি! শিক্যার পাত্রের তলে।
ছিদ্র রচিয়া, নবনী ফেলিয়া, দিয়াছিলে কপিদলে॥
দধিপূর্ণ, নব, নব হাণ্ডী সব, ভেঙ্গেছিলে তুমি কত।
মাতার দর্শনে, তোমার লোচনে, ভয়-চিহ্ন প্রকাশিত॥
গোকুল রূপ সরোজের দীপ্ত প্রভাকর!
হোক্ জয় যুক্ত তব লীলা নিরন্তর॥

বঙ্গানুবাদ—হে গোপেশ্বরসুত! তুমি আমার আনন্দবর্ধন কর। তুমি একদা মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে তোমার অগ্রজ বলরাম তাহা যশোদার নিকট প্রকাশ করেন, তৎশ্রবণে (তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে কেন! তোমার মুখ দেখি দেখি) এই কথা বলিয়া জননী যশোদা তোমার মুখ দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে তুমি সভয়ে মুখদর্শন—করাইলে এবং ঐ মুখ-মণ্ডলে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে দেখিয়া জননী যাহার পর নাই বিস্ময়ান্বিত হইলেন॥

পদ্যানুবাদ—হে বালগোপাল!

খেয়েছিলে তুমি মৃত্তিকা একদা বলদেব তাহা জানি।
যশোদা মাতার নিকটে যাইয়া, বলিলা সে' কথা খানি॥
শুনিয়া বারতা খেদেতে জননী, বলিলেন,—"যাদুধন!"
দেখি দেখি মুখ, খাও কেন মাটি? একি তব আচরণ?"
(তুমি) ভয়ের চিহ্ন করিয়া প্রকাশ, তখন মায়ের কাছে।
করালে দর্শন সর্ব চরাচর,—বদন ভিতরে আছে॥

অথ দধিহরণম্

গৃহং সখি ! করালিকে প্রবিশতি স্ম নীলঃ শিশু,-দৃ´ঢ়ীকুরু-
কবাটিকাং দধিহরং দধাম্যুদ্ধুরম্ ॥
ইতি প্রকটমীরিতেমুখরয়া মহাশঙ্কটং,
বিলোক্য তনুকঙ্কটীকৃততমা হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৭ ॥

ওহে গোপরাজনন্দন ! বাল গোবিন্দ !
দাও মোরে কৃপা ক'রে, তব সেবানন্দ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি একদা দধিচৌর্য্য করিব বলিয়া মুখরা নামিকা কোন গোপিকার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, ঐ মুখরা উহা জানিতে পারিয়া করালিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, সখি ! করালিকে ! দধি-হরণার্থী হইয়া কৃষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব তুমি দৃঢ় করিয়া কবাট দাও, আমি চোর ধরিব, মুখরা এই কথা বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে যিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া অন্ধকারময় গৃহে নিজ-অঙ্গ এতই কৃষ্ণবর্ণ করিলেন যে, তাঁহাকে আর কেহই দেখিতে পাইল না, অতএব হে ভক্তগণ ! এইরূপ নীলাকারী সেই শ্রীহরি তোমা-দিগকে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—

সখি করালিকে ! নীলবর্ণ শিশু, করেছে প্রবেশ গৃহেতে মোর ।
লাগাও কবাট সুদৃঢ় করিয়া' ধরিব দুর্দান্ত এ' দধি চোর ॥
মুখরা যখন স্পষ্টভাবেই করিলা এ' কথা উচ্চারণ ।
করি' অনুভব মহাশঙ্কট, তাড়াতাড়ি যিনি ঠিক সে' ক্ষণ ॥
আপন তনুর আবরণ কৈলা,—গৃহমধ্যস্থিত তিমির জাল ।
সেই রঙ্গীহরি করুণ পালন, তোমাদেরে নিত্যকাল ॥

অথ যমলার্জ্জুনভঞ্জনম্

ইন্দ্রনীলমধুরপ্রভং জনং, হাসয়ন্তমনসঃ প্রভঞ্জনম্ ।
বিভ্রতং পুরটপিঙ্গলং পটং ধেহি চিত্ত নবনীতলম্পটম্ ॥৮॥

ধৃতদধিমন্থনদণ্ড জননীচুম্বিতগণ্ড
পীতসবিত্রদুগ্ধ কলভাষিতকুলমুগ্ধ ।
জননীপয়সা-তৃপ্ত ভাজনভঞ্জনদৃপ্ত
কৃতহৈয়ঙ্গবমোষ মাতৃবিনির্ম্মিতরোষ ।
জনয়িত্রী-কৃতধাব মুনিগণদুর্লভ-ভাব
বিদিতসাবিত্রীপীল পরিহৃতধাবনলীল ।
ধৃতহৈয়ঙ্গবগন্ধ কলিতোলূখলবন্ধ
দৃষ্টার্জ্জুনতরুমূল সুরমুনিবাগনুকূল ।
কৃতযমলার্জ্জুনভঙ্গ গুহ্যকনুতিধৃতরঙ্গ
নিজভক্তীকৃতযক্ষ মাধব মামপি রক্ষ ।
বিস্মিতবল্লবদৃষ্ট সুস্মিতমুখপুট হৃষ্ট
নন্দবিমোচিতবন্ধ জয় জয় মঙ্গলকন্দ ॥ ৩ ॥

অনুকূলাখ্যমিদং ছন্দঃ ॥

বৃহদ্বিপিনমণ্ডনে কলুষমণ্ডলীখণ্ডনে,
ব্রজপ্রণয়শংসনে দনুজবৃদ্ধিবিধ্বংসনে
মুহুর্ধরণিরোচনে মহিতবল্লবীলোচনে,
পরিস্ফুরতু কৈশবে রতিরতীব নঃ শৈশবে ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—রে মানস ! ইন্দ্রনীলমনির ন্যায় যাঁহার কান্তি, যিনি আশ্চর্য বাল্যলীলা করিয়া সমস্ত ব্রজবাসিগণকে হাস্য রসে নিমগ্ন করিতেছেন, যিনি শকট ভঞ্জন করিয়াছেন, স্বর্ণবর্ণবসন যাঁহার পরিধেয়, সেই নবনীত চোর কৃষ্ণকে তুমি সর্বদা ধ্যান কর ॥ ৮ ॥

একদা তুমি স্তন্যপানার্থী হইয়া দধিমন্থনে প্রবৃত্ত জননীর মন্থনদণ্ড ধারণ কর, অনন্তর যশোদা ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তোমার গণ্ডদেশ ধারণ-পূর্ব্বক তোমার মুখচুম্বন করত তোমাকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন, ঐ সময়ে স্তন্যপান করিতে করিতে অস্ফুট মধুর বাক্যদ্বারা মাতার অসীম আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলে, একদা যশোদা স্তন্যপানে অতৃপ্ত অবস্থায় তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চুল্লী হইতে দুগ্ধ নামাইবার জন্য গমন করেন, অনন্তর তুমি উদ্ধত হইয়া গৃহস্থিত দধি দুগ্ধাদির ভাণ্ড সকল ভগ্ন করিয়া এবং অলক্ষ্যভাবে হৈয়ঙ্গবীন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্য সকল অপহরণ করিয়া কিয়দংশ ভক্ষণ ও কিয়দংশ তত্রত্য মর্কট-দিগকে প্রদান কর। এইরূপ নানাপ্রকার উপদ্রব করিলে তোমার জননী রোষ পরবশ হইয়া তোমার বন্ধনের নিমিত্ত যত্ন করেন অনন্তর তুমি পলায়ন করিতেছ, যশোদা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন কিছুক্ষণ পরে জননীকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া তুমি স্বয়ংই তাহার নিকট ধৃত হইলে, তৎপরে নবনীত চোর বলিয়া যশোদা উদূখলে তোমাকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন. তৎকালে যশোদার তাদৃশ বাৎসল্য ভাব দেখিয়া মুনি জনেরাও চমৎকৃত হইয়াছিল, অনন্তর তুমি ঐ অবস্থায় যমলার্জ্জুন তরুমূলে গমন করিয়া দেবর্ষি নারদের বাক্য প্রতিপালনের নিমিত্ত ঐ দুই বৃক্ষ ভগ্ন কর, বৃক্ষ মধ্য হইতে দুইজন যক্ষ বাহির হইয়া তোমাকে কত স্তব করে, তুমি তাদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নিজভক্ত বলিয়া পরিগণিত করিলে, অনন্তর তোমার পিতা নন্দ বৃক্ষ-পতন শব্দ শ্রবণে বিস্মিত হইয়া পতিত বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হন এবং তোমাকে বন্ধন-গ্রস্থ দেখিয়া কহিলেন বৎস ! একি তুমি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলে, মা আমায় বাঁধিয়া রাখিয়াছেন ; পরিশেষে তিনি তোমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

অতএব হে মাধব! হে মঙ্গলময়! তুমি অনুগ্রহ করিয়া যমলার্জ্জুনের ন্যায় আমাকেও এ সংসার হইতে উদ্ধার কর। যিনি শ্রীবৃন্দাবনের ভূষণ, যাহার কীর্তন করিলে অখিল পাপরাশি বিনষ্ট হয়, যাহা ব্রজবাসিগণের প্রথম প্রণয়ের সূচক, যাহাদ্বারা দানবগণের শ্রীবৃদ্ধি নষ্ট হইয়াছে, যিনি পৃথিবীর আনন্দকারিনী এবং ব্রজরমণী-গণের নয়নারবিন্দ যাহা দেখিয়া প্রফুল্ল হইতেছে সেই শ্রীকৃষ্ণের শৈশব লীলায় আমার অনুরাগ হউক ॥ ৩॥

পদ্যানুবাদ—ইন্দ্রনীলমণির মতো অঙ্গকান্তি যাঁর,
অতিশয় মনোহর সুষমার সার।
প্রকাশি' বিনোদ লীলা নূতন নূতন।
হাসান সতত যিনি যত ব্রজজন ॥
শকটরূপী অসুরের ভঞ্জনকারী।
কণক-বরণ রম্য পট্টবস্ত্রধারী ॥
নবনীত চৌর সেই যশোদানন্দনে।
ধারণ কররে চিত্ত! পরম যতনে ॥
একদিন তুমি হে মাধব! স্তন্য পানের বাসনায়।
কর্ণে ধারণ মন্থনদণ্ড, মথেন দধি যখন মায় ॥
স্নেহময়ী যশোদা তখন, গালে তোমার চুমু খান।
সুখে মধুর আধো বোলে, স্তন তাঁহার কর্ণে পান ॥
হয়নি তৃপ্তি তখনো তব, জননী ঠিক সে দশায়।
নামাতে দুধ চুল্লী হ'তে, রেখে তোমায় চ'লে যায় ॥
ক্ষুব্ধ হ'য়ে গোপাল! সেথায়, ভাঙ্গলে দধি পাত্র যত।
খেলে নবনী চুরি ক'রে, কপিদেরো দিলে বা কত ॥

দেখে তোমার কাণ্ড এমন, যশোমতী মা রোষের ভরে।
ধাবিত হ'লেন পিছে তোমার, একটি বার ধরার তরে ॥
দৌড়ে পালাও, মহাবেগে, পাছে পাছে জননী ধায়।
"মুনিগণের দূর্গমভাব"—শাস্তি ভয়ে হরি পালায় ॥
মাতার অতি শ্রম হেরি' কর্লে দৌড়ের পরিহার।
দিলে ধরা অধর গোপাল! ধন্য লীলা চমৎকার ॥
মুখে ছিল ননীর গন্ধ, স্বীকার কর্লে দাম-বন্ধ
রাখলে মাতা বেঁধে উদূখলে।
দধির ভাণ্ড-ভঙ্গ,-ননী-নষ্টের যোগ্য সাজা দিবেন বলে ॥
নলকুবর ও মণিগ্রীব, কুবের-তনয় দ্বয়।
নারদমুনির শাপে সেথায় অর্জ্জুন তরুরূপে রয় ॥
করতে সত্য ঋষির বচন, ঐ বৃক্ষমূলে করি গমন।
করিছিলে ভঙ্গ তুমি অর্জুন যমল।
(তখন) কর্লে তব নতি স্তুতি গুহ্যক-যুগল ॥
বৃক্ষপতন শব্দ শুনি এলেন ধেয়ে নন্দরাজ।
বল্লেন তিনি বিস্ময়েতে, একী হল হায়রে আজ ॥
তোমার মুখে মৃদুমন্দ, হেরি হাস্য পিতানন্দ ॥
করিলেন তাড়াতাড়ি বন্ধন মোচন।
ভক্তবাক্য রক্ষাকারী হে নন্দনন্দন ॥
দৈন্য আর্ত্তি প্রণতিতে, মহাতুষ্টি লভি চিতে।
করেছিলে ভক্ত যেমন ঐ দুটি যক্ষ ;
সেই রূপ হে মাধব,। ক্ষমি অপরাধ সব,
বন্ধ নাশি সেবাদানে আমারেও রক্ষ ॥

অথ শ্রীবৃন্দাবন-গোবৎসচারণাদি-লীলা

কদা বৃন্দারণ্যে মিহিরদুহিতুঃ সঙ্গমহিতে,
মুহুর্ভ্রামং ভ্রামং চরিতলহরীর্গোকুলপতেঃ।
লপন্নুচ্চৈরুচ্চৈর্নয়নপয়সাং বেণিভিরহং,
করিষ্যে সোৎকণ্ঠো নিবিড়মবসেকং বিটপিনাম্ ॥ ১০ ॥

ব্রজেন্দুরুপনন্দান্তরীণমতিনোদী মনোজ্ঞতরবৃন্দাবনা-
ন্তরনুমোদী।
অনঃস্থজনয়িত্র্যা নিজাঙ্কমুপনীতঃ কুরঙ্গনয়নাভিঃ
সহর্ষমনুগীতঃ ॥
প্রফুল্লপৃথুবৃন্দাবনোপহৃতরঙ্গঃ কলিন্দগিরিপুত্রীতটা-
ন্তধৃতসঙ্গঃ।
গিরীন্দ্রকটকাঙ্গীকৃতোরুপরিতোষঃ সমস্তসখিরাজী-
বিলাসমণিকোষঃ।
সমীপভুবি বৎসপ্রচারধৃততর্ষঃ সুহৃৎসু গুরুখেলা-
ভরেণকৃত হর্ষঃ।
তরঙ্গদুরুগেণ্ডুপ্রবিষ্টচলদৃষ্টিঃ প্রণীতবরবংশীনিনাদ নবসৃষ্টিঃ।
তরক্ষুনখলক্ষ্মীপরীতমৃদুকণ্ঠঃ কটীরতটকূজদ্বিচিত্রলঘুঘণ্টঃ।
সমূঢ়শিখিচূড়াপ্রণীতবরচূড়ঃ সুমঞ্জুতরগুঞ্জাবলীভিরুপগূঢ়ঃ।

গোকুলের বিভূষণ, পাপরাশি বিনাশন,
পীরিতি সূচক যাহা বরজ ধামের।
দনুজ বৃদ্ধি নাশক, ধরণীর হর্ষজনক,
আনন্দ বর্ধক সদা গোপী লোচনের ॥
কেশব-সম্বন্ধী সেই শিশুভাবের প্রতি !
হোক্ মোদের বিকশিত অকপট রতি ॥

সুহৃদ্ভিরপি সার্দ্ধং প্রপন্নবৃষবেষঃ কঠোরতরবৎসাসুরেভ-
হরিরেষঃ
স্থবিষ্ঠবকতুণ্ডপ্রবেশকৃতলীলস্তদঙ্গগিরিকূটপ্রভেদপবিশীলঃ
সুহৃদ্ভিরতিহৃষ্টৈ-র্ভুজাভিরভিমৃষ্টঃ স্থরৈশ্চ সুমনোভির্বরা-
ভিরভিবৃষ্টঃ।
তনোতু ময়ি তুষ্টিং স্ববৎসকুলপালী
প্রফুল্লকুসুমালাধরোঽস্ত বনমালী ॥ ৪ ॥

প্রফুল্লকুসুমালীনামেদং ছন্দঃ

অপি স্ফারামোদে প্রতিপদসুধাকোটিমধুরে,
পুরাণগ্রামান্তর্বহতি তব লীলারসঝরে।
মনোবৎসঃ পাতুং বিষয়বিষগর্ত্তে বিশতি মে,
কৃপাযষ্ট্যা তূর্ণং দময় তমমুং তর্ণকপতে ॥ ১৺ ॥

বঙ্গানুবাদ—হেন দশা কবে হবে হায়! অবিরল লোচন ধারায়,
সেচন করিয়া তরুগণ,—
যমুনা-শোভিত বৃন্দাবনে, অতিশয় উৎকণ্ঠিত মনে,
গোবিন্দ চরিত অনুক্ষণ, উচ্চরবে করিয়া
প্রেমাবেশে করিব ভ্রমণ ॥
গাহিয়া গাহিয়া কৃষ্ণনাম, ভ্রমিব সকল ব্রজধাম ॥ ১০।

যিনি ব্রজধামের অনুপম সুধাকর স্বরূপ,—উপানন্দ নামক গোপ-প্রবরের বুদ্ধিবৃত্তিতে দিয়েছিলেন যিনি প্রেরণা আর তাতেই তিনি করেছিলেন অনুমোদন বৃন্দাবনবাসের প্রস্তাবটির ;—তারপরে গোকুল-ত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনে যাত্রাকালে শকটারূঢ়া জননী যশোদারাণী যাঁকে করেছিলেন যাঁর সুমধুর গুণাবলী কীর্তন,—তারপর গোপগোপীগণ সকলেই কুসুমিত তরুপল্লব শোভিত বৃন্দাবনে করুলেন আগমন!

তারপর মঞ্জুল শোভাপূর্ণ সেই বৃন্দাবিপিন করেছিল যাঁর আনন্দ সম্পাদন! সেখানে কলিন্দনন্দিনী যমুনার তটভূমিতে এবং গিরিরাজ গোবর্ধনের অভ্যন্তর ভাগে মহানন্দে কর্‌তেন যিনি বিচরণ,—নিজ সহচরগণের বিলাসরূপ মণিরাজির যিনি ভাণ্ডার,—বসতি স্থানের নিকট-বর্তী দেশে বৎস-চারণদ্বারা কর্‌তেন যিনি আনন্দ বোধ—নিত্য নূতন উত্তম উত্তম ক্রীড়াদ্বারা সুহৃদ্‌গণের মনে করতেন যিনি হর্ষের সঞ্চার,—চঞ্চল ক্রীড়া কন্দুকের প্রতি নিক্ষেপ কর্‌তেন যিনি চঞ্চল দৃষ্টি,—কর্‌তেন যিনি নিত্যই অভিনব বংশীধ্বনি সৃষ্টি,—কোমল কণ্ঠমূলে যাঁর আবদ্ধ ছিল নেকড়েবাঘের তীক্ষ্ণনখর, কটিতটে যাঁর ধ্বনিত হচ্ছিল বিচিত্র কিঙ্কিনীর মঞ্জুস্বর, অত্যুত্তম চূড়াটি যাঁর শিখিপুচ্ছে হয়েছিল সুশোভিত,—মঞ্জুল গুঞ্জামাল্যে হয়েছিলেন যিনি অলঙ্কৃত,—বৃষের বেশ ধ'রে বয়স্যদের সাথে করতেন যিনি ক্রীড়ারণ, তারপর প্রবল বৎসাসুর-রূপ মাতঙ্গের প্রতি প্রকাশ করেছিলেন একদা যিনি সিংহের মতই আচরণ,—বকাসুরের বিশাল মুখের ভিতরে যিনি করেছিলেন প্রবেশ,—আর তা'র অঙ্গরূপ পর্বতশৃঙ্গ বিদারণে করেছিলেন প্রকাশ যিনি বজ্রেরই বিক্রম, বকাসুর বিনাশের পরে অতিহৃষ্ট সুহৃদ্‌গণের বাহুদ্বারা হয়েছিলেন যিনি আলিঙ্গিত, সুরবৃন্দ কর্তৃক উৎকৃষ্ট মালতী-কুসুমরাশির দ্বারা যিনি হয়েছিলেন অভিষিক্ত, নিজ বৎসগণের পালক, প্রফুল্ল কুসুমরাজি শোভিত, সেই বনমালী শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি হউন আমার প্রতি সুপ্রসন্ন।

হে বৎসপালক শ্রীহরে। সর্বত্র মধুর অমৃতরাশি পরিপূর্ণ, অত্যুত্তম সৌরভযুক্ত তোমার লীলাকর্ণিকার—প্রবাহিত হইলেও প্রাচীন ভাগবতরূপ পুরাণগ্রাম মধ্যে,—তথাপি হায়! আমার চিত্তরূপবৎস যে করছে প্রবেশ বিষয়—বিষের গর্তে করিবারে তৃষ্ণানিবারণ!
করি, কৃপাযষ্টি বাত, এই চিত্ত-বৎসে অচিরাৎ,
কর প্রভো, করহে দমন ॥ ১১ ॥

অথ বৎসচারণাদি চরিতম্

আভাসোঽপি শ্রুতিপরিসরং তাবকীনস্য নাম্নঃ
সর্পন্নল্পং লঘুতরমঘস্তোমমোক্ষং করোতি।
নৈতচ্চিত্রং সখিভিরখিলৈরন্তরালং প্রবিষ্টৌ
যদ্গোবিন্দ ! স্বয়ময়মঘং মোক্ষয়স্যেকমেব ॥ ১২ ॥

কাননান্তভুক্তিকামমুচ্চনাদপূরধাম-
শৃঙ্গবুদ্ধবৎসপালবল্গু বালচক্রবাল-
সঙ্গলব্ধতোষজালমগ্রনুন্নবৎসপাল-
মদ্ভুতাতিভূরিখেলমিত্রসঙ্গনীতবেল-
মঙ্গরুদ্ধকাননস্য শার্ব্বরাঞ্চিতাননস্য
দাবতুল্যলোচনস্য পূতিগন্ধিমোচনস্য
মেঘভাগতানবস্য সর্পরূপদানবস্য
বীক্ষয়াতিবিস্মিতেন তস্য কুক্ষিমাশ্রিতেন
বৎসপালমণ্ডলেন নীতখেদমুচ্চলেন
তত্র মঙ্ক্ষু সংপ্রবিষ্টমুদ্ধু তস্বভক্তরিষ্ট-
মেধিতাঙ্গরুদ্ধবাতমর্দ্দিতাহিজন্মজাত-
মীক্ষয়াভিজীবিতেন ডিম্ভসঞ্চয়েন তেন
সার্দ্ধমেত্য সত্বড়াগতীরমাপ্তভুক্তিরাগ-
মেযু ভোক্তু মুত্থতেষু ভূরিরাজিসন্ততেষু
মধ্যসীম্নি রাজমানমর্পিতেভডিম্ভমান-
মত্র সর্ব্বসম্মুখাস্যমুজ্জিহানমন্দহাস্য-
মধ্বরোপপন্নভক্ষমর্ভকোপভোগদক্ষ-
মিন্দ্রমুখ্যদেববর্গবীক্ষমাণকেলিসর্গ-

মেষু বৎসপালকেষু ভক্ষয়ৎস্ব বালকেষু
দূরগামিবৎসপুঞ্জসঙ্গমায় লব্ধকুঞ্জ-
মম্বুজন্মযোনিনা তদুৎস্থকেন বৎসজাত-
মর্ভমণ্ডলং চ নীতমভ্রমাভিসংপরীত-
ধীতয়াঽধিগত্য হাসমুদ্বমন্তমিন্দুভাস-
মাশু তত্তদাত্মরূপসন্নিবেশিতস্বরূপ-
মেতদীয়মাতৃতোষহেতুশীলরত্নকোষ-
মুল্লসন্তমত্র বর্ষমেধিতানুরাগতর্ষ-
মব্জযোনিদৃষ্টতত্ত্বমদ্ভুতাতিশুদ্ধসত্ত্ব-
রূপবীক্ষণাতিমত্তগোকুলানুবৃত্তিযত্ত-
পদ্মজস্তুতানুভাবমাহ্বতাত্মগোষ্ঠশাব-
মম্বুজাক্ষ ভো ভবন্তমাশ্রয়ামি কুন্দদন্ত
নন্দগোষ্ঠভূরিভাগ চারুকুন্তলাগ্রভাগ-
শোকপুষ্পমঞ্জরীক গন্ধলুব্ধচঞ্চরীক
পীতকেলিপুণ্ডরীক বশ্যবৎসমণ্ডলীক
বাহুরাজদঙ্গদায় মিত্রসঙ্ঘরঙ্গদায়
পাদশোভিহংসকায় সুন্দরাবতংসকায়
গুপ্তচারুতর্ণকায় ক্লীপ্তধাতুবর্ণকায়
গোপগোত্রবল্লভায় যোগিবর্গদুর্লভায়
কর্ণসঙ্গিচম্পকায় দুর্গতানুকম্পকায়
তুভ্যমিদ্ধকীর্ত্তিগাথ সর্বদা নমোঽস্তু নাথ
দেহি দেহি ভক্তিলেশমপ্যশেষপূরুশেষ ॥

অশোকপুষ্পমঞ্জরীছন্দঃ

যাং নির্বক্তুমভূৎপ্রভুর্ন হি চতুর্বক্ত্রোঽপি তে মাধুরীং
তামুদ্‌ঘাটয়তাত্ত যত্তপি সতাং হাসো ময়া স্বীকৃতঃ।

**বৈফল্যায় তথাপি দেব! ভবিতা নায়ং মমোপাক্রমঃ
সর্ব্বানর্থহরস্ত্বদীয়ভজনাভাসোঽপি যদ্বিশ্রুতঃ॥ ১৩॥**

বঙ্গানুবাদ—হে গোবিন্দ! তোমার নামাভাস একবার জীবের কাণে প্রবেশ করলে শীঘ্র তার অঘরাশি যে মোচন করে, স্বয়ংই সেই তুমি, সখাদের সনে, প্রবেশ ক'রে অঘাসুরের বদনে, একটিমাত্র অঘাসুর করেছ মোচন। নহে ইহা তবপক্ষে আশ্চর্য্যকরম॥ ১২॥

হে কমল-নয়ন! একদা তোমার স্পৃহা হ'য়েছিল বনভোজনের জন্য,—তখন তোমার শিঙ্গার উচ্চনাদে মনোহর বৎসপালক বালক-সকল তোমার নিকট আগমন করায় তুমি হয়েছিলে পরমহৃষ্ট। তারপর তাদের সঙ্গে তুমি পরমানন্দে বৃন্দাবনের নিবিড় কাননের ভিতর প্রবেশ ক'রে নানাপ্রকার বিচিত্র ক্রীড়ায় করছিলে সময়াতি-পাত। এম্‌নি সময় দেহবিস্তার দ্বারা কাননভূম অবরোধকারী, ঘোরতর অন্ধকারপূর্ণ মুখবিবরযুক্ত দাবানলের মতো জ্বলন্ত নেত্র বিশিষ্ট, দুর্গন্ধ বিস্তারকারী এবং মেঘ মণ্ডল পর্য্যন্ত উন্নত সর্পরূপী এক দৈত্যকে দর্শন ক'রে তোমার বয়স্যগণ বৃন্দাবনেরই কোন শোভা-বিশেষ মনে ভেবে সকলেই প্রবেশ করেছিল সেই দানবের উদরের ভিতরে! তুমি এই অহিতকর ব্যাপার দর্শনে বৎসপাল বালকদের নিমিত্ত হয়েছিলে অতিশয় খেদযুক্ত। তুমি তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করেছিলে সেই দানবের মুখ মধ্যে! নিজ দেহ বর্দ্ধিত ক'রে রুদ্ধ করেছিলে তার প্রাণ বায়ু! এই ভাবে সর্পরূপে জাত সেই দৈত্য হল নিহত! নিজভক্তদের অশুভ হল বিনষ্ট,— অমৃত দৃষ্টিপাতে বৎসপালদের করলে তুমি পুনর্জীবিত! তা'দের সাথে মনোহর যমুনাতীরে হলে তুমি উপস্থিত। অনেক শ্রেণী রচনা ক'রে, বালকগণ হ'ল ভোজনের জন্য উদ্যত, সেখানে সকলের মধ্যস্থলে বিরাজমান হ'য়ে, সকলের

অভিমুখে মুখখানি রেখে, করিশাবকতুল্য সেই বালকগণের প্রতি কর্‌ছিলে আদর প্রকাশ তুমি, মুখে ছিল তোমার মৃদু মধুর মোহন হাসি, যজ্ঞে যাঁর উদ্দেশ্য অন্ন হয় সমর্পিত, সেই যজ্ঞেশ্বর তুমি গোপ-বালকদের সঙ্গে হয়েছিলে ভোজনে রত ! গগনমণ্ডল থেকে ইন্দ্রাদি দেবগণ দর্শন কর্‌ছিলেন,—তোমার এই রমনীয় ক্রীড়া। বৎসপালক বালকেরা ভোজনে প্রবৃত্ত হ'লে, দূরগামী ধেনুবৎসপালক একত্র কর্‌বার জন্য তুমি প্রবিষ্ট হয়েছিলে গহনকুঞ্জের অভ্যন্তরে। এদিকে ভগবল্লীলা-দর্শনে সমুৎসক চতুরানন ব্রহ্মা কর্তৃক ধেনু-বৎসসমূহ এবং বৎসপালক গোপবালকগণ অপহৃত হ'য়েছে এ' ঘটনা অভ্রান্ত বুদ্ধিবশে অবগত হ'য়ে তুমি কর্‌ছিলে হাস্য প্রকাশ। তৎকালে সুধাংশুর মতই হয়েছিল তোমার শোভা ! সে সময় তুমি সত্বর নিজেকে প্রকট করেছিলে গোবৎস ও গোপবালক-বৃন্দরূপে ! তৎকালে তোমার উত্তম ব্যবহার, সমূহ হয়েছিল গোবৎস ও গোপশিশুদের মাতৃবৃন্দের সন্তোষজনক ! বৃন্দাবনে এইরূপে বিহার কর্‌তে কর্‌তে এক বৎসর পর্য্যন্ত,—তোমার প্রতি তাঁ'দের অনুরাগ তৃষ্ণা করেছিলে বর্দ্ধিত, তখন ব্রহ্মা দর্শন কর্‌লেন এই সব তত্ত্ব ! অনন্তর পদ্মযোনি ব্রহ্মা এ প্রকার অদ্ভুত ও অতিশুদ্ধ সাত্ত্বিকরূপ দর্শনহেতু অত্যন্ত হৃষ্ট হ'য়ে, গোকুলের পরিচর্য্যায় হয়েছিলেন যত্নশীল এবং তোমার প্রভাবের স্তুতি রত ! অনন্তর তুমি আনয়ন ক'রেছিলে বৎস ও বৎসপালকদের পুনরায় যমুনাতটে ! তোমার দন্তরাজি কুন্দ কুসুমের মত শুভ্রসুন্দর ! তুমি নন্দগোষ্ঠের পরমসৌভাগ্য-স্বরূপ ! তোমার কুন্তলরাজির অগ্রদেশে শোভা পায় অশোক পুষ্পের মঞ্জরী,—সৌরভাকৃষ্ট অলিকুল পান করে তোমার করস্থিত লীলা-কমলের মধু ! বাছুরেরা তোমার স্নেহে একান্ত বশীভূত, তোমাকে আমি আশ্রয় করি ! ভুজদ্বয় তোমার বলয় বিভুষিত, সঙ্গীবর্গকে তুমি

অথ তালবনচরিতম্

স পাতু মাং যস্তৃণরাজরাজী, -ফলৈর্বিরাজন্ ব্রজরাজপুত্রঃ।
সুখানি চক্রাঙ্ককরঃ সখীনাং, চক্রীবতাং চক্রমুদস্য চক্রে ॥ ১৪ ॥

জয় ধেনুলক্ষশতগুপ্তিদক্ষ বনমণ্ডলান্তমনুসৃত্য কান্ত-
মুপলব্ধহর্ষ কৃতকেলিবর্ষ বলদেবগীতঘনশাখিশীত-
বনরাজিরূপ পশুপালভূপ কৃতপক্ষিবারচরিতানুকার-
ধৃতমিত্ররঙ্গ রসবল্লদঙ্গ পুরুমল্লযুদ্ধ পটুবাহুরুদ্ধ-
বলদুর্দ্ধরূঢ়নিজমিত্রকূট যমুনোপকূলতরুরাজিমূল-
পদভদ্রসেনকৃতদুগ্ধফেন-পটলানুকল্পনবপুষ্পতল্প-
বরমধ্যসুপ্ত সুহৃদালিগুপ্ত বৃষভানুবদ্ধমৃদুরাগনদ্ধ-
কলগীতহৃষ্ট সুবলাভিমৃষ্ট-কৃতপদ্মনন্দচরণারবিন্দ
বিটপাবতানপরিবীজ্যমান পরিপক্কতালফললুব্ধবাল-

কর সর্বদা আনন্দদান ! তোমার পদযুগলে শোভা পাচ্ছে সুন্দর কটক ! তুমি সুন্দরগণের শিরোভূষণ ! তুমি মনোরম বৎসবৃন্দের পালক ! বিবিধ বিচিত্র ধাতুরাগে রঞ্জিত হয় তোমার শ্রীঅঙ্গ, তুমি গোপকুলের বল্লভ অর্থাৎ প্রিয়তম, তোমার দর্শন লাভ যোগিদের পক্ষেও সুদুর্লভ, তোমার কর্ণযুগলে সংলগ্ন রয়েছে চম্পক কুসুম, তুম বিপন্নদের প্রতি পরম কৃপালু, তোমার কীর্তিগাথা বসুন্ধরায় সুপ্রসিদ্ধ, সতত তোমার চরণে প্রণতি হউক, হে অখিল পুরুষাধীশ, কৃপাভরে প্রদান করো—ভক্তিধনের লেশমাত্র। হে দেব ! পরমবিজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড তোমার যে মাধুরী বর্ণনে হন্‌নি সমর্থ, আজ তা উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হ'য়ে যদিও সজ্জনবৃন্দের উপহাসই হবে লাভ, তা' হ'লেও আমার এই চেষ্টা হবে না কখনো বিফলতা সাধনের কারণ ; কেননা —তোমার ভজনের আভাসও সর্বানর্থহর বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৩ ॥

কলবাক্যরূঢ়-হসিতোপগূঢ়-মুখতারকেশ ধৃতবীরবেশ
ঘনতুঙ্গতালবিপিনান্তরালমুপলব্ধ রাম-সহিতাত্মধাম-
ধুতঘূর্ণদগ্রতৃণরাট্সমগ্র-ফলবৃন্দপাতকৃতহর্ষজাত
ফলশব্দরুষ্ট-খররূপদুষ্ট-হরকামপালকৃতহর্ষমাল
তুরগারিকাল খরচক্রবাল-তৃণবীতিহোত্র রমিতাত্মগোত্র
হতধেনুকাত্ত বিবুধাভিবাত্ত তৃণরাজভঙ্গ-ভরজাতরঙ্গ
রিপুবর্গভীদ ময়ি সম্প্রসীদ ॥ ৬ ॥

কলগীতনামেদং ছন্দঃ ॥

পীনাপীনভরোদ্গতৈরনুদিনং যাঃ ক্ষীরপূরৈর্ব্বলা-
দম্ভোজাক্ষ ! বিড়ম্বয়ন্তি নিবিড়ং ক্ষীরাম্বুধের্ব্বৈভবম্ ।
তাসাং রাজতগণ্ডশৈলপটলীপাণ্ডুত্বিষাং মণ্ডলং
ধেনূনাং পরিপালয়ন্তমটবীকুঞ্জে ভবন্তং ভজে ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—গর্দভ রূপধারী ধেনুকাদি দৈত্যসমূহকে সংহারপূর্ব্বক তালফলরাজির দ্বারা যিনি করেছিলেন সখাদের সুখবিধান,—ব্রজরাজ-নন্দন সেই চক্রপাণি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥

হে পশুপরাজ ! কোটি কোটি ধেনুপালনে তুমি সুদক্ষ, সুরম্য কানন প্রদেশে গমন ক'রে আনন্দিত মনে সেখানে তুমি করছিলে নানাবিধ ক্রীড়াবিস্তার,—তৎকালে বলদেব প্রবৃত্ত হালেন ঘন পাদ-পরাজি পরিপূর্ণ সেই সুশীতল কানন-ভূমির সৌন্দর্য্য বর্ণনে, আর তুমি সহচরদের আনন্দবিধান করছিলে—পক্ষিগণের শব্দ ও আচরণের অনুকরণে, সে সময়ে হর্ষাবেশে তোমার অঙ্গসকল হয়েছিল পরম-রমনীয় ! তুমি মল্লরণে সুনিপণ ভুজযুগ দ্বারা পরাজিত করছিলে বিক্রমশালী মিত্রগণকে ! মিহির-দুহিতা যমুনার উপকুলে, তরুগণের

মূলে ভদ্রসেন নামা বয়স্যের দ্বারা রচিত দুগ্ধফেন-তুল্য নব কুসুম-শয্যায় তুমি অনুভব করতে নিদ্রাসুখ! সুহৃদবর্গ তখন নিযুক্ত হতো তোমার রক্ষায়,—'বৃষভানু নামক বয়স্য তৎকালে নিজরচিত মৃদুল রাগবলীযুত সুমধুর গীত দ্বারা কর্‌তো তোমার হর্ষবিধান! সুবল-সখা কর্‌তো, কমলের চেয়ে সুকুমার তোমার চরণযুগলের সংবাহন! কোনও সখা কোমল তরু-শাখা দ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গে করতো বায়ু সঞ্চালন! সে সময় কানন মধ্যবর্ত্তী পক্কতাল-ভক্ষণের লোভে বালকেরা কল্‌কল্‌ধ্বনি করায় তোমার বদনবিধুতে উদিত হয়েছিল মনোরম হাস্য। তখন তুমি ধারণ কর্‌লে বীরবেশ, ঘন উন্নত তাল তরুবনে কর্‌লে তুমি প্রবেশ, তারপর বলদেবও নিজের পরাক্রমে তালবৃক্ষ-রাজিকে কম্পিত ক'রে ফলসমূহ পাতনের দ্বারা করেছিলে সহচরদের হর্ষোৎপাদন,—ফল পতনরবে আকৃষ্ট হ'য়ে গর্দভরূপধারী দুষ্ট ধেনুকাসুর সেখানে উপস্থিত হ'লে বলরাম তা'কে বধ ক'রে তোমাকে করেছিলেন আনন্দিত। অশ্বরূপধারী অসুরের বিনাশকারী তুমি ধেনুকাসুরের সৈন্যগণের সংহারে প্রজ্বলিত বহ্নিসদৃশ, তুমি নিজ মিত্রবৃন্দের উল্লাস-দাতা। এই ভাবে তুমি ক'রেছিলে ধেনুক প্রভৃতির নিধন সাধন! সে সময়ে দেবগণ ক'রেছিলেন—তোমার অভিবাদন! এই প্রকারে তালবনের ভঙ্গকরণে হয়েছিল তোমার অতিশয় আনন্দ! আর এই ব্যাপারে তুমি হয়েছিলে কংসাদি রিপুবর্গের ভীতিপ্রদ! হে প্রভো! হও আমার প্রতি সুপ্রসন্ন ॥ ৬ ॥

হে সরসিজনয়ন! সতত যাঁরা "পালান" থেকে ক্ষরিত দুগ্ধধারার দ্বারা প্রবলভাবে ক্ষীরসাগরের প্রচুর বৈভবকে ক'রে বিড়ম্বিত, বৃন্দা-রণ্যে রৌপ্যময় গণ্ডশৈল-মালার ন্যায় পাণ্ডুবর্ণা সেই ধেনুরাজির মণ্ডলী-গুলির পরিপালক তোমাকেই করি আমি ভজন ॥ ১৫ ॥

অথ কালিয়দমনম্

কালিয়স্য ফণরত্নকুট্টিমং, কুট্টয়ন্ পদসরোজঘট্টনৈঃ।
মঙ্গলানি বিতনোতু তাণ্ডবে, পণ্ডিতস্তব শিখণ্ডশেখরঃ॥ ১৬॥

জগদ্বিনাশি সঙ্গমং গরুত্মতা গজঙ্গমং
ভুজঙ্গমণ্ডলীপদং পতঙ্গনন্দিনীহ্রদং
বিষাগ্নিদগ্ধনীরজং নিরীক্ষ্য তস্যতীরজং
মুদাধিরুহ্য দর্পতঃ কদম্বমুগ্রসর্পতঃ
ক্ষণাদশঙ্কিতস্ততঃ পতনগুরুঃ সমন্ততঃ
পয়ো বিকীর্ণবানলং পরিজ্বলদ্বিষানলং
ধনুঃশতে সতাং গতির্ভুজোদ্ধতাম্বুসংহতিঃ
করালদৃষ্টিদারুণৈঃ ফণৈর্মণিপ্রভারুণৈ-
র্যুতেন লোকদাহিনা বিনদ্য কালিয়াহিনা
রুষোদ্ভটেন বেষ্টিতঃ প্রপন্নবালচেষ্টিত-
স্ততোঽদ্ভুতাবলোকতঃ সমেত্য তীব্রশোকত-
স্তনুস্খলৎপটালিভির্মহার্ত্তনাদশালিভি-
র্বলোপদেশসারতস্তদা হ্রদাবতারতঃ
শনৈর্নিবৃত্তলালসৈর্মুহুর্ব্যথাকুলালসৈঃ
সদারবৃদ্ধবালকৈঃ সমস্তধেনুপালকৈ-
র্বিলোকিতঃ স্মিতাননঃ কৃতোরগাবমাননঃ
প্রণুন্নভোগরোধনঃ সুহৃদ্গণাধিশোধনঃ
শ্রিতাণ্ডজেন্দ্রবিভ্রমঃ স্ফুরৎকরালবিক্রমঃ
স্বমূর্দ্ধরত্নপিঞ্জরং নিরস্য নাগকুঞ্জরং
প্লুতেন তস্য রঙ্গতঃ ফণাঙ্গণেষু সঙ্গতঃ
প্রণীতদিব্যনর্ত্তনঃ কৃতোৎসবানুবর্ত্তনঃ

প্রসূনবৃন্দবর্ষিভিঃ খলার্দ্দনেন হর্ষিভিঃ
সপদ্মভূপিনাকিভির্নভস্তনল্পনাকিভিঃ
স্তুতো বিচিত্রবালকঃ স্থুলাস্যতশ্চ লালকঃ।
সখি স্ববাল্যচঞ্চলং পরিভ্রমদ্দৃগঞ্চলং
সুশোভনাঙ্গহারকং ভুজঙ্গদর্পদারকং
প্রণীতনৃত্য-হস্তকং বিলাসকম্পিমস্তকং
বিকাসিহাস্যকোরকং বিলোলকণ্ঠডোরকং
রসাদমুং সমগ্রতঃ স্ফুটং নটন্তমগ্রতঃ
সুতং বিলোকয়াধুনা ত্বমীক্ষণেন সাধুনা
ব্রজেশ্বরীতি যোষিতাং গিরং প্রমোদঘোষিতাং
নিশম্য লব্ধমোদয়া বিলোকিতো যশোদয়া
খলপ্রমর্দ্দনে খরঃ শ্রিয়া হ্যনঙ্গশেখরঃ
ফণব্রজে মুহুঃ প্লুতঃ ফণাবতীগণৈঃ স্তুত-
স্তদাতিদক্ষিণাশয়ঃ ফণীশ্বরে কৃতাভয়ঃ
ক্ষণাদমূভিরর্চ্চিতঃ পরার্দ্ধগন্ধচর্চ্চিতঃ
শ্রুতিপ্রসক্তকৈরবঃ ফণিব্রজেশ্বভৈরবঃ
স্ববন্ধুবৃন্দনন্দনঃ কৃতার্য্যপাদবন্দনঃ
প্রহর্ষতোঽবিলম্বয়া বিচুম্বিতস্ত্বমম্বয়া
জয় প্রভো কৃপানিধে বিলাসরত্নবারিধে
নতার্ত্তিপূরশাতন প্রসীদ মে সনাতন॥ ৭॥

অনঙ্গশেখরচ্ছন্দঃ

কামং দামোদর! মম মনঃপন্নগঃ পীনভোগো,
দুষ্টাশীভিঃ কুটিলবলনৈঃ ক্ষোভয়ত্যেষ লোকম্।
তদ্বিক্রান্তস্ত্বমুদিতপদদ্বন্দ্বপঙ্কেরুহাঙ্কং
কুর্ব্বন্ দর্ব্বীকরদমন! হে তাণ্ডবৈর্দণ্ডয়ামুম্॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ—সে সময় তুমি বিচিত্র বালকরূপেই পাচ্ছিলে দীপ্তি! সুলাস্যভরে চঞ্চল হয়েছিল তোমার অলকসকল! যশোমতীকে সম্বোধন ক'রে এদিকে বল্‌ছিলেন গোপরমণীরা, ওগো সখি! ব্রজেশ্বরি! তুমি প্রসন্ননয়নে দেখ এখন তোমার প্রাণনন্দনের ভাবভঙ্গী! বাল-চাপল্যযুক্ত, চঞ্চলকটাক্ষশালী, মনোহর অঙ্গসঞ্চালনকারী, সর্পগর্বহারী, নটনলীলায় কর-ভঙ্গীযুক্ত, বিলাসভরে মস্তক কম্পনকারী, সহাস্যবদন, চঞ্চল কণ্ঠহার শোভিত, আনন্দাবেশে সম্মুখে সুচারুনৃত্যরত পুত্রটিকে দর্শন কর একবার উত্তমরূপে! উল্লসিতা গোপিকাদের কথা শুনে যশোদা হর্ষান্বিতা হ'য়ে দেখ্‌লেন তোমায়,—দুষ্টের দর্পহারী ও কন্দর্পের শিরোমণি-রূপে। তুমি তখন বারংবার কর্‌ছিলে লম্ফপ্রদান—কালিয়ের একফণা থেকে অন্য ফণাগুলির উপর! ঐ সময় নাগবধূগণ পতির এইরূপ দশা দর্শনে ভীত হ'য়ে আরম্ভ করলে তোমার কতই স্তব স্তুতি! তখন তুমি অতি উদারচিত্তে করেছিলে ফণীরাজের ও অপরাপর সর্পগণের অভয়বিধান! নাগপত্নীগণ উত্তম উত্তম গন্ধ দ্রব্য দিয়ে চর্চিত করেছিল তোমার শ্রীঅঙ্গখানি! শুভ্রকুমুদ-কুসুমে ভূষিত করেছিল তোমার কর্ণযুগল! কণ্ঠে পরায়ে দিয়েছিল শ্বেত সরোজের অমল মালিকা! তারপর উত্থিত হয়ে কালিয়হ্রদ থেকে, পিতা নন্দ-মহারাজ, জননী যশোমতী আর ভাইয়াজী বলদেব প্রভৃতি গুরুবর্গের করেছিলে তুমি চরণবন্দন! মা যশোদা হর্ষভরে অবিলম্বে তোমায় কোলে নিয়ে বিশেষভাবে কর্‌তে লাগ্‌লে মুখচুম্বন ॥ ৭॥

হে কালিয়(নাগ)দমন! হে দামোদর! আমার এই প্রভূত ভোগশালী-চিত্তসর্প কুটিলগতি ও দুষ্টবাসনারূপ দন্তরাজি দ্বারা বিশ্বকে যথেচ্ছভাবেই কর্‌ছে নিপীড়িত; সেজন্য বিক্রমশালী তুমি দমন কর সেই' চিত্ত-সর্পকে নিজ পাদ-পদ্মদ্বয়ের বিন্যাস চিহ্নযুক্ত তাণ্ডবের দ্বারা ॥ ১৭ ॥

অথ ভাণ্ডীরক্রীড়নাদি

ভাণ্ডীরস্য তটান্তে, তরুষণ্ডা-খণ্ডুলস্য রণশৌণ্ড !
সখিমণ্ডলানি বাঢ়ং, বিক্রীড়য় পুণ্ডরীকাক্ষ ! ॥ ১৮ ॥

সুহৃদাবলিপরিবীতঃ শ্রুতিহরমুরলীগীতঃ
সুরভীবীথ্যনুসারী বরপীতাম্বরধারী
পীনোজ্জ্বলভুজদণ্ডঃ শিরসি স্ফুরিতশিখণ্ডঃ
শশিখণ্ডাভললাটঃ পীবরহৃদয়কবাটঃ
খরমিহিরাতপবাসে প্রসরত্যপি শুচিমাসে
ধৃতমধুলক্ষ্মীভারং পরিহৃতদাববিকারং
ধেনুমনোহরশাদং পিককৃতপঞ্চমনাদং
ষড়্জোদ্গারিময়ূরং বিস্মরসৌরভপূরং
বিকসিতচারুশিরীষং স্ফুটমল্লীনিবিরীষং
বৃন্দাবনমতিহৃষ্টঃ সবলঃ স্বয়মভিবিষ্টঃ
কল্পিতভুজসংগ্রামঃ ক্বচিদীহিত-বিশ্রামঃ
কুত্রচিদভিনবতুম্বৈঃ ক্বচিদতিকোমলকুম্বৈঃ
ক্ব চ পরিপাকিমগুঞ্জৈঃ ক্ব চ বিল্বামলপুঞ্জৈঃ
ক্রীড়ন্নদ্ভুতচর্য্যঃ কেলিষু পণ্ডিতবর্য্যঃ
পীবরকুতুকাধারে দ্বন্দ্বীভাববিহারে
কল্পিতনির্ভররাগঃ কৃতসখিবর্গবিভাগঃ
শীতলমরুদনুকূলে ভাণ্ডীরদ্রুমমূলে
কৃত্বা বল্লববেশং প্রবিশন্তং দনুজেশং
জানন্নেব বিলাসী স্বীকৃতবান্ খলশাসী
জৈত্রীকৃতবলপক্ষঃ সুদুরূহক্রমদক্ষঃ
শ্রীদামপ্রিয়কামঃ সুররিপুবাহিতরামঃ

ক্ষপয়ন্ প্রলম্বকায়ং হলিনা নির্ম্মিতমায়ং
দৈবতপরিণুতলীলঃ সুহৃদানন্দনশীলঃ
তত্র বিদূরং যাতাঃ সুরভীর্লঘুপদপাতাঃ
সমমন্বিষ্যন্ গোপৈঃ শঙ্কিতনিজধনলোপৈ-
র্মুঞ্জাবলি-বিকরালে বিপিনে ক্বচন বিশালে
লব্ধাখিলধবলাকস্তুঙ্গিতসুখপরিপাকঃ
পীতভয়ঙ্করদাবঃ প্রকটোল্লসদনুভাবঃ
প্রণতজনোৎসবকারী ত্বং ভাণ্ডীরবিহারী
গোকুলজনরসসিন্ধো জয় জয় তুর্ব্বিধবন্ধো ॥ ৮ ॥

দ্বিপদিকাচ্ছন্দঃ ॥

কলিত-শ্রীদামানং, শ্রীদামানন্দিকেলিতুন্দিলিতম্।
বন্দে রামাবরজং, রামাবরজঙ্গমত্যুতরুম্

বঙ্গানুবাদ—হে পুণ্ডরীকলোচন! হে রণনিপুণ! তুমি তরুরাজ ভাণ্ডীরবটের তটদেশে সহচরগণকে প্রচুরভাবে বারংবার করিও ক্রীড়ারত! ॥ ১৮ ॥

হে গোকুলবাসিগণের আনন্দসাগর! হে দীন বন্ধো! তুমি সুহৃদগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মুরলীতে সুমধুর রব করতে করতে ক'রে থাক ধেনুদের অনুগমন! তোমার ভুজযুগল স্থূল ও উজ্জ্বল, মস্তকে শিখিপুচ্ছের শোভা, ললাটফলক অষ্টমীর চন্দ্রের মতো, আর বক্ষদেশ সুপ্রশস্ত। প্রখর মিহির কিরণপূর্ণ জ্যৈষ্ঠ মাস আসিলেও, বসন্তলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধ, দাবানলরহিত, ধেনুবৃন্দের মনোহারী তৃণ-যুক্ত, পিকগণের পঞ্চমতান মুখরিত, শিখিদের কেকাধ্বনিযুক্ত সৌরভ-বিস্তারকারী মনোহর শিরীষ কুসুমের বিকাশে সুশোভিত, প্রস্ফুটিত

মল্লিকারাজি সমাবৃত বৃন্দাবনের মধ্যে স্বয়ং তুমি বলদেবের সহিত অত্যন্ত হৃষ্ট হৃদয়েই হয়েছিলে প্রবিষ্ট ! কোনস্থানে করেছিলে তুমি বাহু-যুদ্ধের অনুষ্ঠান, কোনস্থানে বা করেছিলে বিশ্রাম,—ক্রীড়াবলীতে পণ্ডিত-বর তুমি বিচিত্র চেষ্টাশালী ; কোনস্থলে নবীন অলাবু (লাউ) দ্বারা, কোনস্থলে অতি কোমল কুষ্মাণ্ডদ্বারা, কোনস্থলে সুপকগুঞ্জাফলের দ্বারা, কোনস্থলে বিল্ব ও আমলকী ফলরাজির দ্বারা করেছিলে তুমি ক্রীড়ন রচনা। অতি কৌতুকপূর্ণ দুইদলে বিভক্ত ক্রীড়ায় অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে, সখাদের দু'টি দলে বিভক্ত ক'রে, সুশীতল সমীরযুক্ত ভাণ্ডীর তরুমূলে হয়েছিল ক্রীড়ারত ! সে সময় বল্লববেশ আশ্রয়ক'রে প্রবেশকারী প্রলম্বাসুরকে জান্‌তে পেরেই বিলাসী খলশাসী তুমি তাকে গ্রহণ করেছিল নিজদলে ! অনন্তর শ্রীদামের প্রীতিকামী দুর্জ্জেয় ব্যবহারে সুদক্ষ তুমি, বলরামজীর পক্ষকে জয়যুক্ত ক'রে, উক্ত অসুরকর্ত্তৃক বলদেবকে বহন ক'রায়ে, বলদেবের দ্বারাই মায়াধারী প্রলম্বের দেহকে করা'লে তুমি বিনাশ ! সে সময় দেববৃন্দ করেছিলেন,—তোমার সেই লীলার কতই প্রশংসাগান ! সুহৃদগণ করেছিল সেই আচরণে কতই আনন্দ লাভ ! একসময়ে তোমার ধেনুগুলি দ্রুতপদসঞ্চারে শ্রীবৃন্দা-কাননের অতি দূরপ্রদেশে গমন ক'রে, হয়েছিল তা'রা নয়ন পথের অতীত তখন তুমি গোধন হারা'বার ভয়ে শঙ্কিত গোপদের সঙ্গে প্রবৃত্ত হলে অন্বেষণে। তারপর মুঞ্জাতৃণপূর্ণ ভয়ানক কোন বিশাল বনের ভিতর সমস্ত গাভীদের লাভ ক'রে, হয়েছিল তোমার মনে মহাসুখের আবির্ভাব। তখন সেই মুঞ্জাটবীর বিপিন মধ্যে ভয়ঙ্কর দাবানল প্রজ্জলিত হয়েছে দেখে, গোপেরা অত্যন্ত ভীত হলে, করাল দাবানল ভক্ষণ ক'রে, মহা-প্রভাবশালী ভাণ্ডীর তটবিহারী তুমি প্রণতজনগণের হৃদয়ে করেছিলে বিধান আনন্দের মহামহোৎসব ! হে ভক্তসুখদাতা ! তুমি জয়যুক্তহও ॥ ৮ ॥

অথ বর্ষাশরদ্বিহারচরিতম্

প্রেমোল্লাসনশীলা, বল্লবমল্লস্য বিজয়তে লীলা।
যন্মাধুরীং বিপঞ্চী, বিরিঞ্চিসূনোঃ প্রপঞ্চয়তি ॥ ২০ ॥

মেঘসময়পূর্ত্তিরমিত বৃষ্টিষু তরুকন্দরচিত
নীপককুভপুষ্পবলিত সান্দ্রবিপিনলব্ধললিত-
ভক্তপরিষদিষ্টবরদ হারিবিভবধারিশরদ-
লঙ্কৃতবহুপক্ষিভরিতকাননকৃতদিব্যরচিত
বেশতুলিতনর্ত্তকবর চন্দ্রকচিতচারুকবর
গোপযুবতিধৈর্য্যমথন-রূপ তদভিনীতকথন
লোচনফল বেনুবলনবল্গদধরবক্ত্র কলন
সর্ব্বসুকৃতবৈভবধরবেণুরসিতরজ্যদধর
বেণুমধুরনাদনটিতকেকিনিবহ মেঘঘটিত-
সেব জনিতমুক্তযবসধেনুনিচয়চিত্তরভস-
রূপবিলসদঙ্গবলনমোহিতসুরবৃন্দললন
ভিল্লযুবতিতোষিমসৃণ-শস্পমিলিতপাদঘুসৃণ
হারিহরিণযোষিদমলনেত্রসুখদবক্ত্রকমল
দাস্যনিরতশৈলরচিতসেবন পশুপাশখচিত
পাহি করুণ মদ্বিধজনমীশ্বর দুরবাপভজন ॥ ১ ॥

শ্রীরাধিকার প্রদত্ত বনমালায় সুশোভিত যাঁর বক্ষঃস্থল, নানাবিধ ক্রীড়ার দ্বারা যিনি প্রিয়সখা শ্রীদামকে করেন আনন্দিত, ব্রজরমণীগণের যিনি গমনশীল কল্পতরুস্বরূপ, বলদেবের অনুজ সেই শ্রীকৃষ্ণের করি বন্দনা ॥ ১৯ ॥

হারিহরিণচ্ছন্দঃ ॥

ঘনপ্রণয়ঘট্টনোদ্ঘুরিত-ঘোষসীমন্তিনী,-
প্রপঞ্চিতজগত্ত্রয়ীশ্রুতিবিটঙ্কবিক্রীড়িতে।
শরদ্বিহসিতাটবীকুহরভুবিহারপ্রিয়ে,
রতিস্ত্বয়ি তরস্বিনী মম সলীলমুন্মীলতু ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—দেবর্ষি শ্রীনারদের বীণা প্রচার করে যাঁর মাধুরী, গোপ-প্রবর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোল্লাসশীলা সেইলীলাবলী হউক জয়যুক্ত ॥ ২০ ॥

হে করুণ প্রভো! বর্ষাকালে হ'তে তুমি উল্লসিত, যখন বৃষ্টি নামতো বৃক্ষতলে ও গিরিকন্দরে গমন ক'রে নীপ ও অর্জুন কুসুমে তুমি ত হ'তে বিভূষিত। নিবিড় বনভূমিতে মিলিত মনোরম ভক্ত-বৃন্দের অভিলাষ করতে তুমি পরিপূরণ। হে কৃষ্ণ! শরৎকালে কমলকুমুদাদি কুসুম শোভিত সরোবর ও হংসবকাদি পক্ষি সেবিত মনোরম বিপিনদেশে করতে তুমি মনোহর ক্রীড়াচয়ের অনুষ্ঠান! ধরতে তুমি নটবর বেশ; কেশবন্ধন হ'তো শিখিপুচ্ছের অলঙ্কৃত অপরূপ সৌন্দর্য্য দূর ক'রে দিত গোপযুবতীগণের ধৈর্য্যরাশি, গোপ-তরুণীরা প্রেমভরে কীর্তন করতেন তোমারই লীলাকথা! সার্থক ক'রে দাও' তুমি দর্শকের—নয়ন যুগল! বেণুবাদন কালে সঙ্কোচ ঘটে তোমার অধর পুটে। মহাসুকৃতি-শালী বেণু নিঃশেষে আস্বাদন করে তোমারই অধরামৃত! মুরলীর সুমধুর রবে করাও তুমি ময়ুরদের নৃত্যরত। তপন-তাপে ক্লেশের আশঙ্কায় মেঘমালা তোমার সেবা করে, ছায়ারচনা দ্বারা। তোমার বেণুধ্বনি শ্রবণে ধেনুগণ বিরত হ'তো তৃণভোজনে, চিত্তে হ'তো কত না আবেগের সঞ্চার! অপূর্ব রূপলাবণ্যময় শ্রীঅঙ্গবিলাসের দ্বারা দেবাঙ্গনাদের করতে তুমি

অথ বস্ত্রহরণম্

স্মেরাভিঃ সলিলে কলিন্দদুহিতুর্মগ্নাভিরাকন্ধরং
স্কন্ধন্যস্তসমস্তপট্টবসনো নর্ম্মোক্তিভঙ্গীপটুঃ।
নির্ব্যাজং ব্রজকন্যকাভিরসকৃদ্ভব্যাভিরভ্যথিতঃ
পায়াৎ তুঙ্গকদম্বশাখিশিখরারূঢ়স্ত্রিলোকীং হরিঃ॥ ২২॥
নিজগুণোদয়োল্লাসলোভিতা গিরিসুতাব্রতারম্ভশোভিতাঃ
পশুপকন্যকাঃ সূরজাবনে রচিতমজ্জনাঃ প্রেক্ষ্য পাবনে
ত্বরিতমাগতো লুঞ্চিতাম্বরঃ প্রিয়কমাশ্রিতো রঙ্গিণাং বরঃ
সপদি লোকয়ন্ গোষ্ঠবালিকা ভ্রূকুটিবল্লরীভঙ্গুরালকাঃ
স্মিতপরিস্ফুরদ্বক্ত্রমণ্ডলঃ স্ফুটিত-মালতীক৯প্তকুণ্ডলঃ

বিমোহিত। তোমার শ্রীচরণসংলগ্ন কুঙ্কুমরাগ কোমল তৃণদলে লগ্ন হ'য়ে, পুনরায় বনচারিনী ভিল্লরমণীদের অনুলেপনরূপে করতো তা'দের সুখ সম্পাদন! তোমার বদনকমল নেত্রানন্দ বিস্তার কর্‌তো মনোহর হরিণবধূবৃন্দের! শৈলপতি গোবর্ধন-দাস্যে রত হ'য়ে কর্‌তো তোমারি বিবিধ সেবন! পশুবন্ধন রজ্জু করে থাকে তোমার শোভাবর্ধন।

হে নাথ! তোমার প্রতি ভক্তিলাভ অত্যন্ত দুলর্ভ, আমার ন্যায় ভক্তিবিহীনকে কৃপাদানে রক্ষা কোরো॥ ৯॥

হে প্রভো! অপূর্ব প্রণয় প্রমত্তা ব্রজ গোপবধূদের সঙ্গে তুমি যে করেছ মহা মনোহর বিহার,—উহা করে থাকে ত্রিভুনবাসীর শ্রবণ-যুগলকে অলংকৃত। শরৎসময়ে বিকশিত পুষ্প সমৃদ্ধ বনানীর মধ্যে বিহারের দ্বারা ক'রে থাক তুমি প্রীতি বোধ! স্রোতস্বতী তটিনীর মতো বেগবতী হ'য়ে তোমাতেই প্রকাশিত হোক, আমার অনুরাগ,— অবিশ্রান্তভাবে॥ ২১॥

সরভসং ততঃ শীতবেপিতৈঃ প্রণয়কোপিভিঃ সুষ্ঠুহ্রেপিতৈ-
র্বদন-বিস্ফুরৎকাকুজল্পনৈর্বিহিতসামভির্ভেদ-কল্পনৈঃ
সিচয়-সঞ্চয়ং সম্ভ্রমাকুলৈর্ঝটিতি-যাচিতঃ কন্যকাকুলৈঃ
পৃথুতরাংসয়োরর্পিতাংশুকঃ সিতরদোল্লসন্মঞ্জুলাংশুকঃ
প্রকটিতাগ্রহৈর্ভূপহেলিভিঃ সখিকুলাদৃতৈর্জল্পকেলিভি-
স্তরুপুরস্তটে তাস্তদা বলাদচিরমানয়ন্ গোকুলাবলাঃ
মুদিতমুগ্ধধীঃ কেলিনর্ম্মদঃ সকলবল্লবীবৃন্দশর্ম্মদঃ
প্রকটমঞ্জরীভুতহস্তকাঃ সবিধমাগতা নম্রমস্তকাঃ
স পটুরাত্মনো বাক্যকারিকা ধৃত-মহোৎসবঃ প্রেক্ষ্য দারিকাঃ
সলিলমজ্জনে ব্যজ্য নগ্নতাং ব্রতবিধের্বদন্ সুষ্ঠু ভগ্নতাং
শিরসি কারয়ন্নস্য পূর্ত্তয়ে প্রসভমাত্মনে ক্ষেমমূর্ত্তয়ে
মধুরমঞ্জলিং মঞ্জুলোচনঃ প্রণয়িনীমনস্তাপমোচনঃ
কিমপি কন্যকালীভিরানতঃ প্রণয়সঙ্কুলাদাশু মানতঃ
সুখভরাদমূরত্র তর্পয়ন্ বসনসঞ্চয়ং তূর্ণমর্পয়ন্
কৃতকুমারিকাচিত্তদোহদঃ সকলসুন্দরীপ্রেমমোহদঃ
প্রণতমণ্ডলাভীষ্টকামধুক্ কমনবল্লবীমল্লিকামধুঃ
ত্বমখিলেশ মামিন্দিরালয় ব্রজমহেন্দ্র হে দেব পালয় ॥ ১০ ॥

ইন্দিরাচ্ছন্দঃ ॥

বিদধানয়াপি ধবলং, তব জগদেবাস্য কীর্ত্তিচন্দ্রিকয়া।
কেশব ! পশুপালীনাং, চিত্রং দ্বিগুণীকৃতো রাগঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—কলিন্দ দুহিতা যমুনার নীরে আকণ্ঠনিমগ্না, ঈষৎহাস্য-বদনা, প্রগল্ভা ব্রজবালাদের দ্বারা অকপটে প্রার্থিত হ'য়েছিলেন যিনি বারংবার,—উচ্চকদম্বতরুর শিখরারূঢ় এবং স্কন্ধে গোপকন্যাগণের পট্ট-

বসনধারী, নর্মবচনভঙ্গীনিপুণ সেই শ্রীহরি করুন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরি-পালন! হে ব্রজপুরন্দর! হে কমলালয়! হে সর্বেশ্বর! হে দেব! তোমার অসীম গুণাবলীতে লুব্ধচিত্তা, পতিরূপে তোমায় লাভের জন্য কাত্যায়নীব্রতপরা, পশুকন্যাদের পূতঃ যমুনা-জলে স্নানরতা দর্শনে শীঘ্র সেখানে হয়েছিলে তুম উপস্থিত; তারপর তটোপরি রক্ষিত বস্ত্রগুলি তাদের হরণ ক'রে, কদম্ববৃক্ষে করেছিলে আরোহণ; রঙ্গীগণের শিরো-মণি তুমি তখন ভ্রূকুটিশালিনী ও বক্রকুন্তলা গোষ্ঠবালিকাদের দেখে বদনমণ্ডলে প্রকাশ কর্‌ছিলে মৃদুমন্দ হাস্যকোরক, তোমার কী অপরূপ শোভা। বিকশিত মালতীফুলে রচিত হয়েছিল তোমার কুণ্ডল! তারপর শীতকম্পিতা, প্রণয়কুপিতা, অতিশয় লজ্জিতা, বিবিধ কাতর-বচন প্রয়োগকারিণী, কখনো বা সাম-ভাবের প্রকাশিত, কখনো বা ভেদনীতি আচরণ রতা, সম্ভ্রমযুক্তা ব্রজকুমারীরা তোমার নিকট শীঘ্র বসনসমূহ প্রত্যর্পণের জন্য জানালেন আবেদন, তখন তুমি বিশাল স্কন্ধ-দুটির উপর ধারণ কর্‌লে বসনগুলি এবং বল্‌লে—"যদি বাসনা থাকে বসন নিতে, ওগো গোপবালাগণ! এস এই কদম্বের তলে।" অনন্যো-পায় গোপকুমারীরা লজ্জাবনতবদনে, হস্তদ্বারা গাত্র আবরণে, কদম্বমূলে হ'লেন উপনীত। পরে নিখিলবল্লবীবৃন্দের বিলাস-সুখদাতা তুম, তাদের দেখে সে অবস্থায়,—বল্‌লে—"হে কুমারীগণ! যমুনাজলে—তোমরা স্নান করেছ নগ্না হয়ে, সে জন্য কাত্যায়নীব্রতেরও হয়েছে অঙ্গহানি, ব্রতের পূর্ণতার নিমিত্ত মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ হ'য়ে আমাকে কর প্রণাম। তাতেই হবে তোমাদের মনোভীষ্টের সিদ্ধি। প্রকাশ করেছিলে তুমি তখন প্রণয়িণীদের মনস্তাপনাশন এই বচনামৃত। গোপ-বালারা করলেনও তাই অচিরেই। সে সময় মনোহর-লোচন, প্রণয়িণী মনোবেদন মোচন তুমি, গোপকন্যাগণের সপ্রণয় সম্মানযুক্ত

অথ যজ্ঞপত্নীপ্রসাদঃ

পরিতোষয়িতুং ন যাযজূকৈ,-স্ত্বমনূচানজনৈশ্চ নাসি শক্যঃ।
রতিহার্য রতিং দদস্ব বন্দে, তব গোবিন্দ !
সদা পদারবিন্দম্ ॥ ২৪ ॥

রঙ্গতস্তোষিতজ্ঞাতিনা সঙ্গতো ধেনুকারাতিনা
কর্ণপালীমলৎ-পল্লবৈর্বেষ্টিতঃ সর্বতো বল্লবৈ-
র্গোপসীমন্তিনীকামুকঃ কাননোৎসঙ্গসংগামুকঃ
ক৯প্তবৃন্দাটবীমাননঃ প্রেক্ষিতস্মেরগোপাননঃ
সংস্তবন্ ভূরুহাং সম্পদঃ শ্লাঘয়ন্ ব্যাজতঃ শংপ্রদঃ
স্বান্ সখীন্ ক্ষুদ্ভরোত্তাপিতান্ প্রেমভিঃ প্রার্থনামাপিতান্
প্রেষয়ন্নধ্বরেঽদূরতঃ খ্যাপিতব্রাহ্মণক্রূরতঃ
কল্পিতব্রাহ্মণাবজ্ঞয়া প্রেষ্ঠসংক্রামিতপ্রজ্ঞয়া
লঙ্ঘিতক্ষেমভাক্‌সত্রয়া পূরিকাপূরিতামত্রয়া
স্থালিকান্যস্তসদ্ভক্তয়া স্নেহসম্পত্তিতোঽভ্যক্তয়া
রত্নপাত্রীধৃতক্ষীরয়া কাননোপক্রমাধীরয়া

বদ্ধাঞ্জলি প্রণাম প্রাপ্ত হ'য়ে, ঐ কুমারীকাদের তুষ্ট করে বস্ত্রসকল সত্বর অর্পণপূর্বক করেছিলে তাদের মনোবাঞ্ছার পরিপূরণ ! নিখিল সুন্দরী-গণের প্রেমমোহজনক, প্রণত মণ্ডলীর অভীষ্টদাতা এবং কমনীয়া বল্লবীরূপা মল্লিকা বল্লবীরাজির বসন্তকাল স্বরূপ তুমি আমায় পালন কর ॥ ১০ ॥

হে কেশব ! অদ্য (সম্প্রতি) নিখিল জগৎকেই শুভ্রবর্ণ ক'রেও তোমার কীর্তি-কৌমুদী কর্তৃক গোপিকাগণের অনুরাগ হয়েছে দ্বিগুণ-ভাবে বর্ধিত, ইহা অতি আশ্চর্য্য ! ॥ ২৩ ॥

ভাজনন্যস্তসংযাবয়া কৌতুকোত্তুঙ্গসংরাবয়া
গৌরবান্নির্ভরোত্তালয়া প্রেক্ষিতো ব্রাহ্মণীমালয়া
স্পর্দ্ধমানং রুচা হাটকং ধারয়ন্নুজ্জ্বলং শাটকং
সখ্যুরংসে করং দক্ষিণং ন্যস্য লোকোত্রয়ীরক্ষিণং
বিস্ফুরন্নর্ত্তকালঙ্কৃতিঃ সঞ্চরৎকিঙ্কিনীঝঙ্কৃতিঃ
কান্তিভির্নিন্দিতেন্দীবরঃ সুন্দরোরস্তটে পীবরঃ
সঞ্চরন্মঞ্জরীকুণ্ডলঃ শ্লাঘিতব্রাহ্মণীমণ্ডলঃ
কৃষ্ণ হে সুন্দরকুণ্ঠয়া প্রেরিতাস্তূর্ণমুৎকণ্ঠয়া
রক্ষ নঃ সঙ্গতা দূরতঃ স্বান্তিকে ত্বং যতঃ সূরতঃ
ক্ষমাসুরীকাকুমিত্যগ্রতঃ শীলয়ন্ ব্যঞ্জিতব্যগ্রতঃ
সর্ব্বথা দত্ততদ্বাঞ্ছিতঃ কীর্ত্তিবিঞ্ছোলিকালাঞ্ছিতঃ
প্রেষিতব্রাহ্মণীকোঽমলঃ পল্লবাদপ্যলং কোমলঃ
সদ্‌গুণৈরিন্দ্রিয়ামোদনং ভুক্তবান্ ভোজয়ন্নোদনং
মত্তমাতঙ্গলীলাকরঃ কিঙ্করানন্দিশীলাকরঃ
সর্ব্বদা বিভ্রমারম্ভবান্ খেলতাদ্‌গোকুলেঽলং ভবান্
সন্ততং দারুণাপদ্ধতং পাহি গোবিন্দ মামুদ্ধতম্ ॥ ১১ ॥

মত্তমাতঙ্গলীলাকরচ্ছন্দঃ ॥

দুঃখোচ্ছিত্তিঃ পরমমধুরানন্দপূরানুভূতিঃ
সেয়ং দামোদর ! তদুচিতা সাধনানুষ্ঠিতির্বা ।
সত্তাং ধত্তে ন কমলভুবোঽপ্যন্তরেণার্ত্তবন্ধো !
কারুণ্যং তে মুহুরহমতঃ প্রার্থয়ে তস্য বিন্দুম্ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অনুরাগ বশীভূত ! হে গোবিন্দ ! যাজ্ঞিক-বিপ্রদের কিংবা বেদপ্রবচনরতদের দ্বারা তুমি পরিতুষ্ট হওয়ার যোগ্য নও,

এমন রতি আমায় প্রদান কর, যাতে সর্বদা করতে পারি তোমার পাদপদ্মের বন্দনা ॥ ২৪ ॥

হে গোবিন্দ! জ্ঞাতি বান্ধবগণের সন্তোষকারী ধেনুকারি শ্রীবলদেবও কর্ণপ্রান্তে পল্লবগণের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, গোপসুন্দরীগণের অভিলাষী তুমি একদিন বৃন্দাবিপিন ভিতরে হয়েছিলে বিরচণ রত। ভ্রমণ কালে তুমি প্রকল্প কর্ ছিলে বৃন্দাবনের প্রতি প্রচুর সম্মান! বনভ্রমণ সুখী গোপবালকদের আনন্দিত বদন দর্শন করে, বৃক্ষরাজির সম্পদ্সমূহের স্তুতি ক'রে, করেছিলে তাদের পরম সুখী। এ সময় কতিপয় বয়স্যের জঠরে হয়েছিল ক্ষুধাবোধ। তুমি বলেছিলে তাদের —ঐ দেখ, অনতিদূরে ব্রাহ্মণগণ কর্ছেন যজ্ঞ; সেখানে যেয়ে বল— বন মধ্যে কৃষ্ণ ও বলরাম হয়েছেন ক্ষুধার্ত; তাঁদের নিজজন আমাদেরও হচ্ছে ক্ষুধাবোধ; অতএব ক্ষুধাশান্তির জন্য প্রদান করুণ কিঞ্চিৎ অন্ন। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে বালকেরা যজ্ঞস্থলে যেয়ে করলেন বটে অন্ন প্রার্থনা কিন্তু বিফল মনোরথে হলেন প্রত্যাবৃত্ত। ব্রাহ্মণদের ক্রূরতার কথা শুন্লে তুমি সহচরদের মুখে। তুমি বলছিলে—"হে বয়স্যগণ! যজ্ঞরত বিপ্রদের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করায়,—তারা প্রকাশ করেছে অবজ্ঞা গোপজাতি বলে, কিন্তু বিপ্র-পত্নীদের নিকট প্রার্থনা কর্লে অবশ্যই দিতেন তাঁরা উত্তম অন্ন,— যাও আবার—ব্রাহ্মণবধূদের কাছে কোরো আমার নাম,—পাবে অবশ্যই॥" গোপবালকদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রার্থনার কথা শুন্লেন বিপ্রপত্নীরা, তাঁরা কর্লেন কী? পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় চিত্তে লাভ করেছিলেন তাঁরা সত্যিকারের জ্ঞান, তাই করলেন না ব্রাহ্মণগণের ভয়; মঙ্গলকর যজ্ঞবিধি তারা কর্লেন লঙ্ঘন; কেহ হাতে নিলেন সুমিষ্ট পিষ্টকপূর্ণ পাত্র, কেহ ভাণ্ডমধ্যে

উত্তম স্বাদু অন্ন, কেহ রত্ন পাত্রে দুগ্ধ পূর্ণ করে তা নিলেন নিজের হাতে, কেহ বা নিলেন ঘৃতসিক্ত নানা সুস্বাদু ভোজ্য-পূর্ণ থালা,— কেহ স্বর্ণ পাত্রে নিলেন পরমান্ন, কৌতুকভরে তুমুল আনন্দ কলরব কর্‌তে কর্‌তে, অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্তে ব্রাহ্মণীগণ ধেয়ে এলেন তোমার নিকট। তখন তোমার পরিধানে ছিল,—কনককান্তি নিন্দিত অতি উজ্জ্বল বসন ; সহচরের স্কন্ধদেশে বিন্যস্ত করেছিলে,—ত্রিলোক রক্ষাকারী দক্ষিণ হস্ত খানি। শ্রীঅঙ্গধৃত অলংকার গুলি ছিল,— ঠিক নর্তকেরি উপযুক্ত। কটিতটের কিঙ্কিনীতে হচ্ছিল বিচিত্রধ্বনি, নীলোৎপলজয়ী তোমার অঙ্গকান্তি ; বক্ষঃস্থল অতি সুন্দর,—সুবিশাল। কর্ণদ্বয়ে হচ্ছিল পল্লব-রচিত কুণ্ডলের মধুর আন্দোলন। বিপ্রপত্নীগণ তোমার অনুপম রূপদর্শনে মুগ্ধ হয়ে বল্‌লেন,—"হে সুন্দর! হে শ্রীকৃষ্ণ! প্রবল উৎকণ্ঠাভরে সত্বর দূর হ'তে নিজসমীপে সমাগতা আমাদের রক্ষা করুন, কারণ আপনি পরম কৃপালু।" সম্মুখে ব্রাহ্মণী-দের এ প্রকার কাতরবচন শ্রবণে' তু'ম ব্যগ্রতা প্রকাশে সর্বপ্রকারে তা'দের অভীষ্ট প্রদান ক'রে পুনরায় প্রেরণ করেছিলে তা'দিগকে যজ্ঞ স্থানে। পবিত্র চরিত্র সম্পন্ন পল্লব অপেক্ষাও অতি কোমল। সদ্‌গুণ-রাজির দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিপ্রদ সেই অন্নসমূহের সহচরদের ভোজন করায়ে, স্বয়ং ও করেছিলে ভোজন। এই বৃন্দাবনে লীলা কর তুমি মত্তমাতঙ্গেরি মতে। কিংকর আনন্দদায়ক তোমার আচরণ।

হে শ্রীকৃষ্ণ! সতত বিলাস পরায়ণ তুমি বৃন্দারণ্যে ক্রীড়া কোরো, যথেচ্ছ ভাবে। দরুণবিপত্তিগ্রস্ত উদ্ধত আমাকে কৃপা করে রক্ষা কোরো সর্বদা।

হে আর্তবন্ধো! হে দামোদর! কমল যোনি ব্রহ্মারও দুঃখো-চ্ছিত্তি, পরমমধুরানন্দানুভুতি অথবা অনুপযোগী সাধনসমূহের অনুষ্ঠান

অথ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণম্

অমন্দমদমণ্ডলৈরলমখণ্ডমাখণ্ডলং
ন্যরুদ্ধ রভসেন যঃ পৃথুমুদস্য গোবর্দ্ধনম্।
অচণ্ডকরমাধুরীপটলদণ্ডিতুণ্ডশ্রিয়ং
তমাত্তবরমণ্ডনং মকরকুণ্ডল! ত্বাং ভজে ॥ ২৬॥

হেতুবাদজজল্পিতব্রজবাসবাধ্বরমর্দ্দনে
ভূসুরোৎকরগোমহীধরপূজনোৎসববর্দ্ধনে
কল্পিতাতুলযূপসঙ্কুলশঙ্কুলাদধিমোদকে
পর্ব্বতার্চ্চনসম্পদর্জ্জনহেতুতাপরিবোধকে
পুষ্পবন্দনধাতুচন্দনমণ্ডিতাখিলগোধনে
গোপমণ্ডলকল্পিতাচলসানুকন্দরশোধনে
উদ্ভটারবভূধরোৎসবসঞ্জিতাখিলবন্ধুতে
তৎপরিক্রমপূজনক্রমভূরিসম্ভ্রমসন্ধুতে
ক্ষমাধরোপমবিগ্রহোত্তমভুক্তবিস্ফুরদোদনে
মঙ্গলাকরবিস্ফুরদ্বরবৃন্দবল্লবমোদনে
রুষ্টবাসববৃষ্টিসংপ্লবখিন্নগোকুলবেষ্টিতে
ত্রাসসঙ্কুলবন্ধুমণ্ডলশর্ম্মদাদ্ভুতচেষ্টিতে
দক্ষিণেতর-পাণিপুষ্করশীলতাতুলপর্ব্বতে
বিভ্রমাঙ্কুরনির্ধূতোদ্ধুরজম্ভমর্দ্দনগর্ব্বিতে
গোত্রগহ্বরবাসিতাত্তুরবিহ্বলাত্মসুহৃজ্জনে
কারিতোদ্ভবদদ্ভুতার্ণববান্ধবব্রজমজ্জনে
নন্দিতাশয়-মিত্রসঞ্চয়-বীক্ষিতস্ফুরদাননে
মেদুরস্মিতকৌমুদীকৃতরক্তযৌবতমাননে

করতে পারে না স্থিতিলাভ তোমার করুণা ব্যতীত। এ' কারণে আমি নিরন্তর বাঞ্ছা করছি—তোমারি অনির্বচনীয় করুণার একবিন্দু ॥ ২৫ ॥

ভীতনন্দিতবিস্ময়াঞ্চিত মাতৃপাণ্যুপলালিতে
চারুচঞ্চললোচনাঞ্চলরাধয়াপি নিভালিতে
মারুতোন্মদচণ্ডনীরদমণ্ডলাশনিবারণে
সম্পদন্ধিতশক্রসঞ্চিতগর্ব্বচর্ব্বণ কারণে
সপ্তবাসরহস্তসংস্তরশায়িতাতুলপর্ব্বতে
নির্ম্মদীকৃতশক্রসংবৃতনীরদেক্ষণনির্বৃতে
মঞ্জুভাষিতমুদ্রয়া কৃতবান্ধবাবলিনিষ্ক্রমে
কৌতুকোচ্চলমিত্রমণ্ডলগীতমঙ্গলবিক্রমে
পাদপোজ্জ্বলতন্নিজস্থলযোজিতপ্রবরাচলে
সর্ব্বদা ব্রজবান্ধবব্রজরক্ষণব্রতনিশ্চলে
ফুল্লবল্লবনাথয়োর্নবহর্ষবীক্ষণসক্ষণে
কুঙ্কুমাক্তপল্লবাক্তবল্লবীকৃতরক্ষণে
ছন্নভানুনি শৈলসানুনি পীঠিতপ্রবরাংশুকে
ভীত লজ্জিত শক্রবন্দিত-পাদপঙ্কজপাংশুকে
স্মেরসন্মুখবিস্ফুরন্মুখ-লুপ্তবাসবভীভ্রমে
তন্মনোহরবর্ণনির্ভর-ভারতীভরবিভ্রমে
গোশিবপ্রদমিন্দ্রতাপদমেত্য নির্ভরনন্দিতে
গায়দম্বরলম্বিতুম্বুরুরাগডম্বর-বন্দিতে
মুগ্ধসৌরভদিগ্ধসৌরভদুগ্ধপূরকৃতোক্ষণে
কল্পিতাখিলপিষ্টপাতুলতাপমণ্ডলমোক্ষণে
মত্তকোকিলবিভ্রমে কিল মাধব ত্বয়ি সন্মুখী
বর্ত্ততাং মম পূরুষোত্তম লোলবুদ্ধিশিলীমুখী ॥ ১২ ॥

মুগ্ধসৌরভচ্ছন্দঃ

শ্যামোত্তুঙ্গভুজার্গলে বিনিহিতঃ কৃষ্ণেন বৃষ্টিচ্ছটা-
ধৌতৈর্ধাতুভিরেষ তালকুনটীমুখ্যৈর্গিরির্গৌরিতঃ।

শুদ্ধাষ্টাপদকল্পিতস্য বিপুলচ্ছত্রস্য লক্ষ্মীভরং
বিভ্রদ্গারুড়রত্ননির্ম্মিতমহাদণ্ডস্য বিভ্রাজতে ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মকর কুণ্ডলধারী শ্রীকৃষ্ণ! তুমি বিশাল পর্বত অনায়াসে বাম করে ধারণ করে,—খর্ব করেছ বাসবের মদগর্ব, মুখ-শোভায় করেছ পরাভব চন্দ্রের বিমল মাধুর্য্য। নানাবিধ উত্তম অলংকারধারী তোমাকেই করি আমি ভজন ॥ ২৬ ॥

হে মাধব! হে পুরুষোত্তম! এক সময়ে তুমি যুক্তিযুক্ত বচন প্রয়োগে ইন্দ্রযজ্ঞ করেছিলে—নিবারণ; বিধান করেছলে—ব্রাহ্মণ, গাভী এবং গোবর্ধনগিরির পূজনোৎসব। গোবর্ধন গিরির পূজাই সকল সম্পদের কারণ,—এ, কথা গোপদের নিকট জ্ঞাপন ক'রে প্রচুর বাঞ্জন, যবপিষ্টক, দধি ও মোদকের করেছিলে আয়োজন। গোপেরা পুষ্প, চন্দন, ও গৈরিকাদি ধাতু দিয়ে ধেনুদের করলেন বিভূষিত। তুমি গোপদের দ্বারা গোবর্ধনের প্রস্থভাগ ও কন্দরদেশ করায়েছিলে পরিস্কৃত। নিখিল বান্ধববৃন্দকে মহাকোলাহলপূর্ণ সেই গোবর্ধন-অর্চনোৎসবে করেছিলে আসক্ত। গোবর্ধন গিরির পরিক্রমণ ও পূজানুষ্ঠানে তাঁ'রা হয়েছিলেন বিশেষ আগ্রহযুক্ত, গোপগোপীগণ প্রভৃতি উপহারাবলী করেছিলেন প্রদান গিরিবরকে। তারপর গোবর্ধনসদৃশ অনুপম দেহধারণে তুমি সেই সকল অন্নই করেছিলে সম্যগ্ ভক্ষণ।

এইরূপে তুমি মঙ্গল-ভাজন গোপশ্রেষ্ঠগণকে করেছিলে হর্ষপ্রদান। গোপগণ চিরাচরিত ইন্দ্রযজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হয়ে, গোবর্ধনের পূজা করাতে, সুরপতি হলেন মহারুষ্ট। তখন ক্রুদ্ধ বাসবকৃত বৃষ্টিধারায় পীড়িত গাভীসকল তোমার চারিধারে হ'ল উপস্থিত। তুমি তখন ভয়কাতর গোপদের সুখদায়ক অতি আশ্চর্য্য আচরণ প্রকাশে, সেই

গুরুভার গোবর্ধন ভূধরকে কর্‌লে ধারণ—বামহস্তে। অবলীলাক্রমে, অনায়াসে গর্বিত ইন্দ্রের গর্বরাশি কর্লে দূরীভূত। শৈলবর গোবর্ধনকে বাম করে ধারণ ক'রে, বৃষ্টিক্ষিন্ন, ভয়বিহ্বল, নিজজনগণকে বাস ক'রায়েছিলে তখন গোবর্ধনেরই গুহার ভিতরে। এই আচরণে তুমি বন্ধুবান্ধবগণকে নিমজ্জিত করেছিলে অদ্ভুত রসসাগরের অভ্যন্তরে।

তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হৃষ্টহৃদয় সুহৃদবৃন্দ নিরীক্ষণ করছিলেন তোমার আনন্দোৎফুল্ল বদনমণ্ডল। সে সময় তুমি কর্‌ছিলে স্নিগ্ধমৃদুময় হাস্যের দ্বারা অনুরক্তা যুবতীবৃন্দের সম্মান বিধান। তৎকালে ভয়, আনন্দ ও বিস্ময়াপন্ন মা যশোদা নিজহাতে তোমার দেহস্পর্শ ক'রে, কর্‌তে লাগ্‌লেন-তোমার উত্তম লালন। চঞ্চল কটাক্ষ-শালিনী শ্রীরাধিকাসুন্দরী তখন দর্শন কর্‌ছিলেন তোমায়। ইন্দ্রপ্রেরিত বায়ুবেগে চালিত প্রচণ্ড মেঘমালা এবং বজ্রাদির নিবারণের দ্বারা সম্পদমত্ত সুরপতির গর্ব বিনষ্ট ক'রে, সাতদিন পর্যান্ত সেই অতুল পৃথুল পর্ব্বতকে ধারণ করলে তুমি হাতের উপরে। তারপর হৃতগর্ব বাসবকে মেঘজাল সংবরণ কর্‌তে দেখে তুমি হ'লে মহাসুখী। মনোহর বচনভঙ্গীসহকারে পর্বত কন্দর হ'তে গোপগোপীদের কর্‌লে তুমি বহির্গত। তৎকালে কৌতুকচঞ্চল সেই বান্ধবগণ তোমার মঙ্গলালয় সেই বিক্রমের বিষয় কর্‌তে লাগ্‌লেন গান। গোবর্ধন-গিরিকে তুমি পুনর্বার করলে স্থাপন তরুরাজি শোভিত স্বস্থানে। ব্রজবাসী ও ব্রজধাম রক্ষাকার্য্যে তোমার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে প্রফুল্লচিত্ত শ্রীনন্দ-যশোমতীর নবীন হর্ষ দর্শনে, তুমি হয়েছিলে—পরমানন্দিত। গোপবনিতাগণ কুঙ্কুম, নবপল্লব ও আতপতণ্ডুল দ্বারা তখন করলেন তোমার রক্ষাবিধান কর্ম। রবিমণ্ডলের আচ্ছাদক,

অথ নন্দাপহরণম্

**নন্দাপহারচকিতস্য কিরীটশৃঙ্গ, ভৃঙ্গাবলীপরিচিতং
সলিলেশ্বরস্য।
হৃদ্যং সনন্দনদুরাপ-পরাগগন্ধং, বন্দে মুকুন্দ!
তব দেব! পদারবিন্দম্ ॥ ২৮ ॥**

গোবর্ধন শৈলের সানুদেশে ইন্দ্রপ্রদত্ত উত্তম আসনে তখন কর্‌লে তুমি উপবেশন। শঙ্কিত লজ্জিত ইন্দ্র কর্‌লেন তোমার শ্রীপাদ পদ্মরেণুর বন্দনা। তখন তুমি প্রফুল্ল সহাস মুখ প্রদর্শনে দূর কর্‌লে তাঁর ভয়রাশি। গাভীকুলের শিবদ ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্তিতে তুমি হয়েছিলে তখন পরমানন্দিত। সে সময় গগনমার্গে অবস্থিত শ্রীনারদ তুম্বুরুযন্ত্রে রাগময় সঙ্গীত আলাপনে কর্‌তে লাগ্‌লেন তোমার বন্দনা। সুরভি-গাভী অর্থাৎ কামধেনু মনোহর সৌরভযুক্ত দুগ্ধধারার দ্বারা করেছিল তখন তোমার অভিষেক! এই প্রকারে তুমি দূর করেছিলে নিখিল সুরবৃন্দের তাপরাশি। হে গোবিন্দ! তোমার কণ্ঠস্বর মত্ত-কোকিলে রমিত মনোহর! আমার চঞ্চল বুদ্ধিরূপা মধুকরী সতত থাকুক আগ্রহযুক্তা তোমার প্রতি ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ উন্নত বাহুর উপরে বিনিহিত এবং বৃষ্টিপাতে বিধৌত, হরিতাল-শিলাজতু ইত্যাদি ধাতুদ্বারা গৌরবর্ণপ্রাপ্ত এই গোবর্ধন পর্বত বিরাজ করছে মরকত মণিময় দণ্ডযুক্ত বিমল সুবর্ণ নির্মিত বিশাল ছত্রেরি মতো শোভারাশি ধারণ করে ॥ ২৭ ॥

হে দেব! হে মুকুন্দ! নন্দমহারাজের অপহরণ শঙ্কিত বরুণের মুকুটের উপর ভৃঙ্গের মতো যা' হচ্ছে সুশোভিত,—এবং যাঁর সৌরভ সনন্দনাদি মুনিগণেরও দুষ্প্রাপ্য, আমি নিয়ত ভজনা করি,-তোমার সেই অতি মনোজ্ঞ শ্রীচরণারবিন্দযুগল ॥ ২৮ ॥

নীরাধিপ-ভৃত্যাহৃতগোপেশ্বরমার্গাশ্রিত
লব্ধাম্বুধিনাথালয় পাশীড়িতলীলাচয়
শুদ্ধোজ্জ্বলবাণীসুধ দাসায়িতপাশায়ুধ
মন্তুক্রমসংমার্জ্জন তন্নির্ম্মিতহর্ষাজ্জ্ র্ন
ভক্ত্যর্পিতনন্দেক্ষণ লব্ধাতুলচিত্তক্ষণ
পিত্রা সহ গেহং গত মাতৃক্লমহারিব্রত
সর্ব্বাদ্ভুতসন্দর্শন-চিন্তান্বিতনন্দানন
সঙ্কর্ণিতলোকোত্তরতত্তন্নিজচর্য্যাভর-
সম্ভাবিতসর্ব্বেশ্বর-ভাবোৎসুকগোপোৎকর-
হৃত্থেঙ্গিতসংবেদন-সঙ্কল্পিততৎসাধন
দিব্যহ্রদমধ্যার্পিত-গোধুগ্‌গণসন্দর্শিত-
সচ্চিন্ময়লোকোত্তম নিষ্কাসিতগোপভ্রম
সন্ধুক্ষিতবন্ধুব্রজ সঞ্চারিতকীর্ত্তিধ্বজ
গোপীগণশর্ম্মাকর মাং পালয় দামোদর ॥ ১৩॥

হে দামোদর! সলিলেশ্বর বরুণের ভৃত্য নন্দমহারাজকে হরণ করার পরে তুমি তার পথানুসরণে উপস্থিত হয়েছিলে বরুণের পুরীতে। তখন বরুণদেব স্তুতি করেছিলেন—তোমার লীলানিচয়ের। সে সময় তুমি জলাধিপের প্রতি প্রকাশ করেছিলে—বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল বাক্য-সুধা। তিনি ব্যবহার করেছিলেন ভৃত্যেরি মতো। তুমি দূর ক'রে দিয়েছিলে তাঁর অপরাধ জনিত মনোবেদনা। বরুণের ব্যবহার করেছিল তোমার আনন্দ উৎপাদন। তারপর তুমি ভক্তিসহকারে নন্দমহারাজের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে চিত্তে লাভ করেছিলে অতুল উল্লাস। পিতার সঙ্গে গৃহে গমন ক'রে জননীর মনঃপীড়া করেছিলে

সংফুল্লচ্ছন্দঃ

লোকো রম্যঃ কোঽপি বৃন্দাটবীতো,
নাস্তি ক্বাপীত্যঞ্জসা বন্ধুবর্গম্।
বৈকুণ্ঠং যঃ সুষ্ঠু সন্দর্শ্য ভূয়ো,
গোষ্ঠং নিন্যে পাতু স ত্বাং মুকুন্দঃ ॥ ২৯ ॥

দূরীভূত। নানাবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন মহারাজ শ্রীনন্দের নিকট গোয়ালারা সকলেই শুন্‌লেন,—তোমার আচরণের কথা। তাঁরা জ্ঞান কর্‌তে লাগ্‌লেন তোমায়,—সর্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব-নিয়ন্তা পরব্রহ্মস্বরূপ ব'লে। গোপগণ তখন মনে মনে চিন্তা করলেন, —"হে কৃষ্ণ! তুমি তো পরমেশ্বর, তবে করাও একবার দর্শন, তোমার সেই নিত্যধাম।" তা জানতে পেরে তাঁদের অভীষ্ট সাধনে সংকল্প করলে এবং তা'দিগেরে দিব্য যমুনা-হ্রদে নিমগ্ন ক'রায়ে, সচ্চিদানন্দময় অলৌকিক নিজধাম করেছিলে তুমি প্রদর্শন। এরূপে গোপদের ভ্রান্তি অপনোদন ক'রে বন্ধুবর্গকে হর্ষান্বিত এবং নিজ কীর্তিধ্বজার করেছিলে প্রচার! তুমি গোপবধূদের আনন্দরাশির আকর স্বরূপ। আমায় রক্ষা কোরো প্রভো! ॥ ১৩ ॥

বৃন্দাবনের চেয়ে নাই আর কোনও রমণীয় ধাম। এ' কারণে যিনি নিজবান্ধব গোপবর্গকে প্রত্যক্ষভাবে বৈকুণ্ঠধাম সুষ্ঠুরূপে দর্শন ক'রায়ে, পুনরায় আনয়ন করেছিলেন, এই গোষ্ঠপুরীতে,—সেই মুকুন্দদেব রক্ষা করুন তোমাকে ॥ ২৯ ॥

অথ রাসক্রীড়া

পরিস্ফুরতু সুন্দরং চরিতমত্র লক্ষ্মীপতে,-
স্তথা ভুবননন্দিনস্তদবতারবৃন্দস্য চ।
হরেরপি চমৎকৃতিপ্রকরবর্দ্ধনঃ কিন্তু মে,
বিভর্ত্তি হৃদি বিস্ময়ং কমপি রাসলীলারসঃ॥ ৩০॥

শারদবিধুবীক্ষণ-মধুবর্দ্ধিতমদপূর
ইষ্টভজন-বল্লভজনচিত্তকমলসূর
গোপযুবতিমণ্ডলমতিমোহনকলগীত
মুক্তসকলকৃত্য-বিকলযৌবতপরিবীত
যোষিদমলনেত্রকমললোভিদশনমাল
কৌতুকভরনির্ম্মিতখরনর্ম্মবচনজাল
তন্নিশমনসাশ্রুনয়নভীরুভিরনুনীত
বল্লভজনখেদশমনবিভ্রমভরবীত
শ্যামবিমলকান্তিপটলধূতমদনলক্ষ
রক্তিমধরযোষিদধরচুম্বরচন-দক্ষ
বিগ্রহপদযৌবতমদবীক্ষণপরিলীন
চণ্ডিমধরভক্তনিকরমানভুজগবীন
লোলগতিভিরার্ত্তমতিভিরাভিরনভিদৃষ্ট
পুষ্পাগুরুষু বল্লিতরুষু ভূরিষু পরিপৃষ্ট
লব্ধনলিনগন্ধপুলিনগোপ্যনুকৃতলীল
শশ্বদমিতরঙ্গরমিতরাধিক বরশীল
ফুল্লসুষমবন্যকুসুমমণ্ডিতদয়িতাঙ্গ
কেলিতলিনবক্ত্রনলিনভৃঙ্গিতদপাঙ্গ
নির্ভররতিবর্দ্ধনমতিনিহ্নুতনিজদেহ
প্রেমশরণবল্লভগণমানসকুশলেহ

দৃষ্টবিকলরাধনিখিলযৌবতপরিভূত
ভূরিরুদিততত্ত্বদুদিতবীথিভিরভিভূত
বিক্লবতনুগোপসুতনুলোচনপদবীত
চারুহসন পীতবসন কুঙ্কুমভরপীত
নন্দিতমতিঘোষযুবতিবাসসি বিনিবিষ্ট
তুষ্টিরচনচারুবচনধূতহৃদয়রিষ্ট
সম্মদচয়ফুল্লহৃদয়যৌবতততরাস
কুন্দরদনচারুবদনশোভিতমৃদুহাস
দ্বিদ্বিযুবতিমধ্যবসতিবর্দ্ধিতরুচিকাম্য
লব্ধললিতভৃঙ্গবলিতচম্পকততিসাম্য
স্বস্বসবিধবোধিবিবিধবেশযুবতিহৃষ্ট
শঙ্করমুখদৈবতসুখবর্দ্ধিনটনবিষ্ট
মোহিতশশিমণ্ডল বশিখেচরমুনিঘোষ
কিঙ্কিণিযুতনূপুররুতলম্ভিতপরিতোষ
সৌরভপুরমিষ্টখপুররঞ্জিতমধুরাস্য
সুষ্ঠুমহিতগীতসহিতযৌবতততলাস্য
বিশ্বকরণধৈর্য্যহরণকারণকলগান
রক্তিভিরুপরুদ্ধপশুপভীরুকলিতমান
কুজিবলয়তাণ্ডবলয়ঘূর্ণিতসুররাজি
কোমলরণষট্পদগণগুঞ্জিতভরভাজি
তত্র রহসি রাসমহসি সম্ভৃতবরশোভ
মৌক্তিকশুচিসুস্মিতরুচিস্পৃষ্টযুবতিলোভ
মার্জ্জিতরতিখিন্নযুবতিমণ্ডলমৃদুগণ্ড
প্রেমললহকামকলহপণ্ডিতভুজদণ্ড

বিভ্রমপল্লবল্লুনখরচিহ্নিতনববাম
সৌষ্ঠবযুতকান্তিভিরুত্ত কামমনসিকাম্ম
শীতসলিল-কেলিকলিলচিত্তযুবতিসিক্ত
দীব্যদচিরজাতরুচিরদীপ্তিভিরতিরিক্ত
দেববিচিত-পুষ্পরচিতবৃষ্টিভিরভিবৃষ্ট
প্রেমসরলকেলিতরলগোপ-সুতনুদৃষ্ট
বিস্ফুরদিভনায়কনিভ মঞ্জুলজলখেল
চঞ্চলকরপুষ্করবরকৃষ্টযুবতিচেল
রত্নভবনসন্নিভবনকুঞ্জবিহিতরঙ্গ
রাগনিরতযৌবতরতি-চিহ্নবিলসদঙ্গ
সন্দ্ধৃতনয় নন্দতনয় সুন্দর জয় বীর
যামুনতটমণ্ডলনট রাসরচনধীর
পাপিনি ময়ি দুর্গতিজয়িপাদভজনলেশ
ধেহি করুণ দৃষ্টিমরুণলোচন নিখিলেশ ॥ ১৪ ॥

ললিতভৃঙ্গচ্ছন্দঃ ॥

রম্ভোরূনিকুরম্বনির্ভরপরীরম্ভেণ লব্ধত্যতে,-
র্বিভ্রাণস্য তড়িৎকদম্ববিলসৎকাদম্বিনীবিভ্রমম্ ।
ক্রীড়াড়ম্বরধূতজন্তমথনস্তম্বেরমোরুশ্রিয়ো,
রাসারম্ভরসার্থিনস্তববিভো ! বন্দে পদাম্ভোরুহম্ ॥ ৩১ ॥
উল্ললবল্লবললনা,-ধরপল্লবচুম্বনোল্লসিতম্ ।
নৌমি সমল্লীমাল্যং, হরিমিহ হল্লীসকোৎফুল্লম্ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এ' ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ এবং ভুবনের আনন্দপ্রদ তাঁর অপরাপর অবতারগণের মনোরম লীলারাজি স্ফূর্তি-

প্রাপ্ত হউক কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও বিস্ময়োৎপাদক রাসলীলারস আমার হৃদয়ে উৎপাদন কর্‌ছে অনির্বচনীয় বিস্ময় রাশি! ॥ ৩০ ॥

হে প্রভো! শারদ পূর্ণ শশীর দর্শনরূপ মধুপানে প্রবল মত্ততার উদয় হ'য়েছিল তোমার। কৃষ্ণানুকূলারূপ ইষ্টভজননিরতা বল্লবীদের চিত্তপদ্মের তপন তুমি! তুমি শারদীয়া রাসরজনীতে করেছিলে গোপ তরুণীগণের মনোমুগ্ধকর সুমধুর বংশীধ্বনি। ব্রজযুবতীরা সমুদয় গৃহকৃত্য ত্যাগক'রে বিবশ-বিভল ভাবে উপস্থিত হয়েছিল তোমারি চতুর্দিকে! তোমার দশনরাজি কী শুভ্র সুন্দর,—উহা ব্রজাঙ্গনা-কুলের নয়ন-কমলের লালসা বর্ধনকারী। অর্থাৎ মৃদুমন্দ হাস্য চ্ছটায় তোমার দন্তকান্তি কুন্দকলির শোভাকেও করে পরাজিত। সেই হাস্যা-মৃত পানেই গোপীদের পরম আসক্তি!

গোপিকারা তোমার নিকট সমাগতা হ'লে, কৌতুক সহকারে প্রয়োগ করেছিলে তুমি তীব্র পরিহাস বচন। সেই সকল তীক্ষ্ণ বাক্য শ্রবণে সাশ্রুলোচনা ও শঙ্কিতা গোপিকারা করেছিল তোমার কাছে বহু অনুনয় বিনয় বাণী প্রকাশ। তারপর প্রকট করেছিলে প্রেয়সী-বৃন্দের খেদনাশক বিলাস নিচয়। তৎকালে তুমি বিমল শ্যামল কান্তিতে লক্ষ লক্ষ মদনকে পরাজিত করে নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলে—যুবতী-গণের রক্তিম অধরোষ্ঠ চুম্বনে। তারপর ব্রজগোপীদের মনে রাসক্রীড়ার প্রতিকূল গর্ব দর্শন ক'রে, সেখান থেকে হয়েছিলে অন্তর্হিত। তুমি কোপবতী, নিজভক্তি পরায়ণা গোপীদের মানরূপ সর্পনাশে গরুড়-স্বরূপ। রাসস্থলী হ'তে তুমি অন্তর্ধান করার পরে, চঞ্চলগতি, কাতর-মতি গোপীগণ পুষ্পভারাবনত অসংখ্য-তরু-লতাগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিল তোমার বার্তা। কমল সৌরভে মনোরম যমুনার পুলিন-দেশে গোপযুবতীরা করেছিল তোমার বিবিধ বিচিত্র লীলার অনুকরণ!

এদিকে তুমি করছিলে স্বাধীন ভর্তৃকা শ্রীমতী রাধারানীর মনোরঞ্জন! তোমার স্বভাব পরম উত্তম! প্রফুল্ল, রম্য-বন্য কুসুমরাশি দ্বারা প্রিয়-তমার সমস্ত অঙ্গ করেছিলে তুমি বিভূষিত।

প্রিয়তমার কটাক্ষকে করেছিলে তুমি স্বীয় বদন সরোজের ভ্রমর-রূপে পরিণত, তারপর প্রিয়তমার অনুরাগ বর্ধনের জন্য নিজকে করে-ছিলে তাঁর নিকট হতে লুক্কায়িত। তুমি প্রেমৈকশরণা গোপিকাগণের কুশলকামী। তুমি শ্রীমতী রাধাসুন্দরীর নিকট হ'তে অন্তর্ধানের পর, তিনি বিকল হৃদয়ে কর্‌ছিলেন মর্মান্তিকভাবে আর্তনাদ। ঐ যুবতী-গণ শ্রীমতীকে বিকলাবস্থায় দেখে, করতে লাগ্‌লেন তোমাকে কাতর-ভাবে আহ্বান। তখন তুমি তাঁদের সরোদন বাণীসমূহ শ্রবণে হয়ে-ছিলে অভিভূত! প্রকাশিত হ'লে তুমি সকাতরা সেই গোপসুন্দরী-গণের নয়নপথে। তোমার পরিধেয় বসন উজ্জ্বল পীতবর্ণ, কুঙ্কুমরাগে শ্রীঅঙ্গও হয়েছিলে সুপীত, বদনে ছিল অপূর্ব সুচারুহাসি। তোমার দর্শনলাভে হৃষ্টচিত্তা গোপযুবতীগণের প্রদত্ত বস্ত্ররূপ আসনে তুমি হয়েছিল উপবিষ্ট এবং তুষ্টিজনক চারুবচনকে তাঁদের হৃদয় বেদনা—করেছিলে অপসারিত। অনন্তর হর্ষোৎফুল্লা ব্রজগোপযুবতীগণ আরম্ভ কর্লো রাসক্রীড়া। সে সময় কুন্দ পুষ্পের মত দশনরাজি শোভিত তোমার মুখমণ্ডলে হয়েছিল, মৃদুমধুর হাস্যের উদয়। তৎকালে তুমি দুই-দুই গোপযুবতীর মধ্যস্থলে করছিলে অবস্থান,—তোমার অপূর্ব্ব-শোভা যুবতীগণের হয়েছিল পরম কাম্য বিষয়। তুমি তখন বিরাজ কর্‌ছিলে,—মনোহর ভ্রমরযুক্ত চম্পক মালারি মত। সেই কালে যুবতীরা প্রত্যেকেই তোমাকে নিজ নিকটে অবস্থিত বোধ করাতে, তুমি হয়েছিলে তা'দের হৃদয়ে আনন্দ দায়ক। শঙ্কর প্রমুখ দেবতা-গণের উল্লাস বর্ধন করেছিলে তুমি বিচিত্র রাসনৃত্যের বিলাসে।

তোমার আশ্চর্য্য রাসনৃত্যে শশিমণ্ডল, যতিগণ, আকাশ-চারীবৃন্দ ও মুনিপত্নীগণ হয়েছিলেন বিমোহিত। কিঙ্কিনী ও নূপুরের সুন্দর ধ্বনির দ্বারা উৎপাদন করেছিলে তুমি সকলেরি সন্তোষ। সুবাসিত তাম্বুল ও গুবাকের দ্বারা তোমার রমনীয় অধরোষ্ঠ হয়েছিল সুরঞ্জিত। মনোহর বেণুগীতের সঙ্গে তুমি নৃত্যে প্রবৃত্ত করেছিলে ব্রজবধূদের। তৎকালে তোমার মুরলীর সুমধুর সংগীত হরণ করেছিল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্রিয়বৃন্দের ধৈর্য্যরাশি। অনুরাগিনী গোপাঙ্গনার সে সময় করেছিল তোমারই পূজা। বলয়ধ্বনি যুক্ত সেই নৃত্যবিলাসদ্বারা সুরপতি পর্য্যন্ত হয়েছিলেন মূর্চ্ছাপন্ন। সুমধুর মৃদুল ঝঙ্কারকারী মধুকরগণের গুঞ্জনপূর্ণ সেই নিভৃত রাসমহোৎসবে তুমি ধারণ করেছিলে পরম মনোহর শোভাতিশয়। তোমার মুক্তার-মত অমল ধবল মৃদুহাস্যের কান্তিতে যুবতীগণের চিত্তে জাগরিত হচ্ছিল,—অলৌকিক লোভ। তুমি মার্জন করে দিয়েছিলে রতিক্লান্তা যুবতীদের মৃদুল গণ্ডদেশ; ভুজযুগল আলিঙ্গনাদি কামকেলি বিষয়ে— সুপণ্ডিত; সুবিলাসপর মনোহর নখররাজি দ্বারা--করেছিলে তুমি যুবতীদের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। তোমার তাৎকালিক সৌষ্ঠবযুক্ত রূপলাবণ্য ও আচরণাদি বিরাজ করছিল—কামদেবের চিত্তে ও সাক্ষাৎ কাম নৃপতিরূপেই। রাসক্রীড়া শেষে শীতল জলকেলিতে আসক্তচিত্তা গোপিকাগণ করেছিল,—তোমার শ্রীঅঙ্গে জলসেচন। সলিল-বিহার কালে তুমি ধারণ করেছিলে মনোহর, দিব্যকান্তি! দেবগণ আকাশ মার্গ থেকে কর্‌ছিলেন কুসুমজাল বরিষণ। সরলা প্রেমিকা, কেলিচপলা গোপ-সুন্দরীরা দেখেছিলেন তোমায় অনুরাগভরে। সে সময় তুমি রত হয়েছিলে—গজেন্দ্রেরি মতো লীলাসহকারে মঞ্জুল সলিল খেলায়। কর্‌ছিলে তুমি চঞ্চল করকমলের দ্বারা যুবতীদের বসনাকর্ষণ।

অথ সুদর্শনাদিমোচনং শঙ্খচূড়নিধনঞ্চ

বিভ্রতং শ্রবণসীম্নি শারদং, পদ্মমুজ্জ্বলকলাবিশারদম্ ।
বল্লবীহৃদয়হারনায়কং, হন্ত চিত্ত ! ভজ গোষ্ঠনায়কম্ ॥৩৩॥

রত্নাগারতুল্য সেই যামুন-কাননকুঞ্জে বিহার-রঙ্গ প্রকাশ ক'রে, তুমি অঙ্গে লাভ করেছিলে অনুরাগিনী গোপযুবতিগণের রতিচিহ্ন-জাত শোভানিচয়।

হে বীর ! হে সুন্দর ! হে নীতিপর ! হে যমুনাতট-নটবর ! হে রাসরচনাপর ! হে অরুণলোচন ! হে নিখিলেশ্বর ! হে নন্দ-কুমার ! তোমার কথঞ্চিৎ চরণসেবা—দূর করে জীবের অশেষ দুঃখ দুর্গতি। তুমি জয়যুক্ত হও। হে করুণাময় ! পাপী আমার প্রতি নিক্ষেপ কর, সদয় দৃষ্টি ! ॥ ১৪ ॥

হে প্রভো ! গোপবনিতাগণের সুদৃঢ় আলিঙ্গন ফলে ধারণ করেছ তুমি অপরূপ দিব্য শোভা। প্রাপ্ত হয়েছ সৌদামিনী শোভাযুক্ত কাদম্বিনীরই সাদৃশ্য। ক্রীড়া বিলাস দ্বারা ঐরাবতের মহতী শোভাকে করেছ তুমি পরাভূত। রাসলীলার অনুষ্ঠানদ্বারা আনন্দাভিলাষী তোমার চরণাম্বুজ দুটীর করি আমি বন্দনা ॥ ৩১ ॥

এই বৃন্দাবিপিনে পরম প্রীতিময়ী ও চঞ্চলা গোপরূপসী-বৃন্দের ওষ্ঠাধর চুম্বনে আনন্দিত, মল্লিমালা বিভূষিত এবং রাসনৃত্যে উৎফুল্ল শ্রীহরিকে বন্দনা করি আমি ॥ ৩২ ॥

হে হৃদয় ! শ্রবণযুগলে যিনি শারদকমল ধারণ করছেন, এ' প্রকার শৃঙ্গার কলাবিশারদ এবং গোপসুন্দরীগণের হৃদয়স্থিত হারের মধ্যমণিস্বরূপ, গোষ্ঠনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে তুমি ভজন কোরো ॥ ৩৩ ॥

ভুরুহোল্লসদম্বিকাবনমণ্ডলান্তরভূমিপাবন-
মজ্জসম্ভবকন্যকোদকনির্ম্মিতাপ্লবমক্ষিমোদক-
বারিদোজ্জ্বলকান্তিডম্বরমাপ্তকাঞ্চনভাস্বদম্বর-
মাত্তবল্লবরাড় ভুজঙ্গমমূর্ত্তিকল্পিতপাদসঙ্গম-
মুগ্রসঙ্কটভাক্সুদর্শনশাপমোচনমিষ্টদর্শন-
মাত্মবল্লভনন্দমোচনমুদ্ধৃতাখিল-গোপ-শোচন-
মাশ্রয়ামি ভবন্তমুজ্জ্বলকান্তিকন্দলধুতকজ্জ্বল
মানিতোজ্জ্বলশর্ব্বরীমুখমাপ্তপূর্ব্বজসঙ্গসঙ্গমুন্মুখ-
বল্লবাখিলবল্লভাতুলনেত্রখঞ্জনবিভ্রমাকুল-
মদ্ভুতামলগীতমোহিতবল্লবীকুলমাত্তলোহিত-
চন্দনং খলযক্ষনায়ক-ভীতযৌবতশান্তিদায়ক-
মুগ্রবিগ্রহযক্ষমর্দ্দনমঙ্গনাগণরঙ্গবর্দ্ধন-
মাপ্তগুহ্যকরত্নন্দিতপূর্ব্বজং ভুবনেন্দ্রবন্দিত-
পাদপদ্ম ভবন্তমাহিতগোকুলোৎসবমঙ্গনাহিত
নৌমি মাধব মাং কৃপালয় দুর্গতং জগদীশ পালয় ॥ ১৫ ॥

কান্তিডম্বরচ্ছন্দঃ ॥

জয়তি মহোৎসব-বিত্তা, বিত্তাধরশাপমর্দ্দিনী মূর্ত্তিঃ।
পরিভূত-শঙ্খচূড়,-চূড়ামণিরখিললোকস্য ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে প্রভো! তুমি একদা নানাবিধ তরুলতা-শোভিত অম্বিকা কাননস্থ ভূমিতলকে নিজ গমনদ্বারা পবিত্র করে,—সরস্বতীর জলে করৃছিলে অবগাহন; সে সময় তোমার মেঘের মতো উজ্জ্বলকান্তি—করছিল দর্শকদের নেত্রানন্দের বিস্তার। পরিধানে ছিল স্বর্ণের ন্যায় প্রদীপ্ত বসন। তাতে হয়েছিল অতি মনোরম শোভা। এ সময়ে

এক ভুজঙ্গম উদ্যত হ'ল তোমার পিতৃদেবকে গ্রাস কর্‌তে। তুমি কর্‌লে তা'কে পদাঘাত। এইভাবে তুমি করেছিলে ভীষণ সঙ্কটাপন্ন, সর্পরূপধারী সুদর্শন নামক বিদ্যাধরের শাপমোচন। ভক্তগণের অভীষ্ট-ধন,—তোমার শ্রীচরণ দর্শন! নিজ প্রিয় শ্রীনন্দমহারাজকে সর্পক বল হ'তে মুক্ত ক'রে, গোপগণের শোক দূরীভূত করেছিলে তুমি। এ প্রকার কৃপাময় তোমাকে কর্‌ছি আমি আজ আশ্রয়। তোমার উজ্জ্বল কান্তিতে কজ্জ্বল শোভা হ'য়ে থাকে পরাভূত। তুমি একদা জ্যোৎস্না মণ্ডিত রজনীর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে, বড়ভাইয়াজী বলরামের সঙ্গে মিলিত এবং অনুরক্ত-চিত্তা বল্লবীগণের নয়নরূপ খঞ্জনরাজির বিলাস দ্বারা পরিবৃতাবস্থায়, বিচিত্র বিমল বংশী সঙ্গীতে গোপীগণকে করেছিলে বিমোহিত।

তোমার গাত্রে শোভা পাচ্ছিল,—রক্তচন্দনের অনুলেপন। সে সময় শঙ্খচূড় নামক খল যক্ষের ব্যবহারে গোপযুবতীগণ শঙ্কিত হ'লে,—তুমি তাদের শান্তিদাতারূপে প্রচণ্ড রণে ঐ যক্ষকে নিহত ক'রে, গোপাঙ্গনাগণের করেছিলে রঙ্গবর্ধন। শঙ্খচূড়ের শিরোস্থিত মহামণির দ্বারা করেছিলে দাউজীর প্রীতিবিধান।

গোকুলানন্দবর্ধক তোমাকে করি আমি বন্দনা। হে নিখিল দেবেন্দ্রবন্দিত পাদপদ্ম! হে গোপীবৃন্দের মঙ্গল, হে করুণাময়! হে জগন্নাথ! হে মাধব! রক্ষা কর দুর্গতিভাজন আমাকে!

যাহা নিত্যানন্দ সন্বিৎস্বরূপা, যাহা বিদ্যাধরের শাপ মোচন-কারিনী এবং যাহা করেছেন শঙ্খচূড়ের সংহার সাধন,—অখিল লোক-চূড়ামণি সেই শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তি হউন জয়যুক্ত ॥ ৩৪ ॥

অথ গোপিকাগীতম্

নির্য্যাসঃ শ্যামলিম্নাং পরিণতিরমলপ্রেমলক্ষ্মীভরাণাং
সাক্ষাৎকারঃ কৃপাণামখিলমধুরতাসম্পদাং সম্প্রদায়ঃ।
গাম্ভীর্য্যং বিভ্রমাণামুপচিতিরমিতশ্চাতুরীণাং চিরং বো
ভূয়াদাভীরনারীকুচকলসতটালঙ্কৃতির্মঙ্গলায় ॥ ৩৫ ॥

দিবসবিরহার্ত্ত-যুবতিকৃতবার্ত্ত পৃথুলতরবামভুজশিখরধাম-
বিলসদবতংস বদনধৃতবংশ সুরনগরযোষিদখিলমতিমোষি-
মধুরতরগীত পশুনিবহবীত সরিদুদকপূরবিরতিবিধিশূর
কমলভবভর্গমুখ-বিবুধবর্গমতিতুরনুমানরসদকলগান
মদয়দবলোকমুষিতনতশোক হৃতহরিণজাত কলিতসুখবাত
গিরিশমুখদেবকৃতচরণসেব মদজনিতঘূর্ণনয়ন রসপূর্ণ
গতিবিজিতনাগ ধৃতঘুসৃণরাগ যুবতিদিনতাপহরমধুরলাপ
চটুল নটবেশ কৃপয় মথুরেশ ॥ ১৬ ॥

মুখদেবচ্ছন্দঃ ॥

জগদুদ্ধুরমাধুরীধূরীণা,-মধুনা মন্দিরমিন্দিরাতুরাপা।
মম তর্যভরান্মুরান্তক! ত্বন্মুরলীনাদ-সুধাধুনী ধুনীতাম্ ॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি শ্যামবর্ণের সারস্বরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণি নিন্দিত অনুপম চাকচিক্যশালী, অমলপ্রেমসম্পত্তির পরিণতি স্বরূপ, কৃপারাশির প্রকাশক অর্থাৎ পরম কৃপাময়, যিনি অখিল মাধুর্য্য সম্পদ রাশির প্রবর্তক, বিলাসরাজির গাম্ভীর্য্যস্বরূপ, চাতুর্য্যরাশির সর্বতোভাবে বৃদ্ধি-স্বরূপ অর্থাৎ উত্তম নায়কোচিত বৈদগ্ধীর বৃদ্ধিকারক, যিনি গোপসুন্দরী-কুলের কুচকলসের ভূষণ,—সেই শ্রীকৃষ্ণ চিরকাল করুন তোমাদের মঙ্গল বিস্তার ॥ ৩৫ ॥

অথারিষ্টবধাদিকম্

তুরগদনুসুতাঙ্গগ্রাবভেদে দধানঃ,
কুলিশঘটিতটঙ্কোদ্দণ্ডবিস্ফূর্জ্জিতানি।
তদুরুবিকটদংষ্ট্রোন্মৃষ্টকেয়ূরমুদ্রঃ,
প্রথয়তু কুশলং বঃ কৈশবো বামবাহুঃ ॥ ৩৭ ॥

হে প্রভো! দিবাভাগে তোমার বিরহ কাতরা ব্রজযুবতীগণ কর্‌তেন—তোমারি চরিত কথার কীর্ত্তন। তোমার সুন্দর বামস্কন্ধদেশ দোদুল্যমান মকরকুণ্ডলের প্রভায় সমুজ্জ্বল। বদনে বংশী সংযোগ ক'রে তুমি বিরাজ কর। তোমার বাঁশরীর সুমধুর গীতি—হরণ ক'রে, অমরাঙ্গনাদের চিত্ত। তুমি ধেনুগণে পরিবৃত, নদী জল প্রবাহের স্তব্ধতা সম্পাদনে তুমি সুদক্ষ। তোমার বাঁশীর রসদকলগান ব্রহ্মা, শঙ্কর প্রভৃতি দেববৃন্দেরও বুদ্ধির অগোচর। তোমার সদয়াবলোকন ক'রে থাকে ভক্তগণের শোকহরণ। হরিণগণ আকৃষ্ট হয় —তোমারি বেণুগীতে। কানন মধ্যে উপভোগ কর তুমি সুখদ শীতল সমীরণ। গিরিশ প্রমুখ দেবগণ করে তোমারি পদসেবন। লোচনযুগলে মত্ততা জনিত ঘূর্ণা বিরাজমান। তুমি রসাধার—তোমার গতিভঙ্গীতে তিরস্কৃত হয় গজরাজ। তোমার শ্যামল শ্রীবিগ্রহ কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত। তোমার বাঁশরীর মধুর আলাপন দিবাভাগে চিত্ততাপ হরণ করে ব্রজযুবতীদের। হে চটুল! হে নটবেশধর! হে মথুরেশ! কৃপা কোরো তুমি ॥ ১৬ ॥

হে মুরমর্দন! নিখিল বসুন্ধরায় গর্বান্বিত মাধুর্যসম্পত্তি রাশির আধার স্বয়ং ইন্দিরাদেবীরও দুস্প্রাপ্য তোমার বংশীধ্বনিরূপ সুধাপ্রবাহিনী সম্প্রতি আমার বিষয়তৃষ্ণা-রাশি করুন্ অপনীত ॥ ৩৬ ॥

বৃষদনুজজনিতরুজ-পশুপকুলতোষণং
স্বকরতলনিনদখলবৃষভপরিরোষণং
দয়িতবরভুজশিখরনিহিতভুজদণ্ডকং
জগদসুখবিকটমুখদনুজমদখণ্ডকং
নিবিড়বলচটুলমিলদনডুদপনোদনং
গগনতলমিলদখিলসুরনিকরমোদনং
ভুজবিভবমহিমলবদলিতবৃষশৃঙ্গকং
তদভিহতিদলিতদিতিতনুজতনুভৃঙ্গকং
নিজনিকটগতিবিকটহয়দনুজলোচিতং
প্রণয়ভরমৃদুলতরযুবতিগণশোচিতং
অবগণিতগুরুরণিততুরগখুরঘট্টনং
নিজললিতগতিকলিততত্তুরুমদকুট্টনং
ধনুরযুতপরিগমিতহয়দনুজবিগ্রহং
পৃথুবদনভুজঘটনকৃততদতিনিগ্রহং
ভুজভুজগযুতিতুরগরদহরণকারণং
তদুপচয়বিহিতহয়দনুজতনুদারণং
নিজললিতলবদলিতজগদবশকেশিনং
প্রমদকুলরসচটুলপশুপসভ-বেশিনং
দরহসিতরুচিরমিতনুতিচতুরনারদং
গিরিশবরনিখিলসুরনিকরসুখভারদং
উরণদতিচপলমতিসুহৃদবনখেলনং
তদপহৃতিমিলদমতিদনুজকৃতমেলনং
স্বসহচরনিকরহরদনুজকৃতিবেদিনং
জগদভয়বলদনয়-ময়তনয়ভেদিনং

সকৃদমলপদকমলবিনতভয়মোচনং
ভজ সদয়ময়ি হৃদয় সরসিরুহলোচনম্ ॥ ৩৭ ॥

গুচ্ছকমিদং ছন্দঃ ॥

যেনারিষ্টঃ প্রাপিতোঽভূদরিষ্টং,
চক্রে কেশী লীলয়ৈবাবকেশী।
ব্যোমোঽলম্ভি ব্যোমসাম্যং স কষ্টাদ্-
গোষ্ঠাধীশঃ সুষ্ঠু গোপায়তান্নঃ ॥ ৩৮ ॥

অপবর্গসুখস্পৃহোরুবল্লী,-স্থলকূলঙ্কষবীচিরম্বুজাক্ষ !
তব কেলিসুধানদী মদীয়ং,
শিশিরাঙ্গীগলজাঙ্গলংগতাস্তু ॥ ৩৯ ॥

পুরুষোত্তমস্য পরিতো, গোকুলচরিতামৃতেন কৃতসেকঃ।
প্রেমমরন্দস্যন্দং, তনোতু মম চিত্তমাকন্দঃ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ— যাহা কেশিদানবের অঙ্গরূপ পাষাণ বিদারণে ব্রজনির্মিত পাষাণভেদী অস্ত্রের তেজ ধারণ ক'রেছিল এবং উক্ত দানবের বৃহৎ ও বিকট দন্তরাজির ঘর্ষণে যাঁর কেয়ূর নামক অলংকার হয়েছিল মার্জিত, সেই শ্রীকেশবের বামবাহু করুন্ তোমাদের কুশল বিস্তার ॥ ৩৭ ॥

হে কমললোচন ! একদা তুমি ব্রজগোপদের বৃষাসুরের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করে আনন্দিত করেছ। বৃষভাসুর তোমার করতলের শব্দে রুষ্ট হ'য়ে ধাবিত হয়েছিল তোমার দিকে। প্রিয়সখা সুবলের কাঁধে হাত রেখে কর্‌ছিলে তুমি অবস্থান। জগতের দুঃখজনক বিকটবদন বৃষাসুর ক্রমে তোমার সম্মুখে আগমন কর্‌লে তুমি প্রবল বিক্রম প্রকাশে সেই অসুরের গর্ব করেছিলে দূরীভূত। তোমার

বাহুযুগের অমিত পরাক্রম অবর্ণনীয়। ভুজযুগলের বলবিক্রমের লেশমাত্র দ্বারা বৃষাসুরের উন্নতশৃঙ্গের করেছিলে অনায়াসে উৎপাটন। সেই শৃঙ্গাঘাতে ঐ দৈত্যের দেহ করেছিলে কীটের ন্যায় বিদলিত। সে সময়ে গগনমার্গে সমবেত দেবগণ তোমার এ লীলা দর্শনে হয়েছিলেন পরমানন্দিত। একসময়ে অশ্বরূপধারী ভয়ানক কেশিদৈত্য হয়েছিল তোমার নিকট উপস্থিত। কোমলহৃদয়া, প্রেমিকা গোপরমণীগণ করছিলেন তখন তোমার জীবনাশঙ্কায় শোক প্রকাশ। সেই ঘোটকাসুরের গুরুতর শব্দযুক্ত খুরাঘাতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন ক'রে মনোরম গতির দ্বারা দূর করেছিলে তার প্রচণ্ড গর্ব। তারপর তার বিশাল বদনবিবরে নিজভুজ প্রবেশ ক'রায়ে করেছিলে তারে নিপীড়িত। সর্পসদৃশ নিজভুজদণ্ডের বিস্তারের দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলে অশ্বাসুরের প্রকাণ্ড শরীর। এই ভাবে নিজলীলার লেশমাত্র দ্বারাই তুমি দুর্দান্ত কেশিদৈত্যকে করেছিলে নিহত। কেশিকে বধ করেই তুমি প্রবেশ করেছিলে আনন্দচঞ্চল গোপসভার ভিতর। সে সময় শ্রীনারদমুনি তোমার স্তুতিগানে নিরত হ'লে, ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করে তাঁকে করেছিলে আনন্দদান। শঙ্করপ্রমুখ দেবগণের পরম সুখদাতা তুমি। একদা তোমার চপলমতি সহচরগণ খেলা কর্ছিল মেষ সেজে। তাঁদের সঙ্গে তুমি মেষপালকরূপে হয়েছিলে ক্রীড়ারত। মেষভাবধারী ব্রজবালকগণকে অপহরণের জন্য ব্যোমাসুর সেখানে উপস্থিত হ'লে, সেই দৈত্যের অভিপ্রায় অবগত হ'য়ে তুমি জগতের অভয় ও বলপ্রদায়ক নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক করেছিলে ব্যোমাসুরের নিধন-সাধন। হে হৃদয়! নিয়ত যিনি করেন,—নিজ অমল চরণকমলে প্রণত ভক্তগণের ভয়মোচন, আশ্রয় কর সেই সরোজলোচন শ্রীকৃষ্ণকে॥ ১৭॥

অথ রঙ্গস্থলক্রীড়া

ক্রিয়াদ্বঃ কল্যাণং ভুজসমরশৌটীর্য্যকণিকা,-
বিকাসেনোদ্ভূয় প্রকটবল-মল্লপ্রতিভটান্।
ভজন্ স্বৈরী রঙ্গে মদকলমৃগেন্দ্রস্য ললিতং,
কচাকৃষ্টিক্রীড়ামথিত-মথুরারির্মধুরিপুঃ ॥ ৪১ ॥

যঃ পৌরলোকারবিন্দাবলীহেলিরঙ্গীকৃতোত্তুঙ্গরঙ্গ-
স্থলীকেলি-
রাপীতকৌশেয়শোভোল্লসন্মূর্ত্তিরাবর্ত্তিতাশেষলোকোৎসব-
স্ফূর্ত্তি-
রুৎফুল্ললাবণ্যকল্লোলিনীসিন্ধুরাধিজ্বরাধীনদীনাবলীবন্ধু-
রক্ষীণকণ্ঠীরবাকুণ্ঠবিক্রান্তিরুগ্রং মমর্দ্দোরু-দন্তীন্দ্রমশ্রান্তি
যং নির্ম্মিতোত্তুঙ্গমাতঙ্গনির্ব্বাণমুর্বীমহানন্দবৃন্দানি কুর্ব্বাণ-
মুদ্ভাসিদানাস্রবিন্দূর্ম্মিবর্ম্মাণমানম্রসন্তোষনির্ম্মাণকর্ম্মাণ-

---

যাঁর দ্বারা অরিষ্টাসুর প্রাপ্ত হয়েছিল অরিষ্ট বা মৃত্যুদশা,—কেশি-দৈত্য অবলীলাক্রমে হয়েছিল বিফল প্রযত্ন, ব্যোমাসুর ব্যোমসাম্য অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত, সেই গোষ্ঠাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সম্যগ্রূপে রক্ষা করুন্ আমাদের,—সংসার ক্লেশ হ'তে।

হে অম্বুজনয়ন শ্রীকৃষ্ণ! যাঁর বীচিমালা মুক্তিসুখের বাসনারূপা লতিকার মূলদেশকে করে উৎপাটিত, তোমার সেই সুস্নিগ্ধা ক্রীড়ামৃত-তটিনী প্রাপ্তা হউক আমার কণ্ঠরূপ মরুভূমিকে ॥ ৩৯ ॥

পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দের গোকুল লীলারূপ অমৃতের দ্বারা সর্বতোভাবে অভিষিক্ত হ'য়ে প্রেমমকরন্দের প্রবাহ বিস্তার করুক্,—আমার এই চিত্তরূপ আম্রতরু ॥ ৪০ ॥

মুন্মীলিতাস্তোকবিস্তারতারুণ্যমন্তস্তমস্তোমবিধ্বংসিকারুণ্য-
মালোকয়ামাস ভিন্নারিমর্ম্মানমগ্রে জনশ্রেণিরুদ্দামশর্ম্মাণ-
মুদ্দণ্ডদোর্দণ্ডদর্পানুবিদ্ধেন বিস্মাপিতামন্দগন্ধর্ব্বসিদ্ধেন
পীনাংসপিণ্ডোল্লসদ্দন্তদণ্ডেন বিদ্যোতিঘর্ম্মাম্বুসংবীতগণ্ডেন
দীপ্তেন্দ্রনীলাবলীরাজদঙ্গেন লব্ধপ্রলম্বারিগোপালসঙ্গেন
মল্লাবলী যেন রঙ্গপ্রবেশেন বিক্ষোভিতা মঙ্ক্ষু বীরেন্দ্রবেশেন
মন্দস্মিতারব্ধকুন্দালিনিন্দায় বৃন্দারকানন্দিপাদারবিন্দায়
চঞ্চন্নখশ্রেণিভাচক্রবালায় বক্ষস্তটীলক্ষ্যনক্ষত্রমালায়
ফুল্লীভবচ্চিল্লিচাপপ্রসর্পায় নির্ব্বাহিতাপূর্ব্বকন্দর্পদর্পায়
নার্য্যো মুহুর্দৃষ্টমাধুর্যচর্য্যায় যস্মৈ স্পৃহাং চক্রুরাভীরবর্য্যায়
যস্মাদ্বিলাসেন রঙ্গস্থলে রন্তুরানন্রলোকাতিশোকাপদাহন্তু-
রিন্দ্রাদিবৃন্দারকানন্দনির্ম্মাতুরক্ষোবিনোদেন বৃষ্ণ্যন্ধকান্

পাতু-

রার্য্যাঙ্গনাতীব্রসাধ্বীব্রতচ্ছেত্তুরব্যগ্রমল্লাঙ্গনাতুষ্টিনির্ভেত্তু-
রাবল্লতঃ ক্ষৌণিভর্ত্তাপি স ত্রাসমাসাদ্য বিভ্রান্তধীবৃত্তিরত্রাস
যস্যাদ্দি:তোদ্দণ্ডদুষ্টাভিমানস্য কষ্টং পিতৃভ্যাং তু সন্দৃশ্যমানস্য
রঙ্গস্থলীবল্লিপাদপ্রবালস্য-ভালান্তবিশ্রান্তকান্তাগ্রবালস্য
পদ্মাবতীপুত্রহৃন্মর্ম্মকীলস্য সর্ব্বাত্মনাভীষ্টদোর্যুদ্ধলীলস্য
যুদ্ধং পরিস্ফারশৌটীর্য্যঘোরস্য চানূরমল্লেন বৃত্তং কিশোরস্য
যস্মিন্মুনিশ্রেণিবক্ত্রস্ফুরন্নাম্নি বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলীবিভ্রমদ্দাম্নি
নব্যোল্লসদ্বারিবাহাবলীধাম্নি নিঃশেষবীরোৎকরোল্ল-

ঙ্ঘনস্থাম্নি

প্রোদ্যৎপদদ্যোতনির্ধূতপঙ্কেষু সৌন্দর্য্যদর্পোদগমে রম্যমঞ্চেষু
তুঙ্গেষ্ববস্থায় চক্রুর্বিলক্ষাণি ভক্তিং প্রভৌ ভোজদাশার্হ-

লক্ষাণি

চাণূরমূর্দ্ধন্যমল্লেভপারীন্দ্র স শ্রীভবান্ পাতু মাং গোপনারীন্দ্র
সব্যভ্রমন্মুষ্টিকোত্তাড়িতালাঙ্ক নেপথ্যভারস্ফুরদ্ধেনুপালাঙ্ক
বিদ্রাবিতোদ্দামদুর্মল্লপালীক নিঃশঙ্কলাস্যোল্লসৎপাদনালীক
রম্যাঙ্গহারশ্রিয়াকৃষ্টসাধ্বীক তাভির্নিপীতাঙ্গসৌরভ্যমাধ্বীক
গোপাঙ্গনানেত্রপানৈকভৃঙ্গার পুষ্পাবলীলব্ধসর্ব্বাঙ্গশৃঙ্গার
সন্দর্শিতোদারমাধুর্য্যবিস্তার বিধ্বংসনারব্ধভোজেন্দ্রানস্তার
ভো দেবকীশৌরিবন্ধার্ত্তিলুণ্ঠাক দিক্‌চক্রবালক্বণৎ-
কীর্ত্তিঘণ্টাক
ভক্তোগ্রসেনার্পিতস্ফীতসপ্তাঙ্গ মাং রক্ষ কুব্জাঙ্গরাগেণ
লিপ্তাঙ্গ ॥ ১৮ ॥

ভৃঙ্গারচ্ছন্দঃ।

মল্লানুল্লঙ্ঘ্য রঙ্গে করবিচলদসির্যেন মঞ্চপ্রপঞ্চে
কেশেষ্বাকৃষ্য কংসো বিঘটিতমুকুটং বিঘ্নহেতুর্নিজঘ্নে।
স ত্বং সত্ত্বাধিরাজ ! স্ফুরদুরুকরুণাড়ম্বরালম্বিচেতাঃ
পাতাদ্দুঃখাব্ধিপাতাদ্‌যদুকুলকমলোদ্দণ্ডচণ্ডদ্যুতির্মাম্ ॥৪২॥
মনসিজফণিজুষ্টে লব্ধপাতোঽস্মি দুষ্টে,
তিমিরগহনরূপে হন্ত সংসারকূপে।
অজিত ! নিখিলরক্ষাহেতুমুদ্ধারদক্ষা,-
মুপনয় মম হস্তে ভক্তিরজ্জুং নমস্তে ॥ ৪৩ ॥
সমস্তপুরুষার্থতঃ পৃথুতয়াত্ত ভক্তিং বিদন্,
বদন্নপি ন যদ্ভজেৎ ত্বদকৃপাত্র হেতুর্বিভো !
প্রসীদ যমুনাতটে লুঠিতমূর্ত্তিরভ্যর্থয়ে,
কৃপাং কৃপণনাথ ! হে কুরু মুকুন্দ ! মন্দে ময়ি ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—রঙ্গভূমিতে বাহুযুদ্ধে বিক্রমের কণিকামাত্র প্রকাশ ক'রে, প্রবল মল্লবৃন্দরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীকে বধপুর্ব্বক মদমত্ত সিংহের মতো যে স্বৈরীপুরুষ কেশাকর্ষণ সহকারে নিহত করেছিলেন কংসমহীপতিকে,— সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ করুন আপনাদের কল্যাণ ॥ ৪১ ॥

যিনি মথুরাপুরী নিবাসী জনগণরূপ অরবিন্দসমূহের পক্ষে তপনস্বরূপ, যিনি উচ্চ রঙ্গস্থলে করেছিলেন ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রকাশ, যাঁর শ্রীমূর্ত্তি পীতবর্ণ কৌশেয় বসনের শোভায় সমুজ্জ্বল, যিনি সকলের হৃদয়ে করেছিলেন হর্ষের সঞ্চার, যিনি উচ্ছলিত লাবণ্য তরঙ্গিণী সমূহের আশ্রয়-সিন্ধুস্বরূপ, যিনি আধি-ব্যাধিপীড়িত দীনজনের একমাত্র বন্ধু, যিনি মহাবলবান্ মৃগেন্দ্রের ন্যায় প্রচণ্ডবিক্রমশালী। উগ্রমহাগজেন্দ্রকে অক্লেশে যিনি করেছিলেন নিহত, তাঁরই হউক জয়।

কংসের রঙ্গমঞ্চে জনগণ উন্নতবিশালকায় গজরাজের নিধনকারী, পৃথিবীর মহানন্দের সম্পাদনকারী, গজেন্দ্রের উজ্জ্বল মদবিন্দু দ্বারা আচ্ছাদিত শরীর, ভক্তদের সন্তোষ দায়ক, নব যৌবন শোভান্বিত, আশ্রিতদিগের চিত্তান্ধকারনাশক কারুণ্যযুক্ত, শত্রুগণের মর্ম্মভেদকারী, মহাসুখ-সমৃদ্ধ যাঁকে দর্শন করেছিল—নিজেদের সম্মুখে সতত, তিনি হউন জয়যুক্ত। প্রচণ্ড বাহুগর্বান্বিত, সিদ্ধ-গন্ধর্বগণের বিস্ময়প্রদ, প্রকাণ্ড স্কন্ধোপরে গজদন্তধারী, গণ্ডদেশে ঘর্মজলাপ্লুত, অত্যুজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণিরাশির মতো দেহ শোভাসম্পন্ন, বলরাম ও গোপসকলের সঙ্গে মিলিত, মহাবীরের ন্যায় বেশধারী যাঁর দ্বারা রঙ্গক্ষেত্রে-মল্লগণ হ'য়েছিল বিক্ষুব্ধ, আর রমণীগণ কুন্দকুসুমপরাভবকারী মৃদুহাস্যের দ্বারা মোহিতা, দেবগণের আনন্দজনক শ্রীপাদপদ্মশালী, চঞ্চল নখররাজির দীপ্তিযুক্ত যিনি, সতত হউক জয় তাঁরই।

বক্ষঃস্থলে 'তারাহার' শোভিত, প্রফুল্ল ভ্রূযুগরূপ ধনুর বিস্তারকারী, অভিনবকন্দর্পদর্প প্রকাশকারী, মনোরম চেষ্টাশালী যে আভীর প্রবরের প্রতি নিয়ত কামনা করেছিলেন নারীগণ, হউক জয় তাঁরই।

কংসের রঙ্গমঞ্চে বিলাসভরে ক্রীড়ারত, শরণাগত ভক্তগণের শোকনাশক, ইন্দ্রাদিদেবগণের আনন্দবর্ধক এবং নয়নভঙ্গীদ্বারা বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের রক্ষাকারী, আর্য্যাঙ্গনাগণের তীব্রসাধ্বীব্রত ভঙ্গকারী ও মল্লরমণীবৃন্দের মনস্তাপ বর্ধনকারী সেই শ্রীহরিরই হউক জয়।

যিনি রঙ্গক্ষেত্রে পরিভ্রমণকারী, যাঁহা হ'তে এই রঙ্গভূমিতে নরপতি কংসও হয়েছিলেন—ভীতি বশে বিভ্রান্তচিত্ত, যিনি প্রচণ্ড দুষ্টগণের গর্বখর্বকারী, যাঁকে রঙ্গক্ষেত্রে পিতা বসুদেব ও মাতা দৈবকীদেবী করছেন দুঃখের সঙ্গে নিরীক্ষণ,—রঙ্গমঞ্চে বিহারকারী কোমল চরণ-যুগলশালী, ললাটাগ্রে কুঞ্চিত অলকের শোভাযুক্ত, কংসের মর্মঘাতী সেই শ্রীহরিরই হউক জয়।

সর্বতোভাবে অভীষ্ট বাহুযুদ্ধের অভিলাষী, ভয়ঙ্কর বিক্রমসম্পন্ন এবং কিশোরবয়স্ক যাঁর 'চানূর' নামক মল্লের সহিত সংঘটিত হ'য়েছিল মহা মল্লরণ,—বিশাল বক্ষে বনমালা বিভূষিত ও নব মেঘমালারি মতো অঙ্গ কান্তিবিশিষ্ট সেই শ্রীহরি হউন জয়যুক্ত।

কংসের রঙ্গক্ষেত্রে—নিখিল বীরগণকে উল্লঙ্ঘন ক'রে মহামহিমায় বিরাজমান, পদদ্বয়ের দীপ্তিদ্বারা কন্দর্পের সৌন্দর্য্যদর্প পরাভবকারী যে প্রভুর প্রতি উচ্চ মঞ্চসমূহে অবস্থিত বিস্ময়াপন্ন অসংখ্য ভোজ ও দাশার্হ বংশীয়গণ করেছিলেন ভক্তিপ্রকাশ—মুনিবৃন্দের মুখে কীর্তিত হয়,—এরূপ পবিত্র নামবিশিষ্ট শ্রীহরির হউক সতত জয়।

হে প্রভো! তুমি 'চানূর' প্রভৃতি মল্লরূপ করিগণ বিনাশে সিংহস্বরূপ, তুমি গোপরমণীদের অধীশ্বর; সেই তুমি রক্ষা কোরো আমাকে।

হে দেব। বলরামজী নিহত করেছিলেন,—তোমার বামে ভ্রমণরত 'মুষ্টিক' নামক মল্লকে। তোমার বেশভূষায় প্রকাশ পাচ্ছে —গোপালকেরি লক্ষণ।

উদ্দাম দুরন্ত মল্লগণকে করেছিলে তুমি নিহত। প্রভো! তোমার পাদপদ্মযুগল নির্ভয়ে নৃত্যরত। কংসের রঙ্গক্ষেত্রে মল্লদের বিনাশ করে প্রকাশ করেছিলে অপূর্ব নৃত্যবিলাস। নৃত্যকালে মনোরম অঙ্গবিক্ষেপ দ্বারা পতিব্রতাদেরও কর তুমি চিত্তাকর্ষণ। সেই সাধ্বীগণ কর্তৃক তোমার অঙ্গসৌরভ-রূপ মধু হয় আস্বাদিত। গোপাঙ্গনাগণের তৃষাতুর লোচনের অদ্বিতীয় ভৃঙ্গার তুমি। পুষ্পালঙ্কারে বিভূষিত তোমার সকল অঙ্গ। তুমি করছ অতি উত্তম মাধুর্য্যের বিস্তার। কংস মহারাজকে বধ ক'রে,—তুমি করেছ মুক্তিদান। হে প্রভো! দূর করেছ তুমি দেবকী বসুদেবের কারাবন্ধন। তোমার কীর্তিঘটা ধ্বনিত হচ্ছে দিগ্‌দিগন্তে। উগ্রসেনকে তুমি দান করেছিল সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সাম্রাজ্য সম্পদ্। কুব্‌জার দত্ত অঙ্গরাগের দ্বারা লিপ্ত হ'য়েছে তোমার শ্যামল শ্রীঅঙ্গ। আমাকে রক্ষা করো তুমি ॥ ১৮ ॥

যদুবংশরূপ কমলের বিকাশে তুমিই সূর্যস্বরূপ। রঙ্গক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর মল্লগণকে উল্লঙ্ঘন ক'রে, সুবিশাল মঞ্চের উপরে আরূঢ় এবং হস্তে উন্মুক্ত খড়্গধারী, লোকপীড়াকারী কংসের কেশাকর্ষণপূর্বক নিহত করেছিলেন তা'কে। তুমি সত্ত্বগুণের অধীশ্বর এবং মহাকরুণাময়। হে প্রভো! দুঃখ সাগরে পতন হ'তে রক্ষা কোরো আমায় ॥ ৪২ ॥

হে অজিত! অহো! কামভুজঙ্গ-সঙ্কুল ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন দুঃখদ সংসারকূপে নিমগ্ন আমি। সর্বলোকপালিকা ও পতিতগণের উদ্ধারে সমর্থা ভক্তিরজ্জু প্রদান কর, আমার হাতে। তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৪৩

হে বিভো! সকল পুরুষার্থ অপেক্ষা ভক্তিই প্রধান, সম্প্রতি পণ্ডিতগণ একথা কীর্তন ক'রেও, তোমার ভজনে বিমুখ; এ বিষয়ে তোমার করুণার অভাবই একমাত্র হেতু। হে দীননাথ! হে মুকুন্দ! সুপ্রসন্ন হও যমুনাতটে গাত্রলুণ্ঠন ক'রে প্রার্থনা করি,—তুমি কৃপা কর মন্দমতি আমার প্রতি ॥ ৪৪ ॥

ইতি ছন্দোঽষ্টাদশকম্ সমাপ্তম্

অথ শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণম্

শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণায় নমঃ

ঝমজ্‌ঝমিতি বর্ষতি স্তনিতচক্রবিক্রীড়য়া,
বিমুষ্টরবিমণ্ডলে ঘনঘটাভিরাখণ্ডলে।
ররক্ষ ধরণীধরোদ্ধৃতিপটুঃ কুটুম্বানি যঃ,
স দারয়তু দারুণং ব্রজপুরন্দরস্তে দরম্‌॥ ১॥

মহাহেতুবাদৈর্বিদীর্ণেন্দ্রযাগং,
গিরিব্রাহ্মণোপাস্তিবিস্তীর্ণরাগম্‌।
সপক্ষৈকযুক্তীকৃতাভীরবর্গং,
পুরোদত্তগোবর্দ্ধনক্ষ্মাভৃদর্ঘম্‌॥ ২॥

প্রিয়াশংসিনীভির্দলোত্তংসিনীভি,-
র্বিরাজৎপটাভিঃ কুমারীঘটাভিঃ।
স্তবদ্ভিঃ কুমারৈরপি স্ফারতারৈঃ,
সহ ব্যাকিরন্তং প্রসূনৈর্ধরং তম্‌॥ ৩॥

গিরিস্থূলদেহেন ভুক্তোপহারং,
বরশ্রেণিসন্তোষিতাভীরদারম্‌।
সমুত্তুঙ্গশৃঙ্গাবলীবদ্ধচৈলং,
ক্রমাৎ প্রীয়মাণং পরিক্রম্য শৈলম্‌॥ ৪॥

মখধ্বংসসংরম্ভতঃ স্বর্গনাথে,
সমন্তাৎ কিলারব্ধগোষ্ঠপ্রমাথে।
মুহুর্বর্ষতি চ্ছন্নদিক্‌চক্রবালে,
সদম্ভোলিনির্ঘোষমম্ভোদজালে॥ ৫॥

মুহুর্ব্বৃষ্টিখিন্নাং পরিত্রাসভিন্নাং,
ব্রজেশপ্রধানাং ততিং বল্লবানাম্।
বিলোক্যাপ্তশীতাং গবালীং চ ভীতাং,
কৃপাব্ধিঃ সমুন্নং সুহৃৎপ্রেমনুন্নম্ ॥ ৬ ॥

ততঃ সব্যহস্তেন হস্তীন্দ্রখেলং,
সমুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনং সাবহেলম্।
অদভ্রং তমভ্রংলিহং শৈলরাজং,
মুদা বিভ্রতং বিভ্রমজ্জন্তুভাজম্ ॥ ৭ ॥

প্রবিষ্টাসি মাতঃ! কথং শোকভারে,
পরিভ্রাজমানে সুতে মযু্যদারে।
অভূবন্ ভবন্তো বিনষ্টোপসর্গা,
ন চিত্তে বিধত্ত ভ্রমং বন্ধুবর্গাঃ ॥ ৮ ॥

হতা তাবদীতির্বিধেয়া ন ভীতিঃ,
কৃতেয়ং বিশালা ময়া শৈলশালা।
তদস্যাং প্রহর্ষাদবজ্ঞাতবর্ষা,
বিহস্যামরেশং কুরুধ্বং প্রবেশম্ ॥ ৯ ॥

ইতি স্বৈরমাশ্বাসিতৈর্গোপবৃন্দৈঃ,
পরানন্দসন্দীপিতাস্যারবিন্দৈঃ।
গিরের্গর্ত্তমাসাদ্য হর্ম্ম্যোপমানং,
চিরেণাতিহৃষ্টৈঃ পরিষ্টূয়মানম্ ॥ ১০ ॥

গিরীন্দ্রং গুরুং কোমলে পঞ্চশাখে,
কথং হন্ত ধত্তে সখা তে বিশাখে?
পুরস্তাদমুং প্রেক্ষ্য হা চিন্তয়েদং,
মুহুর্মামকীনং মনো যাতি ভেদম্ ॥ ১১ ॥

স্তনদ্ভিঃ কঠোরে ঘনৈর্ধ্বান্তঘোরে,
ভ্রমদ্বাতমালে হতাশেঽত্র কালে।
ঘনস্পর্শিকূটং বহন্নন্নকূটং,
কথং স্যান্ন কান্তঃ সরোজাক্ষি! তান্তঃ ॥ ১২ ॥
ন তিষ্ঠন্তি গোষ্ঠে কঠোরাঙ্গদণ্ডাঃ,
কিয়ন্তোঽত্র গোপাঃ সমন্তাৎ প্রচণ্ডাঃ।
শিরীষপ্রসূনাবলীসৌকুমার্য্যে,
ধৃতা ধূরিয়ং ভূরিরস্মিন্ কিমার্যে? ॥ ১৩ ॥
গিরে! তাত! গোবর্ধন! প্রার্থনেয়ং,
বপুঃ স্থূলনালীলঘিষ্ঠং বিধেয়ম্।
ভবন্তং যথা ধারয়ন্নেষ হস্তে,
ন ধত্তে শ্রমং মঙ্গলাত্মন্! নমস্তে ॥ ১৪ ॥
ভ্রমৎকুন্তলান্তং স্মিতদ্যোতকান্তং,
লসদ্‌গণ্ডশোভং কৃতাশেষলোভম্।
স্ফুরন্নেত্রলাস্যং মুরারেস্ত্বমাস্যং,
বরাকূতগালি স্ফুটং লোকয়ালি ॥ ১৫ ॥
নিপীয়েতি রাধালতাবাঙ্মরন্দং,
বরপ্রেম-সৌরভ্যপূরাদমন্দম্।
দধানং মদং ভৃঙ্গবত্তুঙ্গকূজং,
বরাঙ্গীচলাপাঙ্গভঙ্গাপ্তপূজম্ ॥ ১৬ ॥
কথং নাম দধ্যাৎ ক্ষুধাক্ষামতুন্দঃ,
শিশুর্মে গরিষ্ঠং গিরীন্দ্রং মুকুন্দঃ?
ঌদেতস্য তুণ্ডে হঠাদর্পয়ারং, ব্রজাধীশ!
দধ্নাচিতং খণ্ডসারম্ ॥ ১৭ ॥

মহাভারনিষ্ঠে স্থিতে তে কনিষ্ঠে,
লভে বৎস ! নীলাম্বরোদ্দামপীড়াম্।
অবষ্টভ্য সত্ত্বং তদস্মৈ বল ! ত্বং,
দদস্বাবিলম্বং স্বহস্তাবলম্বম্ ॥ ১৮ ॥
ইতি স্নিগ্ধবর্ণাং সমাকর্ণয়ন্তং,
গিরং মাতুরেনাং চ নির্বর্ণয়ন্তম্।
কনিষ্ঠাঙ্গুলীশৃঙ্গবিন্যস্তগোত্রং,
পরিপ্রীণিতব্যগ্রগোপালগোত্রম্ ॥ ১৯ ॥
অমীভিঃ প্রভাবৈঃ কুতোঽভুদকুণ্ঠঃ,
শিশুধূলিকেলীপটুঃ ক্ষীরকণ্ঠঃ।
বিভর্ত্ত্যস্ত সাপ্তাব্দিকো ভূরিভারং,
গিরিং যচ্চিরাদেষ কৈলাসসারম্ ॥ ২০ ॥
ন শঙ্কা ধরভ্রংশনেঽস্মাকমস্মা,-
ন্নখাগ্রে সহেলং বহত্যেষ যস্মাৎ।
গিরিদিক্করীন্দ্রাগ্রহস্তে ধরাবদ্,-
ভুজে পশ্যতাস্য স্ফুরত্যস্ত তাবৎ ॥ ২১ ॥
ইতি স্ফারতারেক্ষণৈর্মুক্তভোগৈ,-
র্ব্রজেন্দ্রেণ সার্দ্ধং ধৃতপ্রীতিযোগৈঃ।
মুহুর্বল্লবৈর্বীক্ষ্যমানাস্যচন্দ্রং,
পুরঃ সপ্তরাত্রান্তরত্যক্ততন্দ্রম্ ॥ ২২ ॥
তড়িদ্দামকীর্ণান্ সমীরৈরুদীর্ণান্,
বিসৃষ্টাম্বুধারান্ ধনুর্যষ্টিহারান্।
তৃণীকৃত্য ঘোরান্ সহস্রাংশুচৌরান্,
দুরন্তোরুশব্দান্ কৃতাবজ্ঞমব্দান্॥ ২৩ ॥

অহঙ্কারপঙ্কাবলীলুপ্তদৃষ্টে,
ব্রজে যাবদিষ্টং প্রণীতোরুবৃষ্টেঃ।
বলারেশ্চ দুর্মানিতাং বিস্ফুরন্তং,
নিরাকৃত্য দুষ্টালিদণ্ডে দুরন্তম্॥ ২৪ ॥

বিসৃষ্টোরুনীরাঃ সঝঞ্ঝাসমীরা,-
স্তড়িদ্ভিঃ করালা যযুর্মেঘমালাঃ।
রবিশ্চাম্বরান্তর্বিভাত্যেষ শান্তঃ,
কৃতানন্দপূরা বহির্যাত শূরাঃ॥ ২৫ ॥

ইতি প্রোচ্য নিঃসারিতজ্ঞাতিবারং,
যথাপূর্ব্ববিন্যস্তশৈলেন্দ্রভারম্।
দধিক্ষীরলাজাঙ্কুরৈর্ভাবিনীভি,-
র্মুর্দা কীর্যমাণং যশস্তাবিনীভিঃ॥ ২৬ ॥

বয়ং হন্ত গোবিন্দ! সৌন্দর্য্যবন্তং
নমস্কুর্ম্মহে শর্ম্মহেতোর্ভবন্তম্।
ত্বয়ি স্পষ্টনিষ্ঠ্যূত ভূয়শ্চিদিন্দুং,
মুদা নঃ প্রসাদীকুরু প্রেমবিন্দুম্ ॥২৭॥

ক্ষুভ্যদ্দম্ভোলিজৃম্ভোত্তরলঘনঘটারম্ভগম্ভীরকর্ম্মা
নিস্তম্ভো জম্ভবৈরী গিরিধৃতিচটুলাদ্বিক্রমাদ্ যেন চক্রে
তন্বা নিন্দন্তমিন্দীবরদলবলভীনন্দদিন্দিন্দিরাভাং
তং গোবিন্দাত্ম নন্দালয়শশিবদনানন্দ! বন্দেমহি ত্বাম্॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—সুরপতি ইন্দ্র মেঘমালার দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছাদন ক'রে, মেঘগর্জন সহকারে 'ঝম্‌ঝম্' শব্দে বৃষ্টিপাত আরম্ভ কর্লে, গোবর্ধন পর্বত ধারণে সুদক্ষ যিনি রক্ষা করেছিলেন,—নিজ আত্মীয় ব্রজবাসীদের সেই ব্রজপুরন্দর শ্রীকৃষ্ণ নষ্ট করুন তোমার উগ্র সংসার ভয়॥ ১ ॥

হে শ্রীশ্যামসুন্দর! প্রবল যুক্তিবাদের দ্বারা ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ ক'রে, তুমি অনুরাগ প্রকাশ ক'রেছিলে,—গোবর্ধনগিরি ও বিপ্রবৃন্দের পূজা বিষয়ে। গোপগণকে তৎক্ষণাৎই একমতাবলম্বী ক'রে, প্রথমেই ক'রেছিলে গোবর্ধনগিরিকে অর্ঘ প্রদান ॥ ২ ॥

প্রিয়-স্তুতি কীর্ত্তনরতা এবং পল্লবনির্মিত কর্ণভূষণ শোভিত রম্য পট্টবসনধারিনী ব্রজকুমারীশ্রেণী ও উচ্চরবে স্তুতিকারী ব্রজকুমারগণের সহিত তুমি কুসুমরাজি বিকীর্ণ করেছিলে গোবর্ধনের উপর ॥ ৩ ॥

গোবর্ধনেরি মতো বৃহৎ শরীর প্রকট ক'রে ভোগ করেছিলে তুমি গোপগণদত্ত পূজোপহার দ্রব্য সমুদয়ই। বরদানে গোপীদের করেছিলে পরমতুষ্ট। গোবর্ধনের উচ্চশৃঙ্গ সমূহে করেছিলে নানা-বর্ণের পতাকাবন্ধন। যথাবিধিক্রমে গোবর্ধন পর্ব্বতকে পরিক্রমা ক'রে হয়েছিলে তুমি মহাপ্রীত ॥ ৪ ॥

যজ্ঞধ্বংসজনিত অপমানে রোষপরবশ সুরেন্দ্র চারিদিক্ হ'তে আরম্ভ করেছিল গোষ্ঠের উৎপীড়ন। মেঘমালা দিক্‌চক্রবাল আচ্ছন্ন ক'রে, বজ্ররবের সঙ্গে রত হ'লো নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন বারিবর্ষণে ॥ ৫ ॥

সর্বক্ষণ বৃষ্টিধারায় পীড়িত ও ভয়ান্বিত নন্দ, উপানন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দকে ও শীতার্ত, ভীত গাভীগণকে দর্শন ক'রে স্বজন-বান্ধব প্রীতিবশে এবং করুণায় তুমি হয়েছিলে আর্দ্রীভূত ॥ ৬ ॥

অনন্তর মদমত্ত মাতঙ্গেরই মতো লীলাশালী তুমি নিজ বাম বাহু দ্বারা নানাজন্তুসমাকুল সেই গগনস্পর্শী মহান্ গোবর্ধন গিরিরাজকে আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে অনায়াসে উর্দ্ধে ধারণ পূর্ব্বক বিরাজ করছিলে কী অপূর্ব-ভঙ্গীতে ॥ ৭ ॥

তুমি বলেছিলে তখন,—"হে মাতঃ! সর্বগুণোত্তম তনয় আমি বিরাজমান থাক্‌তে আপনি শোক কর্‌ছেন কেন? হে বান্ধবগণ!

আপনারা বিঘ্নবিহীন হ'য়েছেন, হ'বেন না আর ভ্রান্তির বশীভূত ॥ ৮ ॥

আমার দ্বারা অতিবৃষ্টি হয়েছে নিবারিত, রচিত হয়েছে এই সুন্দর সুপ্রশান্ত গিরিগৃহ ; অতএব ভয় করা অনুচিত। বর্ষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রে, অমরেশকে উপহাস সহকারে, এই শৈলালয়ে প্রবেশ করুন হর্ষভরে ॥ ৯ ॥

এ প্রকারে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে আশ্বাস প্রাপ্ত, হর্ষোৎফুল্লবদন, গোপগণের সঙ্গে প্রাসাদোপম গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে, তুমি স্তুত হ'য়েছিলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ॥ ১০ ॥

বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা সুন্দরী নিজ প্রিয়সখী শ্রীবিশাখাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌ছিলেন, অয়ি বিশাখে! তোমার সখা সুকোমল করে কি প্রকারে ধারণ করছেন এই মহাভার বিশিষ্ট পর্বতরাজকে? অগ্রদেশে তোমার সখাকে দর্শন ক'রে, চিন্তায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে নিরন্তর ॥ ১১ ॥

ওগো কমলনয়নে বিশাখে! শোন শোন,—ভয়ঙ্কর মেঘের গর্জন, দেখ দেখ,—ঘনঘটায় চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন ; দিক্‌নির্ণয় করা দুরূহ। প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্ছে ঝঞ্ঝাবায়ু। এ প্রকার ভীষণ সময়ে উন্নতশৃঙ্গশালীও অন্নরাশির ভক্ষণকারী গুরুভার গোবর্ধনকে ধারণ ক'রে ক্লান্ত হচ্ছেন নাকি তোমার কান্ত? ॥ ১২ ॥

তারপর শ্রীরাধারাণী বল্‌ছিলেন যশোদামাতাকে,— অয়ি আর্য্যে ব্রজেশ্বরী! ব্রজে কি পরাক্রমশালী ও দৃঢ়কায় কোন গোপ নাই? তাঁদের বর্তমানে শিরীষ কুসুমের মতো সুকোমল প্রাণাধিক নন্দনের হস্তে কেন ন্যস্ত কর্লে এই গুরুভার? ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শ্রীমতী বল্‌ছিলেন গোবর্ধনগিরিকে,—হে তাত গিরিবর গোবর্ধন! আমি প্রণতিভরে প্রার্থনা করছি তোমারি কাছে। তুমি

তো ব্রজবাসীদের পরম-মঙ্গলকামী, তৃণের ন্যায় লঘুমূর্ত্তি ধারণ কর তুমি, যা'তে অনায়াসে তোমাকে ধারণ ক'রে ইনি পরিশ্রান্ত না হ'ন ॥ ১৪ ॥

পুনরায় শ্রীবিশাখাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌ছেন,—মৃদুমধুর হাস্যে সমুজ্জ্বল গণ্ডদ্বয়ের সুষমাযুক্ত, লোকদিগের লোভবর্ধক, চঞ্চল কটাক্ষ-শালী উত্তম অভিপ্রায় ব্যঞ্জক মুরারীর বদনমণ্ডল অবলোকন কর সম্যগ্‌রূপে। চপললোচনে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রকাশ কর্‌ছেন যেন নিজ অন্তরেরই গূঢ়ভাব ॥ ১৫ ॥

কল্পলতিকারূপ শ্রীমতী রাধিকার প্রেমসুরভিত অত্যুত্তম বচন-মকরন্দ পান ক'রে শ্রীকৃষ্ণ মধুরের মতো মত্ততা ধারণে, সুমিষ্ট উচ্চরবে প্রকাশ করছিলেন,—অন্তরের উল্লাস। তখন তিনি গোপ-সুন্দরীগণের চঞ্চল কটাক্ষরূপা ভৃঙ্গাবলী হ'তে প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন সরস পূজা ॥ ১৬ ॥

শ্রীনন্দগৃহিনী যশোদারাণী বললেন,—হে ব্রজরাজ! ক্ষুধায় ক্ষীণোদর আমার দুধের বালক মুকুন্দ কিরূপে ধারণ কর্‌তে পারে এই গুরুভার গিরিরাজকে? তুমি সত্বর এর মুখে অর্পণ কর দধি দুগ্ধ-জাত কিঞ্চিৎ মিষ্টদ্রব্য ॥ ১৭ ॥

বলদেবকে সম্বোধন ক'রে বল্‌ছেন,—হে নীলবাসধর বলরাম! হে বৎস তোমার কনিষ্ঠ হ'য়েছেন,—মহাভারাক্রান্ত, পরিশ্রান্ত; এর কষ্টদর্শনে তীব্র মনোবেদনা অনুভব করি; তুমি বলপূর্বক সত্বর প্রদান কর একে নিজ হস্তের অবলম্বন ॥ ১৮ ॥

হে কৃষ্ণ! জননী যশোদার এইরূপ স্নেহপূর্ণ বাণী শ্রবণ কর্‌তে কর্‌তে তুমি মাতাকে কর্‌ছিলে ভক্তি-ভরে দর্শন, আর কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে গোবর্ধন গিরিবরকে ধারণ ক'রে, উৎকণ্ঠার্ত গোপগণকে প্রীতিদান ॥ ১৯ ॥

সপ্ত বৎসর বয়স্ক ধূলিখেলার যোগ্য দুগ্ধপোষ ঐ বালক কৈলাস পর্বতের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড পর্বতকে ধারণ কর্ছে সামান্য ছত্রেরি মত অনায়াসে ; অতএব এঁর এ'প্রকার প্রভাব কোথা হতে হল উপস্থিত ? ॥ ২০ ॥

এ শিশু অনায়াসেই গোবর্ধনকে বহন কর্ছে নখের অগ্রভাগে। এ' কারণে গোবর্ধনের চ্যুতিবিষয়ে কোন শঙ্কাই নাই আমাদের। দেখ দেখ, দিকগজের শুণ্ডাগ্রভাগে ধরণীর মতোই এর হাতে প্রকাশ পাচ্ছে—গোবর্ধন গিরি ! ॥ ২১ ॥

হে গোবিন্দ ! গোপগণ ব্রজরাজ শ্রীনন্দ মহোদয়ের সঙ্গে এইরূপ কথোপকথন কর্তে কর্তে ভোগবিরহিত হ'য়ে, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতমনে, তোমার তন্দ্রারহিত মুখচন্দ্রখানি করছিলেন পুনঃ পুনঃ সন্দর্শন ॥ ২২ ॥

তড়িন্মালার আকীর্ণ, বায়ু-চালিত, নীরধারাবর্ষী, ইন্দ্রধনুরূপ হার-খচিত, সূর্য্যমণ্ডলের আচ্ছাদনকারী ও ভয়ঙ্কর গর্জনকারী মেঘগণকে করেছিলে তুমি তৃণের মতোই অকিঞ্চিৎকর ব'লে। অহংকার পঙ্কে লুপ্তদৃষ্টি এবং বৃষ্টিপাতের দ্বারা ব্রজের প্রচুর অনিষ্টকারী ইন্দ্রের অভিমান খর্ব ক'রে, করলে তুমি দুষ্টজনদের শিক্ষাদান ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

হে গোপগণ ! প্রবল বারি বর্ষণকারী, ভয়ংকর মেঘগণ হয়েছে এখন নিবৃত্ত ; ঝঞ্ঝাবাত্যা আর নাই ; সূর্য্যদেবও গগন মণ্ডলে হয়েছেন নিরুপদ্রবে—প্রকাশিত, অতএব নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দচিত্তে তোমরা বহির্গত হও গিরিগুহা হ'তে ॥ ২৫ ॥

হে মুকুন্দ ! তুমি এই কথা ব'লে গোপদের আনয়ন কর্লে—গিরিকন্দরের বহির্ভাগে ; তারপর গিরীন্দ্রকে বিন্যস্ত কর্লে পূর্ববৎ যথাস্থানে। তখন হর্ষবিহ্বলা ব্রজাঙ্গনাগণ প্রীতিভরে দধি, দুগ্ধ, লাজ ও দুর্বাঙ্কুরাদি মাঙ্গল্যদ্রব্য বর্ষণ করতে লাগ্‌লেন চতুর্দিকে ॥ ২৬ ॥

হে গোবিন্দ ! আমরা পরমমঙ্গল পরমানন্দ লাভের জন্য পরম-সুন্দর তোমাকে প্রণাম করছি বারংবার। জ্ঞানরূপ ইন্দুকে যা' সম্পূর্ণরূপে করে তিরস্কার, তোমার সেই প্রেমবিন্দু আমাদের প্রদান কোরো,—প্রসাদরূপে আনন্দিত হৃদয়ে ॥ ২৭ ॥

হে গোবিন্দ ! গিরিবর গোবর্ধন ধারণ ক'রে খর্ব করেছ তুমি বাত, বিদ্যুৎ ও ভয়ংকর বৃষ্টিপাত দ্বারা ব্রজের অনিষ্টকারী জম্ভবৈরী ইন্দ্রের প্রবল অহংকার। নীলকমল শ্রেণী বিরচিত চন্দ্রশালার অর্থাৎ বল্লভীর মধ্যে বিচরণশীল ভ্রমরগণের কান্তিকে নিজ শ্যামল অঙ্গকান্তির দ্বারা করেছ তুমি পরাজিত। শ্রীনন্দগৃহস্থিতা যশোদা রোহিনী ইত্যাদি মাতৃবর্গের মহানন্দের হেতু তুমি ; অদ্য আমরা সেই তোমাকে কায়মনোবাক্যে করি বন্দনা ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণম্।

অথ বস্ত্রহরণম্

শ্রীবল্লবেন্দ্রনন্দনায় নমঃ

বন্যাশ্রিতা মুরারিঃ, কন্যাঃ সন্যায়মুন্মদয়ন্ ।
অন্যাভিলাষিতাং তে, ধন্যার্পিতসৌহৃদো হন্যাৎ ॥ ১ ॥
সহসি ব্রতিনীরভিতঃ কৃতিনীর্গিরিজাস্তবনে সলিলাপ্লবনে
কলিতোল্লসনাঃ কিল দিগ্বসনাস্তটভাক্পটিকা রসলম্পটিকাঃ
স্ফুটবাল্যযুতাঃ পশুপালসুতাঃ কুতুকী কলয়ন্ মতিমুল্ললয়-
ন্নুপগত্য মনোভববৎ-কমনো হৃতবান্ সিচয়ান্ সুহৃদাং
নিচয়ান্তরগস্তরসা প্রিয়কং স্বরসাদধিরুহ্য নগং তটকাননগং
কৃপয়া স্নপয়ন্নথ তাস্ত্রপয়ন্ পৃথুলাংসতটীশ্বতধৌতপটী-
পটলো হসিতপ্রভোয়োল্লসিতঃ শৃণুত প্রমদা গিরমশ্রমদা-
মুপগত্য হিতামভিতঃ সহিতা যদি বা ক্রমতঃ স্ফুটবিভ্রমতঃ
সিচয়ান্নয়ত চ্ছলনং ন যতঃ কথিতং ন ময়া জনুষঃ সময়া-
দনৃতং ললিতা যশসোজ্জ্বলিতা বিদুরিন্দুহৃদস্তদমী সুহৃদ-
স্তনবৈ ন হসাত্তুদিতং সহসা বত যুয়মিতা ব্রততঃ শ্রমিতা
ইতি সংকথয়ন্ পটুতাং প্রথয়ন্নতিচঞ্চল হে বিশ মা কলহে
বিতরাশু পটং কুরু মা কপটং করবাম সদা বচনং রসদা-
স্তব দাস্যপরা ন বয়ং ত্বপরা ন হি চেত্বরিতং নিখিলং চরিতং
খলু রাজ্ঞি তব প্রবলে কিতব প্রগদাম মদোদ্ধত ঘোরমদো
বচনং চ রুষা প্রসরৎ-পরুষাক্ষরমিত্যুদিতং সরুষা রুদিতং
জড়তাকলিলে যমুনাসলিলে বিলসদ্বপুষাং গুরুকম্পজুষাং
চলচারুদৃশাং বহুধা, সুদৃশাং নিশময্য ততঃ প্রণয়ী সতত-

স্মিতচন্দ্রিকয়া স্ফুরিতোঽধিকয়া যদি যুয়মৃতে মমবাগমৃতে
ভবথ গ্রহিলা নিয়তং মহিলা উপসৃত্য ততঃ প্রিয়কাৎ পততঃ
স্বপটীপদকান্ স্বপরিচ্ছদকানুররীকুরুত প্রমদাদ্‌গুরুত-
স্ত্যজতানুচিতং হৃদি সঙ্কুচিতং ন হি চেন্নিতরাং ন পটান্
বিতরা-
ম্যুরুবীর্য্যচয়ে ময়ি কিং রচয়েন্নৃপতিঃ পরিতঃ স
রুষা ভরিতঃ
স্ফুটমিত্যমলং নিগদন্ কমলং ভ্রময়ন্মুদিতঃ শশিবন্মুদিতঃ
স্বকরাম্বরিণীরথ তা হরিণীনয়নাঃ কলয়ন্ স্বশিরশ্চলয়ন্
বত নগ্নতয়া স্পৃহয়োন্নতয়া জলমর্জ্জনতঃ কৃতবর্জ্জনতঃ
কপতের্জনিতা লঘুতা বনিতাস্তদলং দুরিতক্ষতয়ে স্ফুরিত-
দ্যুতিসুন্দরয়োর্যুগলং করয়োঃ শিরসি প্রযতা দ্রুতমর্প্যয়তা-
রুণমিত্যধুনা নিজ বাঙ্মধুনা পরিলভ্য মদং হৃদি বিভ্রমদং
কিরতীভিরলং নয়নং বিরলং রচিতাঞ্জলিভিঃ
প্রমদাবলিভিঃ
প্রণতো মধুরঃ কৃতকামধুরঃ সুভগঙ্করণং বসনভরণং
বিহিতানতয়ে লালনাততয়ে দদদঙ্কুরিতপ্রণয়চ্ছুরিতঃ
পরিতো হৃষিতে মদনোত্তৃষিতে ত্রপয়া নমিতে
প্রিয়সঙ্গমিতে
নবরাগধরে দ্যুতিভাগধরে হসিতাঙ্কুরতঃ স্ফুরিতে পুরতঃ
স্থগিতে রসনা-বিলসদ্বসনা-কুলিতে পৃথুনা স্ফুটবেপথুনা
চলদগ্রকরে প্রমদাপ্রকরে বিহিতেষ্টবরঃ প্রণয়িপ্রবরঃ
সুতরাং সুখিভির্বলিতঃ সখিভির্বহুধাখুরলীবিলসন্মুরলী-
নবকাকলিকালিভিরুৎকলিকাকুলমুন্নময়ন্ সুদৃশাং রময়ন্

ধিয়মুন্মদনঃ কৃপয়া সদনপ্রহিতপ্রমদঃ কলিতপ্রমদঃ
কুসুমস্তবকং শ্রবণে নবকং দধদাভরণং জগতাং শরণং
জয় কেশিহর প্রমণা বিহর ত্বমতিপ্রণয়ং স্বজনে প্রণয়ন্
ময়ি দুর্হৃদয়ে ভগবন্ বিদয়ে কলয়েররুণাধর হে করুণাম্ ॥১॥

কুসুমস্তবকচ্ছন্দঃ ॥

যস্য স্ফূর্ত্তিলবাঙ্কুরেণ লঘুনাপ্যন্তর্মুনীনাং মনঃ
স্পৃষ্টং মোক্ষসুখাদ্বিরজ্যতি ঝটিত্যাস্বাদ্যমানাদপি।
প্রেমণস্তস্য মুকুন্দ! সাহসিতয়া শক্নোতু কঃ প্রার্থনে
ভুয়াজ্জন্মনি জন্মনি প্রচয়িনী কিন্তু স্পৃহাপ্যত্র মে ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মানস! যিনি যমুনা-জল বিহারিনী গোপকুমারী-গণকে যথেষ্ট আনন্দ প্রদান ক'রে, শ্রীমতী রাধিকার প্রতি প্রণয়যুক্ত, সেই মুরারি দূর করুন,—তোমার বিষয়ান্তরের অভিলাষ ॥ ১ ॥

অগ্রহায়ণ মাসে একদা কাত্যায়নীর পূজার্চনায় নিপুণা, ব্রতপরায়ণা, বালিকাস্বভাবা, অনুরাগিণী গোপকন্যাদের যমুনার তীরে বস্ত্র রক্ষা ক'রে, নগ্নদেহে জলমধ্যে সোল্লাসে অবগাহনে নিরতা দেখে, কন্দর্পের মতো রমণীয় তুমি সকৌতুকে চঞ্চলচিত্তে সমীপে আগমনপূর্ব্বক হরণ করেছিলে সেই বসনগুলি। তারপর সহচর সুহৃদ্গণের মণ্ডলমধ্যবর্তী হ'য়ে, সত্বর উল্লাসভরে যমুনা তীরস্থিত একটি নীপতরুর উপরে আরোহণ ক'রে ঐ ধৌতবস্ত্র সমুদয়ই নিজের উন্নত স্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক সহাসবদনে বল্লে—হে প্রমদাগণ! তোমরা শ্রবণ কর—আমার এই সুখদ মঙ্গলজনক বচন। মিলিতভাবে কিংবা ক্রমে ক্রমে বিলাসভঙ্গী-ভরে নিকটে এসে নিয়ে যাও তোমাদের বস্ত্রগুলি। এবাক্যে নাই কোনই প্রবঞ্চনা; কারণ আজন্ম আমাকর্তৃক কখনো উচ্চারিত হয়নি

মিথ্যাবচন। অয়ি কীর্তিদীপ্তা শুদ্ধচিত্তা রূপসীসকল! আমার এই বন্ধুগণ অবগত আছেন আমার স্বভাব। আহা! তোমরা ব্রতধারণে পরিশ্রান্তা হ'য়ে এসেছ স্নানতরে। আমি পরিহাসের জন্য বলিনি, তোমাদের এরূপকথা।

হে প্রভো! তুমি ব্রজবালাদের কৃপাভিষিক্তা ও লজ্জাযুক্তা ক'রে তখন প্রকাশ করেছিলে এই বচন-ভঙ্গী। ব্রজকুমারীরা বল্‌লেন—"হে চপল! কলহে রত হওয়া ভাল নয়, এখনই পট্টবস্ত্রগুলি প্রত্যর্পণ কর, কপটতা কোরো না, সর্বদা দধি, দুগ্ধ ও অন্যান্য সুখাদ্য দ্রব্য প্রদান ক'রে,—কর্‌বো আমরা তোমারি আদেশ পালন। আমরা তোমারি দাসী, অপর কেউ নই। মদোদ্ধত ধূর্ত! যদি এখনই বস্ত্র না দাও, পরাক্রান্ত নৃপতি কংসের নিকট শীঘ্রই জানাব তোমার আচরণ।"

হে কৃষ্ণ! শীতকালে, শীতল যমুনাজলে শোভিত-দেহা, প্রবল কম্পান্বিতা চঞ্চল হরিণলোচনা সুন্দরীগণের উচ্চারিত রোষবশে কর্কশ-বর্ণযুক্তা, সক্রোধ রোদনময় ঐ ভয়ানক বাক্য শ্রবণ ক'রে, আরো অধিক মোহন হাস্যজ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বল বদনে, প্রেমাসক্তচিত্তে বলেছিলে তুমি,—হে অবলাগণ! যদি তোমরা যথার্থ বচনামৃতে সত্যই আগ্রহ-যুক্তা, তা' হ'লে নিকটে এসে এই কদম্বৃক্ষে হ'তে পতিত বসন ও পদক হারাদির সঙ্গে নিজেদের পরিচ্ছদ-সকল গ্রহণ কর প্রবল আনন্দ সহকারে, ত্যাগ কর, অসঙ্গত সঙ্কোচ,—তা' না হ'লে বস্ত্রাদি করব্‌না প্রত্যর্পণ। মহাবীর্য্যশালী রাজা কংস ক্রুদ্ধ হ'য়েও কি কর্‌তে পারে আমার?

স্পষ্টস্বরে এ'রূপ বিমল বচন উচ্চারণ ক'রে লীলাপদ্ম ঘূর্ণন সহকারে, সুধাকরের ন্যায় প্রফুল্লরূপে প্রকাশিত হ'য়ে, তারপর নিজে-দের হস্তদ্বারা গাত্রাচ্ছাদনকারিনী সেই হরিণলোচনাগণকে দর্শন ক'রে

আপন শিরঃ সঞ্চালন পূর্বক বলেছিলে তুমি, হে কামিনীগণ! অহো, প্রচুর আকাঙ্খানুসারে উলঙ্গভাবে যমুনানীরে স্নানহেতু পুণ্য হয়েছে ক্ষয়প্রাপ্ত, আর তোমাদের দ্বারা জলধীপ বরুণের হ'য়েছে অপমান; অতএব এই পাপ পরিহারের জন্য অধুনা যত্নপরায়ণা হ'য়ে, বিন্যস্ত কর উপর রক্তবর্ণ উত্তম কান্তিপূর্ণ করযুগল।"

এ প্রকার সুমধুর বচনে, চিত্তে বিভ্রম উৎপাদক আনন্দ অনুভব ক'রে, চঞ্চলরূপে লোচন বিক্ষেপকারিনী ও পৃথক পৃথক্ অঞ্জলিবন্ধন-যুক্তা গোপকন্যাগণের দ্বারা হয়েছিলে তুমি নমস্কৃত।

মোহন মূর্তি তুমি প্রণতা ব্রজললনাগণের হৃদয়ে কামভাব অর্পণ করে, তারপর দান করেছিলে সৌন্দর্য্য বর্ধনকারী পরিধেয় বসন ও আভরণসকল। গোপবালারা একে একে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন ক'রে তোমায় লাগ্‌লেন প্রণাম করতে; তাঁরা করছিলেন,—লজ্জাবনত-বদনে ইতঃস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ। মৃদুমধুর হাস্যমুখী, প্রিয়তমসঙ্গবিষয়ে নবানুরাগিণী, অধররাগসম্পন্না, সম্মুখে স্থিরভাবে অবস্থিতা, কাঞ্চীদাম শোভিতা, শীতের নিমিত্ত প্রবল কম্পবেগবশতঃ করাগ্রভাগের চঞ্চলতা-যুক্তা রমণীদের প্রতি প্রদান করেছিলে তুমি তাদের অভীষ্ট বর। তারপর বয়স্যগণে পরিবৃত হ'য়ে প্রেমিক প্রবররূপে মুরলীর সুমধুর নিনাদে গোপকুমারীদের উৎকণ্ঠা বর্ধন করে, দিয়েছিলে তাদের চিত্তে নবীন উন্মাদনা অতঃপর তুমি করেছিলে,—ব্রজবালাদের নিজ নিজ আলয়ে প্রেরণ। সে সময় তুমি কুসুম-স্তবক কর্ণদ্বয়ে পরিধান করে অপূর্বরূপে দীপ্তি পাচ্ছিলে আর সরলা গোপকন্যাদের বিমল ভাবরাজি মনে ক'রে হৃদয়ে অনুভব করছিলে—অসীম আনন্দ।

হে কেশিবিনাশন! হে জগৎশরণ্য! জয় হউক তোমার। তুমি কৃপা কর এ, মন্দভাগ্য অধমকে। প্রসন্নহৃদয়ে নিজজনগণের প্রতি

পরমপ্রীতি প্রকাশ ক'রে, নিয়ত প্রকট করুন সুখবিহার। হে অরুণধর! হে ভগবান্! কৃপা কোরো দুষ্টমতি, নির্দয় আমার প্রতি।

হে মুকুন্দ! যার অতি অল্পমাত্র প্রকাশরূপ নবীন অঙ্কুর মাত্র দ্বারা স্পৃষ্ট হলেও মহামুনিদের চিত্ত পর্য্যন্ত মোহ সুখ হ'তে হয় বিরত, সেই প্রেমরস কোন্ ব্যক্তি সাহস সহকারে সমর্থ হবে প্রার্থনা করতে? তথাপি এরূপ কৃপা কোরো, প্রতিজন্মে হউক আমার এই প্রেমলাভের আকাঙ্ক্ষা সুবর্দ্ধিত ॥ ২ ॥

—ইতি বস্ত্রহরণম্—

অথ রাসক্রীড়া

নমঃ শ্রীরাসরসিকায়

শারদশশধরবীক্ষণহৃষ্টঃ, পরমবিলাসালিভি-রভিমৃষ্টঃ
বল্লবরমণীমণ্ডলভাব, প্রোল্লাসককলমুরলীরাবঃ ॥ ১ ॥
অথ সকলাভির্মদবিকলাভি,-র্নিশি পরিভূয় স্বজনান্ ভূয়ঃ।
অবিরুবতীভির্নবযুবতীভি,-র্বিহিতোদ্দেশঃ সুন্দরবেশঃ ॥ ২ ॥
মিলিতমৃগাক্ষী-বাঞ্ছিতসাক্ষী,-কৃতপরিহাসঃ স্ফীতবিলাসঃ।
তদমলবাণীনিশিতকৃপাণী,-দলিতনিকারঃ কলিতবিকারঃ ॥৩॥
প্রমদোত্তরলিতবল্লবনারী,-মুখচুম্বনপরিরম্ভণকারী ।
উন্নতমনসাং সুদৃশাং মান,-প্রেক্ষণতঃ কলিতান্তর্দ্ধানঃ ॥ ৪ ॥
অনুকৃতচরিতঃ পুলিনে পরিত,-স্তরুষু চ পৃষ্টঃ ক্বাপি ন দৃষ্টঃ।
যুবতিচমূভিস্ত্বরিতমমূভি,-র্মুহুরনুগীতঃ কুতুকপরীতঃ ॥ ৫ ॥
কাকুভিরাভিঃ প্রার্থিতসঙ্গঃ, প্রকটিতমূর্ত্তির্ধৃতরতিরঙ্গঃ।
কিমপি নিগূঢ়রুষা পরিপৃষ্টঃ, কলিতোত্তরবিধিরলমুপবিষ্টঃ ॥৬
করুণাশীলঃ খণ্ডিতপীলঃ স্তবকিতলীলঃ কুবলয়নীলঃ।
ধৃতমৃদুহাসঃ প্রেমবিলাস,-স্ততনুবাসঃ কল্পিতরাসঃ ॥ ৭ ॥
অথ পরিকল্পিতমণ্ডলবন্ধঃ, কুসুমশরাসনবিভ্রমকন্ধঃ।
যুবতীযুগযুগসুভগস্কন্ধ,-ন্যস্তলসদ্ভুজদণ্ডদ্বন্দ্বঃ ॥ ৮ ॥
অলিপরিবীতে মারুতশীতে, বরসঙ্গীতে ভুবনাতীতে।
ভূষণতারধ্বনিপরিসার,-ক্রান্তবনান্তে শশিরুচিকান্তে ॥ ৯ ॥
মধ্যগমধ্যগমধুপবিরাজি,-স্ফুটচম্পকততিবিভ্রমভাজি।
রাসে কৃতরুচিরন্তস্থায়ী, বেণুমুখাধরপল্লবদায়ী ॥ ১০ ॥

স্তম্ভিতরাকাপতিরবিকারা,-নপি সুরদারান্মদয়ন্নারাৎ।
কুতুকাকৃষ্টৈশ্চিরমভিবৃষ্টৈঃ, সপদি বিলূনৈঃ সুরতরুসূনৈঃ ॥১১॥
অথ কল্লীকৃতরজনিবিহারী, খস্থসুরাসুরবিস্ময়কারী।
নিজনিজনিকটস্থিতিবিজ্ঞান,-প্রমুদিতরমণীকৃতসম্মানঃ ॥১২॥
নিজদৃগভঙ্গীক্ষুভিতকুরঙ্গী-নয়নামণ্ডলগুরুকুচসঙ্গী।
কেলিবিলোলঃ প্রচলনিচোলঃ, স্বেদজলাঙ্কুরচারুকপোলঃ ॥১৩
কুমুদযুতায়াং তরণিসুতায়াং, সলিলবিনোদপ্রবলিতমোদঃ।
যুবতিনিকায়প্রোক্ষিতকায়ঃ, শিথিলিতমালঃ পুলককরালঃ
॥ ১৪ ॥

অথ বনমালী বরবিপিনালী,-কুঞ্জনিকেতনবীক্ষণশালী।
জয়তি বিহারী নিশি মণিহারী, ব্রজতরুণীগণমানসহারী ॥১৫
নতজনবন্ধো! জয় রসসিন্ধো! বদনোল্লসিতশ্রমজলবিন্দো!
ত্বমখিলদেবাবলিকৃতসেবা—সন্ততিরধমা বয়মিহ কে বা ॥ ১৬
জয় জয় কুণ্ডলযুগরুচিমণ্ডল,-বৃতগণ্ডস্থল! দমিতাখণ্ডল!
ধৃতগোবর্দ্ধন! গোকুলবর্দ্ধন! দেহি রতিং মে ত্বয়ি মুরমর্দ্দন!
॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শ্রীকৃষ্ণ! একদা শারদ পূর্ণচন্দ্রদর্শনে পরমহৃষ্ট ও অতুল বিলাসরাজির দ্বারা বিভূষিত হ'য়ে রত হ'লে তুমি ভাবোল্লাস-কারী সুমধুর মুরলী বাদনে ॥ ১ ॥

তারপর যৌবনমদবিহ্বলা নবীনা ব্রজযুবতীগণ মুরলীর কলধ্বনি শুনে ব্যাকুল হয়ে নিশীথকালে নিজ নিজ আত্মীয় পরিজনদিগকে পরিত্যাগ ক'রে, সুশোভন বেশধারী তোমাকে করেছিলেন বনে বনে অন্বেষণ ॥ ২ ॥

পরে তাঁরা তোমার নিকট আগমন করিলে, তুমি প্রকাশ করেছিলে তাঁদের প্রতি নানা পরিহাসবচন ; করেছিলে তুমি মৃগলোচনাদের বাঞ্ছিত বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন। সে সময় তাঁদের বিমল বাণীরূপ তীক্ষ্ণ কৃপাণের দ্বারা তোমার শাঠ্য খণ্ডিত ও বিকার হ'য়েছিল বর্ধিত ॥ ৩ ॥

অনন্তর তুমি রত হয়েছিলে আনন্দচঞ্চলা বল্লব যুবতীদের বদনচুম্বন ও আলিঙ্গনদানে ; পশ্চাৎ সেই রূপসীগণের গর্বভাব দর্শনে হয়েছিলে তুমি সেখান থেকে অন্তর্হিত ॥ ৪ ॥

তারপরে গোপতরুণীগণ তোমার অদর্শনে ব্যাকুলা হ'য়ে, বৃন্দা-বিপিনের তরুলতাদের কাছে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, তোমারি বার্তা, কোথাও সন্ধান না পেয়ে অবশেষে যমুনা পুলিনে যেয়ে তাঁরা করেছিলেন তোমার লীলাদির অনুকরণ, আর আরম্ভ করেছিলেন,—সুস্বরে তোমারি অশেষ গুণাবলীর কীর্তন ॥ ৫ ॥

বিরহ বিকলা গোপরমণীগণ কাকুভরে, কাতর বচনে অনুক্ষণ প্রার্থনা করছিলেন,—তোমারই সুমধুর সঙ্গ ; অনন্তর ভুবনমনোমোহন সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথরূপে তুমি আবির্ভূত হয়েছিলে তাঁদের সম্মুখে। তাঁদের প্রদত্ত উত্তরীয় বসনে উপবেশন ক'রে, উত্তর দিয়েছিলে তুমি তাঁদের দ্বারা নিগূঢ় রোষভরে জিজ্ঞাসিত কোন কোন প্রশ্নের ॥ ৬ ॥

তারপর কুবলয়দলের মতো শ্যামকান্তি, করুণচিত্ত প্রেমময় তুমি প্রণয়বচনে গোপীদের মনোবেদন দূর ক'রে, সুমধুর হাস্যযুক্ত বদনে, অঙ্গ সৌরভ বিস্তার সহকারে এবং প্রেমবিলাসোচিত মোহন মূর্তিতে আচরণ করেছিলে পরম মনোহর রাসলীলার ॥ ৭ ॥

অনন্তর কন্দর্পবিলাসের মূল কারণস্বরূপ তুমি ব্রজগোপিকাগণকে

মণ্ডলাকারে বিন্যস্ত ক'রে, দুই দুই গোপীর স্কন্ধে অর্পণ করেছিলে আপন সুন্দর সুঠাম ভুজযুগল ॥ ৮ ॥

ভ্রমরগণের সুমধুর গুঞ্জনে, সুশীতল সমীরণের মৃদুমন্দ সঞ্চালনে, শারদ পৌর্ণমাসীর অমল কিরণে, গোপিকাগণের মধুর সঙ্গীতে ও তাঁদের কাঞ্চী মঞ্জীরাদির ধ্বনিতে সমস্ত বন প্রদেশ পরিপূর্ণ হয়েছিল অলৌকিক ভাবের হিল্লোলে ॥ ৯ ॥

দুই দুই চম্পকপুষ্পের মধ্যবর্তী ভ্রমরের মতো নিজের কায়ব্যূহ বিস্তার করে মহারাসের মানসে শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে গোপিকা মণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত তুমি বংশীরবে প্রকাশ কর্ছিলে, —নিজ অভিলাষ-রাজি ॥ ১০ ॥

তৎকালে অতি মনোরম এই লীলাদর্শনে রাকাপতি হয়েছিলেন স্তম্ভিত ; অমরাঙ্গনাগণ সর্বদা বিকার-বিহিনা হ'লেও দূর হ'তেই এই লীলাদর্শনে তাঁরা হয়েছিলেন কামবিহ্বলা। কল্পতরুর কুসুমরাজি চয়ন করে তাঁরা বর্ষণ কর্তে লাগলেন তোমার উপর ॥ ১১ ॥

রাসরজনীকে করেছিলে তুমি ব্রহ্মার রাত্রির ন্যায় চিরস্থায়িনী। রাসবিহারের দ্বারা আকাশে অবস্থিত সুরাসুরগণকে তুমি করেছিলে মহাবিস্ময়ে অভিভূত। সে সময় ব্রজবধূগণ প্রত্যেকেই তোমাকে নিজের নিকটে বিরাজমান দেখে সানন্দে করেছিলেন তোমারি সম্মান ॥ ১২ ॥

সেই রাসক্রীড়াকালে তুমি আপন লোচনভঙ্গীর দ্বারা সুন্দরীগণকে উন্মাদিত ক'রে, তাঁদের উন্নত কুচমণ্ডলে করেছিলে আলিঙ্গন। কন্দর্পক্রীড়ায় চঞ্চলতাবশতঃ স্খলিত হয়েছিল তোমার অঙ্গের আবরণ, ঘর্মনীর সংযোগে সুশোভিত হয়েছিল গণ্ডযুগল ॥ ১৩ ॥

রাসক্রীড়াবসানে কুমুদকুসুম শোভিতা যমুনায় সলিলক্রীড়ায়

হয়েছিল তোমার মনে প্রচুর আনন্দানুভব। সে সময় ব্রজযুবতীরা তোমার শ্যাম-অঙ্গে প্রচুর জলসেচন করার ফলে কণ্ঠমালিকা শিথিল ও সর্বাঙ্গ হয়েছিল পুলকপূর্ণ ॥ ১৪ ॥

অনন্তর গোপসুন্দরীগণের মনোমোহন তুমি মণিময় হার ও বন-মালায় বিভূষিত হ'য়ে, রজনীতে বিহারযোগ্য মনোহর বন মধ্যবর্তী কুঞ্জনিকেতনের অন্বেষণ করে হয়েছিল অনবদ্য জয়যুক্ত ॥ ১৫ ॥

হে প্রণতজনবন্ধো! হে রসসাগর! জয় হউক, জয় হউক তোমারি। রাসক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত তোমার বদনমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘর্মবারির কী অপূর্ব শোভা! নিখিল দেবগণ তোমারই আরাধনায় প্রবৃত্ত, সেবাবিষয়ে অত্যন্ত হীন—আমরা কি প্রকারে যোগ্য হতে পারি তোমার সেবাবিষয়ে, আমরা অতি অধম ॥ ১৬ ॥

হে মুরমর্দন! হে গোবর্ধন-ধারক! হে ইন্দ্রদমন! হে গোকুল পালক! পুনঃ পুনঃ জয় হউক তোমার। কর্ণকুণ্ডলের প্রভায় তোমার গণ্ডস্থল ধারণ করেছে অপূর্ব সুষমা। গোবর্ধন গিরি ধারণের দ্বারা ইন্দ্রের গর্ব খর্ব ও গোকুলের শ্রী করেছ পরিবর্ধিত। এ অধম জন প্রার্থনা কর্‌ছে তোমার প্রতিই একান্ত আসক্তি ॥ ১৭ ॥

॥ ইতি রাসক্রীড়া ॥

অথ স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা

শ্রীরাধাবল্লভায় নমঃ।

শ্যামলসুন্দরসৌহৃদবদ্ধা, কামিততৎপদসঙ্গতিরদ্ধা।
ধৈর্য্যমসৌ স্মরবর্ধিতরাধা, প্রাপ ন মন্দিরকর্ম্মণি রাধা ॥১॥
তং কমলেক্ষণমীক্ষিতুকামা, সা চ্ছলতঃ স্বয়মুজ্ঝিতধামা।
যামুনরোধসি চারু চরন্তী, দূরমবিন্দত সুন্দরদন্তী ॥ ২ ॥

[দোধকম্]

বঙ্গানুবাদ—একদা শ্রীকৃষ্ণপদাভিলাষিণী শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্বাদনে কন্দর্পজনিত বেদনায় অধীর হইয়া নিজগৃহ-কার্য্যদ্বারাও চিত্তকে সুস্থ রাখিতে পারিলেন না ॥ ১ ॥

অনন্তর সেই কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে ব্যগ্র হইয়া সূর্য্য পূজার কুসুমচয়নচ্ছলে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিলেন ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—
শ্যাম-পদ—সঙ্গমে, অভিলাষবতী।
পীরিতি-বন্ধনে, অবদ্ধা শ্রীমতী ॥
হইয়া বিবশা, মদন-পীড়নে।
ধৈরযবিহীনা,—গৃহের করমে ॥ ১ ॥
তারপর সেই সুন্দর দশনা।
কুসুম-চয়ন, করিয়া ছলনা ॥
কমল নয়ন কৃষ্ণ দরশনে।
নিজ ধাম ত্যজি' বেয়াকুল মনে ॥
চারুবিচরণে যমুনার তীরে।
শেষে উপনীতা, হৈলা বহু দূরে ॥ ২ ॥

প্রাপ্যোদারাং পরিমলধারাং, কংসারাতেরুদয়তি বাতে।
সেয়ং মত্তা দিশি দিশি যত্তা, দৃষ্টিং কত্রামকিরদনত্রা ॥৩॥
ভৃঙ্গীবেয়ং তমপরিমেয়ং, মুগ্ধা গন্ধং হৃদি কৃতবন্ধম্।
ব্যগ্রপ্রায়া পুলকিতকায়া, প্রেমোদ্‌ভ্রান্তা দ্রুতমভিযাতা ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ—তথায় পবন প্রেরিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌরভ আঘ্রাণে মত্ত ও সচকিত হইয়া সোৎকণ্ঠভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধিকা মধুমত্ত-ভ্রমরীর ন্যায় সেইঅ পরিমেয় কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধে মুগ্ধ ও উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত ও পুলকিত তনু হইয়া অচিরাৎ গন্ধানুসারে সেই দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪

পদ্যানুবাদ— সেথা বায়ুরাশি করিছে বহন।
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ পরম উত্তম ॥
শ্রীরাধিকা তাহা অনুভব ক'রে।
উন্মাদিত চিতে যতনের ভরে ॥
চারুভাবে নিজ গ্রীবা উত্তোলনে।
চৌপাশে নেহারে মনোজ্ঞ নয়নে ॥ ৩ ॥
অপরিমেয় সে' কৃষ্ণাঙ্গ-সুবাসে।
ভ্রমরীর মতো আকুল তিয়াসে ॥
প্রণয় উদ্‌ভ্রান্তা মুগ্ধা শ্রীমতী।
উদ্বিগ্ন মানসে আগ্রহেতে অতি ॥
পুলকিতকায়ে গন্ধ-অনুসারে।
ধাইলা সেদিকে ত্বরা সহকারে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণমবেক্ষ্য ততঃ পরিতুষ্টা, পুষ্পগণাহ্ৃতিকৈতবজুষ্টা।
মন্থরপাদসরোরুহপাতা, কুঞ্জকুটীরতটীমুপযাতা ॥ ৫ ॥
সা পৃথুবেপথুদোলিতহস্তা প্রেমসমুত্থিতভাববিহস্তা।
ফুল্লমহীরুহমণ্ডলকান্তে, তত্র পুরঃ প্রসসার বনান্তে ॥ ৬ ॥

[দোধকমেব]

মাধবস্তাং তদালোকয়ন্ রাধিকাং, বল্লবীবর্গতঃ সদ্‌গুণে-
নাধিকাম্।
কেয়মুদ্বাধতে মদ্বনং রাগত,-স্তূর্ণামিত্যুল্লপন্ ফুল্লধীরাগতঃ ॥৭

বঙ্গানুবাদ--অনন্তর শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া পুষ্পচয়নচ্ছলে মৃদু মৃদু পদসঞ্চালনপূর্বক নিকুঞ্জবনের দিকে আগমন করিলেন ॥ ৫ ॥

প্রফুল্লিত তরুলতায় আকীর্ণ নিকুঞ্জবন প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ দর্শনে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হেতু কম্পিত হস্ত ও হর্ষগদ্গদাদিভাবে অধৈর্য্য হইলেন ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ-- তারপর কৃষ্ণে হেরি' পরিতুষ্ট মনে।
কুসুম-চয়ন-ছলে, আবেশের সনে ॥
চরণ-কমল করি' মৃদুসঞ্চালন।
কুঞ্জকুটীরের কাছে কৈলা আগমন ॥ ৫ ॥
কুঞ্জতরু সুশোভিত বনানীর কাছে।
শ্রীমতী যাইয়া দেখে কান্ত সেথা আছে ॥
প্রেমোত্থিত ভাবচয়ে মহা ব্যাকুলিতা।
করযুগ থর থর, হৈলা বিকম্পিতা ॥ ৬ ॥

ভালবিদ্যোতিতস্ফীতগোরোচনং
পার্শ্বতঃ প্রেক্ষ্য তং বিভ্রমল্লোচনম্।
সা পটেনাবৃতা কৈতবাদ্ভামিনী, বক্রিতভ্রূরভূদ্ দূরভূগামিনী ॥৮

[স্রগ্বিণী]

বঙ্গানুবাদ—ব্রজরমণীর শিরোমণি শ্রীরাধিকা পুষ্পচয়ন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন কে তুমি? আপন ইচ্ছায় আমার নিকুঞ্জবনের উপদ্রব করিতেছ, এই কথা বলিতে বলিতে আনন্দ মনে শ্রীরাধিকার উপস্থিত হইলেন ॥ ৭ ॥

সুন্দর গোরোচনায় বিভূষিত ললাট, চপল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পার্শ্বে দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকা ভ্রূভঙ্গীপূর্বক কহিলেন আমি সূর্য্য-পূজার নিমিত্ত কুসুম-চয়ন করিতেছি, তুমি এ সময়ে কেন বিরক্ত করিতেছ, এই বলিয়া সর্বাঙ্গ আবরণপূর্বক অন্য স্থানের কুসুম চয়নছলে কিছুদূরে গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—

মাধব তখন হেরিলা রাধিকা।
গোপীশিরোমণি সদ্গুণে অধিকা ॥
'কে মোর কাননে করে উৎপীড়ন'?
কহিতে কহিতে কৈতব বচন ॥
অনুরাগবশে হ'য়ে আনন্দিত।
শ্রীরাধাসমীপে আইলা ত্বরিত ॥ ৭ ॥
তিলক শোভিত ললাট সুন্দর।
চপললোচন কৃষ্ণে মনোহর ॥
হেরি' পার্শ্বদেশে শ্রীরাধিকা রাণী।
বসনে আবরি' তনুলতাখানি ॥
ভ্রূভঙ্গীর সনে কৈতব বচন।
শ্রীকৃষ্ণেরে তিনি কহিলা তখন ॥
ভানুপূজাতরে কুসুম-চয়ন।
কেন হে বিরক্ত করিছ এখন?"
বলি কিছু দূরে করিলা গমন ॥ ৮ ॥

লীলোদ্ভ্রান্তং মুহুরথ নুদতী, নেত্রদ্বন্দ্বং দিশি দিশি সুদতী।
বীক্ষাঞ্চক্রে দলভরাবিকটাং, মল্লীবল্লীং তটভুবি নিকটাম্ ॥৯॥
তামুন্মীলদ্ভ্রমরবিলসিতাং, লব্ধ্বা পুষ্পৈরুপরি কিলসিতাম্।
লীনেবাভুদ্বিকসিতমদনা, তস্যাঃ প্রান্তে সরসিজবদনা ॥১০॥

ভ্রমরবিলসিতা।

অঞ্জসা ব্যাহরৎ কঞ্জসারেক্ষণ,-স্তামসৌ স্রগ্বিণীং দাম-সৌরভ্যভাক্।
মাধুরীমুদ্গিরন্ সাধুরীত্যুজ্জ্বলাং, নূতনানন্দদাং পূতনামর্দ্দনঃ ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীরাধিকা চপল নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অনতি দূরে যমুনাতটে নিবিড় পত্র সুশোভিত মল্লিকা-বল্লী দর্শন করিলেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর সরোজবদনা শ্রীরাধা কন্দর্প প্রভাবে উল্লসিত হইয়া ভ্রমরমালায় আকীর্ণ ও অশেষ কুসুম-শোভিত সেই মল্লিকা বৃক্ষের অন্তরালে যেন লুক্কায়িত প্রায় হইলেন ॥ ১০ ॥

পদ্যানুবাদ—

লীলা-চপলিত সুন্দর নয়ন।
চতুর্দিকে সুখে করি' সঞ্চালন ॥
অদূরেই তীরে, হেরিলা সুন্দরী।
পল্লব সমৃদ্ধা মল্লিকা বল্লরী ॥ ৯ ॥

লতার উপরে শুভ্র বহু ফুল।
করিছে বিহার মুগ্ধ অলিকুল ॥
পেয়ে সে' লতিকা, মাধব দয়িতা।
মদন প্রভাবে হৈয়া উল্লসিতা ॥
লীলারঙ্গময়ী পদ্মমুখী ধনি।
লতা-অন্তরালে লুকা'ল অমনি ॥ ১০ ॥

**ভঙ্গুরানঙ্কুরান্নির্দ্দয়ং ছিন্দতী, বীরুধঃ কোমলোদ্ভেদিনীর্ভিন্দতী।
আঃ কথং লুণ্ঠসি ত্বং মৃগাঙ্কাননে, পুষ্পরাজীমসৌ হন্ত মৎ-
কাননে ? ॥১২॥** স্রগ্বিণোব।

বঙ্গানুবাদ—পূতনামর্দ্দন পুণ্ডরীকনয়ন আনন্দ মনে তথায় উপস্থিত হইয়া মাধুর্য্যভাব প্রকাশপূর্বক কুসুম-মালাধারিনী সৎ-স্বভাবা শ্রীরাধিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ॥ ১১ ॥

হে চন্দ্রবদনে! আমার উদ্যানে আসিয়া ফুল তুলিতেছ কেন? নির্দ্দয়রূপে আমার উদ্যানস্থ বৃক্ষের অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া কোমল কোমল লতা সকল উন্মূলিত করিলে, কি জন্যে এত উপদ্রব করিতেছ? ॥১২॥

পদ্যানুবাদ—

মঞ্জুল-বনমাল-সৌরভশালী।
কমল লোচন কানু মনোহারী॥
করিয়া প্রকাশ মাধুরী আপন।
আনন্দে তথায় করি' আগমন॥
কণ্ঠে কুসুম মালিকা ধারিনী।
নিত্য নূতন আনন্দদায়িনী॥
সাধুরীতি যুতা, প্রেয়সী রাধারে।
কহিলেন বাণী ভঙ্গি সহকারে॥ ১১॥
শোন ওগো প্রিয়ে শশাঙ্ক বদনে!
আসিয়াছ কেন কুসুম লুণ্ঠনে॥
ভঙ্গুর অঙ্কুর নেশেছ সকল।
ভেঙ্গেছ সকল লতা সুকোমল॥
কি হেতু করিছ এত উপদ্রব?
এ কানন মোর, জানা নাই তব॥১২॥

**সদাত্র চিনুমঃ প্রসূনমজনে, বয়ং হি নিরতাঃ সুরাভিভজনে।
ন কোঽপি কুরুতে নিষেধরচনং, কিমদ্য তনুষে প্রগল্ভ-
বচনম্? ॥১৩॥**

**প্রসীদ কুসুমং বিচিত্য সরসা, প্রযামি সরসীরুহাক্ষ! তরসা।
ক্রিয়াদ্য মহতী মমাস্তি ভবনে, বিলম্বমধিকং তনুস্ব ন বনে॥
॥১৪॥** জলোদ্ধতগতিঃ।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীমতী কহিলেন আমরা প্রত্যহ দেব-পূজার নিমিত্ত এই নির্জ্জন বনে পুষ্পচয়ন করিয়া থাকি, কৈ, এতদিন কেহই তো আমাদিগকে নিষেধ করে না, অদ্য তুমি কেন উগ্র হইয়া আমাদিগকে রূঢ় কথা বলিতেছ? ॥১৩॥

হে সরোজনয়ন! অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও, ক্ষমা কর। আমি তোমার মত রুক্ষ কথা বলিতে জানি না, অদ্য আমার ভবনে একটি বৃহৎ কার্য্য আছে, তদনুরোধে পুষ্পচয়ন করিয়া আমাকে শীঘ্রই বাটি যাইতে হইবে, অতএব কথাবার্ত্তায় অধিক বিলম্ব বা আমার কার্য্য ক্ষতি করিও না॥ ১৪॥

পদ্যানুবাদ— কহিলেন রাই দেবতা পূজনে!
রত হ'য়ে মোরা হেথা নিরজনে॥
করি প্রতিদিন প্রসুন-চয়ন।
কেহত বলেনি নিষেধ বচন॥
তবে কেন আজি রূঢ়ভাবে হায়!
প্রগল্ভবাণী কহিছ আমায়? ॥ ১৩॥

নিযুক্তঃ ক্ষিতীন্দ্রেণ তেনাস্মি কামং, বনং পালয়ামি
ক্রমেণাভিরামম্।
জনঃ শীর্ণমপ্যুদ্ধরেদ্‌যো দলার্দ্ধং, হরাম্যম্বরং তস্য বিত্তেন
সার্দ্ধম্॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ কন্দর্পকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ত্বদীয় এই রমণীয় উদ্যান আমি পালন করিতেছি। যদি কোন জন এই উদ্যানস্থ বৃক্ষের শীর্ণপত্র বা পত্রার্দ্ধ অপহরণ করে, তাহা হইলে আমি তাহার বস্ত্র অলঙ্কারাদি সর্বস্ব কাড়িয়া লই॥ ১৫॥

পদ্যানুবাদ— সুপ্রসন্ন হ'য়ে কমলনয়ন!
দাও হে করিতে কুসুমচয়ন॥
তোমার মতন রুক্ষ বচন।
জানি না কহিতে আমি হে কখন॥
আজিকে আমার ভবন মাঝারে।
মহতী ক্রিয়া যে হবে সাধিবারে॥
অধিক বিলম্ব ঘটায়োনা বনে।
ফিরে যাবো ত্বরা নিজ নিকেতনে॥ ১৪॥
কহিলেন শ্যাম—"নৃপতি মদন।
রমণীয় নিজ কুসুমের বন॥
যথাবিধানেতে করিতে পালন।
করেছে নিয়োগ আমারে গো॥
বৃক্ষ হ'তে যদি করে কোনজন।
শীর্ণপত্র কিংবা দলার্ধ হরণ॥
তা' হ'লে আমি তা'র বিত্তধন।
ফলাদি কাড়িয়া লই গো॥ ১৫॥

পরিজ্ঞাতমদ্য প্রসূনালিমেতাং,
লুনীষে ত্বমেবং প্রবালৈঃ সমেতাম্।
ধৃতাসৌ ময়া কাঞ্চনশ্রেণিগৌরি !
প্রবিষ্টাসি গেঁহং কথং পুষ্পচৌরি ? ১৬ ॥ ভুজঙ্গপ্রয়াতম্।
স পতিঃ পিশুনঃ কুপিতোঽপিশুনঃ, সদনে মুখরা জরতী মুখরা।
চতুরা গুরবো ভবিতা কুরবো, ব্যসনং পুরুষেশ্বর ! কিংকুরুষে ? ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কাঞ্চনগৌরি ! হে পুষ্পচৌরি ! আমি অদ্য জানিলাম তুমিই আমার উদ্যানের পুষ্প ও পত্র ছিন্ন করিয়া থাক, তোমায় ধরিয়াছি, তুমি কেমন করিয়া ঘরে যাইবে ॥ ১৬ ॥

শ্রীমতী কহিলেন, হে পুরুষেশ্বর ! দেখ আমার পতি সর্বদা আমার দোষানুসন্ধান করিয়া আমাকে বিশেষ যন্ত্রণা দেন, আর আমার মাতামহী অতিমুখরা ও রুক্ষভাষিণী, শ্বশ্রু প্রভৃতি গুরুজনেরাও আমার ছল গ্রহণ করেন, অতএব আমার প্রতি এরূপ উপদ্রব করিবেন না, এই নির্জনস্থানে কোনরূপে বিলম্ব হইলে তোমার ও আমার বড়ই নিন্দা হইবে ॥ ১৭ ॥

পদ্যানুবাদ— মোর উদ্যানের যত ফুলদল।
ছিন্ন তুমিই করগো সকল ॥
জানিনু আজিকে, কনক গৌরী।
ধরেছি তোমারে, কুসুমচৌরি ॥
(এবে) যাবে বা কেমনে গৃহে গো ॥ ১৬ ॥

জলজেক্ষণ! হে কুলজামবলাং, ন হি দুর্যশসা রচয়াধবলাম্।
তরসা বিরমৎকিরণং তরণিং, দিবি পশ্য ততস্ত্যজ মে সরণিম্ ॥১৮॥ তোটকম।

বঙ্গানুবাদ—হে জলজনয়ন! এই অবলা কুলবতীকে দুর্যশে কলঙ্কিত করিও না, ঐ দেখ সূর্য্য ক্রমেই অস্তমিত হইতেছেন, অতএব পথরোধ করিও না অদ্য আমাকে ছাড়িয়া দাও ॥১৮॥

পদ্যানুবাদ—কহিলা তখন বিনয়ে শ্রীমতী,—

"হে পুরুষেশ্বর! কি বলিব মোর,
মনে যতেক বেদনা।
পতি অতি খল, খোঁজে দোষ ছল,
দেয় সে সতত যাতনা ॥
দিদিমা মুখরা, বচনে সুখরা,
গুরুগণ সুচতুর।
গৃহে যেতে দেরী, কিছু যদি করি,
হবে নিন্দা সুপ্রচুর ॥
ছাড় ছাড় এই বিফল প্রয়াসে।
ত্বরিত গমনে চলিহে আবাসে ॥ ১৭ ॥
আমি যে অবলা কুলের কামিনী।
কোরো না অযথা কলঙ্কভাগিনী ॥
ঐ দেখ রবি অস্তাচলে যায়।
রুধিওনা পথ, ছাড়হে আমায় ॥
কমলনয়ন! আজিকে এখন,
ছাড়ি' দাও মোরে পথ হে ॥ ১৮ ॥

জানে তব কচপক্ষং, সন্তৃতবরমল্লিকালক্ষম্।
উরসি চ কঞ্চুকরাজং, ধ্রুবমর্ব্বুদমাধবীভাজম্॥ ১৯॥

এহি তব ক্ষণমাত্রং, বিচারয়মি ক্রমাদ্‌গাত্রম্।
তত্ত্বে কিল নির্ণীতে, প্রযাহি ভবনং তড়িতপীতে! ॥২০॥ আর্য্যা

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অয়ি বিদ্যুদ্‌গৌরী! তুমি অনঙ্গরাজের অনেক বস্তু হরণ করিয়াছ। আমার বোধ হইতেছে তোমার কবরী মধ্যে ও বক্ষঃস্থলস্থ কঞ্চুক মধ্যে অর্বুদ পরিমিত মাধবী কুসুম রহিয়াছে। তুমি আমার নিকটে আইস, তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, কত বস্তু লইয়াছ তাহা দেখাইয়া তবে ভবনে গমন কর ॥১৯॥২০॥

পদ্যানুবাদ—কহিলা কানাই, শুন ওগো রাই
তড়িত বরণী ধনি!
অনঙ্গরাজের প্রচুর সম্ভার,
হরিয়া লয়েছ জানি॥
অতি মনোহর, মল্লী বহুতর,
তব কেশ পাশে রাজে।
মাধবী-সুমন, রয় অগণন,
বুকের কাঁচুলী মাঝে॥ ১৯॥
অতএব ধনি! এস মোর কাছে।
করিব নির্ণয় কত বস্তু আছে॥
অন্বেষিব অঙ্গ শুধু ক্ষণকাল,
যাও তারপর গৃহে গো॥ ২০॥

ন মুধা মাধব ! রচয় বিবাদং, বিদধে তব মুহুরহমভিবাদম্।
গোকুলবসতৌ স্মরমিব মূর্ত্তং, ন কিমু ভবন্তং
জানে ধূর্ত্তম্ ? ॥ ২১ ॥
বেত্তি ন গোপী বৃন্দারামং, বৃন্দাবনমপি ভুবি কঃ কামম্ ?
অহমিহ তদিদং কিতব ! রসালং, কথমবচেষ্যে ন
কুসুমজালম্ ? ॥ পজ্‌ঝটিকা ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরাধা কহিলেন, হে মাধব ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি, তুমি আমার সহিত মিছামিছি কলহ করিও না। তুমি বলিতেছ আমি কন্দর্পের কিঙ্কর, এ তোমার কপটবাক্য, এই গোকুল মধ্যে তুমিই মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, ইহা কে না জানে ? ॥ ২১ ॥

হে ধূর্ত্ত ! তুমি ধূর্ত্ততা করিও না, ইহা সকলেই জানে যে বৃন্দা নামক আমাদের এক সখী আছে, তাহারই এই উদ্যান, এজন্য ইহার নাম বৃন্দাবন। এস্থানে কন্দর্পের কোন অধিকার নাই আমাদেরই সম্পূর্ণ অধিকার, সুতরাং আমরা এই রসময় বৃন্দাবনের ফুল তুলিব তোমার বারণ করিবার কি ক্ষমতা আছে ? ॥ ২২ ॥

পদ্যানুবাদ—"কহিলা রাধিকা—মাধব ! অযথা।
কোরোনা বিবাদ বাড়ায়োনা কথা ॥
বারংবার তোমা' করি নমস্কার।
কপটবচন এ'সব তোমার ॥
বলিছ নিজেরে কন্দর্প কিঙ্কর।
তুমিই গোকুলে মূর্ত্তিমান্ স্মর ॥
জানি না কি আমি ধূর্ত ! তোমায়।
কে না জানে ব্রজে লীলা তব হায় ॥ ২১ ॥

নেদমত্র কলসস্তনি ! শংস, ক্রোধনো নৃপতিরেষ নৃশংসঃ।
তেন হন্ত বিদিতে বনভঙ্গে, যৌবতং পততি ভীতি-তরঙ্গে
॥ ২৩ ॥

এ'জগতে কেবা অবগত ন'ন।
গোপিকাগণেরি এ'বৃন্দাকানন ॥
হে ধূর্ত ! কোরোনা শঠতা বিস্তার।
বৃন্দাবিপিনে মোদের অধিকার ॥
অতএব এই রসময় বনে।
কেন আসিব না কুসুম চয়নে ?
সরস-প্রসূন করিব চয়ন
কি ক্ষমতা তব করিতে বারণ ?" ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণ কহিলেন, হে কলসস্তনি। তুমি এস্থানে এরূপ কথা বলিও না। এই কন্দর্প অতি নৃশংস ও ক্রোধী, অতএব যুবতীজন-কর্তৃক এইরূপ নিজ কাননের অত্যাচার জানিতে পারিলে তিনি যুবতী-দিগকে মহাভীতিতরঙ্গে নিপাতিত করিবেন অর্থাৎ নিজ বাণদ্বারা মর্ম্ম ভেদ ও তদীয় ভৃত্য-আমাদ্বারা ওষ্ঠাধর খণ্ডনাদি উপদ্রব করিবেন ॥২৩॥

পদ্যানুবাদ— কানু কয় রাধে ! কলসস্তনি !
হেন কথা হেথা বোলোনা ধনি !
পরম নিঠুর নৃপতি কামে।
বনভঙ্গ হেতু যদি গো জানে ॥
অতি ভয়ঙ্কর রোষের সনে।
ফেলিবে ত্রাসেতে যুবতীগণে ॥২৩॥

তন্বি ! গেহগমনব্যবসায়ং, চেৎ করোষি শৃণু রম্যমুপায়ম্।
অত্র মত্তবহুষট্‌পদবীরে, লীলয়া প্রবিশ কুঞ্জকুটীরে ॥২৪॥

স্বাগতা ।

গোকুলে কুলবধূভিরর্চ্চিতা, শীলচন্দনরসেন চর্চ্চিতা ।
রাধিকাহমধিকারিতামতঃ, কিং করোষি ময়ি ধূর্ত্ত !

কামতঃ ? ॥২৫

বঙ্গানুবাদ—হে তন্বি ! যদি নিতান্তই গৃহ গমনে ব্যস্ত হইয়া থাক তবে এক সতুপায় বলি শ্রবণ কর। এ স্থানে মত্তভ্রমররূপ বহু সংখ্যক বীর পুরুষকর্তৃক প্রতিপালিত মদীয় কুঞ্জকুটীরে অনায়াসে প্রবেশ কর সেস্থানে কোন ভয় থাকিবে না ॥২৪॥

শ্রীরাধা কহিলেন, হে ধূর্ত ! আমার নাম রাধিকা, সচ্চরিত্রারূপ চন্দনানুলেপনে আমি অনুলিপ্ত অর্থাৎ এই গোকুল মধ্যে আমিই সৎস্বভাবা এজন্য গোকুলবাসি কুলবধূগণ আমাকেই সম্মান করিয়া থাকেন, অতএব তুমি আপন ইচ্ছামত কি করিতেছ ? আমাকে অধিকার করিয়া কি কলঙ্কিত করিবে ॥২৫॥

পদ্যানুবাদ—তন্বি ! নিতান্তই গৃহ গমনে ।
আসিয়াছে যদি ব্যস্ততা মনে ॥
তবে এক রম্য উপায় বলি ।
মধুমত্ত বীর ষট্‌পদাবলী ॥
কুঞ্জকুটীর মোর রক্ষা করে ।
প্রবিষ্ট হও সেথা লীলাভরে ॥২৪॥

নাঙ্কিণী ক্ষিপ কুরঙ্গি ! সর্ব্বতঃ, সাক্ষিণী ভব সখীভিরন্বিতা।
মাধবঃ কিল দুনোতি মামসৌ, সাধবঃ ! শৃণুত ভোঃ
শিখিস্ত্রিয়ঃ ! ২৬ ॥ রথোদ্ধতা।

তখন কৃষ্ণেরে বলিলা শ্রীমতী।
"রাধিকা" নামেই আমার খেয়াতি ॥
সংস্বভাবরূপ চন্দন রসে।
অনুলিপ্তা বলি' সন্মানের বশে ॥
গোকুলে আমায় কুলবধূগণ।
অতি সমাদরে করয়ে অর্চন ॥
হে ধূর্ত ! স্বেচ্ছায় করি' অধিকার।
দিতে চাও কি মোরে কলঙ্ক অপার ॥
অতএব হরে ! আমার উপরে, এইরূপ অনুচিত।
অশোভন আর, অযোগ্য ব্যাভার কর কেন প্রকাশিত ?
॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ—হে ধূর্ত ! তুমি পুনঃ পুনঃ আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিও না। হে হরিণীগণ ! তোমরা বন্ধুবান্ধবে মিলিত সর্বতোভাবে আমার সাক্ষী হও. হে সাধু-স্বভাব ময়ূরীগণ তোমরাও শ্রবণ কর, এই মাধব আমার প্রতি বড়ই উপদ্রব করিতেছেন ॥২৬॥

পদ্যানুবাদ—ধূর্ত ! বার বার, উপরে:আমার, কোরেনা কটাক্ষপাত।
হে সাধু-স্বভাবা, ময়ূরী সকল, কর কর কর্ণপাত ॥
হে কুরঙ্গীগণ ! লয়ে সখীজন হও এবে সাক্ষী মোর।
এই যে মাধব, আজি উপদ্রব, করিতেছে অতি ঘোর ॥২৬

ভ্রূলেখাং কিমরালাং ত্বং নির্ম্মাসি করালাং,

কিংবা পশ্যসি বামং সংরম্ভাদভিরামম্ ?

দিষ্ট্যা কাননলোলা হেলোৎফুল্লকপোলা,

বৃত্তা ত্বং হরিহস্তে ত্রাতান্যো ভুবি কস্তে ? ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে ! তুমি আমার প্রতি ভয়ানক ভ্রূভঙ্গী করিতেছ কেন ? আর সর্বজনপ্রিয় আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বক্রভাবেই বা কেন পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতেছ ? আবার পরমানন্দে কাননে আগমন ও হাবভাব প্রকাশক সুন্দর গণ্ডস্থল দর্শনে আমার প্রতি যে তোমার প্রীতি হইয়াছে, তাহাও অনুভব হইতেছে, যাহা হউক তুমি এক্ষণে হরি হস্তে পতিত হইয়াছে, পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে তোমাকে সিংহ হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবে ॥২৭॥

পদ্যানুবাদ—কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে ! কি হেতু এমন ।

বঙ্কিম, ভীষণ ভ্রূভঙ্গী রচন ?

কোপভরে তুমি মনোহর অতি

বাম দৃষ্টিপাতে রত মোর প্রতি ॥

ভাগ্যবশে বনে, পরম চঞ্চলা—

হেলা বশতঃই প্রফুল্লকপোলা—

তুমি পড়েছ যে হরি করতলে

কে রক্ষিবে আর, এই ভূমণ্ডলে ? ॥২৭॥

আরুহ্য দ্রুমবাটীং মুঞ্চেমাং পরিপাটীং,
গেহান্তস্তব সর্ব্বং জানে ভামিনি ! গর্ব্বম্।
নেদিষ্ঠঃ কিল ভূপঃ সোঽয়ং ভৈরবরূপ,-
স্তস্যাগ্রে চল বামে ! চোলীমর্পয় বামে ॥২৮॥ লোলা।

বঙ্গানুবাদ—হে ভামিনী ! তুমি বৃক্ষবাটিকায় আগমন করিয়াছ, অতএব এক্ষণে গৃহগমন প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর। হে সুন্দরি ! তুমি যে ললিতাদি সখীর বলে গর্ব করিতেছ ঐ ললিতা প্রভৃতিকে আমি বিশেষ জানি, তাহারা আপনগৃহে থাকিয়া বিক্রম করিতে পারে, এ স্থানে কি করিবে ? এক্ষণে সেই ভয়ানক কন্দর্প ভূপতি সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহার নিকট চল। যদি তাঁহার কাছে যাইতে ভয় হয়, তবে তোমার কঞ্চুক আমাকে অর্পণ কর, আমি সন্তুষ্ট থাকিলে কন্দর্প কোন যন্ত্রণা দিতে পারিবে না ॥ ২৮ ॥

পদ্যানুবাদ—গর্ব যত তব, অয়ি ভামিনি !
আপন গৃহেই, সব আমি জানি ॥
এবে ত্যজি' যত রোষ-পরিপাটি ।
এস গো সুন্দরি ! এই দ্রুমবাটি ॥
ভয়ঙ্করবপু কন্দর্পরাজ।
আছে নিকটেই কাননের মাঝ্ ॥
সম্মুখে তাঁহার করগো গমন।
নয়,—কর মোরে কঞ্চুক অর্পণ ॥
সুপ্রসন্ন যদি হয় মোর মন।
নাহি দিবে পীড়া ভূপতি মদন ॥ ২৮ ॥

ইতি বচনকদম্বৈস্তত্র নর্ম্মাবলম্বৈঃ,

স্খলদমলদুকূলাং প্রোল্লসদ্বাহুমূলাম্।

অবিশদপদবন্ধং গদ্গদোদ্গারনদ্ধং,

কিমপি কিমপি জল্পং কল্পয়ন্তীমনল্পম্ ॥ ২৯ ॥

স্মিতমুদিতকপোলাং নির্ম্মিতাপাঙ্গদোলাং,

বরযুবতিষু রাধাং প্রেমপূরাদগাধাম্।

সদনিতলতিকান্তর্যো নিনায়াতিকান্তঃ,

স হরিরলমভীষ্টপ্রাপণং মে কৃষীষ্ট ॥ ৩০ ॥ মালিনী।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার নর্ম্মগর্ভ বহুবিধ বাক্যশ্রবণে শ্রীরাধিকার পরিধেয় বসন ক্রমে স্খলিত হইলে বাহুমূল অর্থাৎ স্তনপ্রান্ত অনাবরণ হইল এবং তিনি গদ্গদস্বরে ও অস্পষ্টাক্ষরে তৎকালোচিত নিষেধ বাক্যে পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের মনঃ-প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

মন্দ মন্দ হাস্য শোভিত যাঁহার গণ্ডস্থল, যিনি চপলভাবে পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন ও যিনি অতিশয় প্রেমহেতু যাবতীয় রমণীর শিরোমণি, এবম্বিধ সেই শ্রীরাধিকাকে লতামণ্ডপরূপ নিজ গৃহে লইয়া যিনি নিজাভীষ্ট পরিপূর্ণ করিলেন সেই ভুবন মনোহর শ্রীকৃষ্ণ আমার অভীষ্ট পরিপূর্ণ করুন ॥ ৩০ ॥

পদ্যানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বিবিধ প্রকার।
নর্ম-রস বাণী শুনি' শ্রীমতী রাধার।
স্খলিত হইল ক্রমে অমল দুকূল।
হৈল প্রকাশিত তাঁর মঞ্জু বাহুমূল ॥
গদ্‌গদস্বরে আর অস্পষ্ট অক্ষরে।
নিষেধ বচন বহু, উচ্চারণ করে ॥
প্রকাশিয়া চারুভাবে বক্র প্রেমরীতি।
লাগিলা সাধিতে কান্ত মাধবের প্রীতি ॥ ২৯ ॥

মৃদু মন্দ হাস্যে যাঁর রম্য গণ্ডস্থল।
ইতি উতি ফিরিতেছে কটাক্ষ চঞ্চল॥
(সেই) বর যুবতি শিরোমণি, অগাধ প্রণয় খনি,
অতুলনা নিরুপমা প্রেয়সী রাধারে—
লতিকা সদনে ল'য়ে, অতিশয় হৃষ্ট হ'য়ে,
পূরণ করিলা যিনি অভীষ্ট আপন।
মনোহর সেই হরি, অপার করুণা করি,
আমার অভীষ্ট রাশি করুন পূরণ॥ ৩০॥

॥ ইতি স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা॥

অথ খণ্ডিতা

নমঃ শ্রীব্রজনাগরায়

অবজ্ঞায় ভর্ত্তুর্মহাঘোরদণ্ডং
গুরোর্ভাষিতঞ্চ ব্যতিক্রম্য চণ্ডম্।
নিষেধোদ্ধুরাং কিঙ্করীমাক্ষিপন্তী,
হরে! কৃষ্ণ! নাথেতি বালা জপন্তী॥ ১॥
রসন্মেঘজালে তড়িদ্ভিঃ করালে,
গলদ্বারিধারে তুরন্তান্ধকারে।
মিলদ্ভুরিদোষে সখি! মে প্রদোষে,
প্রয়াণায় লজ্জামনাদৃত্য সজ্জা॥ ২॥ যুগ্মকম্।

বঙ্গানুবাদ—বিপ্রলব্ধা শ্রীরাধিকার মন্দিরে প্রাতঃকালে অন্য নারী সম্ভোগ চিহ্নিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন দেখিয়া ললিতা সখী তাঁহাকে কহিতেছেন। মদীয় সখী শ্রীরাধিকা সঙ্কেতস্থানে যাইবার মানসে ভর্ত্তার ভয়ানক দণ্ডে অবজ্ঞা ও গুরুজনের সকোপ বাক্য উল্লঙ্ঘন এবং দাসীগণের নিষেধবচন অবহেলন করিয়া মনে মনে "হে হরে! হে কৃষ্ণ! এক্ষণে তুমিই আমার নাথ তুমিই একমাত্র সহায়" এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন॥ ১॥

ভয়ানক মেঘের গর্জন ও ভয়ানক বিদ্যুৎ প্রকাশ হইতেছে, চতুর্দ্দিকে মূষলধারে বৃষ্টি হইতেছে, ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন, এবম্বিধ বহুদোষাকীর্ণ প্রদোষ সময়ে লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক মদীয় সখী শ্রীরাধিকা সঙ্কেত স্থানে গমন-মানসে সজ্জিতা হইলেন॥ ২॥

অদূরোল্লসদ্ভল্লুকারব্ধযুদ্ধাং,
বলদ্দন্দশূকাবলীভোগরুদ্ধাম্।
সমন্তাদ্ধ্বনদ্ধায়সারাতিভীমাং,
রসোৎফুল্লমুল্লঙ্ঘ্য কান্তারসীমাম্ ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—অন্যা নারী-ভোগ-চিহ্ন করিয়া ধারণ,
প্রভাতে করিলে কুঞ্জ-গৃহে আগমন,
শ্রীকৃষ্ণকে কহিছেন, ললিতা সুন্দরী,—
"মোর প্রিয়সখী রাই, বয়সে কিশোরী,
নিজ পতির মহাঘোর দণ্ডের প্রতি,
অবজ্ঞা প্রদর্শন করি' আজি অতি,
গুরুজন সকলের কঠোর ভাষণ,
অনায়াসে সে' সব বাধা করিয়া লঙ্ঘন,—
নিষেধ-কারিনী গৃহ-কিঙ্করী নিচয়ে,
অবহেলা করি বড় ব্যাকুল হৃদয়ে,
"ওহে হরে! কৃষ্ণচন্দ্র! ওহে প্রাণেশ্বর!"
এইভাবে নাম তব গাহি' নিরন্তর,
নীরদ গর্জন পূর্ণ অতি ভয়ঙ্কর,
বিজলী ঝলকভরা, বৃষ্টির ভিতর,
নানাদোষ সঙ্কুল, দুরন্ত অন্ধকারে,
কুলবধূজনোচিত লজ্জা পরিহারে,
প্রদোষে সজ্জিতা হৈলা যেতে অভিসারে ॥ (১-২) ॥

বঙ্গানুবাদ---অনতিদূরে ভল্লুকগণের ভয়ানক সংগ্রাম, চঞ্চল ভুজঙ্গাবলীর শরীর ও ফণায় অরণ্য পথ অবরুদ্ধ ও পেচকগণ ভয়ানক শব্দ করিতেছে এই প্রকার দুর্গম অরণ্য পথ অনুরাগিনী হইয়া অতিক্রম করিলেন ॥ ৩ ॥

প্রবিশ্যানবদ্যং লতাগেহমধ্যং,
ধৃতৌৎসুক্যচক্রা নিসর্গাদবক্রা।
নখাগ্রপ্রলূনৈঃ সুগন্ধিপ্রসূনৈঃ,
পয়ঃফেনকল্পং ব্যধত্তেহ তল্পম্ ॥ ৪ ॥ যুগ্মকম্।

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর স্বভাবতঃ সরল প্রকৃতি শ্রীরাধিকা রমণীয় লতা-মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহার পর নাই আনন্দ অনুভব করিলেন। তদনন্তর স্বহস্তদ্বারা নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম চয়ন করিয়া দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যা প্রস্তুত করিলেন ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—তারপর শ্রীরাধিকা অনুরাগ ভরে,
কোন বাধা কোন ভয়, না গণি' অন্তরে,
চলিলেন যেই পথে, তাহারি কিনারে,
ভালুকেরা যুদ্ধারম্ভ করেছে সে' কালে।
ফণাযুক্ত বড় বড় সর্পের শরীর,—
পথরোধ করেছিল সেই বনানীর,
পেচকের ভীমরবে সতত মুখর,
পার হ'য়ে সে' কান্তার সীমা সুসত্বর,
প্রবেশিয়া মনোরম নিকুঞ্জ-ভবনে,
স্বহৃদয়ে গাঢ়তম ঔৎসুক্য ধারণে,
স্বভাব-সরলা সেই সুন্দরী শ্রীমতী,
নখ-অগ্রে ছিন্ন সুগন্ধি পুষ্পদলে, অতি,
শুভ্র দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যা সুকোমল,—
রচিলেন অনবদ্য যতনে প্রবল ॥ ৩-৪ ॥

প্রণীতেক্ষণেয়ং মুহুস্তে পদব্যাং,
দধানা মুকুন্দ ! স্পৃহাং নব্যনব্যাম্।
অলব্ধং ভতস্ত্বামবেত্যাতিখিন্না,
বভুব প্রসূনেষুবাণৈর্বিভিন্না ॥ ৫ ॥
সুকণ্ঠী শঠেয়ং ভজন্তী প্রজল্পং
মুহুর্ভাবয়ন্তী নিমেষং চ কল্পম্।
চকারাত্ত কুঞ্জে বতালব্ধকামে,
সখী জাগরং সম্ভ্রমাদেকিকা মে ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মুকুন্দ ! এই রাধিকা মনে মনে কত সাধ করিয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষায় পুনঃ পুনঃ তোমার পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তোমাকে অপ্রাপ্য জানিয়া কন্দর্পবাণে বিদ্ধ হওত অতিশয় খিন্ন হইলেন ॥ ৫ ॥

হে শঠ ! এই আমার সখী শ্রীরাধিকা ভ্রান্তিবশতঃ তোমার কপটস্নেহে বিশ্বস্ত হইয়া "কৃষ্ণ কেন কুঞ্জে আসিলেন না" ইহা ভাবিতে ভাবিতে নিমেষ কালকেও কল্পপরিমিত করিলেন, অনন্তর কুঞ্জে হতাশ হইয়া একাকিনী অন্ধকার যামিনী জাগরণপূর্বক অতিবাহিত করিলেন ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—হে মুকুন্দ ! পরে রাই তব আগমন,—
পথপানে বারংবার রাখিয়া নয়ন,
হৃদয়ে ধরিয়া নব নব অভিলাষে,
পাছে তোমা' না পাইয়া, পরম নৈরাশে,
হ'য়েছিলা ক্ষিন্নামতি, কন্দর্পের বাণ,
ক'রেছিল বিদ্ধ তাঁর সুকোমল প্রাণ ॥ ৫ ॥

অহো ভাগ্যমন্ত প্রপন্নোঽসি সন্ত,-স্ত্বমস্মিন্নগারে
যদারান্মুরারে।
সখীবৃন্দদৃষ্টির্ধৃতানন্দবৃষ্টি,-র্বভূবাত্তরঙ্গং বিলোক্যত্বদঙ্গম্ ॥ ৭ ॥

আহা শঠরাজ! কি বলিব আজ,
সুকণ্ঠী এ' সখী মোর ;
বিবিধ জল্পনা, করিয়া রচনা,
বরষি লোচন-লোর।
সময় নিমেষ, কল্প অশেষ,
ধারণা করিয়া মনে ;
দুঃখে একাকিনী, দীরঘ যামিনী
যাপিলা এ' কুঞ্জবনে ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মুরারে! আহা! অদ্য আমাদের কি ভাগ্যপ্রসন্ন হইয়াছে, যেহেতু তুমি অতিদূরদেশ হইতে অচিরাৎ আমাদের নিকুঞ্জে উপস্থিত হইলে। অলক্ত কুঙ্কুমাদি নানাবর্ণে বিভূষিত ত্বদীয় অঙ্গদর্শন করিয়া এই সমস্ত সখীগণের নয়ন হইতে অনবরত আনন্দাশ্রু ধারা বর্ষণ হইতেছে। (এই শ্লোকের ব্যঙ্গার্থদ্বারা ইহাই প্রতীতি হইল যে, তুমি আমাদের সপত্নী চন্দ্রাবলীর সঙ্গে সহবাস করিয়া সম্ভোগ-চিহ্ন ধারণপূর্বক আমাদিগকে কাঁদাইবার জন্য আসিয়াছ, সুতরাং অদ্য আমাদিগের বড়ই দুর্ভাগ্য) ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—অসময়ে আজি তুমি, ওহে শ্রীমুরারে!
উপনীত হয়েছে এ' নিকুঞ্জ আগারে!
ইহা যে মোদের অতি ভাগ্যের বিষয়,

দুকূলস্য লক্ষ্মীং সমন্তাদ্বিশালা,-
মসৌ বীক্ষ্য পীতস্য তে মল্লিমালা।
লুঠন্তী কুচোদ্ভাসিকাশ্মীরপঙ্কে,
নিজং পীতমঙ্গং চকারাদ্য শঙ্কে ॥ ৮ ॥
বিকীর্ণালকান্তঃ পরিশ্রান্তিকান্ত,-
স্তব ব্যক্ততন্দ্রঃ স্ফুরত্যাস্যচন্দ্রঃ।
কৃতানঙ্গযাগং বিভক্তাঙ্গরাগং,
নখাঙ্কালিপাত্রং তথেদঞ্চ গাত্রম্ ॥ ৯ ॥

কেলি বিলাসাঙ্কপূর্ণ তব অঙ্গচয়,—
প্রিয় সখীগণ এবে করি' দরশন,
আনন্দাশ্রু অবিরল করিছে বর্ষণ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—তোমার বক্ষঃস্থলাবলম্বিনী মল্লিকা মালা ভবদীয় পীত বসনের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়াই যেন চন্দ্রাবলীর কুচমণ্ডলস্থিত কুঙ্কুমপঙ্কে লুণ্ঠিত হইয়া অদ্য নিজ শরীর পীতবর্ণ করিয়াছে ॥ ৮ ॥

অলকাবলীর ছিন্নভিন্নতা ও পরিশ্রমবশতঃ অনৌৎসুক্য ভাব এবং জাগরণহেতু আলস্যভাব প্রকাশ হওয়ায় অদ্য তোমার বদন-চন্দ্র অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তদ্রূপ চন্দন কুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগ রচিত ও নখচিহ্ন ভূষিত গাত্রও যেন সদ্যঃ অনঙ্গ-যজ্ঞ করিয়াছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—তব বক্ষঃবিলম্বিত মল্লিফুল-মালা,
পীতবর্ণ বসনের পরম উজালা,
শোভা হেরি' ঈর্ষা বশে, রূপসী চন্দ্রার,

স্ফুরদ্বন্ধুজীবপ্রসূনাপ্তসঙ্গং,
পরিস্পর্দ্ধমানো বিলাসেন ভৃঙ্গম্।
মুদং কস্য বিম্বাধরস্তেন রক্তঃ,
করোত্যুজ্জ্বলাং কজ্জলেনাদ্য সক্তঃ? ॥ ১০ ॥

কুচ কুঙ্কুম পঙ্কোপরি লুঠি বারংবার,
সুপীত শোভন কান্তি করেছে ধারণ,
মোর মনে ঐ ধারণা পেতেছে আসন ॥ ৮ ॥
ইতস্তত: বিস্তারিত অলক-নিচয়,
শোভিতেছে কিবা, মুখচন্দ্রে অতিশয়;
সারানিশি জাগরণ-হেতু পরিশ্রমে;
তন্দ্রা বিরাজিছে ঐ কমল-নয়নে!
অনঙ্গ-যাগের করি' সুষ্ঠু অনুষ্ঠান,
অঙ্গরাগ সমুদয় হ'য়েছে যে ম্লান!
নখ-অঙ্কনিকরের আধার স্বরূপ,
দেহকান্তি আজি তব অতি অপরূপ!! ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—বিলাসবশতঃ কজ্জলশোভিত ত্বদীয় অরুণবর্ণ বিম্বাধর ভ্রমরসঙ্গী বন্ধুজীব (বাঁধুলি) কুসুমের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া কাহার না আনন্দ উৎপাদন করিতেছে ॥ ১০ ॥

পদ্যানুবাদ—স্বভাব আরক্ত চারু-বিম্বাধর তব,
সম্প্রতি কজ্জলরাগ লভি' অভিনব,
'বন্ধু-পুষ্প' সঙ্গপ্রাপ্ত রঙ্গী ভৃঙ্গবরে,
অবজ্ঞা করিয়া নিজ রূপ-গর্বভরে,—
কাহার বা চিত্তপুরী, পরমপ্রবল,—
আনন্দ-আবেগভরে না করে চঞ্চল? ॥ ১০ ॥

অলং দেবদিব্যেন জানে ভবন্তং,
সদা রাধিকায়ামতিপ্রেমবন্তম্।
অলিন্দাৎ কুরু ত্বং মমাধিপ্রভাতং,
দ্রুতং গোপকন্যাভুজঙ্গ! প্রয়াতম্॥ ১১॥
ইতি প্রেমগর্ব্বাং সমাকর্ণ্য সর্ব্বাং,
তদা রাধিকালীগিরং রত্নমালী।
হরিস্তোষভারং স বিন্দন্নপারং,
সদা মে মহিষ্ঠং বিধত্তামভীষ্টম্॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ—হে চন্দ্রাবলী-কামুক! তোমায় আর শপথ করিতে হইবে না! তুমি শ্রীরাধিকাকে বড়ই ভালবাস, তাহা আমি জানি। এক্ষণে শীঘ্র আমার প্রকোষ্ঠ হইতে গমন কর তাহা হইলে আমার মনের বেদনা দূর হইবে এবং সুখে নিদ্রা যাইব॥ ১১॥

যিনি ললিতার এইরূপ প্রেমগর্ভ ভৎসনা বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদ স্তুতি অপেক্ষাও অপার আনন্দ লাভ নেন সেই রত্নমালী শ্রীকৃষ্ণ আমার অভীষ্ট পূরণ করুন॥ ১২॥

পদ্যানুবাদ—লুব্ধ চন্দ্রাবলী সঙ্গ, হে গোপকন্যা-ভুজঙ্গ!
(এবে) শপথের নাহি প্রয়োজন;
তুমি মহাগুণবন্ত, অতিশয় প্রীতিবন্ত,
রাধা-প্রেমে বাঁধা অনুক্ষণ!
মোরা বিলক্ষণ জানি, সবই সত্য ব'লে মানি,
বলিও না বেশী কথা আর,
প্রভাত সময়ে আজ, যাও শীঘ্র শঠরাজ!
এ' অলিন্দ তাজিয়া আমার॥ ১১॥

রাধিকালি ললিতার, প্রেমগর্ভ চমৎকার,
শুনি' হেন রস-বাক্যাবলী,—
বেদ-স্তুতি হৈতে বেশী, অপূর্ব সন্তোষ রাশি,
লভিলা যে রত্নমালী হরি ;
সেই লীলা-রঙ্গী শ্যাম, করুণায় অবিরাম,
মানসের যতেক উত্তম ;
অভীষ্টের সম্পাদনে, রত হ'য়ে ব্রজ বনে,
ধন্য করুন এ' জীবন মম ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীভুজঙ্গপ্রয়াতং ছন্দঃ ॥

অথ শ্রীললিতোক্ততোটকাষ্টকম্

নয়নেরিত-মানসভূবিশিখঃ, শিরসি প্রচলপ্রচলাকশিখঃ।
মুরলীধ্বনিভিঃ সুরভীস্তরয়ন্, পশুপীবিরহব্যসনং
তিরয়ন্ ॥ ১ ॥

পরিতো জননীপরিতোষকরঃ, সখি! লম্পটয়ন্নখিলং
ভুবনম্।
তরুণীহৃদয়ং করুণী বিদধ,-ত্তরলং সরলে! করলম্বিগুণঃ ॥ ২ ॥

দিবসোপরমে পরমোল্লসিতঃ, কলশস্তনি! হে বিলস-
দ্ধসিতঃ।
অতসীকুসুমং বিহসন্মহসা, হরিণীকুলমাকুলয়ন্ সহসা ॥ ৩ ॥

প্রণয়িপ্রবণঃ সুভগশ্রবণ,-প্রচলন্মকরঃ সসখিপ্রকরঃ।
মদয়ন্নমরীভ্র্ময়ন্ ভ্রমরী,-মিলিতঃ কতিভিঃ শিখিনাং
ততিভিঃ ॥ ৪ ॥

অয়মুজ্জ্বলয়ন্ ব্রজভূসরণীং, রময়ন্ ক্রমণৈর্ম্মৃদুভির্ধরণীম্।
অজিরে মিলিতঃ কলিতপ্রমদে, হরিরুদ্বিজসে তদপি
প্রমদে ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি নয়ন ভঙ্গীচ্ছলে যেন কন্দর্পশর নিক্ষেপ করিতেছেন, চঞ্চল শিখিপুচ্ছ যাঁহার মস্তকে সুশোভিত, যিনি বংশীধ্বনি করিয়া গাভী চালনা করিতেছেন, যিনি গোপাঙ্গনাগণের বিরহ দুঃখ নিবারণ করিতেছেন ॥ ১ ॥

হে সখি! যিনি যশোদা প্রভৃতি জননীগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন, যিনি অখিল ভুবনের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন, যিনি যুবতীগণের চিত্ত চঞ্চল করিতেছেন, যিনি করুণাপরায়ণ, পশুবন্ধন রজ্জু যাঁহার হস্তে সুশোভিত ॥ ২ ॥

হে কলসস্তনি! যিনি দিবাবসানে তোমার দর্শন লালসায় পরম উল্লসিত হইয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছেন, যিনি কান্তিপ্রভাবে অতসী কুসুম (মসিনার ফুল)-কেও তিরস্কার করিতেছেন এবং যিনি বংশী-ধ্বনির প্রভাবে হরিণীগণকে আকুল করিতেছেন ॥ ৩ ॥

যিনি প্রণয়িজনের অধীন, যাঁহার রমণীয় শ্রবণযুগলে মকর কুণ্ডল সুশোভিত, যিনি বয়স্যগণে মিলিত হইয়া গোষ্ঠ হইতে আগমন করিতেছেন, যিনি দেবাঙ্গনাদিগেরও চিত্ত চঞ্চল করিতেছেন, যিনি শ্রীঅঙ্গের সৌরভে ভ্রমরীদিগকে মত্ত করিতেছেন এবং যিনি কতিপয় ময়ূরগণে মিলিত হইয়া আগমন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

হে শ্রীমতি! সেই এই শ্রীকৃষ্ণ মৃদু মৃদু পদ সঞ্চালন দ্বারা ব্রজের পথ উজ্জ্বল ও ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নদ্বারা পৃথিবীকে কৃতার্থ করিয়া এক্ষণে তোমার আনন্দময় প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তুমি কি জন্য এত উদ্বিগ্ন হইতেছ? ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—

চঞ্চল করিছে, যিনি অবিরাগ,
(পশু) বন্ধ-রজ্জু যাঁর, করে শোভমান,
যিনি দিবা অবসানে, মহা উল্লসিত প্রাণে,
মন্দহাস্য করিয়া বিস্তার।
অতুলন কান্তিভরে, অতসী-কুসুম বরে,
অবজ্ঞায় করি' তিরস্কার ॥

বদ মা পরুষং হৃদয়ে ন রুষং, রচয় ত্বমতশ্চল বিভ্রমতঃ।
উদিতে মিহিকাকিরণে ন হি কা, রভসাদয়ি তং
ভজতে দয়িতম্ ? ॥ ৬ ॥

সহসা হরিণীকুল, করেন সুবেয়াকুল,
শুনাইয়া বাঁশরী-সঙ্গীত।
শ্রুতিযুগে চঞ্চল, দিব্য-মকর-কুণ্ডল,
শোভিতেছে যাঁর সুললিত ॥
প্রণয়ী-প্রবণ, যাঁহার অন্তর। বিরাজেন যিনি সঙ্গে সহচর ॥
অমরী-নিকরে মদ-বিহ্বল। ভ্রমরী-নিচয়ে করি' চঞ্চল ॥
কতিপয় শিখি-শ্রেণীর সহিত। মহানন্দে যিনি, হইয়ে মিলিত ॥
ব্রজের সরণি, করিয়া উজল। মৃদু-পদ-পাতে রমিছে ভূতল ॥
এই সেই হরি, আনন্দময়, প্রাঙ্গনে তোমারি, হলেন উদয় ॥
উদ্বিগ্না তথাপি তুমি গো কেন ? নারি বুঝিবারে ব্যাভার হেন ॥ ১-৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—অয়ি রাধিকে ! তুমি হৃদয়ে ক্রোধ করিও না এবং ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরুষবাক্য বলিও না, ঈদৃশ গুণবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব তুমি বিলাসের নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন কর। এ প্রকার কোন রমণী আছে, যে চন্দ্রের উদয়ে ঈদৃশ গুণবান্ কান্তকে ভজনা না করিয়া থাকিতে পারে ? ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—পরুষ-বচন বোলো না, বোলো না
হৃদয়ে কোরো না রোষের-রচনা।
এসেছেন কাছে গুণনিধি হরি,
বিলাস কারণে যাও কিশোরি ॥

কলয় ত্বরয়া বিলসৎসিচয়ঃ, প্রসরত্যভিতো যুবতীনিচয়ঃ। নিদধাতি হরির্নয়নং সরণৌ, তব বিক্ষিপ সপ্রণয়ং চরণৌ ॥ ৭ ॥

উদিত হইলে বিধু সুশীতল,
হৃদয়-আবেগে হইয়ে বিভল,
কোন্ রমণী বা, না ভজে দয়িতে,
কে শুনেছে কোথা, এমন চরিতে? ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে সখি! ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণদর্শন লালসায় ব্যগ্র হইয়া সুচিত্র বস্ত্র পরিধানপূর্বক যুবতীগণ চতুর্দিক্ হইতে আগমন করিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল তোমার পথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন অতএব তুমি প্রীতিসহকারে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত গমন কর ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ- দেখগো, মনোজ্ঞ-বসনধারিনী,
ব্রজের যতেক যুবতী কামিনী,
হরষিত প্রাণে হয় অগ্রসর,
হরির চৌদিকে ত্বরায় সুন্দর ॥
কিন্তু শ্রীহরি যে, তব পথ-পানে।
আছেন চাহিয়া, তৃষিত-নয়ানে ॥
অতএব সখি! প্রীতি সহকারে,
চালাও চরণ,—ভেটিতে তাঁহারে ॥ ৭ ॥

ইতি তামুপদিশ্য তদা স্বসখীং, ললিতা কিল মানিতয়া
বিমুখীম্।
অনয়ৎ প্রসভাদিব যং জবতঃ, কুরুতাৎ স হরির্ভবিকং
ভবতঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—ললিতা অভিমানবশতঃ বিমুখী নিজসখী শ্রীরাধিকাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া অতিশীঘ্র যাঁহাকে শ্রীমতীর সহিত মিলিত করিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তোমার মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—শ্রীললিতা শশিমুখী, মানহেতু বিমুখী,
নিজ সখী শ্রীমতী রাধারে ;—
দান করি' সবিশেষ এইরূপ উপদেশ,
অবশেষে বল সহকারে।
আনি' রাইরে সত্বরে, যাঁর পাশে প্রেমভরে,
সম্পাদিলা মিলন মধুর,—
সেই হরি আপনার, পরমমঙ্গল-সার,
বিধান করুন সুপ্রচুর ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীললিতোক্তোতোটকাষ্টকম্

অথ চিত্রকবিত্বানি

তত্র দ্ব্যক্ষরাণি

রসাসারস্সুসারোরুরস্সুরারিঃ সসার সঃ।
সংসারাসিরসৌ রাসে সুরিরংসুঃ সসারসঃ ॥ ১ ॥
চর্চ্চোরুরোচিরুচ্চোরা রুচিরোঽহরং চরাচরে
চৌরাচারোঽচিরাচ্চীরং রুচা চারুরচুচুরৎ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি শৃঙ্গারাদি সমস্ত রসের আশ্রয়, যাঁহার উরুযুগল অতিসুন্দর, বিলাসের নিমিত্ত লীলাকমল যাঁহার হস্তে সুশোভিত, যিনি সংসার বৃক্ষের খড়্গ, সেই অসুরারি শ্রীহরি রিরংসু হইয়া রাসমণ্ডলে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

চন্দনাদি অনুলেপনদ্বারা যাঁহার অপূর্ব কান্তি হইয়াছে, যাঁহার বক্ষঃস্থল অতি বিশাল এবং চরাচরে যাঁহার তুল্য আর পরম সুন্দর নাই, চৌরাচার অর্থাৎ ভক্তগণের আনন্দবর্ধনের নিমিত্ত তাদৃশ ক্রীড়াপরায়ণ পরম রূপবান্ সেই শ্রীকৃষ্ণ গোপবধূদিগের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গারাদি আর।
নানা রসধারা যিনি বর্ষে অনিবার ॥
মনোহর যাঁর উরুযুগল,
ধরেন করে লীলাকমল,
ভক্তের-অবিদ্যাবন্ধ-ছেদন কারণে,—
খড়্গ-স্বরূপ যিনি, খ্যাত ত্রিভুবনে ॥

ধরে ধরাধরধরং ধারাধরধুরারুধম্‌ ।
ধীরধীরাররাধাধিরোধং রাধা ধুরংধরম্‌ ॥ ৩ ॥

অসুরারি সেই রঙ্গীহরি,
লীলাবিশেষে উৎসুকা ধরি,
রাসক্ষেত্রে কৈলেন গমন।
বাঞ্ছা মনে বিলাস রমণ ॥ ১ ॥
চন্দনাদি করি' লেপন।
শোভা যাঁহার অতি উত্তম ॥
যাঁর সমুন্নত বক্ষঃস্থল।
চরাচরে মহা মনোহর ॥
যিনি চৌরলীলা পরায়ণ।
দেহের কান্তি চারুতম ॥
সেই অপূর্ব রসিক হরি।
গোপীদের চীর লৈলা হরি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্র প্রেরিত মেঘগণ সম্পাদিত উপদ্রবের বিনাশকারী গোবর্দ্ধন পর্বতে গোপগোপীগণের মানসিক ব্যথা দূরীকরণে পটু, পূজনীয় গোবর্দ্ধনধারি শ্রীকৃষ্ণকে স্থিরমতি শ্রীরাধিকা আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—অতিশয় ধীরচিত্তা রাধিকাসুন্দরী।
ব্রজবাসি আধিরাশি উপশম-কারি ॥
করোপরি শৈলরাজ গোবর্ধনধর,
মেঘরাজি অবরোধকারী ধুরন্ধর,
শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কৈলা গোবর্ধনে।
স্ব-তারুণ্যসম্ভার সম্যক্‌ অর্পণে ॥ ৩ ॥

একাক্ষরম্

নিন্নুন্নানোননং নূনং নানূনোন্নাননোঽন্নুনীঃ ।
নানেনানাং নিন্নুন্নেনং নানৌন্নানানলো নন্নু । ৪ ॥

চক্রবন্ধঃ

গন্ধাকৃষ্টগুরূন্মদালিনি বনে হারপ্রভাতিপ্লুতং
সম্পুষ্ণন্তমুপস্কৃতাধ্বনি যমীবীচিশ্রিয়ো রঞ্জকম্।
সন্তস্তুঙ্গিতবিভ্রমং সুনিভৃতে শীতানিলৈঃ সৌখ্যদে
দেবং নাগভুজং সদা রসময়ং তং নৌমি কঞ্চিন্মুদে ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বাদিন্! ইন্দ্রাদি অনেক দেবাধিপতি, চতুরানন ব্রহ্মা, অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিশ্চয়ই সেই কংসপ্রেরিত শকটাসুর ধ্বংসকারী বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

যিনি স্বকীয় নখরের, অধরের, শীতবস্ত্রের এবং হার, অঙ্গদ ও কিরীট প্রভৃতি ভূষণের কান্তিদ্বারা যমতনয়া যমুনানদীর তরঙ্গ মালার শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন, যাঁহার হার প্রভায় অঙ্গ বিভূষিত সেই অতি বিলাসশালী দীর্ঘবাহু ভক্তবৎসল-দেবকে যে বনে সৌরভা-কৃষ্ট ভ্রমরগণ ধ্বনি করিতেছে এবং যে বনে পথ অতি মার্জিত ও শীতল বায়ু সর্বদা সঞ্চরণ করিতেছে, সেই নির্জন বনে আমি নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—হে বাদিন্! বাসবাদি নানা দেবগণ—

পরিচালনকর্তা সেই চতুর আনন,—
শকট ঘাতক, বালগোপাল মূরতি,—
পরমসুন্দর সেই প্রভুবর প্রতি,
অশ্রুপ্লাবিত মুখে—স্তুতি—অনুনয়,
করেছিল সকাতরে, একথা নিশ্চয় ॥ ৪ ॥

সর্পবন্ধঃ

রাসে সারঙ্গসঙ্ঘাচিতনবনলিনপ্রায়বক্ষঃস্থদামা
বর্হালঙ্কারহারস্ফুরদমল-মহারাগচিত্রে জয়ায়।
গোপালো দাসবীথীললিতহিতরব-স্ফারহাসঃস্থিরাত্মা
নব্যোঽজস্রং ক্ষণোপাশ্রিতবিততবলো!বীক্ষ্য রঙ্গংবভাসে ॥৬॥

যিনি নিজ সুনখর, স্মিতানন মনোহর,
হার, মুকুট, বস্ত্রাদি প্রভায়।
যম-সুতা যমুনার, তরঙ্গের মালিকার,
শোভারাশি নিয়ত বাড়ায় ॥

হারের প্রভায় যাঁর, অঙ্গ শোভা চমৎকার,
নাগসম দীর্ঘ ভুজপাশ।
(যিনি) ভক্তের পালনকারী, উন্নত বিভ্রমধারী,—
বাড়ে সদা যাঁহার বিলাস ॥
হেন কোন রসময় দেবে অনিবার,—
হর্ষভরে করি নমস্কার ॥

যেথা গন্ধাকৃষ্ট হ'য়ে, মাতাল মধুপচয়ে,
করিতেছে মধুর গুঞ্জন।
সুখদ শীতল বায়, সতত বহে যেথায়,
পথগুলি মার্জিত শোভন ॥

সে' বিজন বৃন্দাবনে, সুরসিক-শ্যামধনে,
স্তুতি করি আনন্দিত মনে ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—ভ্রমরমালা কর্ত্তৃক যাঁহার বক্ষঃস্থল মালাদাম ব্যাপৃত হইয়াছে দাসবীথি অর্থাৎ ব্রহ্মরুদ্রাদি স্বজনবর্গের মনোহর অথচ অনুকূল জয়ধ্বনি শ্রবণে হাস্যপূর্বক যাঁহার চিত্ত অবিকৃত, সেই নিত্য নবীন গোপাল ভূষণ বর্হাদির প্রভায় চিত্রিত রাস মধ্যে নৃত্য-ভূমি দর্শন করিয়া রাসোচিত বন বিন্যাসপূর্বক অত্যন্ত শোভিত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

পদ্মবন্ধঃ

কলবাক্য সদালোক কলোদার মিলাবক।
কবলাঢ্যাদ্ভুতানূক কনূতাভীরবালক ॥ ৭ ॥

বক্ষঃস্থিত অভিরাম, নবীন নলিনী দাম,
পরিব্যাপ্ত রয় যাঁর মধুকরগণে।
দাসদের উচ্চারিত, জয়রবে সুললিত,।
হইতেছে হাস্যোদয় যাঁহার বদনে ॥
নিজোৎকর্ষ শ্রবণেতে, রহে যিনি স্থির চিতে,
ধরেন সতত মহারাসোচিত বল।
গোপাল মূরতি ধারী, সে' নবকিশোর হরি,
শিখিপিঞ্ছ, হারাদির দীপ্তিতে উজল,—
রাসোৎসব সমুচিত, ক্ষেত্র হেরি হৈয়া প্রীত,
প্রকাশিত নিজ জয় অজস্র নূতন।
করেছিলা নিরুপম সৌন্দর্য্যধারণ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মধুরভাষিন্! হে সজ্জন গোচর! হে বিদগ্ধক্রীড়াপর! হে সর্বরক্ষক! হে আভীরবালক! হে শ্রীকৃষ্ণ! দধ্যোদনাদি দ্বারা তোমার আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে, দেব দেব মহাদেবও তোমার অনুগত এবং পিতামহ ব্রহ্মাও তোমার স্তব করিয়াছেন, সম্প্রতি তুমি আমার প্রত্যক্ষীভূত হও ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—মধুর ভাষিন্! ওহে সজ্জন গোচর।
সবার রক্ষক! ওহে বিদগ্ধ প্রবর।
দধিযুক্ত অন্নগ্রাস লইয়াছ হাতে,

প্রাতিলোম্যানুলোম্যসমম্

তায়িসারধরাধারাতিভাযাতমদারিহা।
হারিদামতয়া ভাতি রাধারাধরসায়িতা॥ ৮ ॥

বিচিত্র মাধুরী তব হয়েছে যে তাতে।
দেব দেব মহাদেব তব অনুগত।
পিতামহ চতুর্মুখ, স্তুতিতে নিরত॥
আভীর বালক! ওহে নন্দের নন্দন।
দাও প্রভো! কৃপা করি প্রত্যক্ষ দর্শন॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ—গোবর্ধনপর্বতের সাতিশয় ধারণশতঃ যে মূর্ত্তির প্রশস্ততা ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইয়াছে এবং শ্রীরাধিকা স্বকীয় যৌবনদ্বারা যে মূর্ত্তির অর্চন করিয়াছেন, সেই গর্বিত শত্রুগণের বিনাশকারিণী শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিমালা ধারণ জন্য অপূর্ব শোভা পাইতেছে॥ ৮॥

পদ্যানুবাদ—সাতিশয় সারবান্, গিরিরাজ গোবর্ধন,
করিয়া ধারণ।
হইয়াছে প্রকাশিত, সুপ্রশস্ত রূপে যাঁর,
দীপ্তি অতুলন॥
যিনি গর্বিত অরিকুল করেন বিনাশ।
শ্রীরাধার আরাধনে লভেন উল্লাস॥
সেই কৃষ্ণ, মঞ্জুমাল্যে হ'য়ে বিভূষিত।
পাইতেছে শোভা কিবা অতি সুললিত॥ ৮॥

গোমূত্রিকাবন্ধঃ

সা মল্লরঙ্গে রময়া ফুল্লসারা মুদেধিতা
শ্রমনীরধরা তুষ্টা বল্লবীরাসদেবতা ॥ ৯ ॥

মুরজবন্ধঃ

শুভাসারসসারশ্রীঃ প্রভাসান্দ্রমসারভা।
ভারসা মহসাবিত্ত তরসা রসসারিতাম্ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—রঙ্গভূমিতে চানূরাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া ঘর্মবিন্দুদ্বারা যে মূর্ত্তি পরিতোষ লাভ করিয়াছে, সেই বক্ষঃস্থলোপরি শ্রীবৎসচিহ্ন-ধারিণী, আনন্দে বিকসিতা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি রাসমণ্ডলীতে শোভিত হইতেছে ॥ ৯ ॥

নিখিল মঙ্গলের জননীস্বরূপা এবং সারাংশসম্পত্তির যাহা হইতে উৎপত্তি হয় এবং স্বকীয় কান্তিদ্বারা ইন্দ্রনীলমনির ন্যায় .শাভিত, সেই ভূভারহারিণী শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি রাসমণ্ডলে শৃঙ্গার রসের অনুরাগিনী হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

পদ্যানুবাদ—রেখারূপে কমলারে বক্ষোপরি ধরি।
অতিশয় হর্ষযুক্ত মহাবলী হরি ॥
সর্ব-অঙ্গে ঘর্মবিন্দু করিয়া ধারণ।
করেছিলা তুষ্টমনে, চানূর সনে রণ ॥
সেই পরানন্দময় গোপিকাজীবন।
রাসরসেশ্বর হয়ে শোভিছে কেমন ॥ ৯ ॥
অতন্ত উত্তম যাঁর সম্পদ নিকর,
মঙ্গলবিস্তার করে জগতে বিস্তর ॥
পৃথিবীর ভার যিনি করেন হরণ,
কান্তি যাঁর সমুজ্জ্বল নীলমণি সম ॥

সর্বতোভদ্রঃ

রাসাবহা হাবসারা সা ললাস সলালসা।
বলারমা মারলাবহাসমাদদমাসহা ॥ ১১ ॥

বৃহৎপদ্মবন্ধঃ

তারপ্রস্ফারতালং সরভসরসলং ভাস্বরাস্যং সুভালং
পাপঘ্নং গোপপালং করণহরকলং নীরভৃদ্বারনীলম্।
চারুগ্রীবং রুচালং রতমদতরলং চেতসা পীতচেলং
শীতপ্রস্ফীতশীলং বরয় বরবলং বাসুদেবং সুবালম্ ॥১২॥

তেজপুঞ্জধারী সেই কৃষ্ণ-মূর্ত্তি খানি।
হয়েছিল রাধে শৃঙ্গার রসানুগামিনী ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—অবলীলা ক্রমে ও হাস্যপূর্বক কন্দর্প জয় করিয়া যিনি অন্যের শাসন স্বীকার করেন না অর্থাৎ স্বাধীনা সেই রাসদেবতা শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি রাসক্রীড়া বহন করিয়া এবং নায়িকাগণের হাবনামক শৃঙ্গারভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়া বলপূর্বক ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

অতিবিশুদ্ধ তারনামক উচ্চস্বরবিশিষ্ট ও কালক্রিয়ার পরিমাণ-স্বরূপ তালপূর্ণ গান কৌশলে যিনি অতি পটু এবং যিনি সদানন্দ ও সরলচিত্ত এবং যাঁহার মুখ চন্দ্রবৎ শোভিত ও যাঁহার ললাট প্রদেশ অতি মনোহর এবং যিনি স্বকীয় ভক্তগণের অবিদ্যা বিনাশকারী, যাঁহার গুণ শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় পরবশ হইয়া যায়, যাঁহার বাক্য অতি মধুর, যাঁহার বর্ণ নূতন জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় এবং যিনি স্বকীয় দেহ প্রভাদ্বারা পার্শ্বস্থ বস্তুকেও ভূষিত করেন এবং যাঁহার চরিত্র অতি বিস্তারিত, হে মিত্র! সেই বালিকা বেষ্টিত গোপপুত্র বাসুদেবকে অন্তঃকরণে নিরন্তর ধ্যান কর ॥ ১২ ॥

পদ্যানুবাদ—যিনি কৈলা আবাহন, রাসলীলা অতুলন,
সলালস হ'য়ে সাতিশয়।
আপনার বলভরে, সদা যে বিহার করে,
অনায়াসে কাম করি জয়॥
যৌবনের মদবশে, সুমধুর হাস্যরসে,
নাহি সহে কারো নিমন্ত্রণ।
গোপীদের 'হাব' ভাবে, মধুর প্রেমানুরাগে,
কৈলা যিনি রাসের রচন॥
রাসরসানন্দী সেই দেবতা পরম।
করেছিলা রাসে অতি সুষমাধারণ॥ ১১॥

উচ্চস্বর যুক্ত যাঁর, গীততাল চমৎকার, অতিশয় বিশুদ্ধ বিস্তৃত।
রসময় সুমধুর, সদানন্দে পরিপূর, দিব্য যাঁর সরল চরিত॥
যাঁর মুখমণ্ডল, চন্দ্র জিনি সমুজ্জ্বল, ভালদেশ পরমসুন্দর।
ভক্তের অবিদ্যা যত, সতত বিনাশে রত, গোপবাল রূপী প্রভুবর॥
কলা নিপুণতা যাঁর, আকর্ষয়ে সবাকার, চিত্ত সনে ইন্দ্রিয়-নিচয়।
জলধর-মালা শ্যাম, বর্ণ যাঁর অভিরাম, গ্রীবা খানি চারু শোভাময়॥
স্বকান্তিতে অনুপাম, পার্শ্বস্থ সকল স্থান, যিনি সদা করেন ভূষিত।
রতি মদে সুচঞ্চল, মতি যাঁর সুবিমল, যিনি পীতবাস পরিহিত॥
সংসৃতি সন্তাপহর, শীল যাঁর সুশীতল,—স্নিগ্ধতম-পরম-উদার।
গোপবালা গণ সঙ্গে, মিলিত রয়েছে রঙ্গে, বরবলী যে গোপকুমার॥
শোন ওহে চিত্ত মম, গুণনিধি সর্বোত্তম, বাসুদেব শ্রীনন্দনন্দনে।
অন্তরেতে অবিরাম, প্রীতি সনে কর ধ্যান, করহে বরণ তাঁয় পরম যতনে॥ ১২॥

ইতি চিত্রকবিত্বানি

অথ শ্রীললিতাষ্টকম্

শ্রীললিতায়ৈ নমঃ

রাধামুকুন্দপদসম্ভব-ঘর্ম্মবিন্দু,
নির্ম্মঞ্ছনোপকরণীকৃতদেহলক্ষাম্।
উত্তুঙ্গসৌহৃদবিশেষবশাৎ প্রগল্ভাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ১ ॥
রাকাসুধাকিরণমণ্ডলকান্তিদণ্ডি-
তুণ্ডশ্রিয়ং চকিতচারুচমূরুনেত্রাম্।
রাধাপ্রসাধনবিধানকলাপ্রসিদ্ধাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাধামাধবেরের চরণ সম্ভূত ঘর্ম্মবিন্দুর অপনয়নরূপ উপকারে যাঁহার শরীর নিযুক্ত এবং অত্যুন্নত সৌহৃদ্য রসে যিনি অবশ, সেই সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্যাদি মিশ্র গুণে মনোহারিণী অপ্রগল্ভা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যাঁহার মুখশোভা পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলের কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছে, চকিত মৃগের নেত্রতুল্য যাঁহার নয়নদ্বয় অতি চঞ্চল এবং শ্রীরাধিকার প্রসাধন কার্য্যে অর্থাৎ বেশ রচনা ব্যাপারে যিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠা, সেই অশেষ স্ত্রীজনোজিত গুণরাশি ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—

(শ্রী) রাধা-মুকুন্দের চরণে সঞ্জাত, ঘরমবিন্দুচয়,—
মুছিবার তরে নিয়তই যাঁর, (লক্ষ) তনু নিযুক্ত রয়,

লাস্যোল্লসদ্ভুজগশত্রুপতত্রচিত্র,-
পট্টাংশুকাভরণকঞ্চুলিকাঞ্চিতাঙ্গীম্।
গোরোচনারুচি-বিগর্হণগৌরিমাণং,
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৩ ॥

মদীয়তা মাখা, অতি উন্নত, প্রগাঢ় পীরিতি-রসে,
পরিপূর্ণ যাঁর, অবশ হৃদয়, পরম আনন্দ বশে।
(সই) অতি প্রগল্‌ভা, গুণে মনোহরা,
সুললিতা ললিতার
চরণ-কমলে, জানায় এ' দাসী,
অশেষ নমস্কার ॥ ১ ॥
বদন-সুষমা যাঁ'র—
রাকা-মণ্ডল-সুধাকান্তিরে,
নিয়ত করিছে তিরস্কার।
চমূরু মৃগের নয়নেরি মতো,
যাঁহার লোচন দ্বয়,—
অতি চঞ্চল শোভাময় ॥
রাধা-প্রসাধন কলা-বিরচনে,
প্রতিষ্ঠাশালিনী যিনি ব্রজবনে,
নারী জনেচিত, অতি সুললিত,
অশেষ সদ্‌গুণাধার,—
সেই রাধা-সখী ললিতার,—
চরণ-কমলে জানায় এ দাসী, অশেষ নমস্কার ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—উদ্ধত নৃত্যে সাতিশয় উল্লসিত ময়ূরের বিচিত্রবর্ণ পিচ্ছের ন্যায় পট্টবস্ত্রের ও আবরণ এবং কুচ পটের (কাঁচুলীর) দ্বারা যাঁহার শরীর অতি ভূষিত এবং স্বকীয় গৌরবর্ণদ্বারা যিনি গোরোচনার রুচিকেও বিগর্হিত করিতেছেন, সেই অসীম গুণবতী ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

ধূর্ত্তে ব্রজেন্দ্রতনয়ে তনু সুষ্ঠু বাম্যং,
মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি! লাঘবায়।
রাধে! গিরং শৃণু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তীং,
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৪ ॥

নৃত্য-রত উল্লসিত, শিখিপিঞ্ছ সম,
বিচিত্র রেশমী বাস যাঁর মনোরম,
নানাবিধ আভরণে, কঞ্চুলিকায়,
বিভূষিতা হ'ন যিনি অপূর্ব শোভায়,
যাঁহার অঙ্গের দীপ্ত সুগৌর বরণ,—
নবগোরোচনারুচি করিছে গর্হণ,—
সেই রূপে-গুণে সুললিতা দেবী ললিতার
রাতুল চরণে মোর কোটি নমস্কার ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কলঙ্কিনি! রাধিকে! তুমি অতি ধূর্ত্ত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করিও না, সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূলতাই কর, এবং আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর,—এমন প্রকারে যিনি শ্রীরাধিকাকে শিক্ষা দান করিতেছেন সেই সমূহ গুণ-বতী ললিতা-দেবীকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—

"কলঙ্কিনি অয়ি রাধে! শোন মোর কল্যাণ বচন,
ব্রজেন্দ্র-তনয় ধূর্তে কোরোনা ঔদার্য্য প্রদর্শন।
অতিশয় বাম্যভাবই, তাঁর প্রতি কোরোগে বিস্তার,
দাক্ষিণ্য প্রকাশে তুমি, সাধ্ কভু না রাখিও আর" ॥
শ্রীমতীরে এইরূপে, শিক্ষা যিনি করেন প্রদান,—
(সেই) গুণ-শীলে সুললিতা, ললিতার চরণে প্রণাম ॥ ৪ ॥

রাধামভি ব্রজপতেঃ কৃতমাত্মজেন,
কূটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীম্।
বাগ্ভঙ্গিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং,
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৫ ॥
বাৎসল্যবৃন্দবসতিং পশুপালরাজ্ঞ্যাঃ,
সখ্যানুশিক্ষণকলাসু গুরুং সখীনাম্।
রাধাবলাবরজজীবিতনির্বিশেষাং,
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অল্পমাত্রও চাতুরী-পর বাক্য বিন্যাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া "তুমি অতি সত্যবাদী, সরল ও বিশুদ্ধ প্রণয়ী" ইত্যাদি বাগ্ভঙ্গিদ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণকে লজ্জিত করিতেছেন, সেই সকল গুণনিলয়া ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

যিনি পশুপাল রাজমহিষীর অর্থাৎ যশোদাদেবীর বাৎসল্য রসের বসতি স্থান, এবং সমূহ সখীদিগের সখ্যশিক্ষা বিষয়ের গুরু এবং রাধিকা ও বলদেবের অবরজ (কনিষ্ঠ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার জীবন-স্বরূপ, সেই নিখিল গুণসিন্ধু ললিতা আমার নমস্যা হউন ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—

শ্রীরাধার প্রতি মাধবের কিছু কূটভাব প্রদর্শন,
হেরিয়া ক্রোধের ভরে হ'য়ে যিনি লোহিত-লোচন,
"সরল, সুসত্যবাদী, তুমি বটে শুদ্ধ প্রীতিমান্"—
ইত্যাকার বাগ্ভঙ্গিতে, গোবিন্দেরে করে লজ্জাদান,
সেই সুললিত গুণালয়া, রাধা-প্রিয়সখী ললিতার,
রাতুল চরণতলে দাসিকার প্রণতি অপার ॥ ৫ ॥

যাং কামপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়াঃ,
প্রেক্ষ্য স্বপক্ষপদবীমনুরুধ্যমানাম্ ।
সদ্যস্তদিষ্টঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং,
দেবীং গুণৈঃ সুললিতং ললিতাং নমামি ॥ ৭ ॥

পশুপাল-রাজ্ঞী, মাতা যশোদার
যিনি অতুলন বাৎসল্য-আধার,
সখীর সমাজে নিরন্তর যিনি,
সখ্য-কলা শিক্ষা প্রদান-কারিণী,—
গান্ধর্বিকা আর বলানুজ শ্যাম,—
জীবন-অধিক ব'লে যাঁ'র জ্ঞান,—
(সেই) সর্ব-সুললিত সদ্‌গুণ-নিলয়া,
পীরিতি-সরস কোমল-হৃদয়া,
শ্রীরাধিকা-সখী, দেবী ললিতার,
চরণ কমলে প্রণতি অপার ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—বৃন্দাবন ভবনে যে কোন যুবতিকে দেখিয়া, বৃষভানু-নন্দিনী রাধার স্বপক্ষ জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ ঐ যুবতীর অভিলষিত কার্য্যের ঘটনাদ্বারা যিনি কৃতার্থ করিতেছেন, সেই গুণগ্রামসম্পন্না ললিতা-দেবীকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—যে' কোন যুবতী হেরি' এই ব্রজধামে,
বৃষভানুকুমারীর স্বপক্ষীয়া-জ্ঞানে,—
সদ্যসদ্য যিনি অতি কৃপাযুক্ত মনে,
কৃতার্থ করেন তাঁ'য় ইষ্ট সংঘটনে ।
মহাকৃপাবতী সেই দেবী ললিতার,
রাতুল চরণ-পদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ৭ ॥

রাধাব্রজেন্দ্রসুতসঙ্গমরঙ্গচর্য্যাং,
বর্য্যাং বিনিশ্চিতবতীমখিলোৎসবেভ্যঃ।
তাং গোকুলপ্রিয়সখীনিকুরম্বমুখ্যাং,
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৮ ॥
নন্দন্নমূনি ললিতাগুণলালিতানি,
পদ্যানি যঃ পঠতি নির্ম্মলদৃষ্টিরষ্টৌ।
প্রীত্যা বিকর্ষতি জনং নিজবৃন্দমধ্যে,
তং কীর্ত্তিদাপতিকুলোজ্জ্বলকল্পবল্লী ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—রাধামাধবের সম্মেলনে যে বিনোদন ক্রিয়া তাহাই যাঁহার শ্রেষ্ঠকার্য্য অন্যান্য নিখিল উৎসব হইতে তদ্বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা সেই গোকুলের প্রিয়সখীদিগের প্রধানতমা ও সকল গুণাশ্রয়া ললিতাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি আনন্দিত এবং নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইয়া লালিত্যগুণে সুললিত এই ললিতাদেবীর অষ্টকপদ্য পাঠ করে, কীর্ত্তিদাপতি বৃষভানুরাজার কুলের উজ্জ্বল কল্পলতা সেই শ্রীরাধিকা তাহাকে প্রীতি-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া স্বকীয় সখীবৃন্দে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—শ্রীরাধিকা মাধবের সঙ্গম, মিলন,—

চারুরূপে যুগলের চিত্ত বিনোদন,—
নিখিল উৎসব হ'তে এ' কার্য্যের প্রতি,
আসক্তি ও শ্রেষ্ঠবুদ্ধি, স্থির যাঁর অতি।
গোকুলের প্রিয়সখী কুল মুখ্যতমা,
সুললিত গুণবতী, রূপে নিরুপমা,

রাধা প্রাণপ্রিয়া সেই দেবী ললিতার,
পাদপদ্মে এ' দাসীর প্রণতি-অপার ॥ ৮ ॥

নির্মল অন্তরে, হ'য়ে পুলকিত, লালিত্যগুণে অতিসুললিত,
ললিতাদেবীর এ' পদ্য অষ্টক, যত্ন সহকারে পড়ে যে সাধক,
কীর্তিদা-পতির কুল-কল্পলতা, রাধিকাসুন্দরী হ'য়ে কৃপারতা,
পীরিতিবশতঃ আকর্ষিয়া তাঁরে, রাখে নিজজনগণের মাঝারে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীললিতাষ্টকং সম্পূর্ণম্

অথ শ্রীযমুনাষ্টকম্

শ্রীযমুনায়ৈ নমঃ

ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেঽভিপত্তিহারিণী,
প্রেক্ষয়াতিপাপিনোঽপি পাপসিন্ধুতারিণী।
নীরমাধুরীভিরপ্যশেষচিত্তবন্ধিনী,
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ১ ॥
হারিবারিধারয়াভিমণ্ডিতোরুখাণ্ডবা,
পুণ্ডরীকমণ্ডলোদ্যদণ্ডজালিতাণ্ডবা।
স্নানকামপামরোগ্রপাপসম্পদন্ধিনী,
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ— যিনি নিজভ্রাতা যমরাজের নগরের গমন নিবারণ করেন, ও দর্শনমাত্রেই পাপীদিগকে পাপসিন্ধু হইতে পরিত্রাণ করেন এবং স্বকীয় জল মাধুর্য্যদ্বারা যিনি অশেষজনের চিত্তহারিণী, সেই অরবিন্দ অর্থাৎ পদ্মের বন্ধু সূর্য্যদেবের নন্দিনী (কন্যা) আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ১ ॥

মনোহারিণী বারিধারাদ্বারা যিনি ইন্দ্রের বৃহৎ খাণ্ডব-কানন মণ্ডিত করিয়াছেন এবং ধবলবর্ণ রাজীবরাজীতে অর্থাৎ পদ্ম-শ্রেণীতে খঞ্জনাদি পক্ষিগণ পরমসুখে নৃত্যসুখ অনুভব করিতেছে এবং কৃতস্নানের কি কথা, স্নানাভিলাষি ব্যক্তিদিগেরও পাপরাশিকে ক্ষীণ করেন, সেই সূর্য্যকন্যা যমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ— যিনি ভ্রাতা যমের রাজ্যে গমন বারিণী,
দর্শনেই পাপীদের পাপসিন্ধু তারিনী,

শীকরাভিমৃষ্টজন্তু-দুর্বিপাকমর্দ্দিনী,
নন্দনন্দনান্তরঙ্গভক্তিপূরবর্দ্ধিনী।
তীরসঙ্গমাভিলাষিমঙ্গলানুবন্ধিনী,
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৩ ॥
দ্বীপচক্রবালজুষ্টসপ্তসিন্ধুভেদিনী,
শ্রীমুকুন্দনির্ম্মিতোরুদিব্যকেলিবেদিনী।
কান্তিকন্দলীভিরিন্দ্রনীলবৃন্দনিন্দিনী,
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৪ ॥

নীরমাধুরীতে যিনি সর্বমনোহারিণী,
পূত মোরে করুন্ সদা সেই ভানুনন্দিনী ॥ ১ ॥
চারু বারিধারে যিনি খাণ্ডবের মণ্ডিনী,
শ্বেত-পদ্মবৃন্দে যাঁর, নাচে পক্ষি-পক্ষিনী,
স্নান-কাম পামরেরো, যিনি পাপনাশিনী,
পূত মোরে করুন্ সেই পদ্মবন্ধুনন্দিনী ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি অম্বুকণস্পৃষ্ট প্রাণিদিগের সমূহ দুষ্কর্ম্মফল বিনাশ করেন এবং নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তিপ্রবাহকে বৰ্দ্ধিত করেন এবং তীর সঙ্গাভিলাষি জনগণের যিনি মঙ্গলকারিণী, সেই রবিসুতা যমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৩ ॥

যিনি সপ্তদ্বীপ বেষ্টিত সপ্তসমুদ্রের ভেদকারিণী অর্থাৎ সপ্ত-সাগর সঙ্গতা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রকটিত উৎকৃষ্ট কেলি সমূহের যিনি সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত, এবং স্বকীয় কান্তি পটল দ্বারা যিনি ইন্দ্রনীল-মণির কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছেন, সেই আদিত্যতনয়া যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৪ ॥

মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাভিমণ্ডিতা,
প্রেমনদ্ধবৈষ্ণবাধ্ববর্দ্ধনায় পণ্ডিতা।
উর্ম্মিদোর্বিলাসপদ্মনাভপাদবন্দিনী,
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৫ ॥

নীর-কণা-স্পৃষ্ট-প্রাণীর দুর্বিপাক মর্দিনী,
নন্দসূনু-অন্তরঙ্গ ভক্তিরাশি বর্দ্ধিনী,
তীর-সঙ্গ-অভিলাষী মঙ্গলানুবন্ধিনী,
পূত মোরে করুন্ সদা, সেই ভানুনন্দিনী ॥ ৩ ॥
(যিনি) সপ্তদ্বীপ পরিবৃত সপ্তসিন্ধু ভেদিনী,
মুকুন্দের বিনির্মিত দিব্য কেলি বেদিনী,
কান্তি কন্দলীতে ইন্দ্রনীলমণি নিন্দিনী,
পূত সদা করুন্ সেই পদ্মবন্ধুনন্দিনী ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—মনোহর মথুরামণ্ডলদ্বারা যিনি মণ্ডিতা ও প্রেম পরায়ণ বৈষ্ণব জনগণের যিনি রাগমার্গের বৃদ্ধিকারিণী এবং স্বকীয় তরঙ্গমালা-রূপ বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দন তৎপরা, সেই ভানুদুহিতা যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—যিনি মনোহর মাথুরমণ্ডলে মণ্ডিতা,
প্রেমবদ্ধ ভক্ত ভক্তি-বর্ধনে পণ্ডিতা,
ঊর্মিরূপ ভুজে যিনি কৃষ্ণপাদবন্দিনী,
পূত সদা করুন্ মোরে, সেই ভানুনন্দিনী ॥ ৫ ॥

রম্যতীররম্ভমাণগোকদম্বভূষিতা,
দিব্যগন্ধভাক্কদম্বপুষ্পরাজি-রূষিতা।
নন্দসূনুভক্তসঙ্ঘসঙ্গমাভিনন্দিনী,
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৬ ॥
ফুল্লপক্ষমল্লিকাক্ষহংসলক্ষকূজিতা,
ভক্তিবিদ্ধদেবসিদ্ধকিন্নরালিপূজিতা।
তীরগন্ধবাহগন্ধজন্মবন্ধরন্ধিনী,
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—অতি রমনীয় উভয় তীরস্থিত হম্বাধ্বনিকারি গোবৎসগণ দ্বারা যাঁহার শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কদম্ব পুষ্প-শ্রেণীর মনোহর গন্ধে যিনি সাতিশয় আমোদিত হইয়াছেন এবং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের সম্মেলনে যাঁহার আনন্দের উল্লাস হইয়া থাকে সেই দিবাকর-নন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৬ ॥

আনন্দিত, মল্লিকাক্ষ অর্থাৎ মলিনচঞ্চুচরণ হংস বিশেষের মনোহর কলরবে যিনি প্রতিশব্দিত হইয়াছেন, এবং দেব, সিদ্ধ কিন্নর-গণেও হরি-ভক্তিতে নিহতচিত্ত হইয়া যাঁহার পূজা করেন, এবং স্বকীয় তীরের সমীরণ দ্বারা যিনি জনগণের জন্ম-বন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভাস্করনন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—(যিনি) তীরচারী 'হম্বা' কারী গাভী-যূথ-শোভিতা,
দিব্য-নব্য-নীপ-পুষ্প-মঞ্জু গন্ধমোদিতা,
নন্দসূনু-ভক্তসঙ্গে মহোল্লাস ধারিণী,
পূত মোরে করুন্ সদা পদ্মবন্ধুনন্দিনী ॥ ৬ ॥

চিদ্বিলাসবারিপূরভূর্ভুর্বঃস্বরাপিনী,
কীর্ত্তিতাপি দুর্ম্মদোরুপাপমর্ম্মতাপিনী।
বল্লবেন্দ্রনন্দনাঙ্গরাগভঙ্গগন্ধিনী,
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৮ ॥
তুষ্টবুদ্ধিরষ্টকেন নির্ম্মলোর্ম্মিচেষ্টিতাং
ত্বামনেন ভানুপুত্রি! সর্ব্বদেববেষ্টিতাম্।
যঃ স্তবীতি বর্দ্ধয়স্ব সর্ব্বপাপমোচনে।
ভক্তিপূরমস্য দেবি! পুণ্ডরীকলোচনে ॥ ৯ ॥

(যিনি) হর্ষ-ফুল্ল লক্ষ লক্ষ রাজহংস-কূজিতা,
ভক্তিমন্ত দেব সিদ্ধ কিন্নরাদি পূজিতা,
(যাঁর) তীর-গন্ধ-বাহ-লেশ-জন্মবন্ধ নাশিনী,
পূত মোরে করুন্ সদা সেই ভানুনন্দিনী ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—চিদ্বিলাস অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, তদ্রূপ বারি প্রবাহদ্বারা যিনি ভূর্ভুবঃ স্বরাখ্য লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, কীর্ত্তিতা অর্থাৎ উচ্চারিত হইয়াও মদমত্ত ব্যক্তির মহান্ পাপরাশির মর্ম্মচ্ছেদকারিণী এবং জলক্রীড়া বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগলিত কুঙ্কুমাদি অনুলেপনদ্বারা যিনি সৌরভবতী হইয়াছেন, সেই সূর্য্যকন্যা যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥

হে ভানুপুত্রি! হে সর্ব্বতাপ-মোচন-কারিণী! যে ব্যক্তি তুষ্টবুদ্ধি হইয়া এই অষ্টক-পাঠদ্বারা তোমার স্তব করে, তাহার পুণ্ডরীকনেত্র শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিপ্রবাহ বর্দ্ধন কর ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—(যিনি) চিদ্বিলাস বারিধারে ভূর্ভুবঃ স্বরূপিণী,
কীর্তনেই পাপীদেরো পাপচ্ছেদ কারিণী,

গোপরাজ-নন্দনের অঙ্গরাগে গন্ধিনী
পূত মোরে করুন্ সদা, পদ্মবন্ধুনন্দিনী ॥ ৮ ॥
সর্বপাপ বিমোচনী, সর্বদেব বেষ্টিতা,
ভানুপুত্রি শ্রীযমুনে ! নির্মলোর্মি চেষ্টিতা,
যে তুষ্টবুদ্ধি (এ) অষ্টকে রত তোমা বন্দনে,
কোরো তাঁ'র ভক্তি বৃদ্ধি পুণ্ডরীক লোচনে ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীযমুনাষ্টক সম্পূর্ণম্ ॥

অথ শ্রীমথুরাস্তবঃ

শ্রীমথুরায়ৈ নমঃ

মুক্তের্গোবিন্দভক্তের্বিতরণচতুরং সচ্চিদানন্দরূপং
যস্যাং বিদ্যোতি বিদ্যাযুগলমুদয়তে তারকং পারকঞ্চ।
কৃষ্ণস্যোৎপত্তিলীলাখনিরখিলজগন্মৌলিরত্নস্য সা তে
বৈকুণ্ঠাদ্‌যা প্রতিষ্ঠা প্রথয়তু মথুরা মঙ্গলানাং কলাপম্ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ মুক্তিবিতরণে নিপুণ, এবং তারণকারী ও ভবসিন্ধুপারকারী বিদ্যাদ্বয় যাহাতে শোভিত এবং নিখিলজগন্মণ্ডলের শিরোরত্ন শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাদি লীলার স্থান, সেই বৈকুণ্ঠৈকমান্যা শ্রীমথুরাপুর তোমার মঙ্গলকলাপ অর্থাৎ কুশলসমূহ বিস্তৃত করুন ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ—মুক্তি আর কৃষ্ণভক্তি প্রদান চতুর,

'তারক' 'পারক' নাম সচ্চিদানন্দময়,—

দু'টি সমুজ্জ্বল বিদ্যা যেথা রাজে সুপ্রচুর;

সর্বলোক চূড়ামণি বিলাস-নিলয়,

শ্রীকৃষ্ণের দিব্য জন্ম লীলার আকর;

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা বেশী মাহাত্ম্য-শালিনী,

সেই শ্রীমথুরা পুরী করুন বিস্তর,

তোমার মঙ্গলরাশি, নিয়ত বিস্তার ॥ ১ ॥

কোটীন্দুস্পষ্টকান্তী রভসযুতভবক্লেশযোধৈরযোধ্যা
মায়াবিত্রাসিবাসা মুনিহৃদয়মুষো দিব্যলীলাঃ স্রবন্তী।
সাশীঃ কাশীশমুখ্যামরপতিভিরলং প্রার্থিতদ্বারকার্য্যা
বৈকুণ্ঠোদ্গীতকীর্ত্তির্দিশতু মধুপুরী প্রেমভক্তিশ্রিয়ং বঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার কান্তি কোটিসংখ্যক চন্দ্র হইতেও উৎকৃষ্ট এবং সাতিশয় বেগবান্। সংসারের অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশরূপ যোদ্ধাগণও যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম নহে, অর্থাৎ যথায় বাস করিলে ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং যে পুরীর বাস মাহাত্ম্যে মায়াবী দেবগণও ত্রাসযুক্ত হয় এবং শুক শৌনকাদি মুনিগণের চিত্তহারিণী কৃষ্ণলীলা যাঁহার নিত্যসিদ্ধ, এবং উপাসকদিগের কামনাকে যিনি প্রসূত করেন, এবং শিবপ্রভৃতি দেবগণও যে নগরে প্রতিহারি কার্য্য অভিলাষ করেন, এবং বরাহদেবও যাঁহার কীর্ত্তি গান করিয়াছেন, সেই শ্রীমথুরাপুরী তোমাদিগের প্রেমভক্তি প্রদান করুন ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—কোটি শশধর জিনি' পরম উজল,
কান্তি যাঁর চিরকাল করে ঝল্‌মল্,
তীব্র ভব-ক্লেশরূপী বলী যোদ্ধাগণ,
প্রকাশিতে নারে যেথা বিক্রম আপন।
জীবকুল যেইস্থানে করিলে বসতি,
মায়া ও মায়াবীগণ ত্রাস পেয়ে অতি,
জীবের সমীপে কভু আসিতে না পারে,
অশেষ বন্ধনে আর নারে বাঁধিবারে।
মুনিগণ-মনোহরা দিব্য কৃষ্ণলীলা,
নব নব রূপে যিনি প্রকটন-শীলা,
উপাসক নিকরের কামনা সকল,

বীজং মুক্তিতরোরনর্থপটলীনিস্তারকং তারকং
ধাম প্রেমরসস্য বাঞ্ছিতধুরাসংপারকং পারকম্।
এতদ্‌যত্র নিবাসিনামুদয়তে চিচ্ছক্তিবৃত্তিদ্বয়ং
মথ্নাতু ব্যসনানি মাথুরপুরী সা বঃ শ্রিয়ঞ্চ ক্রিয়াৎ ॥ ৩ ॥

নিশ্চিত রূপেই যিনি করেন সফল,
শঙ্কর প্রভৃতি মান্য, মুখ্য দেবরাজ,
যে পুরে মাগেন, দ্বারপালাদির কায,
বৈকুণ্ঠদেবও যাঁর কীর্ত্তিগান রত,
সেই শ্রীমথুরাপুরী করুণাবশতঃ,
প্রেম-ভক্তি সম্পদ করিয়া প্রদান।
তোমাদের সুমঙ্গল করুন বিধান ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—মুক্তিবৃক্ষের বীজ স্বরূপ ও অনর্থ পরম্পরার নিস্তারকারী, এবং সমূহ অমঙ্গল হইতে রক্ষক এবং প্রেমরসের আস্পদ-স্বরূপ এবং সকল কামনার পূর্ণকারী, এই শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় চিচ্ছক্তি যুগল যাহাতে নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, সেই শ্রীমথুরাপুরী, তোমাদিগের লিঙ্গ-শরীর পর্য্যন্ত পাপ রাশির ধ্বংস করুন ও প্রেমভক্তি বিধান করুন ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—অনর্থ-নিচয় হৈতে নিস্তার কারক,—

মুক্তি তরু-বীজরূপ "তারক" নামক,—
প্রেমরসাধার, আর অভীষ্টদায়ক,
কৃষ্ণবশীকরী শক্তি-বিখ্যাত "পারক"—
চিচ্ছক্তির এই দু'টি বৃত্তি চমৎকার,
যে স্থানের অধিবাসী প্রাণী সবাকার,

অদ্ধ্যাবন্তি ! পতদ্‌গ্রহং কুরু মায়ে ! শনৈর্ব্বীজয়
চ্ছত্রং কাঞ্চি ! গৃহাণ কাশি ! পুরতঃ পাদূযুগং ধারয় ।
নাযোধ্যে ! ভজ সম্ভ্রমং স্তুতিকথাং নোদ্‌গারয় দ্বারকে !
দেবীয়ং ভবতীষু হন্ত মথুরা দৃষ্টিপ্রসাদং দধে ॥ ৪ ॥

হৃদি মাঝে আবির্ভূত হয় অনায়াসে,
সেই শ্রীমথুরাপুরী, করুণা প্রকাশে,
অকুশল তোমাদের করিয়া বিনাশ,
ভকতি-সম্পদ দানে পূর্ণ করুন আশ্ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অবন্তি ! তুমি অদ্য চর্ব্বিত তাম্বুলক্ষেপণের পাত্র (পিক্‌দান) হস্তে গ্রহণ কর, হে মায়াপুরি ! তুমি চামর বাজন কর, হে কাঞ্চি ! তুমি ছত্র গ্রহণ কর, হে কাশি ! তুমি অগ্রে পাদুকাদ্বয় ধারণ কর, হে অযোধ্যে ! তুমি আর ভীত হইও না, হে দ্বারকে ! তুমি অদ্য স্তুতিবাক্য প্রকাশ করিও না, যেহেতু কিঙ্করী স্বরূপ তোমাদিগের প্রতি প্রসন্না হইয়া এই মথুরা অদ্য মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের রাজমহিষী হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—অবন্তি ! কর অদ্য পিকদানী গ্রহণ,
মায়াপুরি ! ধীরে কর চামর বীজন,
ছত্র হস্তে ধরি রহ, হে কাঞ্চিনগরি !
সম্মুখে পাদুকাদ্বয়, রাখ কাশীপুরি !
হে অযোধ্যে ! শঙ্কা কোনো করিওনা আর,
হে দ্বারকে ! বৃথা স্তুতি থামাও তোমার,
আহা ! দেবী শ্রীমথুরা, তোমাদের প্রতি,
সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত, করিছে সম্প্রতি ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমথুরাস্তবঃ

অথ প্রথমং শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্

নমঃ গোবর্দ্ধনায়

গোবিন্দাস্যোত্তংসিত বংশীক্কণিতোত্থ,-
-ল্লাস্যোৎকণ্ঠামত্তময়ুরব্রজবীত !
রাধাকুণ্ডোত্তুঙ্গতরঙ্গাঙ্কুরিতাঙ্গ !
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের মুখশোভিত মুরলীধ্বনি শ্রবণান্তে নৃত্য করিতে করিতে উৎকণ্ঠিত ময়ূরগণ দ্বারা তুমি বেষ্টিত রহিয়াছ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের উন্নত তরঙ্গমালাদ্বারা তোমার অভিনব হরিত লতা অঙ্কুরিত হইয়াছে, অতএব হে শৈলরাজ ! গোবর্দ্ধন তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর ॥ ১ ॥

পদ্যানুবাদ— কৃষ্ণাধর-লগ্ন বংশী নিক্কণ-শ্রবণে
নৃত্যরত উৎকণ্ঠিত মত্ত শিখিগণে,
সুবেষ্টিত হ'য়ে তুমি করিছ বিরাজ,
হরিদাস-কুল শ্রেষ্ঠ ওহে গিরিরাজ !
শ্রীকুণ্ডের সমুন্নত তরঙ্গের দ্বারা,
তব তল-ভূমি সদা হইয়া উর্বরা,
অভিনব সুশ্যামল, তৃণ-লতাদল,
অঙ্কুরিত করি, শোভে ঐ কলেবর ॥
অতএব কৃপাময় গিরি গোবর্ধন !
আমার প্রত্যাশা করহে পূরণ ॥ ১ ॥

যস্যোৎকর্ষাদ্বিস্মিতধীভির্ব্রজদেবী,-
বৃন্দৈর্বর্যং বর্ণিতমাস্তে হরিদাস্যম্।
চিত্রৈর্যুঞ্জন স দ্যুতিপুঞ্জৈ-রখিলাশাং,
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্ ॥ ২ ॥
বিন্দদ্ভির্যো মন্দিরতাং কন্দরবৃন্দৈঃ,
কন্দৈশ্চেন্দোর্বন্ধুভিরানন্দয়তীশম্।
বৈদূর্যাভৈর্নির্ঝরতোয়ৈরপি সোঽয়ং,
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ সম্পাদিত উৎকর্ষপ্রযুক্ত বিস্ময়াপন্ন গোপীগণ যাঁহার হরিদাস্য বর্ণিত করিয়াছেন, বিবিধ বর্ণ চন্দ্রকান্তাদি মণিগণের কান্তিপটলদ্বারা যাঁহার তেজঃ পুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে, সেই গোবর্দ্ধন! তুমি আমার বাঞ্ছা সফল কর ॥ ২ ॥

যে, মন্দিরতুল্য কন্দরসমূহদ্বারা ও সুধাংশুতুল্য সুস্বাদু কন্দদ্বারা (মৃণালাদি-মূলবস্তু) এবং বৈদূর্য্য তুল্য সপ্রভ নির্ঝরবারিধারা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করিতেছে, সেই গোবর্দ্ধন! তুমি আমার সকল প্রত্যাশা পূর্ণ কর ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে গিরিধর গোবর্দ্ধন! ব্রজদেবীগণ,
কৃষ্ণ-কৃত সমুৎকর্ষ করিয়া দর্শন,
"হরিদাসবর্য্য—এই গিরি গোবর্ধন,"
বিস্ময়ে এরূপ কথা ক'রেছে বর্ণন।
সেই তুমি,—নিজ অতি বিচিত্র-ললিত,
দ্যুতি পুঞ্জে দিঙ্মণ্ডল ক'রে উদ্ভাসিত;
সেবন প্রত্যাশা মোর করহে পূরণ,
তব সন্নিকটে সদা এই নিবেদন ॥ ২ ॥

শশ্বদ্বিশ্বালঙ্করণালঙ্কৃতিমেধ্যৈঃ,
প্রেম্ণা ধৌতৈর্ধাতুভিরুদ্দীপিতসানো !
নিত্যাক্রন্দৎকন্দর ! বেণুধ্বনিহর্ষাৎ,
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥ ৪ ॥

মন্দিরের মত চারু কন্দর-ভবনে,
শুভ্র স্বাদু, অতি মিষ্ট, কন্দ-মূল.র্পণে,
বৈদূর্যাভ স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ, নির্ঝরের জলে,
আনন্দিত কর তুমি, শ্যাম-বংশীধরে।
হরিদাস-শিরোমণি ! গিরিগোবর্ধন।
আমার প্রত্যাশারাজি করহে পূরণ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—জগন্মণ্ডলের মণ্ডনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মণ্ডনব্যাপারে সুলভ, সুতরাং প্রেমপ্রক্ষালিত গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা যাহার সানুপ্রদেশ উদ্দীপিত হইয়াছে এবং কীচকাখ্য বেণুধ্বনিরূপ আনন্দ বশতঃ যাঁহার কন্দরসকল সর্ব্বদাই শব্দায়মান, সেই গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার কামনা সফল কর ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—নিখিল বিশ্বের যিনি ভূষণ-ভূষণ,
সেই গোপালেরে দিতে সজ্জা আভরণ,
নানাবিধ গিরিধাতু, প্রেম-প্রক্ষালিত,—
সানুদেশটীরে তব, করেছে দীপিত।
বংশ-বিনিগর্ত হর্ষ-ধ্বনিতে সুন্দর,
নিয়তই পরিপূর্ণ, তোমার কন্দর ॥
নিত্য সেবাসুখময় গিরি গোবর্ধন !
আমার প্রত্যাশা শীঘ্র করহে পূরণ ॥ ৪ ॥

প্রাজ্যা রাজির্যস্য বিরাজত্যুপলানাং,
কৃষ্ণেনাসৌ সন্ততমধ্যাসিতমধ্যা।
সোঽয়ং বন্ধুর্বন্ধুরধর্ম্মা সুরভাণাং,
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্ ॥ ৫ ॥
নির্ধূম্বানঃ সংহৃতিহেতুং ঘনবৃন্দং,
জিত্বা জম্ভারাতিমসম্ভাবিতবাধম্।
স্বানাং বৈরং যঃ কিল নির্যাপিতবান্ সঃ,
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—তোমার উপলমালা শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনবশতঃ সাতিশয় শোভা পাইতেছে এবং তুমি গো গণের পালন জন্য বন্ধু হইয়াছ, সুতরাং তোমার ধর্ম অতি-পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব হে শৈলপতে! গোবর্দ্ধন! আমার প্রত্যাশা পূর্ণ কর ॥ ৫ ॥

সংহারকারী জলধরবৃন্দের জয় হেতুই যিনি সর্ব্বত্র বিজয়শালি ইন্দ্রকে পরাজয়-পূর্ব্বক স্বকীয় জ্ঞাতিবর্গের অর্থাৎ সমূহ পর্ব্বতের শত্রু বিনাশ করিয়াছ, সেই ইন্দ্রবিজয়িন্! হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার কামনা সিদ্ধ কর ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—কৃষ্ণোপবেশনরূপ সৌভাগ্য-উদয়ে,
কিবা শোভা পায় তব, উপল নিচয়ে।
বন্ধুভাবে গাভীদের করিয়া পালন,
ধর্ম তব পূর্ণভাবে, হ'তেছে বর্ধন,
অতএব 'বন্ধুরধর্মা' ওহে গিরিরাজ!
আমার প্রত্যাশা রাশি পূর্ণ কর আজ ॥ ৫ ॥

বিভ্রাণো যঃ শ্রীভুজদণ্ডোপরি ভর্ত্তু-,
শ্ছত্রীভাবং নাম যথার্থং স্বমকার্ষীৎ।
কৃষ্ণোপজ্ঞং যস্য মখস্তিষ্ঠতি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্ ॥ ৭ ॥

অতি ভয়ঙ্কর,—বিশ্বসংহারকারক,
অজেয় শকতিধর মত্তবলাহক,
তা' সবারে দূর ক'রে ইন্দ্র পরাজয়ে,
বিনাশ ক'রেছ তুমি শৈল শত্রুচয়ে।
ওহে ইন্দ্র বিজয়িন্, গিরি গোবর্ধন!
আমার প্রত্যাশা রাশি, কর সম্পূরণ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বাহুদণ্ডোপরিস্থিত হইয়া স্বকীয় গিরিরাজ এই নামের সার্থকতা করিয়াছ, অর্থাৎ ছত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ এবং যে গিরিরাজের যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রথম পরিজ্ঞাত সেই গোবর্দ্ধন! তুমি আমার বাসনা সম্পূর্ণ কর ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—নিজ স্বামী গোপালের ভুজদণ্ডোপরি,—
অতিশয় মনোরম ছত্রাকার ধরি'—
ইন্দ্রকৃত বিঘ্ন হ'তে গোকুলের ত্রাণে,—
সার্থক করেছ তব, গোবর্ধন নামে।
তব যজ্ঞ-মহোৎসব, শ্রীকৃষ্ণ প্রথম,
জ্ঞাত হ'য়ে, সর্বব্রজে কৈলা প্রচলন।
অদ্যাপি তোমার পূজা হয় গিরিরাজ!
মম মনোবাঞ্ছারাজি পূর্ণ কর আজ ॥ ৭ ॥

গান্ধর্ব্বায়াঃ কেলিকলাবান্ধব ! কুঞ্জে,
ক্ষুন্নৈস্তস্যাঃ কঙ্কণহারৈঃ প্রযতাঙ্গ !
রাসক্রীড়ামণ্ডিতয়োপত্যকয়াঢ্য !
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥ ৮ ॥
অদ্রিশ্রেণীশেখর ! পদ্যাষ্টকমেতৎ,
কৃষ্ণাম্ভোদপ্রেষ্ঠ ! পঠেদ্‌ যস্তব দেহী।
প্রেমানন্দং তুন্দিলয়ন্ ক্ষিপ্রমমন্দং,
তং হর্ষেণ স্বীকুরুতাং তে হৃদয়েশঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—তুমি গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধিকার কেলিকলার সাহায্যকারী, এবং নিকুঞ্জ-নিপতিত সেই রাধিকার কঙ্কণ ও মাল্যদ্বারা তোমার অঙ্গ বিভূষিত হইয়াছে, ও তোমার আসন্ন ভূখণ্ড শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়াতে মণ্ডিত, অতএব হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার প্রত্যাশা পূর্ণ কর ॥ ৮ ॥

হে পর্বতরাজ ! হে গোবর্দ্ধন ! যে জন তোমার এই পদ্যাষ্টক স্তব পাঠ করে তাহাকে তোমার হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, নিরতিশয় প্রেমানন্দ বর্দ্ধনপূর্বক স্বকীয় জন পুরস্কারে গ্রহণ করেন ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—গোবিন্দ মনোমোহিনী দেবী গান্ধর্বার,
বান্ধব-স্বরূপ তুমি, বিলাস কলার।
নিকুঞ্জে পতিত তাঁর, কঙ্কণাদি, হার,
শোভা পায় তব অঙ্গে অতি চমৎকার।
রাসক্রীড়া মণ্ডলেতে, হইয়া মণ্ডিত,
তব উপত্যকাভূমি, কিবা শোভান্বিত।

রাধা-কেলি-সহায়ক, মিত্র গোবর্ধন !
সুচির প্রত্যাশা মম, কর সম্পূরণ ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণ মেঘবন্ধো ! শৈলপতি গোবর্ধন !
এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন যে জন,—
তব হৃদয়েশ কৃষ্ণ, শীঘ্র হৃষ্টমনে,—
প্রেমানন্দ রাশিও তাঁর, নিয়ত বর্ধনে,—
নিজজন অঙ্গীকারে, করেন গ্রহণ ॥ ৯ ॥

ইতি মত্তময়ূরাখ্যং প্রথমং শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্ ॥

অথ দ্বিতীয়ং শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্

শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ

নীলস্তম্ভোজ্জ্বল রুচিভরৈর্মণ্ডিতে বাহুদণ্ডে,
ছত্রচ্ছায়াং দধদঘরিপোর্লব্ধসপ্তাহবাসঃ।
ধারাপাতগ্লপিতমনসাং রক্ষিতা গোকুলানাং,
কৃষ্ণপ্রেয়ান্ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ। ১ ॥
ভীতো যস্মাদপরিগণয়ন্ বান্ধবস্নেহবন্ধান্,
সিন্ধাবদ্রিস্ত্বরিতমবিশৎ পার্ব্বতীপূর্ব্বজোঽপি।
যস্তং জম্ভদ্বিষমকুরুত স্তম্ভসংভেদশূন্যং,
স প্রৌঢ়াত্মা প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্ধনো নঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—নীলস্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তিপটল-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের ভুজ-দণ্ডে যিনি ছত্র শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ অঘহন্তা শ্রীকৃষ্ণের হস্তে যিনি সপ্তাহকাল বাস করিয়াছিলেন এবং জলধরবৃন্দের জলবর্ষণ বশতঃ ব্যাকুল গোকুল ও গোপকুলের রক্ষিতা সেই গিরিবর গোবর্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ১ ॥

পার্বতীপূর্বজ অর্থাৎ মৈনাকপর্বতও যে ইন্দ্র হইতে অত্যন্তভীত হইয়া স্বকীয় বন্ধুবর্গে স্নেহ পরিগণিত না করিয়া অর্থাৎ বন্ধুত্যাগী হইয়া শীঘ্র সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই জম্ভশত্রু ইন্দ্রেরও যিনি গর্ব খর্ব করিয়াছেন, সেই প্রগল্‌ভচেতা গোবর্ধন আমাদিগের কুশল বিস্তার করুন ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—নীলস্তম্ভের মতো, চিরউজ্জ্বল, কান্তিপটল মণ্ডিত,
শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডোপরে করি' ছত্রের ছায়া সজ্জিত ॥

আবিষ্কৃত্য প্রকটমুকুটাটোপমঙ্গং স্ববীয়ঃ,
শৈলোঽস্মীতি স্ফুটমভিদধত্তুষ্টিবিস্ফারদৃষ্টিঃ।
যস্মৈ কৃষ্ণঃ স্বয়মরসয়দ্বল্লবৈর্দত্তমন্নং,
ধন্যঃ সোঽয়ং প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্ধনো নঃ ॥ ৩ ॥

ঐ অঘারি হরির, করোপরি যিনি,--করিয়া সপ্তাহ বাস,
ধারাপাতকুল, ক্লিষ্টগোকুলের, দূর করেছেন ত্রাস।
(সেই) গোপকুল আর, গো-কুলরক্ষক, কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ গোবর্ধন,
করুন মোদের কুশল বিস্তার, করুনায় চিরন্তন ॥ ১ ॥
পার্বতী পূর্বজ, মৈনাক পর্বতও যে বাসব-ভীতি ফলে—
বন্ধুগণ স্নেহ, না' করি' গণনা, পশেছে সাগর-জলে।
জম্ভের বৈরী, ইন্দ্রেরও যিনি সকল গরব-হর,—
(সেই) প্রগল্‌ভচেতা. মহা মহীয়ান্, গোবর্ধন গিরিবর,
করুন্ মোদের কুশল বিস্তার, এই যাচি নিরন্তর ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রকটরূপে মুকুটের আটোপ বিস্তার করিয়া "আমি শৈলরাজ গোবর্ধন" ইহাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পর্বতরাজের প্রতি গোপগোপীগণ কর্তৃক প্রদত্ত চতুর্বিধ অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন সেই ধন্যতম গোবর্ধনগিরি আমাদিগের সর্বদা মঙ্গলবিস্তার করুন ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—

মহা-অহংকারে, অতি স্থূলতর, শ্রীঅঙ্গ প্রকাশ ক'রে,—
"আমিই শৈলরাজ গোবর্ধন,"—এ' রূপ বচন-ভরে,
সপ্রীত নয়নে, ব্রজবাসীদত্ত, অন্নাদি উপায়ন,—
রাশিকৃত সবই, শ্রীগোপাল যাঁরে, ক'রায়েছে ভক্ষণ।
তুমি সেই ধন্য, গিরিগোবর্ধন! শুন শুন নিবেদন,—
করিও মোদের কুশল বিস্তার, করুণায় চিরন্তন ॥ ৩ ॥

অদ্যাপ্যূর্জ্জপ্রতিপদি মহান্ ভ্রাজতে যস্য যজ্ঞঃ,
কৃষ্ণোপজ্ঞং জগতি সুরভীসৈরিভীক্রীড়য়াঢ্যঃ।
শষ্পালম্বোত্তমতটয়া যঃ কুটুম্বং পশূনাং,
সোঽয়ং ভূয়ং প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৪ ॥
শ্রীগান্ধর্ব্বাদয়িতসরসীপদ্মসৌরভ্যরত্নং
হৃত্বা শঙ্কোৎকরপরবশৈরস্বনং সঞ্চরদ্ভিঃ।
অন্তঃক্ষোদপ্রহরিককুলেনাকুলেনানুযাতৈ-
র্বাতৈর্জুষ্টঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্ধনো নঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—অদ্যাবধি কার্ত্তিক মাসের প্রতিপৎ তিথিতে যাঁহার কৃষ্ণ পরিজ্ঞাত অন্নযজ্ঞ হইয়া থাকে এবং গো মহিষাদি পশুগণ যাঁহাতে ক্রীড়া করে এবং নিরতিশয় অভিনব তৃণ ধারণবশতঃ যিনি পশুগণের কুটুম্ব-স্বরূপ হইয়াছেন, সেই গোবর্ধন পুনঃ পুনঃ আমাদের মঙ্গল আবিষ্কার করুন। ৪ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের পদ্ম সৌরভারূপ রত্ন অপহরণ জন্য অত্যন্ত শঙ্কাকুল, সুতরাং নিঃশব্দ এবং জলবিন্দু স্বরূপ প্রহরিগণকর্ত্তৃক অনুধাবিত, অর্থাৎ শীতলত্বাদি গুণসম্পন্নবায়ুদ্বারা পরিসেবিত, সেই গোবর্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—

অদ্য অবধিও, কার্ত্তিক মাসের, (শুক্লা) প্রতিপদ তিথিবরে,
কৃষ্ণ-পরিজ্ঞাত, অন্নযজ্ঞ যাঁর, হইতেছে আড়ম্বরে।
বহু নির্ঝর-বারি-সিক্ত, সরস, নাস্য-শ্যাম তটটি যাঁর,
ধেনু মহিষীগণের ক্রীড়াভূমি আর, কুটুম্ব চমৎকার।
সেই গোবর্ধন, করুণাবশতঃ, আমাদের সবাকার,
সেবা-প্রাপ্তি-রূপ, নিত্য-কুশল, করুন আবিষ্কার ৪ ॥

কংসারাতেস্তরিবিলসিতৈরাতরানঙ্গরঙ্গৈ,-
রাভীরীণাং প্রণয়মভিতঃ পাত্রমুন্মীলয়ন্ত্যাঃ।
ধৌতগ্রাবাবলিরমলিনৈর্মানসামর্ত্ত্যসিন্ধো,-
র্বীচিব্রাতৈঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধিকা আর শ্যাম-সরোবরে, বিকচ কমল-কুল,—
(তা'দের) সৌরভ্যরূপ রত্ন অপহরি, সুনীরব, শঙ্কাকুল,—
জলকণারূপ প্রহরীনিচয়ে, নিত্য অনুধাবমান,—
হিম-সুশীতল সমীরণে যিনি নিয়তই সেব্যমান্
সেই মহীয়ান্, চির মনোরম, গোবর্ধন গিরিবর,
করুন মোদের কুশল বিস্তার, এ' প্রার্থনা নিরন্তর ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাহার তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট নাবিক হইয়া নৌকাপণ গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের অধীনতার আস্পদস্বরূপ আভীরাদিগের, প্রণয়বর্ধনকারিণী, সেই মানসীগঙ্গার তরঙ্গমালাতে যাঁহার উপলসকল ক্ষালিত হইতেছে, সেই গোবর্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—তরঙ্গে যাঁহার, রসিক মুরারি,
চতুর নাবিক সাজি,
কৌতুকে রাখি' কাম-লীলা পণ,
করেছে নৌকা-বিলাস রাজি,
আভীরীগণের প্রণয়-বর্ধিনী,
যে' মানসী গঙ্গার,—
উর্মিমালায়, হইতেছে যাঁর,
শিলাবীথি পরিষ্কার,—

যস্যাধ্যক্ষঃ সকলহঠিনামাদদে চক্রবর্ত্তী,
শুল্কং নান্যদ্ ব্রজমৃগদৃশামর্পণাদ্বিগ্রহস্য।
ঘট্টস্যোচ্চৈর্মধুকররুচস্তস্য ধামপ্রপঞ্চৈঃ,
শ্যামপ্রস্থঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৭ ॥
গান্ধর্ব্বায়াঃ সুরতকলহোদ্দামতাবাবদূকৈঃ,
ক্লান্তশ্রোত্রোৎপলবলয়িভিঃ ক্ষিপ্তপিঞ্ছাবতংসৈঃ।
কুঞ্জৈস্তল্পোপরি পরিলুঠদ্বৈজয়ন্তীপরীতৈঃ,
পুণ্যাঙ্গশ্রীঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৮ ॥

সুনিত্যকাল, সেই গোবর্ধন,
আমাদের সুকল্যাণ.—
করুন বিধান, করুণা বশতঃ,
যাচি এই অবদান ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—মরকত শিলানির্মিত ঘট্টপ্রদেশের কান্তিতে যাঁহার সানূ-দেশ শ্যামবর্ণ হইয়াছে এবং সমূহ ঘট্টস্থিতগণের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার ঘট্টের চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ কর্ত্তা হইয়া গোপীগণের দেহার্পণ ভিন্ন অন্য কোন পণ গ্রহণ করেন নাই, সেই গোবর্দ্ধনরাজ আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৭ ॥

যে কুঞ্জে কর্ণোৎপল ম্লান হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং মৃণাল বলয়, ময়ূরপিচ্ছ নির্ম্মিত অবতংস অর্থাৎ কর্ণভূষণ যেস্থানে পতিত, এবং শয্যার উপরি বৈজয়ন্তী মালাও লুণ্ঠিত, সুতরাং শ্রীরাধার নৈশসুরত কলহের প্রকাশকারি কুঞ্জ-সমূহে যাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে, সেই গোবর্দ্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—নিখিল সাহসী-চক্রবর্ত্তী হরি, চতুর অধ্যক্ষ হইয়া যাঁর,—
মৃগদৃশাদের দেহার্পণ বিনে, করেনি গ্রহণ শুল্ক আর,

যস্তুষ্টাত্মা স্ফুটমনুপঠেচ্ছ্রদ্ধয়া শুদ্ধয়ান্ত,-
র্মেধ্যঃ পদ্যাষ্টকমচটুলঃ সুষ্ঠু গোবর্ধনস্য।
সান্দ্রং গোবর্ধনধরপদদ্বন্দ্বশোণারবিন্দে,
বিন্দন্ প্রেমোৎকরমিহ করোত্যদ্রিরাজে স বাসম্ ॥৯॥

মধুকর সম রম্য কান্তিময়, উন্নত সেই ঘট্ট'দশ—
দ্যুতি প্রসারিয়া করেছে শ্যামল, সুশোভন যাঁর সানুদেশ,
সেই মহীয়ান্ গোবর্দ্ধনগিরি, হ'য়ে আজি করুণাময়।
বর্দ্ধন করুন সতত মোদের, সেবন কুশলচয় ॥ ৭ ॥

ম্লান কর্ণোৎপল, পতিত রয়েছে,
যাঁহার নিকুঞ্জ মাঝে,—
মৃণাল বলয়, পিঞ্ছ অবতংস,
লুটায় শিথিল সাজে,---
পড়িয়া লুটায়, বিহার শয্যায়,
গলায় বৈজয়ন্তী হার;
এরূপে রাধার, স্মর কলহের,
(প্রাবল্য) জ্ঞাপক কুঞ্জে যাঁর,—
পুণ্য কলেবর, শোভে নিরন্তর,
সেই গিরি গোবর্দ্ধন,
হয়ে সকরুণ, নিয়ত করুন্,
কুশল সংবর্দ্ধন ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ ও নির্ম্মল শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই মনোহর গোবর্ধনের পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, সেই গোবিন্দের পাদপদ্ম-যুগলে গাঢ়তর প্রেমভক্তি লাভ করিয়া গোবর্ধনগিরিতে বাস করেন ॥৯॥

পদ্যানুবাদ—পবিত্র হিয়ায়, বিমল শ্রদ্ধায়,
সম্যগ্‌রূপে সুস্পষ্টস্বরে,
সন্তুষ্টমনে, হ'য়ে অচঞ্চল,
গোবর্ধনাষ্টক যে জন পড়ে,—
গিরিবরধর, পদ-অরবিন্দে,
সান্দ্র-প্রেমভক্তি লভি' সে নরে,
শ্রীগিরিরাজের নিভৃত দেশে,
পেয়ে অনুকূল ভজন স্থান,
যুগল-সেবনে রহে গো মাতিয়া,
আশা অনুরূপ ঢালিয়া প্রাণ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীগিরীন্দ্রবাসানন্দদং নাম দ্বিতীয়ং শ্রীগোবর্ধনাষ্টকম্

অথ শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্

নমঃ শ্রীবৃন্দাবনায়

মুকুন্দমুরলীরব-শ্রবণফুল্লহৃদ্বল্লবী,-
কদম্বককরম্বিতপ্রতিকদম্বকুঞ্জান্তরা।
কলিন্দগিরিনন্দিনীকমলকন্দলান্দোলিনা,
সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ১ ॥
বিকুণ্ঠপুরসংশ্রয়াদ্বিপিনতোঽপি নিঃশ্রেয়সাৎ,
সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী রসশ্রেয়সীম্।
চতুর্মুখমুখৈরপি স্পৃহিততার্ণদেহোদ্ভবা,
জগদ্ গুরুভিরগ্রিমৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের মুরলীকল শ্রবণে উৎফুল্লচিত্তা গোপীগণকর্তৃক যাঁহার কদম্বাদি কুঞ্জমধ্যে পূরিত হইয়াছে এবং কলিন্দ গিরিনন্দিনী যমুনাদেবীর পদ্মবৃন্দের সঞ্চালক সমীরণদ্বারা যাঁহার সৌরভ সম্পাদিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী অর্থাৎ বৃন্দারণ্য আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

বৈকুণ্ঠে পরব্যোমস্থিত মোক্ষ হইতেও উৎকৃষ্ট অতএব সহস্র গুণাধিক শ্রেয়স্ অর্থাৎ দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রসাত্মিকা সম্পত্তি যিনি প্রদান করেন, সুতরাং জগদ্গুরু চতুর্মুখ ব্রহ্মাও যে স্থানের তৃণাদি হীন-রূপ জন্ম প্রার্থনা করেন, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—

মুকুন্দ-মুরলী-কলগীতি শুনি' প্রেমপাগলিনী বল্লবীগণে,
কদম্ব-কুঞ্জনিচয়ে যাঁহার, আসে দলেদলে ফুল্লমনে।
কলিন্দনন্দিনী যমুনায় ফোটে, অতিমনোহরী সরোজচয়,
সতত তা'দের আন্দোলনকারী, সমীরণে যিনি সুবাসময়।

অনারতবিকস্বরব্রততিপুঞ্জপুষ্পাবলী,-
বিসারিবরসৌরভোদ্গম-রমাচমৎকারিণী।
অমন্দমকরন্দভৃদ্বিটপিবৃন্দবৃন্দীকৃত,-
দ্বিরেফকুলবন্দিতা শরণমস্তু বন্দাটবী ॥ ৩ ॥

সেই প্রেমনিকেতন শ্রীবৃন্দাকানন।
নিয়ত হউন মোর পরমশরণ ॥ ১ ॥
বৈকুণ্ঠপুরীর রম্য নিঃশ্রেয়স বন, কল্যাণপ্রদ চিরন্তন ;
সে বিপিন হ'তে সহস্রগুণিত, সুমঙ্গল যিনি করেন দান ;
জগতের গুরু, চতুরানানও, হীন তৃণ জন্ম যেথায় চান,—
সেই মহাসুকল্যাণ ধাম বৃন্দাবন।
সতত হউন মম পরম শরণ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি নিরত পুষ্পিত লতাশ্রেণীর দূরগামী সৌরভদ্বারা লক্ষ্মীদেবীরও বিস্ময় সম্পাদন করিতেছেন এবং নিরত পুষ্পরস বর্ষণ-শীল বৃক্ষগণের সমস্ত ভ্রমণকারী ভ্রমরবৃন্দও যাঁহাকে বন্দনা করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ভূতা হউন ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ—

যাঁর অবিরত প্রস্ফুটনশীল, সুললিত নব বল্লরীর,—
সুদূর বিসারী কুসুম-সৌরভে, জনমে বিস্ময় শ্রীলক্ষ্মীর ;
অতিশয়রূপে মকরন্দবর্ষী, বৃক্ষে সমাগত ভ্রমর সব,
গুন্ গুন্ রবে, মধুর গুঞ্জনে, করিছে নিয়ত যাঁহারি স্তব,
সেই দিব্য শোভাময় শ্রীবৃন্দাকানন।
সতত হউন মম পরমশরণ ॥ ৩ ॥

ক্ষণদ্যুতিঘনশ্রিয়োর্ব্রজনবীনযুনোঃ পদৈঃ,
সুবল্গুভিরলঙ্কৃতা ললিতলক্ষ্মলক্ষ্মীভরৈঃ।
তয়োর্নখরমণ্ডলীশিখরকেলিচর্য্যোচিতৈ,-
র্বৃতা কিশলয়াঙ্কুরৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৪ ॥
ব্রজেন্দ্রসখনন্দিনীশুভতরাধিকারক্রিয়া,-
প্রভাবজসুখোৎসবস্ফুরিতজঙ্গমস্থাবরা।
প্রলম্বদমনানুজধ্বনিতবংশিকা-কাকলী,-
রসজ্ঞমৃগমণ্ডলা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ——যাহার সমূহ অবয়ব, সৌদামিনী ও জলধরের ন্যায় সম্মিলিত বৃন্দাবনের নবীন শ্রীরাধাগোবিন্দের অতি মনোহর ও ললিত বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নিত পদপঙ্‌ক্তিদ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সেই রাধা-কৃষ্ণের নখর-শ্রেণীর অনুকারী কিশলয় ও অঙ্কুরদ্বারাও যিনি পরিবৃতা সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৪ ॥

নন্দরাজের প্রিয়বন্ধু বৃষভানুরাজদুহিতা শ্রীরাধিকার অনুমতি বশতঃ আনন্দোৎসব বৃদ্ধির জন্য বৃন্দাসখী যে স্থানের স্থাবর জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণীদিগেরই উল্লাস সম্পাদন করিয়াছেন ও প্রলম্বারি বল-দেবের অনুজ শ্রীকৃষ্ণের বাদিত বংশীকাকলী রসজ্ঞ মৃগমণ্ডল যে স্থানে বিচরণ করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ—

সৌদামিনী আর নবঘন সম, শোভাশালী নব্য যুগলের,—
সুললিত পদ-চিহ্ন লভিয়া, অন্ত নাই যাঁর সৌভাগ্যের।
ধ্বজ-পদ্ম-বজ্র, অঙ্কুর আদি, সুচারু চরণ চিহ্ন-চয়ে,
নিত্যই যাঁর সারা অবয়ব, অপূর্ব সুষমা-ভূষিত হ'য়ে,—
ঐ যুবদ্বন্দ্বের, শ্রীকর-নখের, সুখচয়নের যোগ্য সব,—

অমন্দমুদিরার্ব্বুদাভ্যধিকমাধুরীমেদুর,-
ব্রজেন্দ্রসুতবীক্ষণোন্নটিতনীলকণ্ঠোৎকরা।
দিনেশসুহৃদাত্মজাকৃতনিজাভিমানোল্লস,-
ল্লতাখগমৃগাঙ্গনা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৬ ॥

নব কিশ্রলয়, তৃণ-অঙ্কুরে, পরিপূর হয় কি অভিনব !
সুন্দর শ্যামল হেন শ্রীবৃন্দাকানন।
নিয়ত হউন মম পরম শরণ ॥ ৪ ॥
ব্রজেন্দ্র-সখ-সুতা শ্রীরাধার আদেশে যেথায় বৃন্দা আলি,
শুভ-অধিকার, সুখ-উৎসবে, সবারে করেছে আনন্দশালী ॥
প্রলম্ব-দমন শ্রীবলানুজের, মোহন বংশিকা-কাকলীকল,
শ্রবণ-আমোদ করে বিচরণ, যেথায় রসজ্ঞ মৃগের দল।
সেই বৃন্দাটবী, চির রম্য অনুপম।
হউন সতত মম আশ্রয় পরম ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিনব জলধরের ন্যায় কান্তি দর্শন-পূর্ব্বক যে স্থানে কৌতুহল সহকারে নৃত্য করিতেছে এবং সূর্য্যসুহৃদ বৃষ-ভানু রাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার আত্মাভিমান অর্থাৎ "এই বৃন্দাটবী আমার" এই প্রীতিসূচকবাক্যে, লতা এবং মৃগপক্ষিগণ মিথুন হইয়া যে স্থানে উল্লসিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়নীয়া হউন ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—

মেঘ-মেদুর মাধুরী শ্যামের, করি' দরশন ময়ূরগণে
বিবিধ রঙ্গে, নাচিছে যেখানে, পরম আনন্দ-কৌতুকসনে।
দিনেশবান্ধব বৃষভানুসুতা, শ্রীমতী রাধিকা আপন জ্ঞানে,
"এই বৃন্দাটবী, আমারি, আমারি"—এরূপ পীরিতি বচনদানে,

অগণ্যগুণনাগরীগণ-গরিষ্ঠগান্ধর্ব্বিকা,-
মনোজরণচাতুরীপিশুনকুঞ্জপুঞ্জোজ্জ্বলা।
জগত্রয়কলাগুরোর্ললিতলাস্যবল্গৎপদ,-
প্রয়োগবিধিসাক্ষিণী শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৭ ॥
বরিষ্ঠহরিদাসতাপদসমৃদ্ধ-গোবর্দ্ধনা,
মধূদ্বহবধূচমৎকৃতি-নিবাসরাসস্থলা।
অগূঢ়গহনশ্রিয়ো মধুরিমব্রজেনোজ্জ্বলা,
ব্রজস্য সহজেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৮ ॥

লতিকা-বিহগী, মৃগাঙ্গনাকুলে, পরম উল্লাসে মাতান্ যেথা।
সেই বৃন্দাটবী, শরণ্য আমার,—চিরবাসস্থলী' হউক সেথা ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ— অগণ্যগুণগ্রামসম্পন্না শ্রীরাধিকার কামযুদ্ধ চাতুরীকে যাঁহার কুঞ্জসকল সূচিত করিতেছে এবং ত্রিভুবনের প্রধান কলাকৌশলের গুরু শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকার্য্যে পদচালনার সাক্ষিস্বরূপা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৭ ॥

জনদুর্লভ হরিদাসত্ব লাভ করিয়া গোবর্দ্ধন স্বয়ং যেস্থানে বাস করিতেছেন, এবং মধুসুদন বধূ গোপাঙ্গনাদিগের অথবা রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতির চমৎকারকারি—রাসমণ্ডল যে স্থানে স্থিত রহিয়াছে এবং অপ্রকট কানন শোভা বিধায়ক বৃন্দাবনের মাধুর্য্যকুলদ্বারা উজ্জ্বল-কান্ত, সেই বৃন্দাটবী স্বভাবতঃ আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—

অগণিত গুণ নাগরীগণের, শিরোভূষামণি গান্ধর্বার,—
মনোজ-সমর-চাতুরী, সূচিছে, উজ্জ্বল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ যাঁর।
ত্রিজগত কলা গুরু গোবিন্দের, শোভন-ললিত নটন-কাযে,
পদ-চালনার সাক্ষীস্বরূপিণী,—হয়ে যিনি সুখে নিয়ত রাজে।
সেই নিত্য রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাকানন। সতত হউন মম পরমশরণ ॥ ৭ ॥

ইদং নিখিলনিষ্কুটাবলিবরিষ্ঠবৃন্দাটবী,—
গুণস্মরণকারি যঃ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্।
বসন্ ব্যসনমুক্তধীরনিশমত্র সদ্বাসনঃ,
স পীতবসনে বশী রতিমবাপ্য বিক্রীড়তি ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ-দাস্যরূপ পদমর্যাদায়, সম্মানিত গিরি-গোবর্দ্ধন ;
যেস্থানে নিয়ত, আছে বিরাজিত, সেবাসুখামোদে চিরন্তন।
মধুসূদনের বধূসমূহের, চমৎকৃতির নিবাসস্থল,—
যাঁর স্থানে স্থানে, শোভে অনুপম মহা রাস-ক্রীড়া-মণ্ডল।
সরস শ্যামল গহনরাজির অতুল মাধুর্য্য দীপ্তিতে,
সর্বত্রই যাঁর পরিমণ্ডিত, সহজ উজ্জ্বলা কান্তিতে।

চিরমধুময় দিব্য বৃন্দাবন !
নিয়ত হউন মম পরম শরণ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—নিখিল আনন্দবিধায়ি পদ্য হইতে এই ব্যক্ত পদ্যাত্মক, মনোহর অষ্টক যে ব্যক্তি পাঠ করে, সেই জন, সমূহ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া এবং কামনা সিদ্ধিলাভ করিয়া পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণে লব্ধানুরাগপূর্বক সুখে বিহার করে ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ— নন্দন কাননাদি নিখিল বনের,
মুকুটের মণি এই বৃন্দাবিপিনের,
গুণরাজি স্মৃতিকারী, অতিমনোহর,
পদ্যাষ্টক পাঠে যিনি নিত্য যত্নপর ;
অবশ্য হইবে তাঁর বৃন্দাবনে বাস,
অভীষ্ট পূরণ আর দুঃখের বিনাশ।
পীতবাসা শ্রীগোবিন্দে অনুরাগ প্রীতি,
লাভ ক'রে বিহরিবে সেবানন্দে নিতি ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীনামাষ্টকম্

শ্রীকৃষ্ণনাম্নে নমঃ

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা,-দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত!
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং, পরিতস্ত্বাং হরিনাম! সংশ্রয়ামি
॥ ১ ॥

জয় নামধেয়! মুনিবৃন্দগেয়! হে, জনরঞ্জনায়
পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং, নিখিলোগ্রতাপপটলীং
বিলুম্পসি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—নিখিল বেদরূপ রত্নমালার কিরণদ্বারা তোমার পাদ-পদ্মের নখররূপ শেষ সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং সংসারমুক্ত নারদাদি ঋষিগণ তোমার উপাসনা করিতেছে, অতএব হে হরিনামন্! তোমাকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১ ॥

মুনিগণ তোমাকে সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন, এবং সমূহ জনের চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত তুমি কেবল অক্ষরাবয়ব ধারণ করিয়াছ এবং অবহেলাপূর্ব্বকও তোমাকে কেহ যদি উচ্চারণ করে, তবে সেই জন নিখিল ভয়ানক পাপরাশিকে লুপ্ত করিতে সক্ষম হয়, অতএব হে নামধেয়! তুমি জয়যুক্ত হও অর্থাৎ জনগণের পাপরাশি দগ্ধপূর্ব্বক স্বকীয় উৎকর্ষ প্রকাশ কর ॥ ২ ॥

পদ্যানুবাদ—ওহে হরিনাম!

নিখিল শ্রুতিদের শিরোদেশ স্থিত,
রত্নমালা-দীপ্তি দ্বারা হয় নীরাজিত,

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিতভবধ্বান্তবিভবো,
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িণীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে !
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ? ॥ ৩ ॥

চরণ-পঙ্কজপ্রান্ত নিয়ত তোমার।
মুক্ত কুলোপাস্য তুমি, চিদানন্দধার।
অতএব সর্বভাবে, তোমাকে আশ্রয়,
করিতেছে, এই অপরাধী, দুরাশয় ॥ ১ ॥
জয় জয় নামধেয়, ওহে হরিনাম !
মুনিগণ নিরন্তর করে তব গান।
সর্বজনে পরানন্দ করিতে প্রদান,
অক্ষর আকারে তুমি নিত্য বর্তমান।
তব প্রতি কোনরূপ আদর ব্যতীত,
একবার মাত্র তুমি, হ'লে উচ্চারিত,
জীবদের যাবতীয় উগ্রভয়ানক,—
সংসার-তাপরাশি, বেদনা দায়ক,
সমূলে নিশ্চয় সব কর যে হরণ,—
চরম পরম বস্তু, তুমি হে এমন ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ভগবন্ নাম-সূর্য্য ! আপনি যদি কোন সঙ্কেতেও উচ্চারিত হয়েন, তাহা হইলেও তত্ত্বদৃষ্টিবিহীন ব্যক্তির কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক চক্ষু প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন্ কুশলব্যক্তি আপনার মহিমার নির্ব্বাচন করিতে পারে ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ— ওহে শ্রীভগবন্নাম প্রভাকর !
তবাভাস হরি' ভব-তমঃ ঘোরতর,

যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি,
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম-স্ফুরণেন তত্তে,
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥
অঘদমনযশোদানন্দনৌ! নন্দসূনো!
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ!
প্রণতকরুণকৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে,
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়! ॥ ৫ ॥

তত্ত্বান্ধ জনেরেও, করেন প্রদান,
ভকতি-প্রাপকদৃষ্টি—শ্রেষ্ঠ দিব্যজ্ঞান।
উদাত্ত মহিমা-রাশ সম্যগ্ বর্ণনে,
এ' জগতে সমর্থ বা কোন্ কৃতী জনে? ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় বর্ত্তমান, ব্রহ্ম চিন্তাদ্বারাও ভোগব্যতিরেকে যে প্রারব্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ পাপ পুণ্যের ফলাফল বিনষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম্ন! জিহ্বাগ্রে তোমার স্মরণ মাত্রেই সেই কর্ম্ম অপগত হয়, এই কথা বেদ পুনঃ পুনঃ কহিতেছেন ॥ ৪ ॥

হে অঘদমন! হে যশোদানন্দন! হে নন্দসূনো! হে কমলনয়ন! হে গোপীচন্দ্র! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে প্রণতকরুণ! হে কৃষ্ণ! ইত্যাদি প্রকারে অনেক স্বরূপ যে তোমার নাম প্রকাশ পাইতেছে, অতএব হে নামধেয়! তোমাতে আমার অনুরাগ বর্ত্তমান থাকুক ॥ ৫ ॥

পদ্যানুবাদ— ভাগ্যবশে হইলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার,
ফলভোগ বিনা না হয় বিনাশ যাহার।
তব স্ফূর্তিমাত্র সেই প্রারব্ধ করম,
হারায় তাহার নিজ প্রচুর বিক্রম।

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে ॥
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে—
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি।৬॥

ওহে হরিনাম, তব করুণা এমন,
উচ্চরবে বেদশাস্ত্র করেন কীর্তন ॥ ৪ ॥

অঘদমন, যশোদানন্দন, নন্দের সুত, কমলনয়ন !
গোপীগণ মনোমোহন চন্দ্র, বৃন্দাবিপিনের নব মহেন্দ্র !
প্রণত করুণ, কৃষ্ণাদি নাম, ভক্ত কারণে নিত্য প্রকাশমান্ ।
এহেন স্বরূপযুক্ত তব প্রতি, বাড়ুক অধিক মম রুচি রতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ- হে নামন্ ! বাচ্য অর্থাৎ বিভুচৈতন্যাত্মক বিগ্রহ এবং বাচক অর্থাৎ কৃষ্ণগোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক আপনার দুইটি স্বরূপ এই জগন্মণ্ডলে শোভা পাইতেছে, কিন্তু আমি ঐ বিভুস্বরূপ হইতে বাচক-স্বরূপকেই সদয় বিবেচনা করি, কারণ যে প্রাণী বিভুস্বরূপে কৃতাপরাধ হইয়া বাচকস্বরূপে নামোচ্চারণরূপ উপাসনামাত্রেরই নিরপরাধ হইয়া সর্বদা আনন্দ সাগরে মগ্ন হয় ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—তার মধ্যে প্রথমের অপেক্ষা দয়াল,
সমধিক দ্বিতীয়টি, জানি সর্বকাল ॥
শ্রীবিগ্রহে অপরাধ করে যদি নরে,
নামের কৃপায় সে-ও, অনায়াসে তরে,
সকাতরে নিরন্তর শ্রীনাম-গ্রহণে,
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হয় সেই জনে ॥ ৬ ॥

সূদিতাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে, রম্যচিদ্‌ঘন-সুখস্বরূপিণে।
নাম! গোকুলমহোৎসবায় তে, কৃষ্ণ! পূর্ণবপুষে নমো নমঃ
॥ ৭ ॥
নারদবীণোজ্জীবন! সুধোর্ম্মি-নির্য্যাস-মাধুরীপুর!
ত্বং কৃষ্ণনাম! কামং স্ফুর মে রসনে রসনে সদা॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নামন্! হে কৃষ্ণ! আপনি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের পীড়াসমূহ বিনাশ করেন এবং আপনি ভক্তাভিপ্রায়ে রমণীয় চিদ্ঘনস্বরূপ এবং গোকুলবাসিদিগের মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ এবং আপনার অবয়ব মাধুর্য্যাদিতে পরিপূর্ণ, অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥৭॥

হে কৃষ্ণাভিধেয়! আপনি নারদের বীণার উজ্জীবনস্বরূপ, এবং আপনার মাধুর্য্যপ্রবাহ-অমৃত তরঙ্গের সারাংশস্বরূপ, সুতরাং আমার জিহ্বাতে সর্বদা সচেষ্টরূপে স্ফূর্তি লাভ করুন॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ—হে নাম-রূপিন্ কৃষ্ণ! আশ্রিত জনের,
বিনাশ কর যে তুমি, আর্তিনিকরের।
রম্য চিদ্‌ঘন সুখ স্বরূপ প্রচুর,
গোকুল-উৎসবপ্রদ, অতি সুমধুর,
পূর্ণতম শ্রীবিগ্রহ সতত তোমার,
তোমারেই পুনঃ পুনঃ করি নমস্কার॥ ৭ ॥
ওহে কৃপাময় কৃষ্ণনাম-রসায়ন,
নারদ-বীণার তুমি নব সঞ্জীবন।
সুধা-মাধুর্য্যোর্মি-সারে তুমি পরিপূর,
অতএব অহৈতুকী কৃপায় প্রচুর,
মোর রসনায় সদা রসের সহিত,
সমধিক-রূপে তুমি হও হে উদিত॥ ৮ ॥

॥ ইতি শ্রীনামাষ্টকম্ ॥

অথ গীতাবলী

প্রথমং নন্দোৎসবাদি

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তঃ

[১]

ভৈরবরাগেণ গীয়তে

পুত্রমুদারমসূত যশোদা।
সমজনি বল্লবততিরতিমোদা॥ ধ্রুব॥
কোঽপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারম্।
নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারম্॥
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতম্।
বিকিরতি কোঽপি সদধি নবনীতম্॥
কোঽপি তনোতি মনোরথপূর্ত্তিম্।
পশ্যতি কোঽপি সনাতনমূর্ত্তিম্॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ—যশোদা দেবী সর্ব লক্ষণান্বিত পুত্র প্রসব করিলে পর গোপগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তদন্তে কোন ব্যক্তি বিবিধ উপহার অর্পণ করিলেন, কেহবা আনন্দে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কোন ব্যক্তি মধুরস্বরে গান আরম্ভ করিলেন, কোন জন দধি নবনীতাদি লোকের গাত্রে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রকারে কোন ব্যক্তি আপনার মনোরথ পূর্ণ করিলেন, অপর কান কোন ব্যক্তি সেই সনাতন মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লোগিলেন॥ ১॥

[২]

আসাবরী

বিপ্রবৃন্দমভূদলঙ্কৃতি গোধনৈরপি পূর্ণম্ ।
গায়নানপি মদ্বিধান্ ব্রজনাথ ! তোষয় তূর্ণম্ ॥
সূনুরদ্ভুতসুন্দরোঽজনি নন্দরাজ তবায়ম্ ।
দেহি গোষ্ঠজনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিতদায়ম্ ॥ ধ্রুব ॥
তাবকাত্মজবীক্ষণক্ষণনন্দি মদ্বিধচিত্তম্ ।
যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্তম্ ॥
শ্রীসনাতনচিত্তমানস-কেলিনীলমরালে ।
মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু সর্ব্বদা তব বালে ॥ ২ ॥

সর্ব সুলক্ষণ, তনয় শোভন, প্রশবিলা যশোমতী ।
ব্রজ গোপগণ, সবেই তখন হইলা আনন্দমতি ॥
আনে কোনজন নানা উপহার ।
নৃত্য করে সুখে, কেহ বারংবার ॥
গাহে কোন জন মধুর সঙ্গীত ।
ছড়ায় কেহবা দধি নবনীত ॥
কৈলা কোন জন, সম্যক্ পূরণ, আপনার মনোরথ ।
হৈলা কোনজন, মূর্তি সনাতন, কৃষ্ণ দরশনে রত ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ব্রজনাথ ! নন্দ ! ব্রাহ্মণগণ অলঙ্কার ও গোবৎসাদি দ্বারা পূর্ণ মনোরথ হইয়াছেন, সম্প্রতি মাদৃশ গায়কগণকেও শীঘ্র সন্তুষ্ট করুন।

হে নন্দরাজ! আপনার অতি সুন্দর এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং সমস্ত ব্রজবাসিদিগকে উৎসবোচিত বস্তু অর্পণ করিয়া মনোরথ পূর্ণ করুন॥

আপনার পুত্র দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত মদীয় চিত্ত আর কিছু প্রার্থনা করে না, কিন্তু কোন যাচকেও যাহা কদাপি লাভ করে নাই সেই ধন আপনি মাদৃশ জনকে প্রদান করুন॥

শ্রীসনাতনের মানসরূপ সরোবরে ক্রীড়াসক্ত নীলহংস স্বরূপ আপনার এই বালকে সর্বদা আমাদিগের রতি থাকুক॥ ২॥

পদ্যানুবাদ—

অলঙ্কার আর, গোধন লভিয়া, আগত ব্রাহ্মণ যত।
ওহে ব্রজনাথ! সবারি আজিকে, পূরিয়াছে মনোরথ॥
হে বদান্যবর! সম্প্রতি সত্বর, মাদৃশ গায়কগণে।
তুমি তোষহে অপূর্ব ধনে॥
অপূর্ব সুন্দর, তনয় তোমার, জন্মেছে যে নন্দরাজ!
উৎসব উচিত, কাম্যবস্তুরাজি, দাও ব্রজবনে আজ॥
আত্মজে তোমার, দরশন ফলে, নন্দিত মোদের চিত্ত।
পায়নি যা কভু, কোনও যাচক, চাহিছে এমনি বিত্ত॥
শ্রীসনাতন-চিত্ত-মানস-সরে,
যে নীল মরাল সদা কেলি করে,
ব্রজেন্দ্র! তোমার সে' বালক প্রতি।
থাকুক মোদের নিরন্তর রতি॥ ২॥

বসন্ত পঞ্চমী

[৩]

বসন্তরাগঃ

অভিনবকুট্মলগুচ্ছসমুজ্জ্বল-কুঞ্চিতকুন্তলভার।
প্রণয়িজনেরিত-বন্দনসহকৃত-চূর্ণিতবরঘনসার ॥
জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার!
সৌরভসঙ্কটবৃন্দাবন-বিহিতবসন্তবিহার ॥ ধ্রুব ॥
অধরবিরাজিত-মন্দতরস্মিত-লোভিত-নিজপরিবার।
চটুলদৃগঞ্চল-রচিতরসোচ্চল-রাধামদনবিকার ॥
ভুবনবিমোহন-মঞ্জুলনর্ত্তন-গতিবল্গিতমণিহার।
নিজবল্লভজন-সুহৃৎ সনাতন-চিত্তবিহরদবতার ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নন্দকুমার! আপনি জয়যুক্ত হউন, আপনার কেশ-কলাপ অভিনব মুকুটগুচ্ছদ্বারা সমুজ্জ্বল ও কুঞ্চিত হইয়াছে এবং প্রণয়ি-জনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাতে আবিরাদি মিশ্রিত কর্পূর শোভিত হইতেছে ॥

হে পরমসুন্দর! নন্দকুমার! আপনি জয়যুক্ত হউন, আপনি সৌরভযুক্ত বৃন্দাবনের তটপ্রদেশে বসন্ত-বিহার বিধান করিয়াছেন ॥ধ্রু॥ আপনি অধরব্যাপী ঈষৎহাস্যদ্বারা স্বকীয় পরিজনকে লোলুপ করিয়াছেন এবং চঞ্চল অপাঙ্গ বিক্ষেপদ্বারা অনুরাগিনী শ্রীরাধিকার মদনবিকার উৎপাদন করিয়াছেন ॥

আপনার ভুবনবিমোহিনী মনোহর নৃত্য গতিদ্বারা মণিমালা চঞ্চল হইয়াছে আপনি স্বকীয় প্রিয়জনের সুহৃৎ তাহাদের চিত্তে আপনার অবতার সর্বদাই বিরাজ করিতেছে ॥ ৩ ॥

পদ্যানুবাদ— জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার!
সুকুঞ্চিত কেশ তব, মুকুলস্তবকে নব,

কিবা অতি সমুজ্জ্বল সুষমা আধার ॥

প্রণয়ি জনগণ, করিয়াছে বরিখন,

আবির মিশায়ে, অঙ্গে বরঘনসার ॥

তনুর শ্যামল কাঁতি, ধরিয়া অরুণ ভাতি,

নিরূপম শোভারাজি করিছে বিস্তার ॥

জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার !

ফুলবাস সুরভিত বৃন্দাবন তটকৃত

জয় সুখ বসন্তবিহার ॥

উথলিছে সুখ বৃন্দাবিপিনে—

নিজ অধরের, হাস্যে সুমৃদুল,

শ্যাম ! করিছ লুবুধ প্রেয়সীগণে ॥

অতি মনোহর, পরমচঞ্চল,

কটাক্ষ নিকর ক্ষেপণ করি'।

প্রণয় চপলা, শ্রীরাধা-মানসে,

মদন বিকার জাগালে হরি !

জয় জয় মোহন নন্দকুমার !

ভুবনবিমোহন, সুমঞ্জুল নর্তন,

গতিভরে চঞ্চল মণিময় হার ॥

নিজ প্রিয় নিচয়ের, বন্ধু তুমি হৃদয়ের,

জয় তব হে নন্দকুমার !

(শ্রী) সনাতন-চিত্তোপরি, সতত বিহারকারী

পরম উজ্জ্বল অবতার ॥ ৩ ॥

দোলোৎসবঃ

[৪]

বসন্তরাগঃ

কেলিরসমাধুরীততিভিরতিমেদুরীকৃতনিখিলবন্ধুপশুপালম্।
হৃদি বিধৃতচন্দনং স্ফুরদরুণবন্দনং দেহরুচিনির্জ্জিততমালম্॥
সুন্দরি! মাধবমবকলয়ালম্।
মিত্রকরলোলয়া রত্নময়দোলয়া চলিতবপুরতিচপলমালম্
॥ ধ্রুব ॥
ব্রজহরিণলোচনা-রচিতগোরোচনা-তিলকরুচিরুচিরতর-
ভালম্।
স্মিতজনিতলোভয়া বদনশশিশোভয়া বিভ্রমিতনব
যুবতিজালম্॥
নর্ম্মময়-পণ্ডিতং পুষ্পকুলমণ্ডিতং রমণমিহ বক্ষসি বিশালম্।
প্রণতভয়শাতনং প্রিয়মধিসনাতনং গোষ্ঠজনমানস-
মরালম্॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি ক্রীড়ারসমাধুর্য্যদ্বারা নিখিল গোপগণকে স্নিগ্ধ করিয়াছেন এবং যাঁহার বক্ষঃস্থলে ফল্গুচূর্ণ মিশ্রিত চন্দন অতিশয় শোভাকর হইয়াছে, যিনি দেহকান্তিদ্বারা তমালবৃক্ষকে জয় করিয়াছেন॥

অতএব হে সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণের বিলাস দর্শন কর। বন্ধুবর্গের হস্তচালিত রত্নময় দোলাতে শরীর চঞ্চল হইয়াছে, এ জন্য বক্ষঃস্থ মালাও দোলিত হইতেছে॥ ধ্রু॥ বৃন্দাবনের মৃগলোচনা গোপবধূদিগের রচিত গোরোচনাতিলকের কান্তিতে যাঁহার ললাটদেশ অতি উজ্জ্বল হইয়াছে॥

যিনি ক্রীড়াকৌশলে অতিপণ্ডিত এবং যাঁহার বক্ষঃস্থল অতি বিশাল ও প্রণতদিগের ভয়হন্তা এবং ব্রজবাসিদিগের মানসসরোবরের রাজ-হংসস্বরূপ এবং যিনি সকলের প্রিয় ও সনাতনের প্রভু ॥ ৪ ॥

পদ্যানুবাদ—

কেলিরস মাধুরীতে, নিখিল গোপের চিতে,
করেছেন যিনি সুশীতল।
যাঁর দিব্য বক্ষঃদেশ, চন্দনে শোভিছে বেশ,
কুম্‌কুমে তনু ঝল্‌মল্‌ ॥
দেহের কাঁতিতে যিনি, তরুণ তামালে জিনি'
নিরুপম সুষমা আধার।
অয়ি সুন্দরি রাধে! হের এসে মনোসাধে,
ললিত বিলাসী কান্ত মাধবে তোমার ॥

সহচর গণে, দোলায় সঘনে,
রতন রচিত 'দোলা'।
দোলার দোলনে, তনুর দোলনি,
দুলিছে গলার মালা ॥
হরিণ লোচনা, বরজ ললনা,
রুচির ললাট পরে ॥
গোরোচনা দিয়া, তিলক রচিয়া,
সাজায়েছে যত্নভরে ॥
মুখশশী তায়, (মৃদু) হাসির ছটায়,
জাগাইছে লোভ যুবতী মনে।
কতই বিলাস রসময় আশ,—
দিতেছে জাগায়ে তরুণী গণে ॥

[৫]

আসাবরী

নিপততি পরিতো বন্ধনপালী।
তং দোলয়তি মুদা সুহৃদালী॥
বিলসতি দোলোপরি বনমালী।
তরলসরোরুহ-শিরসি যথালী॥ ধ্রুব॥
জনয়তি গোপীজন-করতালী॥
কাপি পুরো নৃত্যতি পশুপালী॥
অয়মারণ্যক-মণ্ডনশালী।
জয়তি সনাতনরসপরিপালী॥ ৫॥

নর্মে যিনি সুপণ্ডিত, পুষ্পভূষা বিমণ্ডিত,
বক্ষঃ যাঁর সুন্দর, বিশাল।
প্রণতের ভয়হারী, সনাতন প্রভু হরি'
সুন্দরি! হের সেই প্রিয়তম কানাইয়া লাল॥
ব্রজবাসি জনগণ, মানসেতে বিচরণ,
করে যেই বিচিত্রমরাল।
সুন্দরি! দেই সেই কানাইয়া লাল।॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ—কোন প্রিয়সখী সেই বনমালী শ্রীকৃষ্ণকে দোলাইতেছেন, দোলার চতুর্দিকে ফল্গুচূর্ণসকল পতিত হইতেছে॥ গোপীগণের করতালী ধ্বনি-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক হইতেছে॥ বিশাখাদি কোন সখী শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে নৃত্য করিতেছেন॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের স্মরোদ্দীপক নৃত্য দর্শনে তাঁহাদিগের চিত্তকে বশীভূত করিতেছেন, যাঁহার অঙ্গ আরণ্য-ভূষণে ভূষিত এবং নিত্য সিদ্ধ শৃঙ্গার রসের যিনি পোষক সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন॥ ৫॥

পদ্যানুবাদ—ভরিয়া চৌদিক, ফাগু কুম্‌কুম,
হইতেছে নিপতিত।
সুহৃদ্ সকল, হরষে হরিরে,
করিছে আন্দোলিত॥
দোলিত সরোজ, উপরে যেমন,
বিলাসে চপল অলি।
সেই রূপ মরি! কানু বনমালী,
বিলসিছে দোলোপরি॥
পুলকিত মনে, ব্রজ গোপীগণে,
দিতেছে যে করতালি।
দোলা পুরোভাগে, মহা অনুরাগে,
নাচে কোন পশুপালী॥
আরণ্য ভূষায়, কুসুম চূড়ায়,
ফুলমালে মনোহর।
অতি সুললিত, তনু বিভূষিত,
আহা কিবা সুন্দর॥
শ্রীল সনাতন, রসের পোষক—
আদিরস পরিপালী—
এই শ্রীমাধব, দোলন-উৎসবে,
হতেছেন জয়শালী॥ ৫॥

[৬]

ধনাশ্রীঃ

ন কুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাম্ ।
মামবলোক্য সতীমশরণ্যাম্ ॥
চঞ্চল ! মুঞ্চ পটাঞ্চলভাগম্ ।
করবাণ্যধুনা ভাস্করযাগম্ ॥ ধ্রু ॥
ন রচয় গোকুলবীর ! বিলম্বম্ ।
বিদধে বিধুমুখ ! বিনতিকদম্বম্ ॥
রহসি বিভেমি বিলোলদৃগন্তম্ ।
বীক্ষ্য সনাতন ! দেব ! ভবন্তম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রবিপূজাচ্ছলে শ্রীরাধিকা গমন করিতে করিতে পথে মিলিত শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে চন্দ্রবদন ! এই পথমধ্যে অসহায়া আমাকে দেখিয়া কদর্থন করিও না, যেহেতু সখীগণ আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন ॥ হে চঞ্চল ! আমার বস্ত্রাঞ্চল ভাগ পরিত্যাগ কর, আমি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিব ॥ ধ্রু ॥ হে গোকুলবীর ! হে বিধুমুখ ! তুমি পথরোধদ্বারা আমার বিলম্ব করিও না, তোমায় আমি বিনয় করিতেছি ॥ হে সনাতন ! হে দেব ! এই নির্জ্জন মধ্যে তোমার চঞ্চল নয়ন দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে ॥ ৬ ॥

পদ্যানুবাদ—বিজন সরণি, মাঝে-একাকিনী,
নিরাশ্রয় মোরে হেরি ।
(কর) কেন উপদ্রব, চঞ্চল মাধব !
দাও পটাঞ্চল ছাড়িয়া ॥
করিব এখন, ভাস্কর পূজন,

[৭]

সৌরাষ্ট্রী

রাধে ! নিগদ নিজং গদমূলম্ ।
উদয়তি তনুমনু কিমিতি তাপকুলমনুকৃতবিকটকুকূলম্
॥ ধ্রুব ॥

প্রচুরপুরন্দরগোপবিনিন্দক-কান্তিপটলমনুকূলম্ ।
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি সংভৃতমুরসি দুকূলম্ ॥
অভিনন্দসি ন হি চন্দ্ররজোভর-বাসিতমপি তাম্বূলম্ ।
ইদমপি বিকিরসি বরচম্পককৃতমনুপমদাম সচুলম্ ॥
ভজদনবস্থিতিমখিলপদে সখি ! সপদি বিড়ম্বিততুলম্ ।
কলিতসনাতনকৌতুকমপি তব হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলম্ ॥ ৭ ॥

করায়ো না দেরি, হে বিধুবদন !
দেব সনাতন ! এ স্থান নির্জন,
দিবে অপবাদ যত পরিজন ॥
তোমার বিলোল লোচন দর্শনে ।
হে গোকুলবীর ! ভয় পাই মনে ॥
(আমি) অসহায়া সতী, করি সুমিনতি,
দাও পটাঞ্চল ছাড়িয়া ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে রাধে ! তুমি আপনার ব্যাধির নিদান বল, দেখ তোমার শরীরে তুষাগ্নির ন্যায় সন্তাপ বহির্গত হইতেছে, অরুণবর্ণ ও অতি সূক্ষ্ম, তোমার যে কঞ্চুলিকা, যাহা বক্ষঃস্থলে ধৃত হইয়া ইন্দ্রগোপ-কীট অপেক্ষাও রূপের বৃদ্ধি করিতেছে, হে সখি ! তাহা কেন পুনঃ পুনঃ দূরে নিক্ষেপ করিতেছ ?

কর্পূরবাসিত তাম্বূলও প্রিয়জ্ঞান করিতেছ না, উৎকৃষ্ট চম্পকমালা সীমন্তমণির সহিত নিক্ষেপ করিতেছ ? হে সখি ! রাধিকে ! তোমার যে হৃদয় সর্বদাই কৃষ্ণের কৌতুক বিধান করিয়াছে, তূলবৎ ক্ষীণ হইয়া সম্প্রতি সেই হৃদয় এককালীন অধৈর্য্য হইল এবং শূলবিদ্ধের মত লক্ষিত হইতেছে ॥ ৭ ॥

পদ্যানুবাদ—রাধে গো, কহ মোরে নিজ ব্যাধিমূল

তনুতে তোমার এবে কি কারণ,

অতি ভয়ঙ্কর তুষানলসম,

উদিতেছে তাপকুল ?

বল সখি ! ব্যাধি-মূল ॥

মনোরম সুমৃদুল, প্রিয় আর অনুকূল,

যে বসনে হয় তব বক্ষঃ আবরণ।

ইন্দ্রগোপকীটজিনি' সেই রক্তবস্ত্রখানি,

অতিদূরে সখি ! তায় ফেলিছ এখন ॥

কর্পূর-বাসিত তাম্বূলেও আর।

নাই যে সখিগো ! আদর তোমার ॥

চূড়াসনে দূরে করিছ ক্ষেপণ।

চম্পকে রচিত মাল্য অনুপম ॥

অস্থিরতা অতি অখিল বিষয়ে।

হেরিতেছি আমি তোমারি হৃদয়ে ॥

করেছে সতত যে হিয়া তোমার।

সনাতন কৃষ্ণের কৌতুকবিস্তার ॥

এবে তূলাসম লঘু সেই চিত।

শূলবিদ্ধ যেন হতেছে লক্ষিত ॥ ৭ ॥

[৮]

সৌরাষ্ট্রী

কুটিলং মামবলোক্য নবাম্বুজমুপরি চুচুম্ব স রঙ্গী।
তেন হঠাদহমভবং বেপথুমণ্ডলসঞ্চলদঙ্গী॥
ভামিনি! পৃচ্ছ ন বারংবারম্।
হন্ত বিমুহ্যতি বীক্ষ্য মনো মম বল্লবরাজকুমারম্॥ ধ্রুব॥
দাড়িমলতিকামনু নিস্তলফলনমিতাং স দধে হস্তম্।
তদনু ভবান্মম ধর্ম্মোজ্জ্বলমপি ধৈর্য্যধনং গতমস্তম্॥
অদশদশোকলতাপল্লবময়মতনু সনাতননর্ম্মা।
তদহমবেক্ষ্য বভুব চিরং বত বিস্মৃতকায়িককর্ম্মা॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ—যে সখী রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শ্রীরাধিকা কহিতেছেন॥

হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকান্বিত হইয়া আমাকে কুটিল নয়নে অবলোকন করিয়া একটি অভিনব পদ্মকে চুম্বন করিলেন, তদ্দর্শনে হঠাৎ আমার অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল॥

হে সখি! বিশাখে! তুমি আর বারম্বার আমায় জিজ্ঞাসা করিও না, যেহেতু ব্রজরাজনন্দনকে দর্শন করিয়া আমার মন অতি বিমূঢ় হইতেছে॥ ধ্রু॥ সেই শ্রীকৃষ্ণ দাড়িম্বশাখা লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল গ্রহণেচ্ছু হইয়া হস্তচালন করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে আমার উজ্জ্বল ধর্ম ও ধৈর্য্যধন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল॥

নিত্য বহু ক্রীড়াপর নর্মপরায়ণ হরি, অশোকলতার পল্লব দংশন করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে নিজের অধরাঘাত স্মরণ করিয়া কিয়ৎকাল কায়িককর্ম বিস্মৃত হইয়াছিলাম॥ ৮॥

পত্থানুবাদ—ওগো ভামিনি ! কি কহিব সখি ! তোরে।

কুটিল নয়নে, রঙ্গিয়া শ্রীহরি,
করি' দরশন মোরে ॥
করিলা চুম্বন, করের আপন,
নবীন কমলোপরে,—
সরস ইঙ্গিত ভরে ॥
সে লীলা দর্শনে, প্রবল কম্পনে,
সঞ্চালিত হল অঙ্গ।
সখি ! বারবার, পুঁছিওনা আর,
চপল কানুর রঙ্গ ॥
শ্রীনন্দনন্দন, মোহিয়াছে মন,
মুখে না বচন সরে।
কি আর বলিব তোরে ॥
গোলাকার ফলভারে, মনোরম শোভা ধরে,
অবনতা দাড়িমের লতা।
তার প্রতি আপনার, হস্ত করি' সুবিস্তার,
জানাইল মরমবারতা ॥
তাহা দরশনে মম, সতীকুল-সুধরম,
লুপ্ত হৈল লৈয়া ধৈর্য্যধন।
নিত্যকাল সুপ্রচুর, ক্রীড়াশীল নর্মপূর,
এই কৃষ্ণ,—দেব সনাতন,—
রঙ্গবশে অভিনব, অশোকেরই পল্লব,
তারপরে করিলা দংশন ॥
হেরি' হেন লীলাচয়, দীর্ঘকাল অতিশয়,
অথির বিকাল হ'য়ে হায় !

[৭]

ধনাশ্রীঃ

অনধিগতাকস্মিকগদকারণমর্পিতমন্ত্রৌষধিনিকুরম্বম্ ।
অবিরত-রুদিত-বিলোহিতলোচনমনুশোচতি তামখিল-
কুটুম্বম্ ॥

দেব ! হরে ! ভব কারুণ্যশালী ।
সা তব নিশিতকটাক্ষশরাহতহৃদয়া জীবতি কৃশতনুরালী
॥ ধ্রুব ॥

হৃদি বলদবিরলসংজ্বরপটলীস্ফুটদুজ্জ্বলমৌক্তিকসমুদায়া ।
শীতলভূতলনিশ্চলতনুরিয়মবসীদতি সম্প্রতি নিরুপায়া ॥
গোষ্ঠজনাভয়সত্র-মহাব্রতদীক্ষিত ! ভবতো মাধব ! বালা ।
কথমর্হতি তাং হন্ত সনাতন ! বিষমদশাং গুণবৃন্দবিশালা ?
॥ ৭ ॥

কায়িক করম যত, হ'য়েছিনু বিসরিত,
সখি ! নাই কায সে' সব কথায় ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—দূতী শ্রীরাধার ব্যাধিমূল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন ॥ হে হরে ! অখিলকুটুম্ববর্গ শ্রীরাধার আকস্মিক রোগের কারণ জানিতে না পারিয়া সর্বদাই শোক করিতেছেন এবং সর্বদা মন্ত্রৌষধাদি-দ্বারা অপনয়নের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের অবিরত রোদন জন্য নেত্র লোহিতবর্ণ হইয়াছে ॥

অতএব হে কৃষ্ণ ! তুমি সম্প্রতি করুণাপর হও, আমাদিগের প্রিয়-সখী রাধিকা তোমার নিশিত কটাক্ষশরে আহত হইয়া কেবলমাত্র জীবনধারণ করিতেছেন, সুখের লেশমাত্রও অনুভব করিতেছেন না ॥ ধ্রুব ॥ তাঁহার অন্তঃকরণে সম্প্রতি কেবল সন্তাপই বৃদ্ধি পাইতেছে,

সুতরাং বক্ষঃস্থ উজ্জ্বল মৌক্তিকমালাও স্ফুটিত হইতেছে এবং উপায়শূন্যা হইয়া শীতল ভূতলে নিশ্চলভাবে শরীর অর্পণ করিয়া অবসন্না হইতেছেন ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি যদি বল আমি অন্য স্ত্রীগণের সন্দর্শনও করি না, তাহাতে উত্তর এই যে, হে মাধব! তুম ব্রজগোপগোপীদিগের ভয় নিবারণরূপ মহাযজ্ঞে দীক্ষিত এবং আমিও বালিকা, আপনাতেই আমার চিত্ত রহিয়াছে, সুতরাং হে সনাতন! আমার কেন বিষম দশা উপস্থিত ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ— শ্রীমতীর ব্যাধি-কারণ জানি'—
মাধবেরে দূতী কহিছে বাণী,—
সহসা রাধার, হৈল কি যে পীড়া,
না জেনে কারণ তা'য়।
কুটুম্বেরা যত, প্রয়োগে নিরত,
(কত) মন্ত্র মহৌষধি-সার ॥
সবে অবিরত, রোদনে নিরত,
লোহিত হয়েছে আঁখি।
মহা অনুতাপ, করিছে বিলাপ,
শ্রীমতীর দশা দেখি' ॥
অতএব হরে! করুণাময়!
হে দেব! সম্প্রতি হও সদয় ॥
প্রিয়সখী মম, ক্ষীণাঙ্গী রাধিকা,
(তব) নিশিত কটাক্ষশরে।
হইয়া আহত, কোনমতে হায়!
মহাদুঃখে প্রাণ ধরে ॥

[১০]

আসাবরী

হন্ত ন কিমু মন্থরয়সি সন্তত মভিজল্পম্ ?
দন্তরোচিরন্তরয়তি সন্তমসমনল্পম্ ॥
রাধে ! পথি মুঞ্চ ভুরি সম্ভ্রমমভিসারে ।
চারয় চরণাম্বুরুহে ধীরং সুকুমারে ॥ ধ্রুব ॥
সন্তনু ঘনবর্ণমতুল-কুন্তলনিচয়ান্তম ।
ধ্বান্তং তব জীবতু নখকান্তিভিরভিশান্তম্ ॥
সসনাতনমানসাত্ত যান্তী গতশঙ্কম্ ।
অঙ্গীকুরু মঞ্জু-কুঞ্জ-বসতেরলমঙ্কম্ ॥ ১০ ॥

দারুণ বিরহ-সন্তাপে তাঁহার,
মুকুতানিকর কণ্ঠমালিকার,
এবে হতেছে বিদীর্ণ হায় !
ইনি হয়েছেন নিরুপায় ॥

শীতল ভূতলে নিশ্চল তাঁর,
অবসন্ন দেহ-ভার ।
না হের' উপায় আর ॥

ব্রজবাসী জনগণে সতত অভয়দান—
মহাব্রতে সনাতন ! তুমি যে দীক্ষিত
তবে কেন তব হেতু, গুণবতী এ' বালার,
এইরূপে সুবিষম দশা সমুদিত ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—দূতী শ্রীকৃষ্ণের রাধাগতচিত্ততা জানিয়া অভিসারপরা রাধিকাকে কহিতেছেন ॥ হা কষ্ট ! হা রাধে ! তুমি নিরন্তর সম্ভাষণ করিতেছ তাহা নিবৃত্তি করিতেছ না কেন ? যে হেতু তোমার দন্তরুচি প্রকাশিত হইয়া কেবল নিবিড় অন্ধকার দূর করিতেছে ॥

হা রাধে ! অভিসার পথে তুমি অতি ত্বরা করিও না, কোমল চরণ পদ্মদ্বয় অতি ধীরে নিক্ষেপ কর ॥ ধ্রু ॥ এবং নখকিরণকে মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ কেশের অগ্রভাগদ্বারা আবরণ কর, তাহা হইলে নখ কিরণে তাড়িত অন্ধকার পুনর্বার স্বীয় স্বরূপ লাভ করিতে পারিবে ॥ তাহা হইলে কৃষ্ণৈকচিত্তা তুমি অবাধে মনোহর কুঞ্জমধ্যে গমন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১০ ॥

পদ্যানুবাদ—দূতী শ্রীকৃষ্ণের রাধাগত চিত্তের বিষয় জানিয়া অভিসারিণী শ্রীমতীকে কহিতেছেন,—

অয়ি রাধে ! সতি ! তুমি যে সম্প্রতি,
বাক্যালাপরতা নিরন্তর ।
কহিছ কেবল, কথা অনর্গল,
কভু তাহা না হয় মন্থর ॥
দন্তপ্রভা তব, ঘোর অন্ধকার,
সকলি করিছে নাশ ।
কিবা জ্যোতি পরকাশ ॥
অভিসার কালে, পথের মাঝারে,
ত্যজগো, ব্যস্ততা অতি ।
বড় সুকোমল, চরণকমল,
ধীর কর তার গতি ॥
নখর কিরণ, উজ্জোর পরম,
বিনাশিছে অন্ধকার ।
কিবা অতুলন শোভা তার ॥
মেঘের মতন, কৃষ্ণ বরণ,

[১১]

গৌড়ী

সিচয়মুদঞ্চয় হৃদয়াদল্পম্ ।
বিলিখাম্যদ্ভুতমকরাকল্পম্ ॥
ইহ ন হি সঙ্কুচ পঙ্কজনয়নে !
বেশং তব করবৈ রতিশয়নে ॥ ধ্রুব ॥
রাধে ! দোলয় ন কিল কপোলম্ ।
চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলম্ ॥
তব বপুরচ্ছ সনাতনশোভম্ ।
জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভম্ ॥ ১১ ॥

(তব) নিবিড় কুন্তলভার,—
বিস্তারিত কর, নখাগ্র উপর,
হবে পুনঃ আঁধিয়ার ॥
প্রীতি-রস-বিবশা, সনাতন-মানসা
ওগো দেবি ! শ্রীরাধে আমার !
আজি, মঞ্জুকুঞ্জবাসী, শ্যাম-অঙ্ক-আসি,
করগো হরষে অঙ্গীকার ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ করিতেছেন ॥ হে রাধে ! বক্ষঃস্থলের বস্ত্র কিঞ্চিৎ উত্তোলন কর, আমি তাহাতে আশ্চর্য্য মকরাকৃতি লিখিব ॥

হে পঙ্কজনয়নে ! এ বিষয়ে তোমার কিছুই সঙ্কোচ নাই এই রতি-শয্যাতে তোমার বেশ রচনা করিব ॥ ধ্রু ॥

হে রাধে! গণ্ডপ্রদেশ দোলিত করিও না, যে হেতুক স্থির চিত্তে আমি চিত্র রচনা করিতেছি ॥

নিত্য শোভিত তোমার বপু অদ্য আমার হৃদয়ে কোন একটি লোভ জন্মাইতেছে ॥ ১১ ॥

পদ্যানুবাদ—[স্বাধীন ভর্তৃকা শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি]

কহিলেন শ্রীকানাই, কমলনয়না রাই!
বেশ তব করিব রচন।
বক্ষঃলগ্ন সুবসন, কর কিছু উত্তোলন,
বিচিত্র মকরাকৃতি করিব অঙ্কন ॥
কোরোনা সঙ্কোচ, এ বিষয়ে কোনো,
কোরোনা সরম রাধে!
রতি শয়নের, উপযোগী বেশ,
বিরচিব মনোসাধে ॥
কাঁপায়োনা আর, কপোল তোমার,
স্থির হও, ওগো রাই!
গণ্ডযুগে তব, ধীরচিত্তে, নব—
চিত্র আঁকিতে চাই ॥
আজি, তব সনাতন, শোভাযুক্ত মনোরম,
মঞ্জুল শ্রীমূর্তি অতুলন।
মানসের মাঝে মম, কোনও অপূর্বতম,
করিতেছে লোভ উৎপাদন ॥ ১১ ॥

[১২]

আসাবরী

তব চঞ্চলমতিরয়মঘহন্তা ।
অহমুত্তমধৃতি-দিগ্ধদিগন্তা ॥
দূতি ! বিদূরয় কোমলকথনম্ ।
পুনরভিধাস্যে ন হি মধুমথনম্ ॥ ধ্রুব ॥
শঠচরিতোঽয়ং তব বনমালী ।
মৃদুহৃদয়াহং নিজকুলপালী ॥
তব হরিরেষ নিরঙ্কুশনর্ম্মা ।
অহমনুবদ্ধসনাতনধর্ম্মা ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—সন্তোষার্থ আগত দূতীকে মানিনী শ্রীরাধা কহিতেছেন ॥ তোমার এই অঘহন্তা কৃষ্ণ অত্যন্ত চঞ্চলমতি, কিন্তু আমার ধৈর্য্য-গুণ সকল দিগ্‌বিদিত ॥

অতএব হে দূতি ! কোমল বাক্য প্রয়োগ দূরীভূত কর, আর আমি কৃষ্ণের সহিত বাক্যালাপ করিব না ॥ ধ্রু ॥

তোমার এই বনমালী অত্যন্ত শঠচরিত্র, আমি কোমল হৃদয়া এব স্বকীয় কুলকীর্তি রক্ষণে তৎপরা ॥

তোমার এই হরি নির্বাধে নর্ম্ম-তৎপর, আমি সর্বদা স্বকীয় সনাতন-ধর্ম রক্ষণে স্থিরচিত্তা ॥ ১২ ॥

পদ্যানুবাদ—মানিনী শ্রীরাধিকার সন্তোষের তরে—
আগতা দূতীকে রাই কহে তারপরে ॥
অঘহন্তা তব পরম চঞ্চল চিত ।
মোর ধৈর্য্যগুণ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত ॥

[১৩]

ভৈরবঃ

মণ্ডিত-হল্লীসকমণ্ডলাম্ ।
নটয়ন্ রাধাং চলকুণ্ডলাম্ ॥
নিখিলকলাসম্পদি পরিচয়ী ।
প্রিয়সখী ! পশ্য নটতি মুরজয়ী ॥ ধ্রুব ॥
মুহুরান্দোলিত রত্নবলয়ম্ ।
সলয়ং চলয়ন্ করকিশলয়ম্ ॥
গতিভঙ্গিভিরবশীকৃতশশী ।
স্থগিত সনাতন-শঙ্করবশী ॥ ১৩ ॥

অতএব দূতি ! যত কোমল বচন ।
কর পরিহার, আর কোরোনা কীর্তন ॥
কহিবনা কথা পুনঃ মধুঘাতী সনে ।
নাই কোন প্রয়োজন, আলাপ করণে ॥
শঠ চরিত্র অতি, তোমার বনমালী ।
কোমলহৃদয়া আমি নিজ কুলপালী ॥
তব হরি নিরঙ্কুশ নর্মপরায়ণ ।
ব্রত মোর সনাতন ধর্মের পালন ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাধার সহ শ্রীকৃষ্ণের রাস নৃত্য সখীগণ বর্ণনা করিতেছেন ॥

হল্লীসকমণ্ডলের মণ্ডনস্বরূপা অর্থাৎ রাসমণ্ডলস্থিতা চঞ্চলকুণ্ডলা শ্রীরাধাকে নৃত্য করাইতে করাইতে ॥

নিখিলকলাসম্পত্তিতে সুপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন, হে সখি ! অবলোকন কর ॥ ধ্রুব ॥

শ্রীকৃষ্ণ রত্নবলয়ের সঞ্চালনপূর্বক বিলাস সহকারে কর পল্লব চালিত করিতেছেন ॥

যিনি গমন ভঙ্গিদ্বারা সাতিশয় শোভিত হইতেছেন ও জিতেন্দ্রিয়-বর্য শঙ্কর ও অন্য যতিগণকেও স্থগিত করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

[১৪]

ভৈরবঃ

দামোদররতিবর্দ্ধনবেশে ! হরিনিষ্কুটবৃন্দাবিপিনেশে ॥
রাধে ! জয় জয় মাধবদয়িতে ! গোকুলতরুণীমণ্ডলমহিতে
॥ ধ্রুব ॥
বৃষভানূদধি-নবশশিলেখে ! ললিতাসখি ! গুণরমিত বিশাখে॥
করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে !
সনক সনাতন বর্ণিত চরিতে ॥ ১৪ ॥

পদ্যানুবাদ— শ্রীরাধাসহ মাধবের শ্রীরাসনর্তন ।
বর্ণনা করিছেন, এবে সখীগণ ॥
শ্রীরাসমণ্ডলোপরি—
নিখিল কলায়, সুনিপুণ অতি,
মুরজয়ী ঐ হরি,—
রাসস্থলী-শোভা- বর্ধনকারিণী,
চঞ্চলকুণ্ডলা রাধিকায়,
করায়ে নটন, নবীন মোহন,
বিচিত্র ভঙ্গিমায়—
নাচিছে নিজেও ত'ায় ॥
রতনবলয় সঞ্চালন সনে,
সবিলাস করপল্লব চালনে,
ভঙ্গি সহকৃত মঞ্জুল নটনে,
কিবা নিরুপম সুষমায় ॥
সখি ! হের গো নৃত্যশোভা ।
দেবমুনি মনোলোভা ॥
স্তম্ভিত শশী সে' নৃত্য দর্শনে ।
বিস্মিত শঙ্কর সনাতন সনে ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—সম্প্রতি গ্রন্থকর্তা শ্রীরাধার কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন ॥ রতিবর্ধন বেশধারিণি ! হে শ্রীকৃষ্ণের গৃহারামস্বরূপ বৃন্দাবনের অধিশ্বরি ! হে মাধবপ্রিয়ে ! হে গোকুলগোপীকুলভূষিতে ! ॥ ধ্রুব ॥

তুমি বৃষভানুরাজরূপ সমুদ্রের নবোদিতচন্দ্রলেখা স্বরূপা, তুমি ললিতার প্রিয়সখী এবং সৌহার্দ্যগুণে বিশাখাকেও বশীভূত করিয়াছ ॥

কারুণ্যরসে তুমি সর্বদা পরিপূর্ণ, সনক সনাতনও তোমার গুণ বর্ণনা করেন, সম্প্রতি আমাকে করুণা কর ॥ ১৪ ॥

পদ্যানুবাদ— জয় জয় রাধে ! মাধব দয়িতে !
গোকুলতরুণী-নিকর পূজিতে !
(তুমি) দামোদর-রতি বর্ধনকারিণী;—
সতত মধুর সুবেশধারিণী ॥
হরি-গৃহ-লগ্ন উদ্যান শোভন,
নাম যাঁর দিব্য শ্রীবৃন্দাকানন,
তারই তুমি মহারাণী ॥
তুমি ললিতার চির প্রিয়সখী ।
গুণে তুষিতেছ বিশাখা সুমুখী ॥
বৃষভানুরূপ উদধি সঞ্জাত ।
নবশশিকলা ব'লে তুমি খ্যাত ॥
জয় জয় রাধারাণী !
কৃপারসে অনুক্ষণ, পরিপূর্ণ তব মন,
মোরে কর দয়া, বৃন্দাবনেশ্বরি !
সনক-সনাতন, সুচরিত সংকীর্তন ;
করিছেন নিত্যকাল ধরি ॥ ১৪ ॥

[১৫]

ধনাশ্রীঃ

রাজপুরাদ্‌গোকুলমুপযাতম্।
প্রমদোন্মাদিত জননীতাতম্॥
স্বপ্নে সখি! পুনরদ্য মুকুন্দম্।
আলোকয়মবতংসিতকুন্দম্॥ ধ্রুব॥
পরমমহোৎসব-ঘূর্ণিতঘোষম্।
নয়নেঙ্গিতকৃতমৎপরিতোষম্।
নবগুঞ্জাবলিকৃতপরভাগম্।
প্রবল-সনাতন-সুহৃদনুরাগম্॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরাধিকা মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন দর্শন করিয়া নিজ সখীকে কহিতেছেন॥

হে সখী! সেই কুন্দপুষ্পনির্মিত অবতংসধারি শ্রীকৃষ্ণকে অদ্য আমি অবলোকন করিয়াছি॥ ধ্রু॥

তিনি যেন রাজধানী মথুরা হইতে গোকুলে আগমন করিয়াছেন এবং সেই আনন্দে নন্দরাজ ও যশোদা সাতিশয় প্রমোদিত হইয়াছেন॥ এবং কৃষ্ণের আগমন জন্য আনন্দে আভীরপল্লী সকলেই ভ্রমণ করিতেছে। তাঁহার নয়নদ্বয়ের ইঙ্গিতদ্বারা আমার অতুল পরিতোষ জন্মিতেছে॥ নূতন গুঞ্জাবলীদ্বারা যাঁহার শোভার অতিশয় উৎকর্ষ হইয়াছে, যাঁহার গোকুলবাসী সুহৃদ্‌গণে অনুরাগ নিত্যসিদ্ধ, সুতরাং তাঁহার রাজধানী ত্যাগ করিয়া আগমন কিছু আশ্চর্য্য নহে॥ ১৫॥

পদ্যানুবাদ—[মথুরা প্রবাসী, কান্তশ্যাম-রায়ে, স্বপনে করিয়া দরশন।
বিরহিণী রাধা, আপন সখীরে, কহিছেন বিবরণ॥]

[১৬]

সৌরাষ্ট্রী

পুলকমুপৈতি ভয়ান্মম গাত্রম্ ।
হসসি তথাপি মদাদতিমাত্রম্ ॥
বারয় তূর্ণমিমং সখি ! কৃষ্ণম্ ।
অনুচিতকর্ম্মণি নির্ম্মিততৃষ্ণম্ ॥ ধ্রুব ॥
জানে ভবতীমেব বিপক্ষাম্ ।
মামুপনীতা যদ্বনকক্ষাম্ ॥
অদ্য সনাতনমতিসুখহেতুম্ ।
ন পরিহরিষ্যে বিধিকৃতসেতুম্ ॥ ১৬ ॥

ওগে প্রিয় সখি ! স্বপনে আজিকে হেরিনু মুকুন্দ রায় ।
কুন্দকুসুমে, বিরচিত-চূড়, কুন্দ কাণে শোভা পায় ॥
মথুরা হইতে, গোকুলপুরীতে, (যেন) এসেছেন পুনরায় ।
মাতা যশোমতী, পিতা নন্দরাজ, মেতেছেন সুখে তাঁয় ॥
মহা-উৎসবে সবেই মগন ;
আভীর নগরী মত্তপরম,
সন্তোষ মোর, করিছে বর্ধন,—বাঁকা নেয়নেরি ইসারায় ॥
নবীনগুঞ্জার মালে, নিরুপম-শোভা যাঁর, অতিশয় হয়েছে বর্ধিত ॥
গোকুল সুহৃদজন-প্রতি যাঁর সনাতন, অনুরাগ চির সুবিখ্যাত ॥
ওগো সখি ! আজি তাঁয়, স্বপনে হেরিনু হায় !
দেখিয়াছি মোর, প্রিয়চিত চোর, সুললিত শ্রীমুকুন্দে ।
তনুতে শোভন, নানাবিভূষণ-নিরমিত বরকুন্দে ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনুরাগ পীড়িত শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্কেত স্থানে রাখিয়া বন-শোভা দর্শনচ্ছলে তথায় আনীতা শ্রীরাধা স্বীয়াঙ্গস্পর্শচপল শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিয়া সখীকে কহিলেন ॥

হে সখি! কৃষ্ণকে দেখিয়া ভয়ে আমার গাত্র পুলকিত হইতেছে, তথাপি তুমি গর্ব সহকারে অতিশয় হাস্য করিতেছ? ॥

সখি! কৃষ্ণকে শীঘ্র নিবারণ কর, ইঁহার অনুচিত কার্যে অর্থাৎ আমার আলিঙ্গনাদি বিষয়ে অভিলাষ দেখিতেছি ॥ অতএব তুমি যখন আমাকে এই বন মধ্যে আনয়ন করিয়াছ, তখন বোধ হইতেছে তুমি আমার বিপক্ষ ॥

অদ্য আমি বিধিকৃত এবং সকল সুখের নিদানীভূত সনাতন ধর্ম পরিহার করিব না ॥ ১৬ ॥

পদ্যানুবাদ—

[পীরিতি-পীড়িত শ্যামসুন্দরে, রাখিয়া সঙ্কেতস্থলে।
আনিলে সেথায়, শ্রীমতী রাধারে, কানন দেখার ছলে ॥
তদীয় তনুর পরশলোলুপ চপল কানুরে জানি'—
রঙ্গিণী রাই, আপন সখীরে, কহিছেন রসবাণী ॥]

শ্যামে হেরি' মোর, রোমাঞ্চিত তনু,
হতেছে যে মহাভয়।
তবু সখি! তুমি, হরষে গরবে,
হাসিতেছ অতিশয় ॥
অতি সত্বর, এই শ্যামচাঁদে,
কর সই! নিবারণ।
অনুচিত কর্ম, অভিলাষে এঁর,
তৃষিত হয়েছে মন ॥
এনেছ আমারে, বনের মাঝারে,
ছল করি'—এ কারণে।
বিপক্ষা ব'লেই, ওগো সখি! তোরে,

অথ রাসঃ

[১৭]

ধনাশ্রীঃ

কোমলশশিকররম্যবনান্তরনির্ম্মিতগীতবিলাস।
তুর্ণসমাগত-বল্লবযৌবতবীক্ষণকৃতপরিহাস॥
জয় জয় ভানুসুতাতটরঙ্গমহানট সুন্দর নন্দকুমার !
শরদঙ্গীকৃতদিব্যরসাবৃত মঙ্গলরাসবিহার॥ ধ্রুব॥
গোপীচুম্বিত রাগকরম্বিত মান-বিলোকনলীন।
গুণবর্গোন্নতরাধাসঙ্গতসৌহৃদসম্পদধীন॥
তদ্বচনামৃতপানমদাদ্ভুত বলয়ীকৃতপরিবার।
সুরতরুণীগণমতিবিক্ষোভণ খেলনবল্লিতহার॥
অম্বুবিগাহননন্দিতনিজজন মণ্ডিতযমুনাতীর।
সুখসম্বিদ্ঘন পূর্ণ সনাতন নির্ম্মল নীল-শরীর॥ ১৭॥

ভাবিতেছি এবে মনে॥

(সেই) সনাতন অতি সুখের নিদান;
বিধিবিরচিত ধরমবিধান,
আজি করিব না পরিহার।
মনে ভয় লাগে অনিবার॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ– হে নন্দকুমার! তুমি জয়যুক্ত হও, এই চন্দ্রের কিরণ, দ্বারা অতিশয় রমণীয় বন মধ্যে তুমি গীত বিলাস নির্ম্মাণ করিতেছ এবং অতিবেগে আগত গোপীগণের ভাব দর্শনের নিমিত্ত তুমি পরিহাস করিতেছ॥

হে নন্দকুমার! তুমি জয়যুক্ত হও, ভানুসুতা যমুনানদীর তীর-রূপ রঙ্গ ক্ষেত্রে মহা নৃত্য আরম্ভ করিয়াছ, এবং শরৎকালে অপ্রাকৃত রসপূর্ণ মঙ্গল রাসবিহার অঙ্গীকার করিয়াছ ॥ ধ্রু ॥

হে গোপীচুম্বনাস্পদ! হে রাগবর্ধন! তুমি নেত্রদ্বয়ের কটাক্ষ পাতেই গোপীগণের প্রচুরতর গর্ব খর্ব করিতেছ, সমূহ গুণ সম্পন্না শ্রীরাধার সহিত তুমি সঙ্গমপূর্বক তদধীন হইয়াছ ॥ তুমি গোপীগণের বচনামৃত পান জন্য মত্ততাবশতঃ তাঁহাদের মণ্ডলীকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছ এবং রাগ সম্পন্ন গীতরসে সুরাঙ্গনাদিগের চিত্তবৃত্তিকেও ক্ষুব্ধ করিতেছ ও নৃত্য ক্রীড়ায় তোমার মণিময় হার চঞ্চল হইতেছে ॥ তুমি জলাবগাহন দ্বারা স্বকীয়জনগণকে আনন্দিত করত যমুনা নদীর তীর-শোভা দ্বিগুণতর বর্ধন করিতেছ এবং তুমি অত্যন্ত গাঢ়তর বিজ্ঞান-স্বরূপ, মায়াগন্ধ-রহিত ও শ্যামসুন্দর বিগ্রহ, তোমার জয় হউক ॥ ১৭ ॥

পদ্যানুবাদ—জয় জয় রাস-রঙ্গী নন্দকুমার!

তপন-তনয়া-তট-মঞ্চে তুমি মহানট;

জয় তব সুন্দর নন্দকুমার!

সুশীতল শশিকরে, মণ্ডিত বিপিন পরে

তব সবিলাস বাঁশরী সঙ্গীত।

শুনিয়া হে গুণমণি! যুবতী গোপরমণী

সবে সেথা হৈলা উপনীত ॥

ত্বরিত গমনে, বিকল পরাণে

(তাদের) আসিতে দেখিয়া তব সন্নিধানে

তুমি করিয়াছ পরকাশ,—

কতইনা পরিহাস ॥

শরৎ সময়ে কৃত, দিব্য রসাবৃত,
জয় জয় সুমঙ্গল রাসবিহার ॥
প্রেয়সী বল্লবীগণ, করে তোমার চুম্বন,
রত তুমি মুরলীতে রাগ আলাপনে।
হেরি' গোপীদের মান, করেছিলে অন্তর্ধান,
পরে সর্বগুণাধিকা রাধিকার সনে,
হয়েছিলে সম্মিলিত, প্রেমাধীন মনে ॥
গোপিকা বচনামৃতে, অতি উন্মাদিত চিত্তে,
করিয়া মণ্ডলীকৃত নিজ প্রিয়াগণ।
তুমি, অপরূপ রাসরস কৈলে বিরচন ॥
রাসক্রীড়া মণ্ডলেতে, পরম হরষে মেতে,
অপূর্ব নৃত্যের শোভা করিলে বিস্তার
নৃত্যের তালে তালে, কণ্ঠের মালিকা দোলে।
রাসহেরি সুরবধূ বিস্মিত অপার ॥
রাস অন্তে জলকেলি, প্রিয়াদের সনে মিলি,
কী আনন্দ কৈলে হে প্রকাশ।
যমুনার তীর ভূমি, অলঙ্কৃত ক'রে তুমি,
পূরাইলে কান্তাদের আশ ॥
সুখ সম্বিদ্ ঘন, পূর্ণতম সনাতন,
জয় সুনীল বিগ্রহ নির্মল
মোহন মুরলীধর, জয় রাস নটবর,
জয় জয় গোপাঙ্গনা দল ॥ ১৭ ॥

[১৮]

ধনাশ্রীঃ

শুদ্ধসতীব্রতবিত্তা অহমতিনির্ম্মলচিত্তা।
প্রথয়সি সুজনবিমুক্তং নর্ম্মেদং কিমযুক্তম্ ?
মাধব! পরিহর মে পটমেতম্।
যামি জবেন নিকেতম্ ॥ ধ্রুব ॥
যদি জানাম্যধিতীরং ত্বামতিগূঢ়শরীরম্।
দূরে সূরসুতায়াং সায়ং কথমুপযায়াম্ ?
বিদধে ভবদবনামং চরিতং পরিহর বামম্।
বর্ত্ম সনাতনমুচিতং পালয় ধার্ম্মিকরুচিতম্ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—বিশাখা যমুনায় স্নান করিয়া গৃহে যাইতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যমুনার তীরবর্ত্তি লতাপুঞ্জে লুক্কায়িত থাকিয়া শ্রীরাধার উপদেশানুসারে বিশাখার শাটিকাঞ্চল গ্রহণ করিলে বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ॥

হে কৃষ্ণ! আমি শুদ্ধসতীব্রতে বিখ্যাত হইয়াছি, যেহেতু আমার চিত্তমধ্যে মলামাত্র নাই, তুমি এতাদৃশী আমার প্রতি কিরূপে পরিহাস বিস্তার করিতেছ? স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এরূপ ব্যবহারকে নিন্দা করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহা অতি অযোগ্য ॥

অতএব হে মাধব! আমার বস্ত্রাঞ্চল পরিত্যাগ কর, আমি শীঘ্র গৃহে গমন করিব ॥ ধ্রু ॥

তুমি যমুনা তীরে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিলে, তাহা যদি আমি জানিতাম, তাহা হইলে সন্ধ্যাকালে অতি দূরবর্ত্তি যমুনাতীরে কেন আসিব ॥

তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি, তুমি অন্যায় আচরণ পরিতাগ কর, যাহাতে ধার্মিকজন তোমার প্রতি সমুচিত অভিরুচি প্রকাশ করেন এমত আর্য্যপথ পালন কর ॥ ১৮ ॥

পদ্যানুবাদ—

শ্রীরাধার উপদেশে, কালিন্দীর তীরদেশে,
লতাকুঞ্জে কৃষ্ণচন্দ্র রহে লুকাইয়া,—
করিয়া যমুনাস্নান, শ্রীবিশাখা গৃহে যান,
হেনকালে বস্ত্রাঞ্চল ধরিলা আসিয়া ॥
তখন বিশাখা সখী কহে কৃষ্ণ প্রতি,—
পরিহর মাধব! এই পটাঞ্চল।
বিশুদ্ধ সতীব্রতে, সর্বত্র খেয়াতি সদা,
চিত্ত মোর অতি নিরমল ॥
পণ্ডিত সুজনগণের নিন্দিত,
অন্যায় পরিহাসে তুমি রত,
কেন হেন আচরণ?
যাইতেছি শীঘ্র নিজ নিকেতনে,
করায়োনা দেরী আমার গমনে,
করি অনুনয়, ত্যজ নর্মচয়,
ছাড় হে ছাড় বসন ॥
জানিতাম যদি, যমুনারি তীরে, রয়েছে গোপনে শ্যাম।
তবে এতদূরে, এই সন্ধ্যাকালে, কখনো কি আসিতাম্? ॥
উদ্দেশে তব করি নমস্কার।
কর পরিহার প্রতিকূলাচার ॥
ধার্মিকগণের রুচি অনুমত,
সুনীতি সঙ্গত, সনাতন পথ,
কর পরিপালন, হে রাধারমণ! ॥ ১৮ ॥

[১৯]

কর্ণাটঃ

কিং বিতনোষি মুধাঙ্গবিভূষণকপটেনাত্র বিঘাতম ?
সোঢ়ুমহং সময়স্য ন সম্প্রতি শক্তা লবমপি পাতম্ ॥
গোকুলমঙ্গলবংশী-
ধ্বনিরুদ্‌গর্জ্জতি বনগতয়ে স্মরভুপতিশাসনশংসী ॥ ধ্রুব ॥
মাধবচরণাঙ্গুষ্ঠনখদ্যুতিরয়মুদয়তি হিমধামা ।
মা গুরুজনভয়মুদ্গির মুহুরিয়মভবং ধাবিতুকামা ॥
তং সেবিতুমিহ পশ্য সনাতনপরমারণ্যজবেশম্ ।
গোপবধূততিরিয়মুপসর্পতি ভানু-সুতাতটদেশম্ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—অভিসারার্থিনী শ্রীরাধা বেশধারিণী সখীকে কহিতেছেন ॥ সখি ! অঙ্গবিভূষণচ্ছলে তুমি আমার অভিসারের সময় বৃথা নষ্ট করিতেছ কেন ? আমি কিঞ্চিন্মাত্রও সময়াতিপাত সহ্য করিতে সমর্থ নহি ॥ ঐ শ্রবণ কর, কন্দর্পরাজের আজ্ঞাকারী, গোকুল-মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বনগমনের নিমিত্ত উদ্গর্জিত হইতেছে ॥ ধ্রু ॥

পুনরায় ঐ দেখ গগনমণ্ডলে শশধর উদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণের অঙ্গুষ্ঠ নখের কান্তি বহন করিতেছে, এখন আর গুরুজনের ভয়ও প্রদর্শন করিও না, যেহেতু দ্রুতবেগে ধাবন করিতেই আমার ইচ্ছা হইতেছে ॥

কেবল আমি একাকিনী নহি, ঐ দেখ গোপবধূগণ, অরণ্যবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সেবার্থ যমুনা নদীর তীর প্রদেশে গমন করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

পদ্যানুবাদ— মোর তনু সাজাবার ছলনায় সখি !

বল দেখি কি কারণ,

অভিসার কালে, বৃথা বিঘ্নের

করিছ উৎপাদন ?

লেশ পরিমাণ সময় পাতন,

সহিতে নারি গো সখি !

ঐ শুন শশিমুখি !

গোকুলমঙ্গল বাঁশরী এখন,

কামনৃপতির তীব্রানুশাসন,

করিছে প্রচার, গর্জিয়া কেমন—

যেতে গোপীগণে বৃন্দাবনে ॥

মাধবের পদাঙ্গুষ্ঠ, নখসম দীপ্তিধারী

সুধাকর হতেছে উদিত।

গুরুজন ভয়কথা, কোরো না গো উচ্চারণ

এই আমি হইনু ধাবিত ॥

কর ঐ দরশন; যত গোপবধূগণ,

সনাতন পরম সুন্দর;—

বনজাত বিভূষণে, বিভূষিত প্রিয়তমে,

সেবনের আশায় সত্বর,

যমুনার তীরভাগে, নিবিড় প্রেমানুরাগে,

করিতেছে সুখে আগমন ॥ ১৯ ॥

[২০]

কর্ণাটঃ

স্ফুরদিন্দীবরনিন্দিকলেবর রাধাকুচকুঙ্কুমভর পিঞ্জর।
সুন্দরচন্দ্রকচূড় মনোহর চন্দ্রাবলিমানসশুকপঞ্জর॥
জয় জয় জয় গুঞ্জাবলিমণ্ডিত।
প্রণয়বিশৃঙ্খলগোপীমণ্ডল-বরবিম্বাধরখণ্ডনপণ্ডিত॥ ধ্রুব॥
মৃগবনিতাননতৃণ-বিস্রংসন-কর্ম্মধুরন্ধরমুরলী-কূজিত।
স্বারসিকস্মিতসুষমোন্মাদিত-সিদ্ধসতীনয়নাঞ্চলপূজিত॥
তাম্বূলোল্লসদাননসারস. জাম্বূনদরুচিবিস্ফুরদম্বর।
হরকমলাসন-সনকসনাতন-ধৃতিবিধ্বংসনলীলাডম্বর॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর আগতপ্রিয়াদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবর্ণনা॥

যাঁহার অঙ্গকান্তি প্রস্ফুটিত নীলপদ্মকে নিন্দা করিতেছ এবং যিনি শ্রীরাধিকার স্তনস্থিত কুঙ্কুমসমূহদ্বারা পীতবর্ণ হইয়াছেন, যি ন মনোহর ময়ূরপুচ্ছদ্বারা শোভিত কেশপাশে সকলের মনোহরণ করিতেছেন ও যিনি চন্দ্রাবলীর মানসরূপ শুকপক্ষিক পঞ্জরস্বরূপ॥

যিনি গুঞ্জাবলীদ্বারা ভূষিত, যিনি. গোপীদিগের স্নেহবিবশ এবং গোপাঙ্গনাদিগের বিম্বাধরের খণ্ডন বিষয়ে যিনি পণ্ডিত॥ ধ্রু॥ যাঁহার বংশীধ্বনিতে হরিণীগণ অর্দ্ধকবলিত তৃণ পরিত্যাগ করে এবং স্বাভাবিক ঈষৎ হাস্যের পরমশোভাদ্বারা সিদ্ধগণের পতিব্রতাদিগকেও উন্মাদিত করত তাঁহাদের নয়ন কটাক্ষে যিনি পূজিত হইতেছেন॥

যাঁহার মুখারবিন্দ তাম্বুলদ্বারা উল্লসিত, জাম্বূনদের ন্যায় যাঁহার পীতবস্ত্র শোভিত এবং লীলার আরম্ভদ্বারা শিব ব্রহ্মা এবং সনক সনাতনেরও ধৈর্য্য রাশি ধ্বংস করিতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন॥২০

পদ্যানুবাদ—বিকশিত ইন্দীবর, নিন্দি যাঁর কলেবর,
হইলেও শ্যামল শোভন।
শ্রীরাধার কুচস্থিত, কুঙ্কুম-সংযোগে পীত
বর্ণ যিনি করেন ধারণ॥
শিখিপুচ্ছ শোভে চূড়ায় সুন্দর।
বরজ যুবতী কুল মনোহর;
চন্দ্রাবলীর মানসশুকের।
পিঞ্জর যিনি, পরম সুখের॥
নবীন গুঞ্জার, মনোরম হার,
কণ্ঠদেশে যাঁর মঞ্জুলভূষণ॥
অনুরাগ সুবিহ্বল, গোপিকাকুলের যিনি,
বিম্বাধর দংশনে পণ্ডিত।
মুরলী কূজনে যাঁর, ব্রজ-মৃগ-বনিতার,
ভুমিতে পড়িয়া যায়, অর্ধভুক্ত তৃণ হায়,
মুখ হতে হইয়া স্খলিত॥
চির সুবিখ্যাত সিদ্ধ সতীগণে,
মৃদু মধু-হাস্যে উন্মাদিত মনে,
কটাক্ষ মালায় পূজা করে যাঁরে
কত না পীরিতি ভরে॥
মুখপদ্ম যাঁর তাম্বূল রঞ্জিত,
কনকের মত বসন সুপীত,
জয় জয় জয় জয়—
হোক তাঁরি সদা জয়॥
যাঁহার রুচির লীলা আড়ম্বরে,
অজ, ভব, সনক, সনাতনে রো,
ধৈরয রাশি হ'রে॥ ২০॥

[২১]

কেদারঃ

সৌরভসেবিতপুষ্প-বিনির্ম্মিত-নির্ম্মলবনমালাপরিমণ্ডিত।
মন্দতরস্মিতকান্তিকরম্বিত-বদনাম্বুজনববিভ্রমপণ্ডিত॥
জয় জয় মরকতকন্দলসুন্দর।
বরচামীকরপীতাম্বরধর বৃন্দাবনজনবৃন্দপুরন্দর॥ ধ্রুব॥
নবগুঞ্জাফলরাজিভিরুজ্জ্বল-কেকিশিখণ্ডকশেখরমঞ্জুল।
গুণবর্গাতুলগোপবধূকুল-চিত্তশিলীমুখ-পুষ্পিতবঞ্জুল॥
কলমুরলীক্কণপূরবিচক্ষণ পশুপালাধিপহৃদয়ানন্দন।
গিরিশ-সনাতন-সনক-সনন্দন-নারদ-কমলাসনকৃতবন্দন॥২১

বঙ্গানুবাদ—বৃন্দাটবীস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে সন্তোষ করিবার জন্য গ্রন্থকর্তা সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছেন॥

সৌরভ সম্পন্ন পুষ্প নির্মিত সুনির্ম্মল বনমালাদ্বারা যাঁহার অঙ্গ পরম মণ্ডিত, যাঁহার কান্তি মন্দ হাস্যে সর্বদাই যুক্ত রহিয়াছে, যিনি বদনপদ্মের নব নব বিভ্রমে সুপণ্ডিত, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন॥

যিনি মরকত মণির নবাঙ্কুর সদৃশ সুন্দর, যাঁহার উৎকৃষ্ট স্বর্ণের ন্যায় পীতবসন, যিনি বৃন্দাবনবাসী জনবৃন্দের পুরন্দর স্বরূপ॥ ধ্রু॥

যিনি অভিনব গুঞ্জাফল-শ্রেণী দ্বারা মণ্ডিত, যিনি ময়ূরপিচ্ছের শেখর-দ্বারা অতিশোভিত, যিনি নিখিলগোপাঙ্গনাগণের মানসরূপ ভ্রমরের পুষ্পিত অশোকতরু স্বরূপ॥

যিনি মধুরধ্বনি করণে অতি বিচক্ষণ, যিনি ব্রজরাজ নন্দের আনন্দ-বর্ধনকারী এবং যাঁহাকে মহাদেব সনক, সনন্দ, নারদ ও ব্রহ্মাদি দেবগণ বন্দনা করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন॥ ২১॥

পদ্যানুবাদ— সুরভি কুসুমে চারু বিরচিত,
নিরমল বনমালায় ভূষিত,
মূরতি তোমার শ্যাম !
মুখপদ্মে তব মধুর মৃদুল,
হাসির মাধুরী কিবা মঞ্জুল,
সদা তায় নব বিলাসধারণে সুপটু তুমি হে শ্যাম !
মরকত-মণির অঙ্কুরেরি মতো
দীপ্তি তোমার শ্যাম !
চির উজ্জ্বল অভিরাম ॥
কনক বরণ, পরম উত্তম, পরিধানে তব সুপীতবসন।
বৃন্দা বিপিনের জনবৃন্দের, তুমি যে কৃষ্ণ নব পুরন্দর ॥
নবীন গুঞ্জায়, ময়ূর পাখায়, চূড়া অতি উজ্জ্বল।
শোভা কিবা ঝল্‌মল্ ॥
তাতে মনোহর তুমি শ্যাম !
গুণগ্রামে অতুলন, বল্লববধূগণ,
তা সবার চিত্ত ভ্রমরের।
তুমি মহা আদরের, পুষ্পিত অশোকপাদপ প্রাণারাম্ ॥
মুরলীর কলধ্বনি, প্রচারে নিপুণ তুমি,
ওহে নন্দরাজ হৃদয়ানন্দন !
শংকর, সনাতন, সনক, সনন্দন,
নারদ মুনি আর কমল আসন।
নিষ্ঠাভরে করে সদা তোমারি বন্দন,
জয় জয় ঘন শ্যাম !
হোক্ জয় অবিরাম ॥ ২১ ॥

[২২]

গৌড়ী

যামুনজলকণিকাভিরুপেতে
সঙ্গতমুজ্জ্বলকুঞ্জনিকেতে ॥
ত্বয়ি বিনিহিতবরসৌহৃদভারম্ ।
বিহিতাপরতরুণী-পরিহারম্ ॥
ভজ সখি ! বল্লবরাজকুমারম্ ।
কামিততাবকসঙ্গবিহারম্ ॥ ধ্রুব ॥
নবগুঞ্জাফলমঞ্জুল-হারম্ ।
মাল্যবিহারিমধুপ-পরিবারম্ ॥
নির্ম্মলনর্ম্মবিভাবনশীলম্ ।
বল্লবমত্র সনাতনলীলম্ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—কোন দূতী নিকুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাকে সংযোজিত করিতেছেন ॥

হে সখি ! রাধিকে ! যমুনাজলকণাসিক্ত উজ্জ্বল কুসুমশোভিত কুঞ্জদেশে কৃতসঙ্কেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥ এবং তোমার সহিত বিহারই যাঁহার একান্ত বাঞ্ছনীয় ॥ ধ্রু ॥

ইনি নূতন গুঞ্জাফলের মালা গলদেশে ধারণ করিয়াছেন, মালার উপরি সঞ্চালিত ভ্রমরবৃন্দই সম্প্রতি যাঁহার পরিবার স্বরূপ ॥ এবং যিনি সুনির্ম্মল পরিহাস বিষয়ে সুচতুর সেই নন্দ কুমারকে ভজ ॥ ২২ ॥

পদ্যানুবাদ—

(নিকুঞ্জবিহারী কৃষ্ণের সহিত। শ্রীরাধারে দূতী করিছে মিলিত)

ওগো সখি ! তব প্রতি. অর্পিয়া সৌহার্দ অতি
পরিহরি' আন তরুণীগণে।

[২৩]

মল্লারঃ

তরুণীলোচন-তাপবিমোচনহাসসুধাঙ্কুরধারী ।
মন্দ-মরুচ্চল-পিঞ্ছকৃতোজ্জ্বলমৌলিরুদারবিহারী ॥
সুন্দরি ! পশ্য মিলতি বনমালী ।
দিবসে পরিণতিমুপগচ্ছতি সখি ! নবনববিভ্রমশালী
॥ ধ্রুব ॥
ধেনুখুরোদ্ধুতরেণুপরিপ্লুতফুল্লসরোরুহদামা ।
অচিরবিকস্বরলসদিন্দীবরমণ্ডলসুন্দরধামা ॥
কলমুরলীরুতিকৃততাবকরতিরত্র দৃগন্ততরঙ্গী ।
চারুসনাতনতনুরনুরঞ্জনকারি-সুহৃদ্গণসঙ্গী ॥ ২৩ ॥

যমুনার নীর-কণ সিক্ত. রম্য সুশোভন,
সমুজ্জ্বল কুঞ্জনিকেতন,—
যিনি উপনীত প্রেমমত্ত মনে ।
সঙ্গ তোমার, বাঞ্ছিত যাঁহার,
গলে রাজে নব মঞ্জুগুঞ্জাহার,
যার পুষ্প মালিকায় অলি পরিবার
বিলসিছে অনিবার ॥
সনাতন লীলাময়, নন্দসূনু রসময়,—
নর্ম উদ্ভাবনে দক্ষতম ।
মধুর মধুর ভাতি, সে' দিব্য গোপাল মূর্তি
ভজ সখি ! আনন্দে পরম ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—বন হইতে অপরাহ্নে ব্রজাগমনোন্মুখ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিতেছেন। হে সখি! অদর্শন জন্য তরুণীদিগের নেত্রের তাপ

বিমোচনকারী ও হাস্যামৃতের অঙ্কুরধারী এবং মন্দ মন্দ বায়ুতে চলিত ময়ূরপিচ্ছদ্বারা যাঁহার মস্তক অতিশোভিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ বন হইতে গৃহে আগমন করিতেছেন, তুমি দর্শন করিয়া নেত্রের সুখ সম্পাদন কর ॥

হে সুন্দরি! হে সতি! তুমি দেখ, দিবসের অবসান কালে অভিনব বিভ্রমশালী বনমালী গৃহাভিমুখে আগমন করিতেছেন ॥ ধ্রু ॥

ধেনুগণের খুরোত্থিত রজোমণ্ডলে যাঁহার প্রফুল্লপদ্মমালা ছুরিত হইয়াছে, যাঁহার কান্তি লাবণ্য নূতন বিকশিত ইন্দীবর হইতেও সুন্দর ॥

ইনি মধুর মুরলীধ্বনিতে সকলেরই অনুরাগ বর্ধন করিতেছেন এবং যাঁহার তনু মনোহারিণী ও নিত্যা, নেত্রের প্রান্তভাগে যাঁহার আনন্দ-তরঙ্গ সর্বদা স্থিতি করিতেছেন, সুহৃদগণ যাঁহার অনুরঞ্জনে তৎপর, ক্ষণ-কালও সঙ্গহীন নহে ॥ ২৩ ॥

পদ্যানুবাদ—দেখ গো সখি! সুধামুখী!

তোমার কান্ত বনমালী।

ঐ যে দিনের শেষে, মোহন বেশে,

ব্রজে আসছে বনমালী ॥

সে যে তরুণী গোপিকাগণ,—নেত্র তাপ বিমোচন,—

হাস্যসুধাঙ্কুরধারী।

মৃদুমন্দ বায়ুভরে, (শিখি) পিঞ্ছচূড়া দোলে শিরে,

ঐ যে আসিছে, হরি উদারবিহারী,

নব নব বিভ্রমধারী ॥

গাভীদের খুরোত্থিত, রেনুরাশি পরিপ্লুত,

বিকশিত সরসিজ দাম।

রাজে তার কণ্ঠে অবিরাম ॥

সদ্য ফুল্ল ইন্দীবর, তা হতেও মনোহর,

[২৪]

ধনাশ্রীঃ

যদ্যপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি ন তব নখাগ্রমরীচিম্।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত! তদপি কৃপাদ্ভুতবীচিম্॥
দেব! ভবন্তং বন্দে।
মন্মানসমধুকরমর্পয় নিজপদপঙ্কজমকরন্দে॥ ধ্রুব॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব! ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিকদুর্ঘটঘটনবিধাত্রী॥
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন! কলিতাদ্ভুতরসভারম্
নিবসতু নিত্যমিহামৃতনিন্দিনি বিন্দন্মধুরিমসারম্॥ ২৪॥

শ্যামকান্তি লাবণ্যের ধাম।
তনু যার জিনি কোটি কাম॥
মুরলীর কলতানে, হে সুন্দরি! তব প্রাণে,
অনুরাগ করিয়া সঞ্চার।
ঐ হের, কটাক্ষ তরঙ্গরাজি করিছে বিস্তার॥
(যাঁর) তনু, চারু সনাতন, অনুরঞ্জক সখাগণ,—
সঙ্গে যিনি করেন বিহার।
দেখ, সেই প্রাণেশে তোমার॥ ২৩॥

বঙ্গানুবাদ—সম্প্রতি গ্রন্থকর্তা শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনপূর্বক শ্রীচরণে বিশুদ্ধপ্রেম প্রার্থনা করিতেছেন॥

হে অচ্যুত! চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও ধ্যানযোগে তোমার নখকান্তি পর্য্যন্ত দর্শনে অক্ষম, কিন্তু আমি তোমার দয়ার তরঙ্গ শ্রবণ করিয়া এই কামনা করিতেছি॥

যথা—হে দেব! যদ্যপি তোমাতে তিল মাত্রও ভক্তি আমার নাই, তথাপি হে পরমেশ্বর। তোমার ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্যে দুর্ঘট কার্য্যেরও ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে॥

অতএব আমার মানসভৃঙ্গ মকরন্দপানে লুব্ধ হইয়া তোমার পাদ-পদ্মে নিশ্চলরূপে বাস করুক, তাহা হইলে মাধুর্য্য সার অবশ্যই লাভ করিবে। হে সনাতন! যে হেতু তোমার এই পাদপদ্ম অমৃতকেও ঘৃণা করিতেছে॥ ২৪॥

পদ্যানুবাদ—

সমাধি দশায় হায়, বিরিঞ্চিও নাহি পায়
হে অচ্যুত! তব নখ-কান্তি দরশন।
(কিন্তু) দীনে অনুগ্রহকারী, কৃপোর্মির কথা হরি।
পরম আশ্চর্য্য, তাহা করিয়া শ্রবণ॥
শ্রীচরণে করি এই বাঞ্ছা নিবেদন॥
দেব! করিহে বন্দনা আকুল পরাণে।
মম মনো মধুকরে, রাখিও নিযুক্ত ক'রে,
তোমারি চরণ-পঙ্কজ মধু পানে॥
যদিও তোমার প্রতি, তিলমাত্র ভক্তি-রতি,
হয় নাই সমুদিত আমার হিয়ায়।
তথাপি পরমেশ্বর! তুমি সর্বশক্তিধর,—
অসাধ্য সুসাধ্য হয় তোমার কৃপায়।
ওহে দেব! সনাতন! মানস মধুপ মম,
(তব) অমৃত নিন্দিত সুমধুর।
পাদপদ্ম মকরন্দ- উত্তম মাধুরী রাশি,
আস্বাদন করিয়া প্রচুর॥
সেই অদ্ভুত রসভার অনুভবি অনিবার,
অবিচল ভাবে সদা থাকুক্ তথায়।
হেন কৃপা আজি নাথ! করহে আমায়॥ ২৪॥

অথ নায়িকাভেদাঃ

অথাভিসারিকা বাসসজ্জাপ্যুৎকণ্ঠিতা তথা।
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা চ কলহান্তরিতা পরা ॥ ১ ॥
প্রোষিতপ্রেয়সী প্রোক্তা তথা স্বাধীনভর্ত্তৃকা।
ইত্যষ্টৌ নায়িকাভেদা রসতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২ ॥

তত্রাভিসারিকা

যা পর্য্যুৎসুকচিত্তাতিমদেন মদনেন চ।
আত্মনাভিসরেৎ কান্তং সা ভবেদভিসারিকা ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—অভিসারিকা, বাসরকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা, এই আট প্রকার নায়িকাভেদ, ইহাই রসশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥

অভিসারিকা যথা—

যে স্ত্রী যৌবনমদ এবং মদন-হেতু পর্য্যুৎসুকচিন্তা হইয়া স্বয়ং কান্তের নিকট গমন করে তাহাকে অভিসারিকা কহে ॥

নায়িকা লক্ষণ

পদ্যানুবাদ—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, আর উৎকণ্ঠিতা।
বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহ-অন্তরিতা ॥
প্রোষিত-ভর্তৃকা আর স্বাধীন-ভর্তৃকা,
অপ্রাকৃত রসশাস্ত্রে এ আট প্রকার।
নায়িকা লক্ষণ কথা—হয়েছে বিস্তার ॥ ১-২ ॥
যৌবনের মদে আর মদন আবেশে,
হ'য়ে সমুৎসুকা অতি, প্রমত্তমানসে,

[২৫]

ধনাশ্রীঃ

ত্বং কুচবল্গিতমৌক্তিকমালা।
স্মিতসান্দ্রীকৃতশশিকরজালা॥
হরিমভিসর সুন্দরি! সিতবেশা।
রাকারজনিরজনি গুরুরেষা॥ ধ্রুব॥
পরিহিতমাহিষদধিরুচিসিচয়া।
বপুরর্পিতঘনচন্দননিচয়া॥
কর্ণকরম্বিতকৈরবহাসা।
কলিত-সনাতনসঙ্গ-বিলাসা॥

অথ বাসকসজ্জা

ভবেদ্‌বাসকসজ্জাসৌ সজ্জিতাঙ্গরতালয়া।
নিশ্চিত্যাগমনং ভর্ত্তুর্দ্বারেক্ষণপরায়ণা॥ ৪॥

স্বয়ং কান্তের কাছে যান যে বনিতা,
'অভিসারিকা' নামে তিনি, হয়েন কথিতা॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ—সে সখি! তুমি স্তনদ্বয়ের উপরি মনোহর মৌক্তিকহার ধারণ করিয়াছ এবং তোমার ঈষৎ হাস্যদ্বারা শশধরের কিরণমালাও দ্বিগুণ শুভ্রবর্ণ হইতেছে॥ হে সুন্দরি! শুভ্রবেশ ধারণ করিয়া হরির নিকট অভিসার কর, যেহেতু এই উৎকৃষ্ট রাকারজনী সমুপস্থিত হইয়াছে॥ ধ্রু॥

মহিষ দুগ্ধের দধির ন্যায় ধবলবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছ এবং শরীরে ঘনচন্দন অর্পণ করিয়াছ॥ প্রফুল্ল কুমুদ পুষ্পের কর্ণভূষণ পরিধান

করিয়াছ, অতএব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম সুখলাভের উপায় রাকারজনীর যোগ্যই হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

অথ বাসকসজ্জা

যে নায়িকা স্বীয় অঙ্গ বিভূষিত ও কেলিগৃহ সুসজ্জিত পূর্বক বেশ-ভূষা দ্বারা শোভিত হইয়া পতির আগমন নিশ্চয় করত দ্বারদেশে নেত্র পাতিত করিয়া প্রতীক্ষা করে তাহাকে বাসকসজ্জা কহে ॥

পদ্যানুবাদ—এ' অতি উত্তম রাকা রজনী,
রূপবতী রাই ! শুনো গো ধনি !
ধরি মুক্তামালা কুচের উপর,
মৃদুল হাসির ছটায় সুন্দর,
ঘনীভুত করি' সুধাংশুর কর,—
চল চল সখি ! সাজিয়া ॥
মহিষ দধিসম শ্বেতবাস পরিধানে,
ঘনচন্দন অনুলেপ তনুতে ধারণে,
বিকচ কুমুদ ফুল দিয়া শ্রুতিযুগলে,
চল চল সখি ! সাজিয়া ॥
হরি-অভিসারে চললে সজনি ।
জ্যোৎস্না ভূষিতা পূর্ণিমা রজনী ॥
শুভ্র সুন্দর বেশে সাজাইয়া অঙ্গ ।
কর গো স্বীকার, সখি ! সনাতন-সঙ্গ ॥ ২৫ ॥

বাসকসজ্জা

নিশ্চয় করিয়া যিনি কান্ত আগমন ।
সাজাইয়া তনু আর রতি-নিকেতন ॥
করেন প্রতীক্ষা সদা দৃষ্টি দিয়া দ্বারে ।
'বাসকসজ্জা' নায়িকা কহয়ে তাঁহারে ॥ ৪ ॥

[২৬]

কল্যাণঃ

কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পম্ ।
মাল্যং চামলমণিসরকল্পম্ ॥
প্রিয়সখি ! কেলিপরিচ্ছদপুঞ্জম্ ।
উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জম্ ॥ ধ্রুব ॥
মণিসম্পুটমুপনয় তাম্বূলম্ ।
শয়নাঞ্চলমপি পীতদুকূলম্ ॥
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধম্ ।
মাধবমাশু সনাতনসন্ধম্ ॥

অথোৎকণ্ঠিতা

সা স্যাদুৎকণ্ঠিতা যস্যা বাসং নৈতি দ্রুতং প্রিয়ঃ ।
তস্যানগমনে হেতুং চিন্তয়ন্ত্যা শুচা ভৃশম্ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—সখীর প্রতি নায়িকার বাক্য ।

হে সখি ! পুষ্পসমূহদ্বারা শয্যা শোভিত কর এবং নির্মল মণিমালা-সদৃশ পুষ্পমাল্য ঐ শয্যায় স্থাপন কর ॥ হে প্রিয়সখি ! তুমি শীঘ্র কুঞ্জমধ্যে বিলাসোপযোগী পরিচ্ছদসকল রচনা কর ॥ ধ্রু ॥ এবং মনিময় সম্পুটকে (অর্থাৎ ডিবেতে) সুগন্ধি তাম্বূল বীটিকা সংস্থাপন কর এবং শয্যার প্রান্তভাগ পীতবস্ত্রে ভূষিত কর হে সখি ! বিলম্বের আর সময় নাই, বিঘ্নশূন্য মাধব আগতপ্রায় জানিও ॥ ২৬ ॥

অথ উৎকণ্ঠিতা

যাহার গৃহে কান্ত শীঘ্র আগমন করেন না এবং কান্তের অনাগমন জন্য দুঃখে কাতর হইয়া যে নিরন্তর চিন্তা করে, সেই নায়িকাকে উৎকণ্ঠিতা কহে ॥

পদ্যানুবাদ— সখীর প্রতি নায়িকার বচন,—

কুসুমাবলির শয্যা করগো রচন,
মণিমালিকার মতো পুষ্পের হার,
গাঁথি সখি ! যত সব কেলি উপচার,
কুঞ্জমাঝে রাখ ত্বরা করিয়া যতন।
তাম্বূল সজ্জিত কর, মণির সম্পুটে।
শয্যাপ্রান্তে রাখ সই ! রম্য পীতপটে ॥
সনাতন সন্ধ যিনি, অনুরাগময়,
নিরাপদে সে' মাধব হবে উপনীত
শীঘ্রই আসিবে তিনি, আসিবে নিশ্চয়,
নিকুঞ্জসদন সখি ! করগো ভূষিত ॥ ২৬ ॥

উৎকণ্ঠিতা

প্রিয়তম আগমনে বিলম্ব দেখিয়া।
অতিশয় দুঃখবোধে ব্যাকুলা হইয়া ॥
বিলম্বকারণ ভাবি' যিনি চিন্তান্বিতা।
'উৎকণ্ঠিতা' বলি' তিনি হয়েন কথিতা ॥ ৫ ॥

[২৭]

আশাবরী

কিমু চন্দ্রাবলিরনয়গভীরা।
ন্যরুণদমুং রতিবীরমধীরা ?
অতিচিরমজনি রজনিরতিকালী।
সঙ্গমবিন্দত ন হি বনমালী॥ ধ্রুব॥
কিমিহ জনে ধৃতপঙ্কবিপাকে।
বিস্মৃতিরস্য বভুব বরাকে ?
কিমুত সনাতনতনুরলঘিষ্ঠম্।
রণমারভত সুরারিভিরিষ্টম্॥ ২৭॥

অথ বিপ্রলব্ধা

যস্যা দূতীং স্বয়ং প্রেষ্য সময়ে নাগতঃ প্রিয়ঃ।
শোচন্তী তং বিনা দুঃস্থা বিপ্রলব্ধা তু সা স্মৃতা॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ—বোধ হয় অতি প্রগল্‌ভা অধীরা চন্দ্রাবলী এই রতি বীর শ্রীকৃষ্ণকে রুদ্ধ করিয়া থাকিবে॥

এই রজনী অনেকক্ষণ যাবৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তথাপি বনমালী আমার সঙ্গে ত মিলিত হইলেন না॥ ধ্রু॥

অথবা বলিতে পারি না আমার কোন পাপের বিপাকদশা উপস্থিত হইয়া থাকিবে, সেই কারণেই এই বরাকীকে বিস্মৃত হইয়াছেন॥

কিম্বা তিনি যুদ্ধপ্রিয় বোধ হয় কোন দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ হইয়া থাকিবে॥ ২৭॥

অথ বিপ্রলব্ধা

যে নায়িকা, স্বয়ং দূতী প্রেরণ করিয়াও কান্তের অনাগমন জন্য

কাতরা হইয়া যথা সময়ে অনাগত প্রিয়ের নিমিত্ত শোক করে, তাহাকে বিপ্রলব্ধা কহে ॥

পদ্যানুবাদ—শ্রীরাধিকা চিন্তা করিতেছেন,—

এ ঘোর রজনী, অতিশয়কালী।
এলোনা এখনো, শ্যাম বনমালী ॥
প্রগল্‌ভা অতি চন্দ্রাবলী কি, রতিবীর শ্যামচাঁদে
এবে বেঁধেছে পীরিতি-ফাঁদে ?
প্রচুর বিলম্ব হেরিতেছি হায় !
হ'লেন কী তিনি বিস্মৃত আমায় ?
পড়িয়াছি আমি পাপের বিপাকে,
আমি তো বরাকী, কী কহিব তাঁ'কে,
সনাতন-তনু শ্রীহরি এখন,
করিলা কী সুরু দৈত্যাসনে রণ ?
ঘোরতর যুদ্ধে বাঞ্ছা যদি তাঁর ॥
পূরিল না হায় বাসনা আমার ॥
ঘোরা রজনী,—অতিশয় কালী।
মিলিল না মোরে, কানুবনমালী ॥ ২৭ ॥

বিপ্রলব্ধা

প্রিয়তম স্বয়ংই নিকটে যাঁহার,
পাঠায়েও নিজ দূতী, যথাকালে আর,
নাহি হন উপনীত প্রিয়ের বিরহে,
দুর্দশায় অতিশয় চিত্তপুরী দহে।
(যিনি) অনাগত প্রিয়তরে শোকে নিপতিতা।
'বিপ্রলব্ধা' নামে তিনি হয়েন কথিতা ॥ ৬ ॥

[২৮]

গৌড়ী

কোমলকুসুমাবলীকৃতচয়নম্।
অপসারয় রতিলীলাশয়নম্॥
শ্রীহরিণাদ্য ন লেভে শময়ে।
হন্ত জনং সখি! শরণং কময়ে॥ ধ্রুব॥
নিধ্বতমনোহরগন্ধবিলাসম।
ক্ষিপ যামুনতটভুবি পটবাসম্॥
লব্ধমবেহি নিশান্তিমযামম্।
মুঞ্চ সনাতনসঙ্গতিকামম্॥ ২৮॥

অথ খণ্ডিতা

অন্যয়া সহ কান্তস্য দৃষ্টে সম্ভোগলক্ষণে!
ঈর্ষ্যাকষায়িতাত্মাসৌ খণ্ডিতা খলু কথ্যতে॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ—হে সখি! কোমলপুষ্পাবলী রচিত লীলাশয্যা দূরে নিক্ষেপ কর॥

অদ্য শ্রীহরিকে সময়ে লাভ করিতে পারিলাম না, হায়! আর কোন্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিব? যে আমাকে শ্রীহরি দর্শন করাইয়া দিবে? ॥ ধ্রুব॥

সম্প্রতি রজনীর শেষ প্রহর হইয়াছে, কান্তের আগমনাভিলাষ পরিত্যাগ কর॥ ২৮॥

অথ খণ্ডিতা

যে নায়িকা কান্তের অন্য স্ত্রী সম্ভোগ দর্শন করিয়া ঈর্ষাবশতঃ অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হয়, তাহাকে খণ্ডিতা কহে ॥

পদ্যানুবাদ— সখীর প্রতি নায়িকার বাক্য

কোমল কুসুমে রচা, রতি-লীলা-শয্যায় ।
হায় সখি ! দূর কর, ফেলি দূরে তায় ॥
না পাইনু শ্রীহরিরে অনুকূল সময়ে ॥
যাইব এখন হায় আর কার আশ্রয়ে ॥
যে করাবে দরশন আমার সে প্রিয়তম ।
পাইব কোথায় আমি এমন সদয় জন ॥
চূর্ণীকৃত-অঙ্গরাগ—সুগন্ধীমনোহর ।
'পটবাস' ফেল সখি ! যমুনারি তীরোপর ॥
আগত হয়েছে জেনো, রজনীর শেষ যাম ।
পরিহর সনাতন হরির মিলন-কাম ॥ ২৮ ॥

খণ্ডিতা

আন রমনীর সনে, কান্তের আপন ।
সম্ভোগের চিহ্নচয় করি' দরশন ॥
চিত্তে যিনি অতিশয় হ'ন ঈর্ষান্বিতা ।
'খণ্ডিতা' বলিয়া তিনি হয়েন গণিতা ॥ ৭ ॥

[২৯]

রামকেলিঃ

হৃদয়ান্তরমধিশয়িতম্। রময় জনং নিজদয়িতম্॥
কিং ফলমপরাধিকয়া। সম্প্রতি তব রাধিকয়া?
মাধব! পরিহর পটিমতরঙ্গম্।
বেত্তি ন কা তব রঙ্গম্? ধ্রুব॥
আঘূর্ণতি তব নয়নম্। যাহি ঘটীং ভজ শয়নম্
অনুলেপং রচয়ালম্। নশ্যতু নখপদজালম্॥
ত্বামিহ বিলসতি বালা। মুখরসখীনাং মালা॥
দেব! সনাতন! বন্দে। ন কুরু বিলম্বমলিন্দে॥ ২৯॥

বঙ্গানুবাদ—তুমি হৃদয়ে যাহাকে সর্বদা চিন্তা করিতেছ তাহার সহিত রমণ কর, এই অপরাধিনী রাধিকার সহিত তোমার প্রয়োজন কি? ॥

হে মাধব! তুমি আর আমার নিকট পটুতা বিস্তার করিও না, তোমার রঙ্গ কোন্ স্ত্রী অবগত নহে? ॥ ধ্রু ॥

তোমার নয়নদ্বয় আঘূর্ণিত দেখিতেছি, যাও ঘটিকাকাল শয্যায় শয়ন কর, এবং শরীরে চন্দনাদিদ্বারা অনুলেপন কর, তাহা হইলে নখ চিহ্ন সকল বিনষ্ট হইবে ॥

তুমি সত্যবাদী সুতরাং ঐ দেখ আমার মুখরা সখী সকল তোমাকে পরিহাস করিতেছে, অতএব হে দেব সনাতন! তোমাকে বন্দনা করি, তুমি আর আমার গৃহদ্বারে বিলম্ব করিও না ॥ ২৯ ॥

পদ্যানুবাদ—মাধব হে!

তব হৃদয় ভিতরে, যে সদা বিহরে,—
সেথা যিনি বিরাজিতা।
মনেরি মতন, অতি প্রিয়জন—
পরানেরি দয়িতা।
তুমি কর তা'র আনন্দিত ॥

[৩০]

ভৈরবঃ

যাং সেবিতবানসি জাগরী
ত্বামজয়ৎ সা নিশি নাগরী ॥
কপটমিদং তব বিন্দতি হরে !
নাবসরং পুনরালিনিকরে ॥ ধ্রুব ॥
মা কুরু শপথং গোকুলপতে !
বেত্তি চিরং কা চরিতং ন তে ?
মুক্তসনাতনসৌহৃদভরে ।
ন পুনরহং ত্বয়ি রসমাহরে ॥

অথ কলহান্তরিতা

নিরস্তো মন্যুনা কান্তো নমন্নপি যয়া পুরঃ ।
সানুতাপযুতা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ ॥ ৮ ॥

অপরাধিনী, রাধা অভাগিনী,
চাহ কেন তায় বংশীধারি ।
(তোমার) পটুতা তরঙ্গ, প্রবঞ্চনা-রঙ্গ,
না জানে বা কোন্ নারী ?
তাই বলি তাহা ছাড়, ছাড়হে শ্রীহরি !
নয়ন যুগল, ঘুরিছে কেবল, শীঘ্র কর প্রস্থান
এক ঘটী কাল, শয্যার আশ্রয়ে কর গিয়ে বিশ্রাম ॥
যথেষ্টরূপে, চন্দন-প্রলেপ, করিও ধারণ দেহে ।
নখ ক্ষত যত, হউক আবৃত, চিহ্ন যেন নাহি রহে ॥
পরম চপলা, মুখরা সখীরা, তোমায় করিছে পরিহাস ।
অলিন্দ মাঝে মম, দেব সনাতন ! কোরো না বিলম্ব পরকাশ ॥
বন্দনা তোমায় হরি !
যাও চলি ত্বরা করি ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শঠ! সমস্ত রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক যাহার সেবা করিয়াছ, সেই নায়িকাই তোমায় জয় করিয়াছে ॥ তুমি বলিতেছ যে "তোমার নিমিত্ত বন মধ্যে অতিশয় খিন্ন হইয়াছি" এই তোমার কপটতা, আমার সখীগণের মধ্যে অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই অর্থাৎ তোমার চাতুর্য্য সকলেই জানিয়াছে ॥ ধ্রু ॥

অতএব হে গোকুলাধিপ! তুমি আর শপথ করিও না, তোমার চরিত্র কে না জানে? তোমার বিষয়ে আমি আর অনুরাগ করিব না, যে হেতু তুমি আমাদের নিত্য সিদ্ধ সৌহৃদ্য ত্যাগ করিয়াছ ॥ ৩০ ॥

কলহান্তরিতা

যে নায়িকা অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া কান্ত পুনঃ পুনঃ বিনম্র হইলেও অগ্র হইতে তাহাকে অপসারিত করিয়া পুনর্ব্বার তজ্জন্য অনুতাপ করে তাহাকে কলহান্তরিতা কহে ॥ ৮ ॥

পদ্যানুবাদ— সমস্ত রজনী করি' জাগরণ।
করেছ হে শঠ! যাঁহার সেবন ॥
ভাগ্যবতী সেই উত্তমা নাগরী।
করিয়াছে জয় তোমারে হে হরি।
করিবার তরে, দোষ পরিহার।
কপটবচন, যত হে তোমার ॥
আলিদের কাছে প্রতিষ্ঠা পাবে না।
হে গোকুলপতে! শপথ কোরো না ॥
কোন্ রমনী বা নহে অবগত।
চিরন্তন তব বিচিত্র চরিত?
(তুমি) সনাতন সৌহৃদ করেছ যে ত্যাগ।
তোমার বিষয়ে আর অনুরাগ ॥

[৩১]

ললিতঃ

নাকর্ণয়মতিসুহৃদুপদেশম্ ।
মাধবচাটুপটলমপি লেশম্ ॥
সীদতি সখি ! মম হৃদয়মধীরম্ ।
যদভজমিহ ন হি গোকুলবীরম্ ॥ ধ্রু ॥
নালোকয়মর্পিতমুরুহারম্ ।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্ ॥
হন্ত সনাতনগুণমভিযান্তম্ ।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তম্ ? ৩১ ॥

অথ বিরহিণী প্রোষিতপ্রেয়সী

কুতশ্চিৎ কারণাদ্‌যস্যা বিদূরস্থো ভবেৎ পতিঃ ।
তদনাগম-দুঃখার্ত্তা সা স্যাৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা ॥ ৯ ॥

করিব না হৃদয়ে ধারণ ।
জানিয়াছি কানু ! যতেক বঞ্চন ॥ ৩০ ॥

কান্ত যাঁর পুরোভাগে হ'য়ে অবনতা ॥
বারংবার নম্রবাণী কহিলেও কত ॥
তবু যিনি রোষবশে করি' তাঁরে দূর ।
পরে অনুতাপযুতা দৈন্যে সুপ্রচুর ॥
অপ্রাকৃত রসতন্ত্রে সে' দীনা বনিতা ।
'কলহ-অন্তরিতা' নামে পরিচিতা ॥

বঙ্গানুবাদ—হায় ! আমি অতিপ্রিয় ললিতাদি সুহৃদবর্গের উপদেশ শ্রবণ করি নাই, মাধব যে কত কত চাটু-পটল অর্থাৎ প্রিয় বাক্য বলিলেন তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রবণ করিলাম না ॥ হে সখি ! যে-

হেতু এই কুঞ্জ মধ্যে আমি গোকুলবীরকে ভজন করি নাই, সেই কারণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ধ্রু ॥

আহা! সেই মাধব আমাকে উৎকৃষ্ট মালা অর্পণ করিলেন এবং বারম্বার প্রণাম করিলেন কিন্তু আমি তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করি নাই ॥

হায়! সেই সনাতন নিত্য গুণযুক্ত কান্তকে কেন বক্ষঃস্থলে ধারণ না করিলাম? ॥ ৩১ ॥

অথ প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা

যাহার পতি কোন কারণ বশতঃ বিদেশ গমন করিয়া তথায় অবস্থিতি করে, সেই পতির বিরহে যে নিরতিশয় পীড়িত হয়, সেই নায়িকাকে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা কহে ॥ ৯ ॥

পদ্যানুবাদ—

একান্ত সুহৃদ, ললিতা আদির না শুনিনু উপদেশ।
মাধবের কত, চাটুবাণী শত, কানে না পশিল লেশ ॥
এ' কুঞ্জকুটীরে, শ্রীগোকুলবীরে, করিনি ভজন সই!
সে' কারণে মোর, হৃদয় অধীর, মহাব্যথা কিবা কই!
প্রদান করিয়া উত্তমহার,
বারবার মোরে কৈলা নমস্কার,
না তাকানু হায়! আমি একবার,
বিদরে এখন প্রাণ
(হৈল) কাছে উপনীত, অতি সুললিত, সনাতন গুণবান্।
কি হেতু কান্তেরে, সোহাগে আদরে, হৃদয়ে না দিনু স্থান।
সখি! ঘটিল কি পরমাদ।
হেরি চারিধার, ঘোর আঁধিয়ার,
সদা মানসেতে অবসাদ ॥ ৩১ ॥

[৩২]

গৌড়ী

কুর্ব্বতি কিল কোকিলকুল উজ্জ্বলকলনাদম্।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি জল্পতি সবিষাদম্।
মাধব ! ঘোরে বিয়োগতমসি নিপপাত রাধা।
বিধুরমলিনমূর্ত্তিরধিকমধিরূঢ়বাধা ॥ ধ্রুব ॥
নীলনলিনমাল্যমহহ বীক্ষ্য পুলকবীতা।
গরুড় গরুড় গরুড়েত্যভিরৌতি পরমভীতা ॥
লম্বিতমৃগনাভিমগুরুকর্দ্দমমনু দীনা।
ধ্যায়তি শিতিকণ্ঠমপি সনাতনমনুলীনা ॥

অথ স্বাধীন ভর্ত্তৃকা

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং ন মুঞ্চতি।
বিচিত্রসম্ভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥ ১০ ॥

বিরহিণী-প্রোষিত প্রেয়সী

কোন কারণের বশে, যে নারীর পতি।
অতিশয় দূরদেশে করে অবস্থিত।
কান্ত অনাগমে হৈল দুঃখ নিপীড়িতা।
'প্রোষিতভর্তৃকা' সংজ্ঞায় হয়েন কথিতা ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ– মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব শ্রীরাধার বিরহ জ্ঞাপন করিতেছেন॥ হে কৃষ্ণ ! কোকিলগণ উজ্জ্বল কলনাদ করিলে পর, শ্রীরাধিকা ঘোর বিয়োগান্ধকারে পতিত হইয়া সাতিশয় বিষাদের সহিত বজ্রপাত শঙ্কাপূর্বক জৈমিনি এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। হে মাধব ! শ্রীরাধা বিয়োগান্ধকারে পতিত হইয়াছেন, তাঁহার শরীর

মলিন হইয়াছে এবং তিনি কোন বাধাকে গণনা করেন না ॥ ধ্রু ॥ এবং নীল নলিনের মালা দর্শন করিয়া সর্প আশঙ্কায় অঙ্গে পুলক বহন করত পরমভয়ে কাতর হইয়া গরুড় গরুড় ইহাই বারম্বার উচ্চারণ করিতেছেন ॥

মৃগনাভিযুক্ত অগুরুচন্দন দর্শনে শ্যামবর্ণ কন্দর্পের ভ্রমে তদ্বৈরী শিতিকণ্ঠকে ধ্যান করিতেছেন এবং তোমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া লীনা হইতেছেন ॥ ৩২ ॥

অথ স্বাধীন ভর্ত্তৃকা

যাহার কান্ত প্রেমপাশে অবরুদ্ধ হইয়া ক্ষণকালও পার্শ্ব পরিত্যাগ করে না এবং যে নায়িকা নিরন্তর বিচিত্র বিলাসাসক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা কহে ॥

পদ্যানুবাদ—শ্রীউদ্ধবজী মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীমতীর বিরহ-বার্তা জ্ঞাপন করিতেছেন।

শুনহে মাধব! বিহনে তোমার, গভীর বিরহ অন্ধকারে।
শ্রীরাধিকা সতী, পতিতা সম্প্রতি, হেরিনু মলিনা-মূরতি তাঁ'রে ॥

নাই হে, দুঃখের ওর।
বিয়োগ-পীড়ায়, নিয়ত হিয়ায়
দিতেছে যাতনা ঘোর ॥
হরষে আকুল, যত পিককুল,
ধরিলে হে কলতান।
বিষাদে অমনি, লয় রাই ধনি,
'জৈমিনি' 'জৈমিনি' নাম ॥
সুনীল নলিনী, মালা হেরি তিনি,
সর্পবোধে রোমাঞ্চিতা।

[৩৩]

মল্লারঃ

পত্রাবলিমিহ মম হৃদি গৌরে।
মৃগমদবিন্দুভিরর্পয় শৌরে!
শ্যামল! সুন্দর! বিবিধবিশেষম্।
বিরচয় বপুষি মমোজ্জ্বলবেশম্॥ ধ্রুব॥
পিঞ্ছমুকুট! মম পিঞ্ছনিকাশম্।
বরমবতংসয় কুন্তলপাশম্॥
অত্র সনাতন! শিল্পলবঙ্গম্।
শ্রুতিযুগলে মম লম্বয় সঙ্গম্॥ ৩৩॥

'গরুড়' 'গরুড়' ফুকারে সঘনে,
হইয়া পরমভীতা॥
কস্তুরী মিলিত, অগুরু চন্দন,—
করি তাহা দরশন।
শ্যামল বরণ, মদনেরি ভ্রমে,
সকাতরে অনুক্ষণ॥
সনাতন রূপী, তব প্রতি হরে।
হইয়া নিবিষ্ট চিতা।
মনসিজ শাস্তা, শঙ্করের ধ্যানে,
হতেছেন সমাহিতা॥ ৩২॥

অবরুদ্ধ হ'য়ে প্রিয় যাঁর প্রেমপাশে।
নিয়ত বিমুগ্ধ চিত্তে রহে পাশে পাশে॥
বিচিত্রবিলাসরতা সদা যে' নায়িকা।
রসশাস্ত্রে কহে তাঁরে, 'স্বাধীনভর্তৃকা'॥ ১০॥

[৩৪]

বসন্তরাগঃ

কিময়ং রচয়তি নয়নতরঙ্গম ?
কৈরবিনী ন হি ভজতি পতঙ্গম্ ॥
বারয় মাধবমুদয়দনঙ্গম্ ।
স্পৃশতি যথায়ং ন সখি ! মদঙ্গম্ ॥ ধ্রুব ॥
কম্পিকরান্মম পততি লবঙ্গম্ ।
ত্বমপি তথাপি ন মুঞ্চসি রঙ্গম্ ॥
কমপি সনাতনধর্ম্মমভঙ্গম্ ।
ন পরিহরিষ্যে হৃদি কৃতসঙ্গম্ ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—বিলাসাবসানে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন ॥ হে শৌরে। এই গৌরবর্ণ আমার বক্ষঃস্থলে মৃগমদ বিন্দুদ্বারা পত্রাবলি রচনা কর ॥

হে শ্যামলসুন্দর ! আমার শরীর সমস্ত উজ্জ্বলবেশ প্রস্তুত কর, হে পিচ্ছভূষিত ! আমার উৎকৃষ্ট এই কেশপাশ পুষ্পদ্বারা মণ্ডিত কর ॥

হে সনাতন ! আমার কর্ণযুগলে লবঙ্গপুষ্প সংযোজিত কর ॥ ৩৩ ॥

পত্থানুবাদ—বিলাসাবসানে শ্রীরাধাসুন্দরী শ্রীহরিকে কহিতেছেন—

মৃগমদ বিন্দু দিয়া, পত্রাবলি বিরচিয়া,
দাও মোর গৌর বক্ষঃদেশে।
বিবিধ বৈশিষ্ট্যাযুত, সমুজ্জ্বল বেশভূষা,
রচ হরে ! অশেষ বিশেষে ॥
ওহে সুন্দর শ্যাম ! সুললিত অভিরাম,
সাজে মোরে কর সুশোভিত !
ময়ূরের পুচ্ছসম, দীর্ঘ কেশপাশ মম,
কর তায় কুসুমে মণ্ডিত ;
কৃত্রিম লবঙ্গফুলে, দাও আনি শ্রুতিমূলে,
ওহে পিঞ্ছচূড় ! দেব সনাতন।
সাজাও সাজাও মোরে, মনের মতন ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরাধিকা পুষ্পচয়নপূর্বক আগত স্পর্শনাভিলাষি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তা হইয়াও নিষেধার্থ ললিতাকে কহিতেছেন॥ ললিতে! ইনি আমার প্রতি বৃথা নেত্রতরঙ্গ বিস্তার করিতেছেন, দেখ, কুমুদিনী কখনই সূর্য্যকে ভজন করে না॥ অতএব হে সখি! এই মদনাতুর মাধবকে নিবারণ কর, ইনি যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ না করেন॥ ধ্রু॥

আমার কম্পমান হস্ত হইতে লবঙ্গপুষ্প পতিত হইতেছে তথাপি তুমি পরিহাস ত্যাগ করিতেছ না॥ আমি অনাদিকাল প্রাপ্ত সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না, উহা আমার হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে॥ ৩৪॥

পদ্যানুবাদ—শ্রীরাধিকা পুষ্পচয়নপূর্বক, তাঁহার সমীপে আগত স্পর্শাভিলাষী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তা হইলেও অবহিত্থা প্রকাশে ললিতাকে বলিতেছেন!

সখি! কি কারণ, মাধব এমন,
নয়ন ভঙ্গিমা শত;
মোর প্রতি বৃথা, করিছে রচন,
সকৌতুকে অবিরত?
দেখ, কুমুদিনী কভু, ভজে না তপন,—
জানে না একথা আছে কোন জন?
মদন আতুর, এই শ্রীহরিরে,
করগো বারণ সই!
না করেন যেন, মমাঙ্গ পরশ,
মরম তোমারে কই॥
কর হ'তে খ'স' পড়িছে 'লবঙ্গ';

[৩৫]

ভৈরবরাগঃ

অপঘনঘটিতঘুসৃণঘনসার !
পিঞ্ছখচিতকুঞ্চিতকচভার !
জয় জয় বল্লবরাজকুমার !
রাধাবক্ষসি হরিমণিহার ! ধ্রুব ॥
রাধাধৃতিহর-মুরলীতার !
নয়নাঞ্চলকৃত-মদনবিকার !
রসরঞ্জিতরাধাপরিবার !
কলিতসনাতন-চিত্তবিহার !

না ছাড়িছ তবু পরিহাস রঙ্গ,
এ' কী তব ব্যবহার ?
অনাদিকালের সনাতন ধর্ম,
দৃঢ়রূপে বদ্ধ হৃদয়েতে মম,
তায় করিব না পরিহার ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—সম্প্রতি কবি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্বক বর্ণনা করিতেছেন ॥ যাঁহার শরীরে কুঙ্কুম শোভিত, যাঁহার ময়ূরপিচ্ছদ্বারা কুটিল কেশপাশ শোভিত ॥ এবং যিনি রাধার বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীল মণিহার স্বরূপ, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ধ্রু ॥

যিনি মুরলীর উচ্চধ্বনিতে শ্রীরাধিকার ধৈর্য্য লোপ করিয়াছেন, নেত্র প্রান্তে যাঁহার মদনবিকার বিদ্যমান ॥ এবং রাধিকার সখীগণকে যিনি স্বকীয় রসে শোভিত করিয়াছেন এবং সনাতনের চিত্তবিহারী সেই শ্রীকৃষ্ণ জয় যুক্ত হউন ॥ ৩৫ ॥

[৩৬]

কর্ণাটরাগঃ—একতালী তালঃ

সুন্দরি ! সাধ্বী ত্বমিহ কিশোরী।
তৎ কথমসি বদ গোষ্ঠপুরন্দরনন্দনহৃন্মণিচৌরী ?
ন হি সঙ্গোপয় পরধনমধুনা ত্বং বিদিতা কুলপালী।
ললিতাসখি ! কুরু করুণাং সীদতি কন্দরভুবি বনমালী ॥
অয়ি রমণীমণি ! রমণীয়ং মণিমর্পয় পুনরাবলম্বম্।
ভবতু নিরাকুলমতিকৃপয়া তব হরিপরিজননিকুরম্বম্ ॥
দূতীযুগমিদমবনমতি স্বয়মবনিলুঠিতকচজূটম্।
তন্বি ! সনাতনসৌহৃদমনুসর বিস্তারয় ন হি কূটম্ ॥

পত্মানুবাদ—সম্প্রতি কবি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্বক বর্ণনা করিতেছেন,—

কুঙ্কুম আর কর্পূর লেপনে শোভিছে শ্রীঅঙ্গ যাঁর।
হয়েছে খচিত, শিখির পুচ্ছে, কুঞ্চিত কেশভার ॥
শ্রীরাধাবক্ষের ইন্দ্রনীলমণিহার।
জয় জয় বল্লব রাজকুমার ॥
শ্রীরাধার ধৈর্য্য হরে যাঁর মুরলীর তার।
বঙ্কিম কটাক্ষে সৃজেন মদনাবকার ॥
ললিতাদি সখিকুল, মঞ্জরীরা আর,—রাধা পরিবার।
হয়েছে রঞ্জিত মহা অনুরাগে যাঁর, অতি চমৎকার ॥
সনাতন-চিত্তে যিনি করেন বিহার।
জয়যুক্ত হউন, সেই নন্দকুমার ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—ঈষৎ মানিনী শ্রীরাধাকে বিশাখা কহিতেছেন। হে সুন্দরি ! তুমি এই গোকুল মধ্যে সাধ্বী; তথাপি ব্রজেন্দ্র-তনয় শ্রীকৃষ্ণের চিত্তমণিকে কি প্রকারে অপহরণ করিবে বল দেখি ॥ ধ্রু ॥

তুমি পরধন গোপন করিও না যেহেতু তুমি কুলাঙ্গনা বলিয়া বিখ্যাত আছ, হে ললিতে! তুমি দয়া কর, গিরিগহ্বর মধ্যে হরি সাতিশয় ব্যথিত হইয়া রহিয়াছে ॥

অয়ি রমণীচূড়ামণি! রাধিকে! তুমি রমণী সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় হৃদয়মণি শীঘ্র প্রদান কর, তাহা হইলে তোমার কৃপাবশতঃ হরিপরিজন-বর্গ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন ॥

এই শ্রীকৃষ্ণের দূতীদ্বয় তোমার পাদযুগলে কেশপাশ ভূমি লুণ্ঠিত করিয়া তোমায় প্রণাম করিতেছে, অতএব তুমি কৃষ্ণের প্রতি সৌহৃদ্যা-তিশয় প্রকাশ কর, আর কাপট্য বিস্তার করিও না ॥ ৩৬ ॥

পদ্যানুবাদ— এই ব্রজপুরে ওগো সুন্দরি!
পরিচিতা তুমি সাধ্বী কিশোরী ॥
বল দেখি কি কারণ,
গোষ্ঠরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের মণি।
চুরি তুমি করেছ গো ধনি!
ললিতার সখি! তুমি সুচরিতা,
কুলপালী বলি' সদা পরিচিতা,
অধুনা পরের ধন, করিও না সঙ্গোপন,
হেন আচরণ তব, নহে সুশোভন ॥
কাতর হিয়ায়, রয়েছেন হায়!
গিরিকন্দরে বনমালী।
করুণা কর গো তারে, ওগো ললিতালি!
তুমি তো রমণী-মণি, রমণীয় সেই মণি,
অবিলম্বে কর প্রত্যর্পণ।

[৩৭]

মল্লাবরাগঃ—একতালী তালঃ

রাধে ! কলয় হৃদয়মনুকুলম্ ।
দলতি দৃগঞ্চলশরহতহৃত্তব গোকুলজীবিতমূলম্ ॥ ধ্রুব ॥
শীলিতপঞ্চমগীতিরদক্ষিণপাণিসরোরুহহংসী ।
তনুতে সাম্প্রতমস্য মুনিব্রতমরতিভরাদিব বংশী ॥
ভ্রমদিন্দিন্দির-বৃন্দ-বিকর্ষণপরিমলপটলবিশালা ।
পতিতা কণ্ঠতটাদভিশুষ্যতি তস্য বনে বনমালা ॥
অদয়ে ! দধতী তনুরপি তনুতাং তস্য সমুজ্ঝিতলীলা ।
শীর্য্যতি কন্দরধাম্নি সনাতনহৃদয়ানন্দন-শীলা ॥ ৩৭ ॥

(তব) অতিশয় কৃপাগুণে, হরি-পরিজনগণে,
হউন গো নিরাকুল মম ॥
এ' দূতীযুগলে, লুটায়ে ভূতলে
নিজেদের কেশভার ।
তন্বি ! করিছে তোমায় নমস্কার ॥
সনাতন শ্রীহরি-প্রতিই এখন,
কর সুপ্রকাশ সৌহার্দ পরম,
কোরোনা কোরোনা রাধে ! কাপট্য বিস্তার ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরাধা কোনপ্রকার উত্তর প্রদান না করিলে পুনরায় বিশাখা কহিতেছেন ॥

হে রাধিকে ! তুমি আপনার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুকূল কর, এই গোকুলের জীবনের মূলস্বরূপ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার নেত্রশরে আহত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছেন ॥ ধ্রু ॥

দেখ শ্রীকৃষ্ণের বংশী বামকরস্থ হইয়া চিরাভ্যস্ত পঞ্চমাদিস্বরের উচ্চারণ হইতে চ্যুত হইয়া যেন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছে ॥ এবং যাঁহার বনমালা পূর্বে চঞ্চল ইন্দীবরের পরিমল বহনপূর্বক, জন-সমূহের ইন্দীবর ভ্রান্তি উৎপাদন করিত, সেই মালা সম্প্রতি কণ্ঠ হইতে চ্যুত হইয়া শুষ্ক প্রায় হইতেছে ॥

অতএব হে নির্দয়ে! শ্রীকৃষ্ণের তনু অতিকৃশা হইয়া লীলাশূন্য হইয়াছে এবং গিরিগহ্বর মধ্যে অবশীর্ণ হইতেছে, হে সুন্দরি! পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের যে তনু অসীম আমোদ বিস্তার করিয়াছিল, তাহারই এক্ষণে এইরূপ দশা ঘটিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

পদ্যানুবাদ—

চিত্তটি তোমার, শ্রীহরির পরে,
কর রাধে! অনুকূল,
নেত্রশরে তব, আহত, বিদীর্ণ,
গোকুল জীবন মূল ॥
পঞ্চমগীতি প্রকাশনিপুণা, যেই বংশী অবিরত।
মাধবের বাম-পাণি সরোরুহে, শোভে হংসীর মত ॥
সম্প্রতি যেন মহাদুঃখভরে।
রহিয়াছে সেটি মৌনব্রতধরে ॥
সতত চঞ্চল ভ্রমর নিকরে।
পরিমলে যাহা আকর্ষণ করে ॥
শ্যামের সে' বনমালা মনোহর।
কণ্ঠতট হ'তে বনের ভিতর ॥
হইয়া পতিতা, ওগো শ্রীরাধিকে!
অতি শুষ্কভাব ধরেছে আজিকে ॥

[৩৮]

বসন্তরাগঃ

মধুরিপুরত্র বসন্তে।

খেলতি গোকুলযুবতিভিরুজ্জ্বলপুষ্পসুগন্ধদিগন্তে॥ ধ্রুব॥

প্রেমকরম্বিতরাধাচুম্বিতমুখবিধুরুৎসবশালী।

ধৃতচন্দ্রাবলিচারুকরাঙ্গুলিরিহ নবচম্পকমালী॥

নবশশিরেখালিখিতাবশাখাতনুরথ ললিতাসঙ্গী।

শ্যামলয়াশ্রিতবাহুরুদঞ্চিতপদ্মাবিভ্রমরঙ্গী॥

ভদ্রালম্বিতশৈব্যোদীরিতরক্তরজোভরধারী।

পশ্য সনাতনমূর্ত্তিরয়ং ঘনবৃন্দাবনরুচিকারী॥ ৩৮॥

(শ্রী) সনাতন-চিত্তের আনন্দদায়িনী।

কানুর ললিত শ্রীমূরতি খানি।

সকলপ্রকার লীলা পরিহারে।

গোবর্ধন-গুহা-ভবন মাঝারে॥

বিশীর্ণ হইয়া পড়িছে যে হায়।

হে অদয়ে! সদয়া হও গো তাঁহার॥ ৩৭॥

বঙ্গানুবাদ—কবি, হরির বসন্ত ক্রীড়া বর্ণনা করিতেছেন॥ উজ্জ্বল পুষ্পশ্রেণী শোভিত বসন্তকালে মধুরপু শ্রীকৃষ্ণ যুবতিগণের সহিত বিহার করিতেছেন॥ ধ্রু॥ যিনি প্রেমবতী শ্রীরাধাকর্ত্তৃক চুম্বিত হইয়াছেন, এবং উৎসব চন্দ্রাবলী যাঁহার মনোহর হস্তপদ্মের অঙ্গুলী ধারণ করিয়াছিলেন চম্পকমালা যাঁহার গলদেশে বিরাজিত॥

যিনি নবোদিত চন্দ্রকলার ন্যায় নখাঙ্কদ্বারা বিশাখার বক্ষোজ প্রদেশ অঙ্কিত করিয়াছেন এবং যিনি ললিতার অন্তিকবিহারী এবং

যাহার উত্তোলিত বাহুদ্বয় পদ্মার বিভ্রম ধারণ করে ॥ ভদ্রা ও শৈব্যা নাম্নী সখীদ্বয়কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত রক্ত রজোভর অর্থাৎ যিনি স্বকীয় শরীরে ধারণ করিতেছেন দেখ, সেই নিত্যমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ ঘন বৃন্দাবনের রুচি বিস্তার করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

পদ্যানুবাদ— সমুদিত নবীন বসন্ত।—

মনোহর ফুলবাসে, হইয়াছে আমোদিত, গোকুলদিগন্ত
মধুরিপু হরি অদ্য এ' বসন্তে।
খেলিছে গোকুল-যুবতি-কুল-সঙ্গে, নবীন বিপুল আনন্দে ॥
মহা প্রেমবতী, শ্রীরাধিকাসতী, করে মুখ-বিধু চুম্বন।
শ্রীচন্দ্রাবলীর, চারু করাঙ্গুলি, কানু করেছেন ধারণ ॥
নব চম্পকমালী, সেই মহা উৎসবশালী, বিশাখার বর-অঙ্গে,
মত্ত হৃদয়ে শুচি-রস-রঙ্গে,—
নব শশিকলা সম, নখচিহ্ন মনোরম, করিছেন বিলিখন।
ললিতার সাথে করিছে বিহার,
ধরেছে শ্যামলা শ্রীহস্ত তাঁহার,
পদ্মার বিলাস হেরি' কৌতুকী অপার,
ঐ দেখ, মাধব উৎসব-রঙ্গী,—
বল্লব-বধূ সঙ্গী ॥
ভদ্রা-শৈব্যার ছিটানো আবিরে,
তিনি শোভিত শ্রীঅঙ্গ ধারী।
ঐ হের, নব ঘন শ্যাম,—বৃন্দাবিপিন বিহারী ॥
সনাতন-মূরতি হরি, ঘন বৃন্দাবন রুচিকারী ॥
আজু হরষের নাহি ওর।
বসন্ত লীলায় মাধব ভোর ॥ ৩৮ ॥

[৩৯]

বসন্তরাগঃ

ঋতুরাজার্পিততোষরঙ্গম্ ।
রাধে। ভজ বৃন্দাবনরঙ্গম্ ॥ ধ্রুব ॥
মলয়ানিলগুরুশিক্ষিতলাস্যা।
নটতি লতাততিরুজ্জ্বলহাস্যা।
পিকততিরিহ বাদয়তি মৃদঙ্গম।
পশ্যতি তরুকুলমঙ্কুরদঙ্গম্ ॥
গায়তি ভৃঙ্গঘটাদ্ভুতশীলা।
মম বংশীব সনাতনলীলা ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বসন্তোৎসবে শ্রীরাধার অনুরাগবর্ধনপূর্বক কহিতেছেন ॥

হে রাধিকে ! ঋতুরাজ বসন্তকর্তৃক অর্পিত এই বৃন্দাবনের মাধুর্য্য দর্শন কর ॥ ধ্রু ॥

এই লতাগণ যেন উজ্জ্বল হাস্য বিস্তারপূর্বক নৃত্য করিতেছে মলয় সমীরণ যেন উহাদিগেকে গুরুর ন্যায় নৃত্য শিক্ষা প্রদান করিতেছে ॥

কোকিলকুলের উচ্চধ্বনি যেন মৃদঙ্গ বাদ্য হইয়াছে, ও বৃক্ষগণ তৎসমূহ দর্শন করিতেছে ॥

এবং আমার মুরলীর ন্যায় আশ্চর্য্য স্বভাব ভ্রমরগণ সনাতন লীলা গান করিতেছে ॥ ৩৯ ॥

পদ্যানুবাদ—ধাতু রাজ নব বসন্ত যেথায়,
করেছে সন্তোষ-তরঙ্গ-বিস্তার।
হে রাধে ! সে' বৃন্দাবিপিন রঙ্গ,
কর অনুভব অন্তরে তোমার ॥

[৪০]

বসন্তরাগঃ

বিহরতি সহ রাধিকয়া রঙ্গী।
মধুমধুরে বৃন্দাবনরোধসি হরিরিহ হর্ষতরঙ্গী ॥ ধ্রুব ॥
বিকিরতি যন্ত্রেরিতমঘবৈরিণি রাধা কুঙ্কুমপঙ্কম্।
দয়িতাময়মপি সিঞ্চতি মৃগমদরসরাশিভিরবিশঙ্কম্ ॥
ক্ষিপতি মিথো যুবমিথুনমিদং নবমরুণতরং পটবাসম্।
জিতমিতি জিতমিতি মুহুরপি জল্পতি কল্পয়দতনুবিলাসম
সুবলো রণয়তি ঘনকরতালী জিতবানিতি বনমালী।
ললিতা বদতি সনাতনবল্লভমজয়ৎ পশ্য মমালী ॥ ৪০ ॥

লতিকা নিচয় শিখিয়া নৃত্য,
মলয় আনিল (রূপ) গুরুর কাছে।
পুষ্প শোভাছলে উজল হাস্যে,
কত না ভঙ্গিতে নিয়ত নাচে ॥
গাহে কুহু কুহু পিক সমুদয়,
বাজায় মৃদঙ্গ, হেন মনে হয়,
মুকুল শোভিত পাদপ নিচয়,
হেরিতেছে হেথা এ' দৃশ্যচয়।
বিচিত্রস্বভাবা ভ্রমরীরা যত,
(মোর) সনাতন লীলা বংশীরই মত,
গুন্ গুন্ তানে গাহে অবিরত,
অতি সুমধুর ললিত গান ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—বসন্তোৎসবোন্মত্তা শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার বর্ণনা॥

বসন্তকালে অতিমধুর বৃন্দাবনের যমুনাতীরে কৌতুকপর শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতেছেন ॥ ধ্রু ॥

শ্রীরাধিকা যন্ত্র (পিচকারী) দ্বারা কুঙ্কুম পঙ্ক অর্থাৎ জলার্দ্র রঙ্গ অঘহন্তা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছেন। এবং শ্রীকৃষ্ণও নিঃশঙ্ক হইয়া যন্ত্রদ্বারা কুঙ্কুম প্রভৃতি বস্তু সকল প্রেয়সীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছেন ॥

যন্ত্র বিক্ষেপাবসানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ই পরস্পর অত্যন্ত রক্তবর্ণ পটবাস অর্থাৎ আবির এবং কুঙ্কুম প্রভৃতি বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং আমার জয়—ইহাই মুহুর্মুহু উচ্চারণ করিয়া সাতিশয় বিলাস প্রকাশ করিয়া দিতেছেন ॥

আমাদিগের বনমালির জয় হইয়াছে বলিয়া সুবল নামক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা করতালী দিতেছেন এবং আমার সখী রাধিকা, গোপেন্দ্র-নন্দনকে জয় করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি ইহাই ললিতা বলিতেছেন ॥ ৪০ ॥

পত্থানুবাদ—অতি সুমধুর বসন্ত উদয়ে,

বৃন্দাবনে যমুনারি তটভাগে।

হরষতরঙ্গী রঙ্গিয়া শ্রীহরি,

রাধা সঙ্গে বিহরিছে অনুরাগে ॥

কুন্‌কুম্ রসে ভরি' পিচকারী,

শ্যামের অঙ্গে দিতেছে রাই।

ভরিয়া যন্ত্র মৃগমদ রসে,

দয়িতা উপরে ছিটায় কানাই ॥

অবিশঙ্ক-মতি শ্রীশ্যামরায়।

ছাড়ে পিচ্‌কারী রাধিকার গায় ॥

[৪১]

ধনাশ্রীঃ

রাধা সখি! জলকেলিষু নিপুণা।
খেলতি নিজকুঞ্জে মধুরিপুণা ॥ ধ্রু ॥
কুচপটলুণ্ঠননির্ম্মিতকলিনা।
আয়ুধপদবীযোজিতনলিনা ॥
দৃঢ়পরিরম্ভণচুম্বনহঠিনা।
হিমজলসেচনকর্ম্মণি কঠিনা ॥
সুখভরশিথিলসনাতনমহসা।
দয়িতপরাজয়লক্ষণসহসা ॥ ৪১ ॥

পিচকারী খেলা শেষে
রাই কানু হরষে পরস্পর।
অরু বরণ নব পটবাস,
করিছে ক্ষেপণ, কৌতুকে বিস্তর ॥
কন্দর্প বিলাস করিয়া রচন,
দুঁহে (নিজ) জয় গাথা করে উচ্চারণ।
বাজায় সুবল ঘন করতালি,—
জিতেছে জিতেছে মোর বনমালী।
ললিতা বলে দেখ, সনাতন বল্লভে,
জিনিয়াছে মম আলী।
পরাজিত এবে কানু বনমালী ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ—বসন্তোৎসবান্তে জলক্রীড়া বর্ণনা। তীরস্থিত সখীগণ পরস্পর কহিতেছেন ॥

হে সখি! জলবিহার-নিপুণা শ্রীরাধা স্বকীয় কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ধ্রু ॥

শ্রীকৃষ্ণ কুচপট অর্থাৎ কাঁচুলী গ্রহণ-নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছেন, নলিনী ইহার অস্ত্রস্থানীয় হইয়াছে ॥ এবং গাঢ় আলিঙ্গন নিমিত্ত ইহার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিতেছি, এবং শ্রীরাধিকাও অতিশীতল জল শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছেন ॥

অত্যন্ত আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম শিথিল হইয়াছে, শ্রীরাধিকাও শ্রীকৃষ্ণের পরাজয় দর্শন করিয়া হাস্য করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

পদ্যানুবাদ— দেখ দেখ, ওগো আলি!

জলবিহারনিপুণা, বৃষভানুর দুলালী,

খেলিছেন নিজ কুণ্ডজলে।

মুরারির সাথে কৌতূহলে ॥

কুচপট লুঠিবারে, জুঝে কানু অবিরত।

লীলা সরসিজে রাই, মাধবে তাড়না রত ॥

গাঢ় আলিঙ্গন সনে, রাধা-মুখচুম্বনে।

কান্ত অঙ্গে দেয় রাধা, শ্রীকুণ্ডের হিমজল ॥

বারে বারে বারি সিঁচি, কৈলা তাঁরে হীনবল ॥

শ্রীমতীর দরশন,—সুধাময় পরশন,

লাভ-জাত মহাসুখ ভরে।

শ্রীকৃষ্ণের সনাতন, সুবিপুল পরাক্রম,

শিথিল যে হৈল একেবারে ॥

দেখ সখিগণ! হাসিছে রাই।

পরাজিত এবে বাণী কানাই ॥ ৪১ ॥

[৪২]

ধনাশ্রীঃ

রাধে ! নিজকুণ্ডপয়সি তুঙ্গীকুরু রঙ্গম্ ।
কিঞ্চ সিঞ্চ পিঞ্ছমুকুটমঙ্গীকৃতভঙ্গম্ ॥ ধ্রুব ॥
অস্য পশ্য ফুল্লকুসুমরচিতোজ্জ্বল-চূড়া ।
ভীতিভিরতিনীলনিবিড়কুন্তলমনুগূঢ়া ॥
ধাতুরচিতচিত্রবীথিরম্ভসি পরিলীনা ।
মালাপ্যতিশিথিলবৃত্তিরজনি ভৃঙ্গহীনা ॥
শ্রীসনাতনসুমণিরত্নমংশুভিরপি চণ্ডম্ ।
ভেজে প্রতিবিম্বভাবদম্ভী তব গণ্ডম্ ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে রাধিকে ! তুমি স্বকীয় কুণ্ড সলিলে সম্যক্ বিনোদ বিস্তার কর এবং ভঙ্গ অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়মান পিচ্ছধারী কৃষ্ণকে সেচন করিয়া আর ফল কি ? ॥ ধ্রু ॥

ইঁহার বিকশিত পুষ্পনির্মিত মস্তকের অবতংস তোমার ভয়ে যেন নিবিড় নীলকুন্তল পাশেঃগূঢ় হইতেছে ॥ ইঁহার গৌরিকাদি ধাতুনির্মিত তিলক পঙক্তি কুণ্ডবারিদ্বারা ধৌত হইয়াছে এবং কণ্ঠস্থ পুষ্পমালাও শিথিল হইয়াছে সুতরাং ভৃঙ্গগণ উহাতে আর উপবেশন করিতেছে না ॥

শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তুভমণি স্বকীয় অংশু পটলদ্বারা অতি তীব্র প্রতাপ হইয়া, দেখ তোমার গণ্ডদেশে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

পদ্যানুবাদ—শ্রীরাধে গো ! এবে নিজকুণ্ডজলে,
সম্যাক্ বিস্তার কর বিনোদবিহার ।
পিঞ্ছমুকুট শ্রীহরি এখন,
দিতেছে ভঙ্গ, মানিয়া হার ।

সিঁচিয়া সলিল ফল কি আর ?
ওগো ! সে যে পলাইছে এইবার ।
বিকসিত ফুলে গড়া, চূড়া তাঁর প্রভাময় ।
নীলঘন কেশ জালে, তব ভয়ে গুপ্ত হয় ॥
গিরিধাতু-তিলকাদি, শ্রীকুণ্ডের বারিধারে ।
ঐ দেখ, ধুয়ে গেছে' নাই দাগ একেবারে ॥
গলার সে' বনমালা হয়েছে শিথিল হায়'!
মধুলোভী অলিদল, বসে না গো আর তায় ।
সনাতন মাধবের বক্ষঃস্থিত, আদরের
অতি দীপ্ত কৌস্তুভ রতন ।
দেখ, প্রতিবিম্বছলে, স্বচ্ছ তব গণ্ডস্থলে,
ভয়ে যেন লয়েছে শরণ ॥
দেখ দেখ সখি ! রাধিকে !
স্বামী পরাজয়ে, পরিকরচয়ে
প্রতাপ বিহীন আজিকে ॥
ওগো, নাই কাম আর বারি সেচনে ।
কর নবক্রীড়া, নাথের সনে ॥ ৪২ ॥

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-বিরচিতা গীতাবলী সমাপ্তা ॥

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলিঃ

ওঁ নমঃ কৃষ্ণায়

ইয়ং মঙ্গলরূপা স্যাদ্‌গোবিন্দবিরুদাবলী।
যস্যাঃ পঠনমাত্রেণ শ্রীগোবিন্দঃ প্রসীদতি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে সরসিজনয়ন! স্রষ্টুমাক্রীড়নানি
স্থানুর্ভঙক্তু ঞ্চ খেলাখুরলিতমতিনা তানি যেন ন্যযোজি।
তাদৃক্‌ক্রীড়াণ্ডকোটীবৃতজলকুড়বা যস্য বৈকুণ্ঠকুল্যা
কর্ত্তব্যা তস্য কা তে স্তুতিরিহ কৃতিভিঃ প্রোজ্‌ঝ্য লীলায়ি-
তানি ? ॥ ২ ॥

নিবিড়তরতুরাষাড়ন্তরীণোষ্মসম্প,-দ্বিঘটনপটুখেলাড়ম্ব-
রোর্ন্মিচ্ছটস্য।
সগরিমগিরিরাজচ্ছত্রদণ্ডায়িতশ্রী,-র্জগদিদমঘশত্রোঃ সব্য-
বাহুর্ধিনোতু ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাহার পাঠমাত্র শ্রীগোবিন্দ প্রসন্ন হন, সেই মঙ্গলময়ী গোবিন্দবিরুদাবলী লিখিত হইতেছে ॥ ১ ॥

হে সরসিজ-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ! তুমি ক্রীড়াসক্তমতি হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ক্রীড়াস্থান স্বরূপ ত্রিভূবন সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিয়াছ এবং উহা সংহার করিবার নিমিত্ত মহাদেবকে নিযুক্ত করিরাছ, কিন্তু ঐরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ত্বদীয় বৈকুণ্ঠধাম স্থিত বিরজা নদীর অঞ্জলী পরিমিত জলে বিরাজ করিতেছে, সুতরাং পণ্ডিতগণ তোমার অপার ঐশ্বর্য্য বর্ণনে অক্ষম হইয়া তোমার মধুর গুণলীলা অর্থাৎ মানব-লীলা সম্ভূত কীর্ত্তি-কলাপ বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

অভ্রমুপতিমদমর্দ্দিপদক্রম বিভ্রমপরিমললুপ্তসুহৃচ্ছ্রম
দুষ্টদনুজবলদর্পবিমর্দ্দন তুষ্টহৃদয়সুরপক্ষবিবর্দ্ধন
দর্পকবিলসিতসর্গনিরর্গল সর্পতুলিতভুজ কর্ণগকুণ্ডল
নির্ম্মলমলয়জচর্চ্চিতবিগ্রহ নর্ম্মললিতকৃতসর্পবিনিগ্রহ
দুষ্করকৃতিভরলক্ষণবিস্মিতপুষ্করভবভয়মর্দ্দনসুস্মিত
বৎসলহলধরতর্কিতলক্ষণ বৎসরবিরহিতবৎসসুহৃদ্‌গণ
গর্জ্জিতবিজয়িবিশুদ্ধতরস্বর তর্জ্জিতখলগণদুর্জ্জনমৎসর ।।বীর॥
তব মুরলীধ্বনিরমরী, কামাম্বুধিবৃদ্ধিশুভ্রাংশুঃ।
অচটুলগোকুলকুলজা,-
ধৈর্য্যাম্বুধিপানকুম্ভজো জয়তি ।।
ধৃতগোবর্দ্ধন সুরভীবর্দ্ধন
পশুপালপ্রিয় রচিতোপক্রিয় ।। ধীর ।। ১ ।।

যিনি শ্রীবৃন্দাবনে বাল্যলীলাচ্ছলে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের হৃদয়গত প্রবল গর্ব খর্ব করিয়াছেন এবং ঐ সময়ে ছত্রস্বরূপ করিয়া গোবর্দ্ধন ধারণ করায় যাঁহার বামহস্ত উহার দণ্ডস্বরূপ হইয়াছিল, সেই পাপনাশন শ্রীকৃষ্ণের সেই বাম বাহু জগতের সকলকে পরিতৃপ্ত করুন ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ ! তোমার গমন দেখিয়া ঐরাবত হস্তির মদ-গর্ব খর্ব হয়, তোমার কান্তি ও শ্রীঅঙ্গের সৌরভে আত্মীয় বর্গের শ্রান্তি দূর হয়, তুমি দুর্দ্দান্ত দানবগণের বলদর্প দূর করিয়াছ, দেবগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া তোমাকে পরম সহায় বলিয়া বোধ করিতেছেন, তুমি স্বাধীন ভাবে কন্দর্প জনিত মুখ্যরস আস্বাদন করিতেছ, তোমার ভুজদ্বয় সর্পের ন্যায় সুবর্ত্তুল ও লম্বমান, দোদুল্যমান মকরকুণ্ডলে তোমার কর্ণযুগল সুশোভিত, নির্মল চন্দনাদি অনুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, তুমি

ভুজঙ্গরিপুচন্দ্রকস্ফুরদখণ্ডচূড়াঙ্কুরে,
নিরঙ্কুশদৃগঞ্চল ভ্রমিনিবদ্ধভৃঙ্গভ্রমে।
পতঙ্গদুহিতুস্তটীবনকুটীরকেলিপ্রিয়ে,
পরিস্ফুরতু মে মুহুস্ত্বয়ি মুকুন্দ শুদ্ধা রতিঃ ॥ ২

বাল্যলীলাচ্ছলে সর্পাকার অঘাসুরকে বিনাশ করিয়াছ ব্রহ্মাদির অসাধ্য অঘাসুরকে মুক্ত করিয়া তোমার অমোঘ-মোচন নাম হইয়াছে, ব্রহ্মা তোমার ঐশ্বর্য্য পরীক্ষার নিমিত্ত গোবৎসাদি হরণ করিয়া ক্রমে বিস্মিত ও মনে মনে সাপরাধী হইলে তুমি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছ, ব্রহ্মা গোবৎসাদি হরণ করিলে তুমি সেই সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৃন্দাবন বিপিনে বিহার করিতেছ এ ঐশ্বর্য্য তোমার প্রিয় অগ্রজ বলদেবই কেবল বুঝিয়াছিলেন, ব্রহ্মা ত্বদীয় কৃপায় মায়াশূন্য হইয়া একবৎসরের পর ত্বদীয় গোবৎস ও গোপবালকগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, নবীন মেঘের গম্ভীর গর্জনের ন্যায় তোমার গম্ভীর স্বর ; তুমি খল ও মাৎসর্য্য পরায়ণ দুর্জনদিগকে পরাভব করিয়াছ। যিনি দেবপত্নীগণের কাম সমুদ্র বৃদ্ধি করিতে শশাঙ্ক-স্বরূপ এবং ধীর স্বভাব ব্রজরমণীগণের ধৈর্য্য-সমুদ্র পানে যিনি অগস্ত্যমুনি স্বরূপ, সেই তোমার মুরলী ধ্বনির জয় হউক।

তুমি গোবর্দ্ধনধারী ও সুরভীগণের পালক এবং পশুপালপ্রিয় এবং ভক্তগণের অদ্বিতীয় সহায় ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মুকুন্দ! তোমার চূড়া সুন্দর ময়ূর পুচ্ছে সুশোভিত তোমার অপ্রতিহত নয়ন সঞ্চালন দেখিয়া ভ্রমরগণ নিস্তব্ধ হইতেছে, তুমি কালিন্দীতীরস্থ নিকুঞ্জকুটীরে কেলি করিতে ভাল বাস, অতএব নিরন্তর তোমাতে আমার বিশুদ্ধ অনুরাগ হউক ॥

উদ্যদ্বিদ্যুদ্দ্যুতিপরিচিতপট
সর্পৎসর্পস্ফুরদুরুভুজতট
স্বস্থস্বস্থত্রিদশযুবতিনুত
রক্ষদ্দক্ষপ্রিয়সুহৃদনুস্থত
মুগ্ধস্নিগ্ধব্রজজনকৃতসুখ
নব্যশ্রব্যস্বরবিলসিতমুখ
হস্তন্যস্তস্ফুটসরসিজবর
সজ্জর্দগর্জ্জৎখলবৃষমদহর
যুদ্ধক্রুদ্ধপ্রতিভটলয়কর
বর্ণস্বর্ণপ্রতিমতিলকধর।
রুষ্যত্তুষ্যদ্‌যুবতিষু কৃতরস
ভক্তব্যক্তপ্রণয়মনসি বস ॥ বীর ॥

বঙ্গানুবাদ— তুমি বিদ্যুন্মালার ন্যায় পীতাম্বরে সুশোভিত, অকুটিল গতি সর্পের ন্যায় তোমার বিশাল ভুজদ্বয়, অমরবধূগণ আকাশস্থ হইয়া প্রসন্ন চিত্তে তোমার স্তব করিতেছেন, স্নেহবশতঃ রক্ষায় তৎপর শ্রীদামাদি প্রিয় সুহৃদগণের তুমি সর্বদা অনুগত, তোমার স্নেহভাজন পরম সুন্দর ভক্তগণ ব্রজে বাস করিয়া তোমার লীলারস প্রকাশ করিয়াছেন, নব্য ও সুশ্রাব্য স্বর দ্বারা তোমার মুখাম্বুজ সুশোভিত, তোমার দক্ষিণ হস্তে লীলা পদ্ম শোভা পাইতেছে, দুর্দান্ত ও হিংস্রক বৃষাসুরের মদগর্ব খর্ব করিয়াছে ; তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে কোপস্বভাব রিপুগণ বিনাশ করিয়াছ, স্বর্ণ-বর্ণ তিলক দ্বারা তোমার ললাট সুশোভিত, প্রণয় কলহে রুষ্ট ও বিশেষ আদর সন্তুষ্ট লাভে ব্রজযুবতীগণের প্রতি তোমার বিশেষ অনুরাগ, হে বীর ! তুমি ভক্তজনের—প্রেমপূর্ণ মানসে বাস কর ॥

প্রচুরপরমহংসৈঃ কামমাচম্যমানে,
প্রণতমকরচক্রৈঃ শশ্বদাক্রান্তকুক্ষৌ।
অঘহর জগদণ্ডাহিণ্ডিহিল্লোল-হাসে,
স্ফুরতু তব গভীরে কেলিসিন্ধৌ রতির্নঃ।
উদ্গীর্ণতারুণ্য বিস্তীর্ণকারুণ্য।
গুঞ্জালতাপিঞ্জপুঞ্জাঢ্যতাপিঞ্জ॥ বীর॥
উচিতঃ পশুপত্যলঙ্ক্রিয়ায়ৈ
নিতরাং নন্দিতরোহিণীযশোদঃ।
তব গোকুলকেলিসিন্ধুজন্মা;
জগদুদ্দীপয়তি স্ম কীর্তিচন্দ্রঃ॥ সমগ্রঃ॥

অরিষ্টখণ্ডন স্বভক্তমণ্ডল।
প্রযুক্তচন্দন প্রপন্নন্দন।
প্রসন্নচঞ্চল স্ফুরদ্দৃগঞ্চল।
শ্রুতিপ্রলম্বক ভ্রমৎকদম্বক।
প্রকৃষ্টকন্দরপ্রবিষ্ট সুন্দর
সুবিষ্ঠসিন্ধুরপ্রসর্পবন্ধুর॥ দেব॥
বৃন্দারকতরুবীতে বৃন্দাবনমণ্ডলে বীর।
নন্দিতবান্ধববৃন্দ সুন্দর বৃন্দারিকা রময়॥
খলিনীডুম্বক মুরলীচুম্বক।
জননীবন্ধকপশুপীনন্ধক॥ বীর॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ—হে অঘহর! অপূর্ব রস বলিয়া পরমহংসগণ যাহা আস্বাদন করেন, ভক্তরূপ মকরগণ যাহার মধ্যে নিরন্তর বাস করিতেছেন এবং যাহার তরঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড চঞ্চল হইতেছে, ঈদৃশ অতি গভীর

অনুদিনমনুরক্তঃ পদ্মিনীচক্রবালে,
নবপরিমলমাদ্যচ্চঞ্চরীকানুকর্ষী।
কলিতমধুরপদ্মঃ কোঽপি গম্ভীরবেদী,
জয়তি মিহিরকন্যাকূলবন্যাকরীন্দ্রঃ॥ অচ্যুতঃ॥

ত্বদীয় লীলাসমুদ্রে নিরন্তর আমার অনুরাগ থাকুক! হে বীর! তুমি নবোদিত যৌবনপ্রভাবে সুশোভিত সুবিস্তীর্ণ করুণারসে তোমার সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত, তুমি বৃন্দাবনে গুঞ্জা ও মাধবীলতা বেষ্টিত তমালতরু স্বরূপ ॥ ২ ॥

যিনি পশুপতির (মহাদেবের ও নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দের) প্রধান ভূষণ, যিনি রোহিণী যশোদার (পক্ষে রোহিণী নক্ষত্রের যশো-ভাগ্য প্রদান করেন) আনন্দবর্দ্ধন করেন, তোমার ব্রজলীলারূপ সমুদ্রে যাঁহার জন্ম, এই প্রকার ভবদীয় কীর্ত্তিচন্দ্র জগৎ আলোকিত করুন ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি বৃষাসুরকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি নিজভক্তগণের হৃদয়ের ভূষণ, চন্দনাদি অনুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত, তুমি প্রপন্ন জনের আনন্দপ্রদ, তোমার নয়নযুগল চঞ্চল ও সুপ্রসন্ন, তোমার কর্ণ-যুগলে লম্বমান কদম্বকুসুম শোভা করিতেছে, তুমি বিহারার্থ গোবর্দ্ধন-গুহায় প্রবেশ করিলে তখন তোমার অপূর্ব শোভা হয়, উৎকৃষ্ট মাতঙ্গের গমনের ন্যায় তোমার সুন্দর গমন। হে বীর! তুমি বান্ধবগণের আনন্দপ্রদ এবং সুন্দর তরু লতাকীর্ণ এই শ্রীবৃন্দাবনে সুন্দরী ব্রজরমণী-দিগেকে বিহার করাইতেছ। তুমি খল ব্যক্তির শাস্তা, তুমি মুরলী-প্রিয়, তুমি জননী যশোদাকে বন্দনা কর, তুমি গোপীগণের আনন্দ বর্দ্ধক ॥ ৩ ॥

যিনি পদ্মিনীবৃন্দে অর্থাৎ তল্লক্ষণাক্রান্ত যুবতী-বৃন্দে অনুরক্ত, (পক্ষান্তরে কমলপুষ্প সমূহে যিনি অনুরক্ত) যিনি শ্রীঅঙ্গের গন্ধ-

জয় জয় বীর স্মররসধীর।
দ্বিজজিতহীর প্রতিভটবীর।
স্ফুরদুরুহারপ্রিয়পরিবার-
চ্ছুরিতবিহার স্থিরমণিহার।
প্রকটিতরাস স্তবকিতহাস।
স্ফুটপটবাস স্ফুরিতবিলাস।
ধ্বনদলিজালস্তুতবনমাল।
ব্রজকুলপাল প্রণয়বিশাল।
প্রবিলসদংস ভ্রমদবতংস।
ক্বণদুরুবংশস্বনহৃতহংস।
প্রশমিতদাব প্রণয়িষু তাব-
দ্বিলসিতভাব স্তনিতবিরাব।
স্তনঘনরাগশ্রিতপরভাগ।
ক্ষতহরিযাগ ত্বরিতধৃতাগ ॥ বীর ॥ ০ ॥

দ্বারা ভ্রমরগণ আকর্ষণ করিতেছেন, (পক্ষে মদক্ষরণ হেতু যিনি ভ্রমর মালা আকর্ষণ করিতেছেন,) যাঁহার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী বিরাজমানা, (পক্ষে শোণবর্ণ চিহ্নদ্বারা যাহার অঙ্গ পরিব্যাপ্ত) যিনি গূঢ়ার্থবিৎ (পক্ষে নিরঙ্কুশ) এই প্রকার কালিন্দী তটিনী করীন্দ্র-স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥

হে বীর। হে কামরসপ্রবীণ, তুমি সর্বোৎকৃষ্ট, অতএব তোমার জয় হউক, তুমি দন্তাবলীদ্বারা হীরকের শোভা পরাভব করিয়াছ, তুল্যবল যে সকল বীরপুরুষ তাহাদের প্রতি বিক্রম প্রকাশ কর, হার কেয়ুরাদি ভূষিত ব্রজরমণীগণে তুমি বিহার কর, তুমি মণিময়

স্থিতিনিয়তিমতীতে ধীরতাহারিগীতে
প্রিয়জনপরিবীতে কুঙ্কুমালেপপীতে।
কলিতনবকুটীরে কাঞ্চ্যুদঞ্চৎকটীরে
স্ফুরতু রসগভীরে গোষ্ঠবীরে রতির্নঃ ॥
অম্বাবিনিহিত চুম্বামলতর
বিম্বাধরমুখলম্বালক জয় ॥ দেব ॥ ৪ ॥

হারে বিভূষিত, তুমি রাসবিহারী সুমধুর হাস্যদ্বারা তোমার শ্রীমুখ সুশোভিত, তুমি সুন্দর পটবাস (আবিরদ্বারা) সুশোভিত, কণ্ঠস্থ বনমালায় ভ্রমরগণ গুণ গুণ শব্দ করিতেছে, তুমি ব্রজবাসিগণের পালক, তোমার কলেবর প্রেমপরিপূর্ণ, স্কন্ধলম্বিত কর্ণকুণ্ডল তোমার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে, তুমি মধুর বংশীগানে পরমহংসদিগকেও আকর্ষণ করিয়া থাক, তুমি আত্মীয়জনের প্রণয়াসক্ত হইয়া দাবাগ্নির শান্তি করিয়াছ, নবীন মেঘের গম্ভীর শব্দের ন্যায় তোমার কণ্ঠস্বর, ব্রজরমণীগণের কুচকুঙ্কুমাদিরাগ তোমার কলেবর সুশোভিত, তুমি ইন্দ্রের যজ্ঞহন্তা, তুমি গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ করিয়া ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি ব্রজরমণীর সহিত বিহার করিয়া বেদবিহিত নিয়ম অতিক্রম করিয়াছ, তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে সকলের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, তুমি সর্বদা ভক্তগণে পরিবেষ্টিত, তুমি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কুঙ্কুমাদি অনুলেপনে পীতবর্ণ, তুমি অভিনব কুঞ্জকুটীরে ব্রজগোপীর সহিত বিরাজ কর, তোমার কটিদেশ স্বর্ণময় কাঞ্চীভূষণে ভূষিত, তুমি সমস্ত রসের আশ্রয়, এজন্য তোমার গাম্ভীর্য্যের ইয়ত্তা নাই, তুমি এই ব্রজধামের অধিপতি, অতএব তোমাতে আমার অবিচলিত অনুরাগ থাকুক। বিম্বাধর শোভিত ও লম্বিত অলকাবলিযুক্ত ত্বদীয় মুখমণ্ডল চুম্বন করিয়া তোমার জননী শ্রীমতী যশোদা অপার আনন্দ লাভ করেন, অতএব হে দেব! তোমার জয় হউক ॥ ৪ ॥

দৃষ্টা তে পদনখকোটিকান্তিপূরং,
পূর্ণানামপি শশিনাং শতৈর্দুরাপং।
নির্বিঘ্নো মুরহর মুক্তরূপদর্পঃ
কন্দর্পঃ স্ফুটমশরীরতাময়াসীৎ ॥ উৎপলম্ ॥ ০ ॥

নর্ত্তিতশর্করচক্রতকর্কর।
বৃদ্ধমরুদ্ভরতর্দ্দন নির্ভর-
দুষ্টবিমর্দ্দন শিষ্টবিবর্দ্ধন।
সর্ববিলক্ষণ মিত্রকৃতক্ষণ।
সভুজলক্ষিতপর্বতরক্ষিত-
নিষ্ঠুরগর্জন খিন্ন সুহৃজ্জন।
রুষ্টদিবস্পতিগর্ব্বসমুন্নতি-
তর্জ্জনবিভ্রম নির্গলিতভ্রম-
শক্রকৃতস্তব বিস্ফুরদুৎসব ॥ বীর ॥ ০ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মুরহর! শত শত পূর্ণিমা-শশধরেরও দুর্লভ ত্বদীয়চরণ নখাগ্রশোভা সন্দর্শন করিয়াই যেন কন্দর্প বিরূপ ও বিবর্ণ হইয়া অশরীরী হইয়াছেন ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি শর্করোপল (শর্করা খাবরা, উপলশিলা-খণ্ড) বর্ষী মহাবাত রূপধারী তৃণাবর্ত নামক কংস ভৃত্যকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি বেদবাহ্য দুষ্টগণের নিগ্রাহক ও বেদপথপ্রবৃত্ত শিষ্টজনের পরিপালক, তুমি সর্বেশ্বর ও সকলের কারণ, তোমার আত্মীয়গণ সর্বদা তোমার উৎসবে প্রবৃত্ত, তুমি বামহস্ত দ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ভয়ানক বাত বিদ্যুৎ বর্ষা হইতে আত্মীয়গণকে রক্ষা করিয়াছ এবং যজ্ঞবিনাশ হেতু অতিক্রুদ্ধ ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করিয়াছ, ইন্দ্রের ভ্রম দূর হইলে তিনি তোমার কত স্তব ও উৎসব করিয়াছিলেন ॥

বুদ্ধীনাং পরিমোহনঃ কিল
হ্রিয়ামুচ্চাটনঃ স্তম্ভনো,
ধর্ম্মোদগ্রভিয়াং মনঃকরটিনাং বশ্যত্বনিষ্পাদনঃ।
কালিন্দীকলহংস হন্ত
বপুষামাকর্ষণঃ সুভ্রুবাং,
জীয়াদ্বৈণবপঞ্চমধ্বনিময়ো মন্ত্রাধিরাজঃস্তবঃ ॥০॥
কাননারব্ধকাকলীশব্দ
পাটবাকৃষ্ট-গোপিকাদৃষ্ট
চাতুরীজুষ্টরাধিকাতুষ্ট
কামিনীলক্ষমোহনে দক্ষ
ভাবিনীপক্ষ মামমুং রক্ষ ॥ দেব ॥ ৫
অজর্জ্জরপতিব্রতাহৃদয়বজ্রভেদোদ্ধুরাঃ
কঠোরবরবর্ণিনীনিকরমানবর্মচ্ছিদঃ!
অনঙ্গধনুরুদ্ধতপ্রচলচিল্লিচাপচ্যুতাঃ,
ক্রিয়াসুরঘবিদ্বিষস্তব মুদং কটাক্ষেষবঃ ॥ তুরঙ্গ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে যমুনা বিহারিন্ শ্রীকৃষ্ণ! যাহা হইতে ব্রজরমণীগণের বুদ্ধিবৃত্তি বিমোহিত হয় এবং লজ্জার উচ্চাটন, ধর্মভয়ের স্তম্ভন ও চিত্ত হস্তীর বশীকরণ এবং শরীরাকর্ষণ হয়, এইরূপ পঞ্চম স্বর শোভিত বংশীধ্বনি নামক তোমার সেই মন্ত্ররাজের জয় হউক ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীবৃন্দাবনে তোমার বংশীস্বরে আকৃষ্ট হইয়া গোপিকাগণ তোমার নিকট আগমনপূর্বক তোমার মধুরমূর্ত্তি দর্শন করেন, পরম চতুরা শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিয়া তুমি অতিশয় সন্তোষ-লাভ কর, তুমি লক্ষ লক্ষ কামিনীর প্রীতি সাধনে দক্ষ ও তাহাদিগের একমাত্র সখা, অতএব হে দেব! এক্ষণে আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

সঞ্চলবিচকিল কুণ্ডল মণ্ডিতবরতনু মণ্ডল
কুণ্ডলিপতিকৃতসঙ্গর খণ্ডিতভুবনভয়ঙ্কর।
শঙ্করকমলজবন্দিত কিঙ্করনুতিলবনন্দিত।
গঞ্জিতসমদপুরন্দর চঞ্চলদমনধুরন্ধর।
বন্ধুরগতিজিতসিন্ধুর চন্দনসুরভিতকন্ধর।
সুন্দরভুজলসদঙ্গদ সঙ্গদসখিগণরঙ্গদ।
ঝঙ্কৃতিকরমণিকঙ্কণ কুন্তললুঠদুরুরঙ্গণ।
কুঙ্কুমরুচিলসদম্বর লঙ্গিমপরিমলডম্বর।
নন্দভবনবরমঙ্গল মঞ্জুলঘুসৃণসুপিঙ্গল
হিঙ্গুলরুচিপদ পঙ্কজ সঞ্চিতযুবতিসদঙ্গজ।
সন্ততমৃগমদপঙ্কিল সংতনু ময়ি কুশলং কিল ॥বীর॥

বঙ্গানুবাদ—হে ভক্তগণ! অঘসংহারী হরির কটাক্ষরূপ শরনিকর তোমাদের অসীম আনন্দ বিধান করুন যাহা কামধেনুর ন্যায় উদ্ধৃত ভ্রূকার্ম্মুক হইতে নিঃসৃত হইয়া অভেদ্য পতিব্রতাগণের হৃদয় বজ্রভেদ ও বরবর্ণিনীদিগের কঠোর মানবর্মচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইতেছেন॥

হে কৃষ্ণ! সুন্দর মল্লিকা কুসুম তোমার কর্ণ ভূষণ হইয়াছে তুমি ব্রজরমণীগণকে নানাবিধ ভূষণদ্বারা ভূষিত কর, তুমি সর্পরাজ কালিয়ানাগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ এবং ঐ যুদ্ধে ভুবনভয়ঙ্কর সেই সর্পের গর্ব খর্ব করিয়াছ, তুমি মহাদেব ও ব্রহ্মার আরাধ্য, ভক্তগণ তোমার কিঞ্চিৎ স্তব করিলেই তুমি আনন্দিত হও, তুমি মদমত্ত পুরন্দরের গর্ব খর্ব করিয়াছ, তুমি গো ব্রাহ্মণ বিরোধী দুষ্ট-দমনে ধুরন্ধর, তুমি সুন্দর গমনদ্বারা মাতঙ্গগতি পরাজয় করিয়াছ, তোমার গ্রীবাদেশ চন্দনাদি সুগন্ধে সুবাসিত, ত্বদীয় ভুজদ্বয় সুন্দর অঙ্গদভূষণে ভূষিত,

গিরিতটীকুনটী কুলপিঙ্গলে,
খলতৃণাবলিসংজ্বলদিংগলে।
প্রখরসঙ্গরসিন্ধুতিমিংগিলে,
মম রতির্বলতাং ব্রজমংগলে ॥
জয় চারুদামললনাভিরাম
জগতীললাম রুচিহ্নতবাম ॥ ৬ ॥

তোমার চিন্তায় ভক্তগণের বিষয়াসঙ্গ দূরীভূত হয়, তুমি নিজ সখীবৃন্দের আনন্দপ্রদ, তোমার হস্তদ্বয়ে মণিময় বলয় থাকায় উহার সুন্দর ঝঙ্কার শব্দ হইতেছে, তোমার কর্ণকুণ্ডলে সুন্দর রঙ্গণপুষ্প শোভিত হইতেছে, তোমার বসন কুঙ্কুমের ন্যায় পীতবর্ণ, সুন্দর পরিমলসমূহে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুবাসিত, তুমি নন্দালয়ের পরম মঙ্গল-স্বরূপ, কুঙ্কুমাদি অনুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুন্দর পিঙ্গল-বর্ণ হইয়াছে, তোমার চরণতল হিঙ্গুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, তুমি ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে সুন্দর প্রেম পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ, তোমার শ্রীঅঙ্গ সুন্দর মৃগমদ অনু-লেপনে পঙ্কিল হইয়াছে, অতএব হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার কল্যাণ বিস্তার কর॥

বঙ্গানুবাদ—সুন্দর গৈরিক ধাতুদ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, যিনি খলরূপ তৃণরাশির জলন্ত অনল-স্বরূপ, এবং যিনি ঘোরতর সংগ্রাম সমুদ্রের তিমিঙ্গিল মৎস্যস্বরূপ, সেই ব্রজমঙ্গলকর শ্রীকৃষ্ণে আমার ভক্তি হউক॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সুন্দর হারাদি ভূষণে ভূষিত, ব্রজরমণীগণে পরিবেষ্টিত, তুমি বিশ্বের ভূষণ, তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে গোপিকাগণ আকৃষ্ট হন, অতএব হে ধীর! তোমার জয় হউক॥ ৬॥

উন্দিতহৃদয়েন্দুমণিঃ পূর্ণকলঃ কুবলয়োল্লাসী।
পরিতঃ শার্ব্বরমথনো বিলসতি বৃন্দাটবীচন্দ্রঃ ॥ ০ ॥

প্রকটীকৃতগুণ শকটীবিঘটন,
নিকটীকৃতনবলকুটীবর বন।
পটলীতটচর নটলীল মধুর,
সুরভীকৃতবন সুরভীহিতকর।
মুরলীবিলসিত-খুরলীহৃতজগ-
দরুণাধর নবতরুণায়তভুজ।
বরুণালয়সমকরুণাপরিমল,
কলভায়িতবলশলভায়িতখল।
ধবলাধ্বতিহরগবলাশ্রিতকর,
সরসীরুহধর সরসীকৃতনর!
কলশীদধিহর কলশীলিতমুখ,
ললিতারতিকর ললিতাবলিপর ॥ ধীর ॥ ০ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার উদয়ে ভক্তগণের চিত্তরূপ চন্দ্রকান্তমণি আর্দ্র হয়, যিনি নিখিল কলায় পরিপূর্ণ, যাঁহার উদয়ে জগৎ উল্লসিত হয় এবং যিনি সমস্ত দুষ্টজনের নিগ্রহকারী, (পক্ষে যিনি সমস্ত অন্ধকারের বিনাশী) এই প্রকার সেই গোকুল-চন্দ্র আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কারুণ্য বাৎসল্যাদিগুণে পরিপূর্ণ, তুমি অতি শৈশবে কোমলচরণাগ্রদ্বারা শকট ভঞ্জন করিয়াছ, তুমি পশু-পালনার্থ বন্যযষ্টি ধারণ করিয়া বৃন্দারণ্যে বিচরণ করিতেছ, তুমি নৃত্যপ্রিয় ও মধুরমূর্ত্তি, তুমি শ্রীঅঙ্গের সৌরভে শ্রীবৃন্দাবন সুবাসিত করিয়াছ, তুমি সুরভীগণের হিতকারী, তোমার বংশীরবে জগৎ বশীভূত

হরিণীনয়নাবৃতপ্রভো করিণীবল্লভকেলিবিভ্রম।
তুলসীপ্রিয়দানবাঙ্গনাকুল-সীমন্তহর প্রসীদ মে ॥

চন্দনচর্চিত গন্ধসমর্চিত,
গণ্ডবিবর্তন-কুণ্ডলনর্তন।
সন্দলদুজ্জ্বলকুন্দলসদগল,
বঞ্জুলকুট্টলমঞ্জুল কজ্জল-
সুন্দরবিগ্রহ নন্দলসদ্গ্রহ ॥ বীর ॥ ৭ ॥

হয়, তোমার অধরবিম্ব অরুণবর্ণ, তরুণ বয়স হেতু তোমার বিশাল বাহুদ্বয় সুন্দর শোভা পাইতেছে, তুমি গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রতুল্য ও করুণা পরিপূর্ণ, তুমি মাতঙ্গতুল্য বলবান্ বলদেবদ্বারা প্রলম্বাসুর বধ করিয়াছ, তুমি মহিষশৃঙ্গের শব্দ করিয়া (শিঙ্গা বাজাইয়া) গাভীগণের ধৈর্য্য হরণ কর, তুমি বংশীগানদ্বারা নীরস মনুষ্যকেও সরস করিয়া থাক, তুমি বিলাসের নিমিত্ত দক্ষিণহস্তে একটি পদ্মপুষ্প ধারণ করিতেছ, তুমি বাল্যকালে কলসস্থ দধি নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় বস্তুর অপহারক, তোমার শ্রীমুখ মধুরস্বরে সুশোভিত, তুমি ললিতার অনুরাগবর্ধক তুমি যুবতীবৃন্দে পরিবেষ্টিত ॥

বঙ্গানুবাদ—হে তুলসীপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি হরিণনয়না গোপাঙ্গনায় পরিবেষ্টিত হইয়া করিণীপতি মাতঙ্গের ন্যায় কেলি করিতেছ, তুমি দানবকামিনীদিগকে কেশবিন্যাসাদি বেশভূষায় বিবর্জ্জিত করিয়াছ, অর্থাৎ উহাদিগকে বিধবা করিয়াছ, অতএব হে প্রভো ! এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! চন্দনাদি সুগন্ধে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুবাসিত, দোদুল্যমান কুণ্ডলযুগল তোমার কর্ণযুগলে সুশোভিত, সুন্দর কুন্দমালা

রতিমনুবধ্য গৃহেভ্যঃ, কর্ষতি
রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা,
তব বরবংশজকাকলী দূতী ॥মাতঙ্গখেলিতং॥

নাথ হে নন্দগেহিনীশন্দ
পূতনাপিণ্ডপাতনে চণ্ড।
দানবে দণ্ডকারকাখণ্ড-
সারপৌগণ্ডলীলয়োদ্দণ্ড
গোকুলালিন্দগূঢ় গোবিন্দ।
পূরিতামন্দ-রাধিকানন্দ
বেতসীকুঞ্জ মাধবীপুঞ্জ-
লোকনারম্ভ জাতসংরম্ভ
দীপিতানঙ্গকেলিভাগঙ্গ।
গোপসারঙ্গ-লোচনারঙ্গ-
কারিমাতঙ্গ খেলিতাসঙ্গ-
সৌহৃদাশঙ্ক-যোষিতামঙ্ক-
পালিকালম্ব-চারুরোলম্ব-
মালিকাকণ্ঠ কৌতুকাকুণ্ঠ
পাটলীকুন্দমাধবীবৃন্দ-
সেবিতোত্তুঙ্গ-শেখরোৎসঙ্গ
মাং সদা হন্ত পালয়ানন্ত ॥ বীর ॥

তোমার গলদেশে শোভা পাইতেছে, তুমি শ্রীঅঙ্গে অশোক-কলিকা-নির্মিত ভূষণ ধারণ করিতেছ, দলিত অঞ্জনের ন্যায় ত্বদীয় অঙ্গকান্তি শোভা পাইতেছে, তুমি শ্রীনন্দের প্রিয় ॥ ৭ ॥

স্ফুরদিন্দীবরসুন্দর সান্দ্রতরানন্দকন্দলীকন্দ।
মাং তব পদারবিন্দে নন্দয় গন্ধেন গোবিন্দ॥
কুন্দদশন বদ্ধরশন রুক্মবসন রম্যহসন॥ দেব॥ ৮

বঙ্গানুবাদ—হে শ্রীকৃষ্ণ! যিনি সদ্বংশজ ও দূতীর কার্য্য করিতে বিশেষ বিচক্ষণ, যিনি শ্রীরাধিকার হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে অরণ্য প্রদেশে আনয়ন করেন, এই প্রকার ত্বদীয় সেই বংশীধ্বনিরূপ দূতীর জয় হউক॥

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি নন্দগৃহিণী শ্রীমতি যশোদার আনন্দ-প্রদ, তুমি পূতনার দেহপাত করিয়াছ, তুমি বাল্যকালে অমোঘ বলবীর্য্য প্রভাবে দুষ্ট দানবগণ নিগ্রহ করিয়াছ, হে গোবিন্দ! তুমি সেই বিশ্বব্যাপক পরব্রহ্ম অথচ নন্দালয়ের দ্বারের বহির্ভাগে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছ, তুমি শ্রীরাধিকার হৃদয়ে অসীম আনন্দবর্দ্ধন করিতেছ, তুমি বেতসীলতা ও মাধবীলতা সমূহে আবৃত, নিকুঞ্জ শোভা দর্শনে সমুৎসুক হইলে ঐ সময়ে উদ্দীপ্ত অনঙ্গ তোমার শ্রীঅঙ্গ আশ্রয় করে, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ত্বদীয় কেলি সন্দর্শনে গোপাঙ্গনাগণের হৃদয়ে কতই আনন্দ হয়, ব্রজরমণীগণ নিঃস্বার্থ হইয়া কেবল "তোমার প্রীতি হউক" এই কামনা করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তোমার কণ্ঠস্থ বন-মালার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ সুন্দর গুণ গুণ শব্দ করিতেছে তুমি সর্বদা কৌতুকপ্রিয়, পাটলী, কুন্দ, মাধবী প্রভৃতি কুসুমদ্বারা তোমার চূড়া সুশোভিত, অতএব হে, অনন্ত! তুমি সর্বদা এই ঘোর সংসার হইতে আমাকে রক্ষা কর॥

হে গোবিন্দ! বিকসিত ইন্দীবরের ন্যায় তোমার সুন্দর বর্ণ এবং তুমি প্রগাঢ় আনন্দের মূলস্বরূপ, অতএব তোমার পাদপদ্ম গন্ধ দ্বারা আমাকে আনন্দিত কর॥ ৮॥

প্রপন্নজনতাতমঃ-ক্ষপণশারদেন্দুপ্রভা,
ব্রজাম্বুজ বিলোচন-স্মরসমৃদ্ধিসিদ্ধৌষধিঃ।
বিড়ম্বিতসুধাম্বুধিপ্রবলমাধুরীডম্বরা,
বিভর্ত্তু তব মাধব স্মিতকড়ম্বকান্তির্মুদম্ ॥তিলকম্॥
অমলকমলরুচিখঞ্জনপটুপদ।
নটনপটিমহৃতকুণ্ডলিপতিমদ॥
নবকুবলয়কুলসুন্দররুচিভর।
ঘনতড়িদুপমিতবন্ধুরপটধর॥
তরণিদুহিতৃতটমঞ্জুলনটবরঃ।
নয়ননটলজিতখঞ্জনপরিকর॥
ভুজতটগতহরিচন্দনপরিমল।
পশুপযুবতীগণনন্দনবরকল॥
নবমদমধুরদৃগঞ্চলবিলসিত।
মুখপরিমলভরসঞ্চলদলিবৃত॥
শরদুপচিতশশিমণ্ডলবরমুখ।
কনকমকরময়কুণ্ডলকৃতসুখ॥
যুবতিহৃদয়শুকপঞ্জরনিজভুজ।
পরিহিতবিচকিলমঞ্জুলশিরসিজ॥
সুতনুবদনবিধুচুম্বনপটুতর।
দনুজনিবিড়মদডুম্বনরণখর ॥ বীর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মাধব। ভক্তগণের হৃদয়ান্ধকারবারিণী ও ব্রজরমণীগণের অনঙ্গ বৃদ্ধিকারিণী এবং সুধাসমুদ্রের মাধুর্য্য তিরস্কারিণী চন্দ্রকান্তির ন্যায় ত্বদীয় সেই স্মিতকান্তি অর্থাৎ ঈষৎ হাস্য আমার অসীম আনন্দ বর্ধন করুন॥

রণতি হরে তব বেণৌ
নার্য্যো দনুজাশ্চ কম্পিতাঃ খিন্নাঃ ।
বনমনপেক্ষিতদয়িতাঃ
করবালান্ প্রোজ্‌ঝ্য ধাবন্তি ॥
কুঙ্কুমপুণ্ড্রক গুম্ফিতপুণ্ড্রক
সঙ্কুলকঙ্কণ কণ্ঠগরঙ্গণ ॥ দেব ॥ ৯ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ। তোমার পাদপদ্ম, বিকশিত কমলের সৌন্দর্য্য গর্ব খর্ব ও কালিয়নাগের মস্তকের উপর নৃত্য-হেতু উহার অহঙ্কার বিনাশ করিয়াছে, নববিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় মনোহর তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তি, তোমার শ্রীঅঙ্গে তড়িন্মালার ন্যায় পীতবসন শোভা পাইতেছে, তুমি তরণিতনয়া কালিন্দীতটে সুন্দর নৃত্য করিতে ভালবাস, তোমার নয়নভঙ্গী দেখিয়া খঞ্জনগণ পরাজিত হইয়াছে, তোমার ভুজদ্বয় সুগন্ধি হরিচন্দনাদি অনুলেপনে অনুলিপ্ত, তুমি বংশীধ্বনি দ্বারা ব্রজরমণীগণের আনন্দবর্ধন কর, তোমার নয়নপ্রান্ত অভিনব আসবের ন্যায় চিত্তোন্মাদক, সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ তোমার শ্রীমুখের চতুর্দিকে বেষ্টন করিতেছে; শরৎকালীন পূর্ণশশধরের ন্যায় তোমার মুখমণ্ডল, সুবর্ণনির্মিত মকর-কুণ্ডলে তোমার কর্ণযুগল সুশোভিত, তোমার বাহুযুগল গোপিকাগণের চিত্তরূপ শুকপক্ষীর পঞ্জর-স্বরূপ, সুন্দর মল্লিকাপুষ্প তোমার চূড়ায় সুশোভিত, তুমি গোপিকাগণের মুখচন্দ্রচুম্বনপ্রিয়, তুমি দনুজগণের মদগর্ব খর্বকারী ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ! তুমি বংশীধ্বনি করিলে গোপীগণ কবরীবন্ধনাদি বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত থাকিলেও উহা পরিত্যাগ পূর্বক পতি প্রভৃতি গুরুজনের অপেক্ষা না করিয়া তোমাকে পাইবার নিমিত্ত নিবিড়

সারঙ্গাক্ষীলোচনভৃঙ্গাবলিপানচারুভৃঙ্গার ।
ত্বাং মঙ্গলশৃঙ্গারং শৃঙ্গারাধীশ্বর স্তৌমি ॥

চণ্ডবৃত্তস্য বিশিখে:পঙ্কেরুহম্ ॥ ০ ॥

জয় গতশঙ্ক প্রণয়বিটঙ্ক ।
প্রিয়জনবঙ্কস্মিতজিতশঙ্খ ।
স্ফুটতরশৃঙ্গধ্বনিধৃতরঙ্গ ॥
ক্ষণনটদঙ্গ প্রণয়িকুরঙ্গ-
ব্রজকৃতসঙ্গশ্রুতিতটরিঙ্গ-
ন্মধুরসপিঙ্গগ্রথিতলবঙ্গ ।
স্বনটনভঙ্গব্রণিতভুজঙ্গ ।
স্তবকিততুঙ্গক্ষিতিরুহশৃঙ্গ-
স্থিতবল্গুভৃঙ্গক্বণিততরঙ্গ-
প্রবলদনঙ্গ ভ্রমদুরুভৃঙ্গী-

নিকুঞ্জস্থানেই গমন করেন এবং ঐ সময়ে সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হেতু উহারা কম্পিত ও ঘর্মাক্ত কলেবর হন। পক্ষান্তরে বংশীরব শ্রবণ করিয়া দানবগণ ভয়ে কম্পিত ও ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক স্ত্রীপুত্রাদির অপেক্ষা না করিয়াই নিবিড় অরণ্যে পলায়ন করে

হে দেব! তোমার ললাটে কুঙ্কুমনির্মিত তিলক সুশোভিত, তোমার করকঙ্কণ মাধবীকুসুমে সুশোভিত, সুন্দর রঙ্গণ পুষ্পের মালা তোমার কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ- হে শৃঙ্গার রসরাজ! তুমি হরিণনয়না গোপাঙ্গনার নয়নভ্রমরের মধুপান পাত্রস্বরূপ এবং সুন্দর বেশ-ভূষায় সুশোভিত- অতএব আমি তোমাকে স্তব করিতেছি ॥

মুদিতকুরঙ্গীদৃগুদিতভঙ্গী-
মৃদিমভিরঙ্গীকৃতনবসঙ্গী
তকদরবঙ্কেক্ষণ॥নবসঙ্কে-
তগসুহৃদঙ্কেশয় সকলঙ্কে-
তরপৃষদঙ্কেড়িতমুখ পঙ্কে-
রুহপদ রঙ্কে কৃপয় সপঙ্কেকিল ময়ি ॥ বীর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ ! জীবগণ তোমাকে আশ্রয় করিলে নির্ভয় হয়। তুমি প্রেমের আধার ও ভক্তগণের দুর্লভ তোমার মধুরহাস্য শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তুমি মধুর শৃঙ্গধ্বনি করিয়া সকলকে আনন্দিত কর এবং আপনিও আনন্দে নৃত্য করিতে থাক, তুমি সর্বদা ভক্তরূপ কুরঙ্গগণে পরিবৃত, তোমার কর্ণযুগল লবঙ্গ কুসুম নির্ম্মিত পুষ্পাভরণে ভূষিত, তুমি কালিয় সর্পের উপর নৃত্য করিয়া উহার দর্প চূর্ণ করিয়াছ, শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পিত তরুশাখাগ্রে ভ্রমর গুণ গুণ শব্দ করিলে তৎশ্রবণে তোমার অঙ্গে অনঙ্গ রসের সঞ্চার হয়, শ্রীবৃন্দাবনে ইতস্ততঃ হরিণীগণ ভ্রমণ করিতেছে, উহাদিগের ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ নয়ন-সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে প্রেয়সী স্মরণ হওয়ায় অমনি ভাবভঙ্গী প্রকাশপূর্বক তুমি বংশীধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হও, তুমি নয়নভৃঙ্গীরূপ সঙ্কেত দ্বারা গোপিকাগণকে নিকটে আনয়ন-পূর্বক উহাদিগের হৃদয়ে শয়ান হও, তোমার বদন-মণ্ডল অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায়, তোমার চরণযুগল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় অপূর্ব শ্রীধারণ করিতেছে অতএব হে নাথ ! পুণ্যহীন এই দীনের প্রতি করুণা প্রকাশ কর ॥

উত্তুংগোদয়শৃংগ সংগমজুষাং বিভ্রৎপতংগত্বিষাং
বাসস্তুল্যমনংগসংগরকলাশৌটীর্য্যপারংগতঃ।
স্বান্তং রিংগদপাংগভংগিভিরলং গোপাংগনানাং গিলন্,
ভূয়াস্ত্বং পশুপালপুংগবদৃশোরব্যংগ রংগায় মে ॥ ০ ॥
বিলসদলিকগতকুঙ্কুমপরিমল
কটিতটধৃতমণিকিঙ্কিণিবরকল।
নবজলধরকুললংগিমরুচিভর
মসৃণমুরলিকলভংগিমধুরতর ॥ বীর ॥ ১০ ॥
অবতংসিতমঞ্জুমঞ্জরে, তরুণীনেত্রচকোরপঞ্জরে।
নবকুঙ্কুমপুঞ্জপিঞ্জরে, রতিরাস্তাং মম গোপকুঞ্জরে ॥ ০ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে পশুপালপুঙ্গব! তুমি নবোদিত অরুণকিরণের ন্যায় উজ্জ্বলবসনে সুশোভিত; তুমি কন্দর্প বিলাসরসের পরপারে গমন করিয়াছ এবং অপাঙ্গ ভঙ্গীদ্বারা ব্রজরমণীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছ, অতএব আমার নয়নযুগলের পরিপূর্ণ আনন্দ বিস্তার কর অর্থাৎ দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর ॥

হে নাথ! তোমার ললাট সুগন্ধি কুঙ্কুম তিলকে সুশোভিত, মধুরধ্বনিযুক্ত মণিময় কিঙ্কিণী তোমার কটিদেশে বিরাজ করিতেছে, তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে নবীন জলধরের কান্তি তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি মধুর মুরলীর ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলে তখন তোমার মূর্ত্তিও অতি সুমধুর হয় ॥ ১০ ॥

মনোজ্ঞ কুসুমমঞ্জরী যাঁহার কর্ণভূষণ, যিনি যুবতিগণের নয়নচকোর পঞ্জর এবং অভিনব কুঙ্কুমানুলেপনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ পীতবর্ণ, ঈদৃশ সেই গোপরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে আমার অচলা ভক্তি হউক ॥

সিতকঞ্জম্

জয় কচচঞ্চদ্দ্যুতিসমুদঞ্চন্মধুরিমপঞ্চস্তবকিতপিঞ্ছ-
স্ফুরিত বিরিঞ্চস্তুত গিরিকুঞ্জব্রজপরিগুঞ্জন্মধুকরপুঞ্জ-
দ্রুতমৃতুশিঞ্জ দ্বিষদহিগঞ্জ ব্রততিষু খঞ্জন্নবরসমঞ্জ-
ন্মরুদতিপিঞ্জ প্রবলিতমুঞ্জা-
নলহর গুঞ্জাপ্রিয় গিরিকুঞ্জা-
শ্রিত রতিসঞ্জাগর নবকঞ্জামলকরঝঞ্ঝানিলহর মঞ্জী-
রজরবপঞ্জী পরিমলসঞ্জীবিতনবপঞ্চাশুগশর-
সঞ্চারণজিতপঞ্চাননমদ ॥ ধীর ॥

কর্ণিকারকৃতকর্ণিকাদ্যুতি-
র্বর্ণিকাপদনিযুক্তগৈরিকা।
মেচকা মনসিঃমে চকাস্তু তে,
মেচকাভরণ ভারিণী তনুঃ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার চূড়াগ্রবর্ত্তী ময়ূরপুচ্ছ মন্দ মন্দ পবন দ্বারা ঈষৎ কম্পিত হইয়া সুন্দর শোভা পাইতেছে, তুমি ব্রহ্মার আরাধ্য, তোমার করচরণস্থ নূপুরাদি ভূষণধ্বনি শ্রবণ করিলে বোধ হয় যেন উহারা শ্রীবৃন্দাবনের মধুকরমালার সুমধুর শব্দের অনুকরণ করিতেছে, তুমি কালিয়সর্পের গর্ব খর্ব করিয়াছ, মন্দ মন্দ পবন-সঞ্চালিত কুসুমরেণু দ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, তুমি প্রদীপ্ত দাবানল নির্বাণ করিয়াছ, তুমি গুঞ্জাভূষণে ভূষিত, তুমি রতি লোলুপ হইয়া গোবর্ধন নিকুঞ্জে গমনপূর্বক তথায় জাগরিত হও, প্রফুল্ল কমলের ন্যায় তোমার হস্তযুগল, তোমার মধুর নূপুর-শব্দ শ্রবণে কন্দর্প পুনর্জীবিত হইয়া যেন নিজবৈরী মহাদেবকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে ॥

মদনরসংগত সংগতপরিমল
ভুজতটরংগতরংগিতজিতবল
যুবতিবিলম্বিত লম্বিতকচভর
কুসুমবিটঙ্কিত টঙ্কতগিরিবর ॥ বীর ॥ ১১ ॥
ভ্রূমণ্ডলতাণ্ডবিতপ্রসূনকোদণ্ডচিত্রকোদণ্ড ।
হৃৎপুণ্ডরীকগর্ভং মণ্ডয় মম পুণ্ডরীকাক্ষ ॥
জয় জয় দণ্ডপ্রিয়
কচখণ্ডগ্রথিতশিখণ্ডব্রজ শশিখণ্ড-
স্ফুরণসপিণ্ডস্মিতবৃতগণ্ড
প্রণয়করণ্ড দ্বিজপতিতুণ্ড
স্মররসকুণ্ড ক্ষতফণিমুণ্ড
প্রকটপিচণ্ডস্থিতজগদণ্ড
ক্বণদনুঘণ্ট স্ফুটরণঘণ্ট
স্ফুরদুরুশুণ্ডাকৃতিভুজদণ্ডা-
হতখলচণ্ডাস্থরগণ পণ্ডাজনিত-
বিতণ্ডাজিতবল ভাণ্ডী-
রদয়িত খণ্ডীকৃতনবহিণ্ডীর-
ভদধিহণ্ডীগণ কলকুণ্ঠী-
কৃতকলকণ্ঠীগণ মণিকণ্ঠী-
স্ফূরিতসুকণ্ঠীপ্রিয় বরকণ্ঠিরবরণ ॥ ধীর ॥

যাহাতে কর্ণিকার কুসুম কর্ণভূষণ হইয়া শোভা পাইতেছে, নানাবিধ গৈরিক ধাতুদ্বারা যাহা অনুলিপ্ত এবং সুন্দর ময়ুরপুচ্ছে যাহা সুশোভিত ও নবনীরদের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তোমার সেই ঈদৃশী শ্রীমূর্ত্তি সর্বদা আমার হৃদয়ে বিরাজিত হউক ॥

দণ্ডী কুণ্ডলিভোগকাণ্ডনিভয়োরুদ্দণ্ডদোর্দ্দণ্ডয়োঃ,
শ্লিষ্টশ্চণ্ডিমডম্বরেণ নিবিড়শ্রীখণ্ডপুণ্ড্রোজ্জ্বলঃ।
নির্ধূতোচ্ছদচণ্ডরশ্মিঘটয়া তুণ্ডশ্রিয়া মামকং,
কামং মণ্ডয় পুণ্ডরীকনয়ন ত্বং হন্ত হৃন্মণ্ডলম্ ॥
কন্দর্পকোদণ্ডদর্পক্রিয়োদ্দণ্ড-
দৃগ্ ভঙ্গিকাণ্ডীর সংজুষ্টভাণ্ডীর ॥ ধীর ॥ ১২ ॥

হে গিরিবরধারিন্! হে কুসুমভূষণ! তুমি ব্রজরমণীর অঙ্গসৌরভে কামোন্মত্ত হইয়া উহাদিগের সহিত নৃত্য ও বিহার করত তোমার কেশপাশ আলুলায়িত হয় ॥ ১১ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কন্দর্পের পুষ্পময় শরাসনের তুল্য তোমার ভ্রূযুগল, তুমি আমার হৃৎপদ্মমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে অলঙ্কৃত কর ॥

হে দণ্ডপ্রিয়! তোমার চূড়াগ্রে চন্দ্রকলার ন্যায় সমধিক ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে, তোমার গণ্ডদেশ মন্দ মন্দ হাস্য ভূষিত, তুমি প্রেমের আশ্রয়, হে চন্দ্রানন! তুমি কন্দর্পরসের সরোবর, তুমি কালিয়নাগের ফণামণ্ডল নিগ্রহ করিয়াছ, তোমার উদরে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, তোমার কটিদেশে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সুমধুর শব্দ করিতেছে, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ানক হও, তুমি হস্তিশুণ্ডাকার বিশাল ভুজদণ্ডদ্বারা প্রচণ্ড দানবগণকে নিগ্রহ করিয়াছ, তুমি বাক কৌশলে নিজ বয়স্যবৃন্দকে পরাভব কর, তুমি ভাণ্ডীরবনপ্রিয়, তুমি বাল্যকালে সমুদ্র ফেণসদৃশ নবনব নবনীতপূর্ণ নবভাণ্ড শিলাখণ্ডদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছ, তুমি সুমধুর বংশীরবে কোকিলদিগকে কুণ্ঠিত করিয়াছ, তুমি মণিহার-ভূষিত ব্রজরমণীগণের প্রিয়, হে বীর! যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহের ন্যায় তোমার বিক্রম প্রকাশিত হয় ॥

ত্বমুপেন্দ্র কলিন্দনন্দিনী,
তটবৃন্দাবনগন্ধসিন্ধুর।
জয় সুন্দরকান্তিকন্দলৈঃ,
স্ফুরদিন্দীবরবৃন্দবন্ধুভিঃ॥

ইন্দীবরম্

জয় জয় হন্ত দ্বিষদভিহন্তর্মধুরিমসন্তর্পিতজগদন্ত-
র্মৃতুল বসন্তপ্রিয় সিতদন্ত স্ফুরিতদৃগন্ত প্রসরদুদন্ত
প্রভবদনন্তপ্রিয়সখ সন্তস্ত্বয়ি রতিমন্তঃ স্বমুদহরন্ত
প্রভুবর নন্দাত্মজগুণকন্দাসিতনবকন্দাকৃতিধর কুন্দা-
মলরদ তুন্দাত্তভুবন বৃন্দাবনভবগন্ধাস্পাদমকরন্দা-
ন্বিতনবমন্দারকুসুমবৃন্দার্চ্চিতকচ বন্দারুনিখিলবৃন্দা-
রকবরবন্দীড়িত বিধুসন্দীপিতলসদিন্দীবরপরিনিন্দী-
ক্ষণযুগ নন্দীশ্বরপতিনন্দীহিত জয়॥ ধীর॥

হে পুণ্ডরীকনয়ন! ত্বদীয় অকলঙ্কচন্দ্রসদৃশ বদনকান্তি দ্বারা আমার তামস হৃদয়ের শোভা বিস্তার কর। তুমি দুষ্ট নিগ্রহ নিমিত্ত দণ্ডধারণ করিয়াছ, সর্পের কায়দণ্ডের ন্যায় তোমার দোর্দ্দণ্ড, চন্দন তিলকে তোমার ললাট সুশোভিত হইয়াছে, হে ভাণ্ডীর বনপ্রিয়! তোমার ভ্রূযুগলরূপ শরাসন ও নয়নভঙ্গীরূপ বাণ লইয়া কন্দর্প, ত্রিভুবন জয় করিতেছে॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ—হে উপেন্দ্র! তুমি কালিন্দী নদীর তীরবর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনের মদমত্ত মাতঙ্গস্বরূপ, বিকসিত ইন্দীবরের ন্যায় তোমার সুন্দর কান্তি॥

হে শত্রুনাশন! তুমি শ্রীঅঙ্গের মাধুর্যদ্বারা ত্রিভুবন পরিতর্পিত করিতেছ, তোমার অন্তঃকরণ অতি কোমল, তুমি বসন্ত ঋতুপ্রিয়,

স্মিতরুচিমকরন্দস্যন্দি বক্ত্রারবিন্দং,
তব পুরুপরহংসান্বিষ্টগন্ধং মুকুন্দ।
বিরচিতপশুপালীনেত্রসারঙ্গরঙ্গং,
মম হৃদয়তড়াগে সঙ্গমঙ্গীকরোতু॥
অম্বরগতসুরবিনতিবিলম্বিত
তুম্বুরুপরিভবিমুরলিকরম্বিত
শম্বরমুখমৃগনিকরকুটুম্বিত
সম্ভ্রমবলয়িতযুবতি বিচুম্বিত॥ বীর॥ ১৩॥

তোমার দন্তাবলী মুক্তামালার ন্যায় অতিশুভ্র, তোমার কটাক্ষ অতি চঞ্চল, তোমার কথা জগৎ ব্যাপ্ত, তুমি অগ্রজ বলদেবের প্রিয়সখা, পণ্ডিতগণ তোমাতে ভক্তি করিয়া মুক্তি লাভ করেন, হে সর্ব্বেশ্বর নন্দ-নন্দন! হে নিখিল গুণাশ্রয় নবনীরদ নীলবর্ণ! হে কুন্দদশন! তোমার উদর মধ্যে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, শ্রীবৃন্দা-বনের অতিসুন্দর রসগন্ধ পরিপূর্ণ প্রফুল্ল মন্দার কুসুমদ্বারা তোমার কেশপাশ সুশোভিত, ব্রহ্মাদি দেবগণ বন্দী হইয়া তোমার স্তব করিতেছেন, বিকসিত ইন্দীবরের ন্যায় তোমার নয়নযুগল, হে ধীর। নন্দমহারাজ তোমার অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হন॥

বঙ্গানুবাদ—হে মুকুন্দ! যাহা হইতে মন্দ মন্দ হাস্যরূপ মকরন্দ বিগলিত হইতেছে, গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পরমহংসগণ যাহা অন্বেষণ করিতেছেন, গোপিকাগণের নয়ন ভ্রমর যাহা পান করিতেছে, এই প্রকার ত্বদীয় সেই বদনারবিন্দ আমার হৃদয় সরোবরে বিরাজিত হউক॥

অম্বুজকুটুম্বদুহিতুঃ কদম্বসম্বাধবন্ধুরে পুলিনে।
পীতাম্বর কুরু কেলিং ত্বং বীরনিতম্বিনীঘটয়া॥

অরুণাম্ভোরুহম্

জয় রসসম্পদ্বিরচিতঝম্প স্মরকৃতকম্পপ্রিয়জনশম্প
প্রবণিতকম্প-স্ফুরদনুকম্প দ্যুতিজিতশম্পস্ফুটনবচম্প-
শ্রিতকচগুম্ফ শ্রুতিপরিলম্ব-স্ফুরিতকদম্বস্তুতমুখ ডিম্ভ-
প্রিয় রবিবিম্বোদয়পরিজৃম্ভোন্মুখলসদম্ভোরুহমুখলম্বো-
দ্ভটভুজ লম্বোদরবর কুম্ভোপমকুচবিম্বোষ্ঠ যুবতিচুম্বো-
দ্ভটপরিরম্ভোৎসুক কুরু শং ভো-স্তড়িদবলম্বোর্জ্জিতমিলদম্ভো
ধরসুবিড়ম্বোদ্ধুর নতশম্ভো পরিজিতদম্ভোলিগরিমসম্ভা-
বিতভুজজম্ভাহিতমদ লম্পাকমনসি সম্পা-
দয় ময়ি তং পাকিমমনুকম্পালবমিহ॥ ধীর॥

হে বীর! দেবগণ আকাশস্থ হইয়া তোমার বন্দনা করিতেছেন, তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে তুম্বুরু গন্ধর্বের গীতাভিমান দূর হয়, শম্বর প্রভৃতি হরিণগণ বংশীরাকৃষ্ট হইয়া তোমার চতুর্দিক পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, ব্রজরমণীগণ তোমার বদনারবিন্দ সাদরে চুম্বন করিতেছেন॥ ১৩॥

হে পীতাম্বর! হে বীর! কদম্ববনাকীর্ণ অতি মনোহর কালিন্দী-তটে গোপিকাগণের সহিত তুমি বিহার কর॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ! তুমি শৃঙ্গাররস সমুদ্রে ঝম্প দিয়া নিমগ্ন হইয়াছ, স্মরাবেশ হেতু সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে তোমার শ্রীঅঙ্গ কম্পিত ও পুলকিত হয়, তুমি আত্মীয়জনের কল্যাণকারী তুমি কোন সময়ে ভয়-কুণ্ঠিত বরুণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছিলে, বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণ নববিকসিত চম্পকমালায় তোমার চূড়া সুশোভিত, কর্ণাবলম্বী কদম্বকুসুমদ্বারা তোমার শ্রীমুখের অপূর্ব শোভা হইয়াছে, তুমি গোপ-

দিব্যে দণ্ডধরস্বসুস্তটভবে ফুল্লাটবীমণ্ডলে,
বল্লীমণ্ডপভাজি লব্ধমদিরস্তম্বেরমাড়ম্বরঃ।
কুর্ব্বন্নঞ্জনপুঞ্জগঞ্জনমতি-শ্যামাঙ্গকান্তিপ্রিয়া,
লীলাপাঙ্গতরঙ্গিতেন ভরসা মাং হন্ত সন্তর্পয় ॥
অম্বুজকিরণবিড়ম্বক খঞ্জনপরিচলম্বক
চুম্বিতযুবতিকদম্বক কুন্তললুণ্ঠিতকদম্বক ॥ বীর ॥ ১৪ ॥

বালকের প্রীতিকর, প্রভাত রবিকিরণে প্রফুল্ল কমলের ন্যায় তোমার শ্রীমুখমণ্ডল সুশোভিত, তোমার বাহুযুগল সুদীর্ঘ ও বিক্রমশালী, যাঁহার স্তনসৌন্দর্য্যে গজাননের কুম্ভ শোভা পরাভব করিয়াছেন, সেই সমস্ত গোপাঙ্গনার মুখচুম্বনে ও তাঁহাদের আলিঙ্গনে তুমি সমুৎসুক, পীতাম্বরে সুশোভিত তোমাকে দেখিয়া সৌদামিনীশোভিত মেঘমালা লজ্জিত হয়, তুমি মহাদেবের নমস্য, তুমি কল্যাণ কর, তুমি বজ্রপাণি পুরন্দরের মদগর্ব খর্ব করিয়াছ, হে ধীর! বিষয়াসক্ত আমার প্রতি তুমি কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ কর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ! তুমি শ্রীঅঙ্গের সুচিক্কণ শ্যামল কান্তিদ্বারা পুঞ্জীকৃত অঞ্জনকান্তি পরাভব করিয়াছ, তুমি সুদিব্য কালিন্দীতটে পুষ্পিত অরণ্যমধ্যে নিকুঞ্জস্থানে গোপাঙ্গনার সহিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিহার করিতেছ, অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি সকরুণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত কর ॥

হে গোপিকামুখচুম্বনপ্রিয়! তোমার করচরণাদি কান্তিদ্বারা অম্বুজকান্তি বিড়ম্বিত হইতেছে, তোমার নয়নযুগল খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল, তুমি গোপিকাগণের কবরীবন্ধন আলুলায়িত কর, তোমার কর্ণযুগলে কদম্ব কুসুম সুশোভিত ॥ ১৪ ॥

প্রেমোদ্বেল্লিতবল্লভির্বলয়িতস্ত্বং বল্লবীভির্বিভো
রাগোল্লাপিতবল্লকীবিততিভিঃ কল্যাণবল্লীভুবি।
সোল্লুণ্ঠং মুরলাকলাভিরমলং মল্লারমুল্লাসয়ন্
বাল্যেনোল্ললিতে দৃশৌ মম তড়িল্লীলাভিরুৎফুল্লয় ॥

ফুল্লাম্বুজম্
ব্রজপৃথুপল্লী পরিসরবল্লী-
বনভুবি তল্লাগণভৃতি মল্লী-
মনসিজভল্ল।-জিতশিবমল্লী-
কুমুদমতল্লীজুষি গতঝিল্লী-
পরিষদি হল্লীসকসুখঝল্লী-
রত পরিফুল্লীকৃতচলচিল্লী-
জিতরতিমল্লী মদ-ভর সল্লী-
লতিলকল্যাতনুশততুল্যা-
হবরসকুল্যাচটুলিতখল্যা-
প্রমথন কল্যাণচরিত ॥ ধীর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ! তুমি শ্রীবৃন্দাবনে সহাস্য বদনে মুরলী গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা সুমধুর মল্লার রাগের মুর্ছনা করিতেছ, প্রেমোন্মত্তা গোপিকাগণ তোমার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া মধুর বীণাধ্বনি করিতেছেন, অতএব হে বিভো! তোমার ঐ রূপ তড়িতের ন্যায় ক্ষণকালের নিমিত্ত দর্শন দিয়া ঐ অজ্ঞানান্ধের নয়নযুগল উল্লাসিত কর॥

হে নিকুঞ্জবিহারিন্! তুমি শ্রীবৃন্দাবনের রমণীয় প্রান্তস্থানে গমন করিয়া তথায় একদিকে কুমুদ কহ্লারাদি কুসুম শোভিত সরোবর, অপর দিকে বিবিধ তরুলতাকীর্ণ অরণ্যস্থলী, তন্মধ্যে মল্লিকাপুষ্প ও কন্দর্পের ভল্লাস্ত্র স্বরূপ বকপুষ্প সকল বিরাজিত, নিশীথসময়ে

গোপীঃ সম্ভৃতচাপলচাপলতাচিত্রয়া ভ্রুবা ভ্রময়ন্।
বিলস যশোদাবৎসল বৎসলসদ্ধেনুসংবীত ॥

বল্লবলীলাসমুদয় সমুচিত
পল্লবরাগাধরপুটবিলসিত
বল্লভগোপীপ্রবণিত মুনিগণ-
দুর্লভকেলীভরমধুরিমকণ
মল্লবিহারাদ্ভুততরুণিমধর
ফুল্লমৃগাক্ষাপরিবৃতপরিসর
চিল্লিবিলাসার্পিতমনসিজমদ
মল্লিকলাপামলপরিমলপদ
বল্লক-রাজীহরসুমধুরকল
হল্লকমালাপরিবৃতকচকুল ॥ বীর ॥ ১৫ ॥

ঝিল্লিকাগণ (কীট বিশেষ) সুমধুর ঝিল্লীরব করিতেছে, তদ্দর্শনে স্মরাবিষ্ট হইয়া গোপিকাগণের সহিত মণ্ডলাকারে নৃত্য ও তাঁহাদিগের সহিত রাসক্রীড়া করিয়া তুমি অপার আনন্দ অনুভব কর। হে মধুর লীলাকারিন্! ত্বদীয় ভ্রূযুগলের শোভাসন্দর্শনে কন্দর্পের কার্ম্মুকের মদগর্ব খর্ব হইয়াছে, তুমি নৃত্যগীতাদি লীলাবিষয়ে শত শত কন্দর্পতুল্য, হে কল্যাণচরিত! হে বীর! যুদ্ধপ্রিয় যে সকল দানবগণ তাহাদের তুমি নিগ্রহকারী ॥

বঙ্গানুবাদ—হে যশোদাবৎসল! তুমি সবৎস ধেনুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছ, তুমি চপল ভ্রূভঙ্গীদ্বারা ব্রজরমণীদিগকে বিমোহিত করিতেছ ॥

হে গোপলীলানুকারিন্! তোমার অধরবিম্ব নবপল্লবের ন্যায় সুশোভিত, তুমি ব্রজরমণীগণের অনুগত, ত্বদীয় মধুর লীলার

বল্লবললনাবল্লীকরপল্লবশীলিতস্কন্ধম্।
উল্লসিতঃ পরিফুল্লং ভজাম্যহং কৃষ্ণকঙ্কেল্লিম্ ॥

চম্পকম্

সঞ্চরদরুণচঞ্চলকরুণসুন্দরনয়ন কন্দরশয়ন
বল্লবশরণ পল্লবচরণ মঙ্গলঘুসৃণপিঙ্গলমসৃণ
চন্দনরচন নন্দনবচন খণ্ডিতশকট দণ্ডিতবিকট-
গর্ব্বিতদনুজ পর্ব্বিতমনুজ রক্ষিতধবল লক্ষিতগবল
পন্নগদলন সন্নগকলন বন্ধুরবলন সিন্ধুরচলন
কল্পিতমদনজল্পিতসদন মঞ্জুলমুকুট বঞ্জুললকুট-
রঞ্জিতকরভ গঞ্জিতশরভমণ্ডলবলিত কুণ্ডলচলিত
সন্দিতলপন নন্দিততপন-কন্যকসুষম বন্যককুসুম-
গর্ভক-বিরণদর্ভকশরণ তর্ণকবলিত বর্ণকললিত
শং বরবলয় ডম্বর কলয় ॥ দেব ॥

কণিকামাত্রও মুনিগণেরা দুর্লভ বলিয়া বোধ করেন, তুমি মল্লযুদ্ধে আশ্চর্য্য বাহুবিক্রম প্রকাশ করিয়া থাক, তুমি মৃগনয়না গোপাঙ্গনার সহিত সর্বদা পরিবৃত থাক, তুমি ভ্রূভঙ্গীদ্বারা যুবতী হৃদয়ে কন্দর্প সঞ্চার করিয়া থাক, মল্লিকা কুসুমের ন্যায় তোমার শ্রীঅঙ্গের গন্ধ, তুমি মধুর বংশীরবে হরিনগণকে আকর্ষণ কর, কুসুমমালাদ্বারা তোমার চূড়া সুশোভিত ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—গোপিকাগণ লতারূপ হইয়া করপল্লবদ্বারা যাঁহার স্কন্ধ আশ্রয় করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকেন, আমি পরমানন্দে সেই নন্দনন্দনরূপ অশোকবৃক্ষকে ভজনা করি ॥

হে গোবর্দ্ধন গুহাশায়িন্! তুমি করুণাযুক্ত অরুণবর্ণ নয়নযুগলে সুশোভিত, তুমি গোপবৃন্দের পরিপালক, তোমার পাদপদ্ম

দানবঘটালবিত্রে ধাতুবিচিত্রে জগচ্চিত্রে।
হৃদয়ানন্দি-চরিত্রে রতিরাস্তাং বল্লবীমিত্রে ॥
রিঙ্গদুরুভুঙ্গতুঙ্গগিরিশৃঙ্গশৃঙ্গরুতভঙ্গসঙ্গধৃতরঙ্গ ॥ বীর ॥ ১৬ ॥

ত্বমত্র চণ্ডাসুরমণ্ডলীনাং,
রণ্ডাবশিষ্টানি গৃহাণি কৃত্বা
পূর্ণান্যকার্ষীর্ব্রজসুন্দরীভি,-
র্বৃন্দাটবীপুণ্ড্রকমণ্ডপানি ॥

নবপল্লবের ন্যায় সুস্নিগ্ধ, কুঙ্কুমচন্দনাদি অনুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, তোমার বাক্য জগতের আনন্দকর, তুমি শকট ভঞ্জন করিয়াছ এবং অতি ভয়ঙ্কর ও গর্বিত দানবগণকে বিনাশ করিয়াছ, তোমাকে দর্শন করিয়া মনুষ্যগণ অপার আনন্দ লাভ করে, তুমি ধেনুগণের পরিপালক, তুমি গোচারণে যাইবার সময়ে মহিষশৃঙ্গ ধারণ কর, তুমি কালিয় নাগের মদগর্ব খর্ব করিয়াছ, তুমি গোবর্দ্ধনধারী, তুমি মনোজ্ঞ দর্শন, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় তোমার গমন, তোমার বাক্য অনঙ্গের আবাস, তোমার চূড়া অতি মনোহর, তোমার দক্ষিণহস্তে অশোকশাখা নির্মিত যষ্টি শোভা পাইতেছে, তোমার বলবিক্রমে সিংহও পরাভূত হয়, কর্ণযুগলে স্বর্ণকুণ্ডল দোদুল্যমান হওয়ায় তোমার শ্রীমুখের অপূর্ব শোভা হইয়াছে, তোমার শোভা সন্দর্শনে কলিন্দতনয়া যমুনা অতিশয় আনন্দিত হন, তোমার মৌলিদেশস্থিত মালা বন্যকুসুমদ্বারা রচিত হইয়াছে, তুমি দাবাগ্নিভীত গোপবালকদিগকে রক্ষা করিয়াছ, তোমার চারিদিকে গোবৎস সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুমদ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত। সুন্দরবলয়দ্বারা তোমার হস্তদ্বয় সুশোভিত, তুমি মধুরলীলা বিস্তার করিয়াছ, অতএব হে দেব! এক্ষণে করুণ নয়নে আমার কল্যাণ কর ॥

বঞ্জুলম্

জয় জয় সুন্দরবিহসিত মন্দর-
বিজিতপুরন্দর নিজগিরিকন্দর
রতিরসশন্ধর মণিযুতকন্ধর-
গুণমণিমন্দির হৃদি বলদিন্দির
গতিজিতসিন্ধুর পরিজনবন্ধুর
পশুপতিনন্দন তিলকিতচন্দন
বিধিকৃতবন্দন পৃথুহরিচন্দন-
পরিবৃতনন্দনমধুরিমনিন্দন-
মধুবন বন্দিতকুসুমসুগন্ধিত-
বনবররঞ্জিত রতিভরসঞ্জিত
শিখিদলকুণ্ডলসহকৃতভণ্ডিল
নবসিততণ্ডুলজয়িরদমণ্ডল
রতিরণপণ্ডিত বরতনুভণ্ডিত
নখপদমণ্ডিত দশনবিখণ্ডিত ॥ ধীর ॥

বঙ্গানুবাদ—তুমি নিখিল দানবগণের বিনাশক রক্ত পীতাদি গৈরিক ধাতুদ্বারা তুমি অলঙ্কৃত, তুমি জগতের বিস্ময়কর, তোমার চরিত্র শ্রবণে হৃদয়ে অপার আনন্দ হয়, তুমি ব্রজরমণীগণের বন্ধু, অতএব তোমাতে আমার ভক্তি হউক ॥

হে বীর! তুমি ভ্রমরগণ বেষ্টিত, অত্যুচ্চ অতি রমণীয় গিরিশৃঙ্গে শৃঙ্গ (শিঙা) ধ্বনি করিয়া মহানন্দরসে নিমগ্ন হও ॥ ১৬ ॥

হে ভগবন্! তুমি নিখিল দানবগন বিনাশ করিয়া উহাদের গৃহসকল বিধবামাত্রাবিশিষ্ট করিয়াছ, অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনে মাধবী-লতাকীর্ণ নিকুঞ্জ ব্রজরমণীগণে পরিপূর্ণ করিয়াছ ॥

নিনিন্দ নিজমন্দিরা বপুরবেক্ষ্য যাসাং শ্রিয়ং,
বিচার্য্য গুণচাতুরীমচলজা চ লজ্জাং গতা।
লসৎপশুপনন্দিনীততিভিরাভিরানন্দিতং,
ভবন্তমতিসুন্দরং ব্রজকুলেন্দ্র! বন্দেমহি ॥
রসপরিপাটী-স্ফুটরুবাটী-
মনসিজধাটী-প্রিয় নবশাটীহর জয় ॥ বীর ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ! তোমার শ্রীমুখমণ্ডলে মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত, তুমি গোবর্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রকে পরাভব করিয়াছ এবং ঐ পর্বত গুহায় রতিরঙ্গ বিস্তার করিয়া অসীম আনন্দ অনুভব কর, মণিদ্বারা তোমার গ্রীবা সুশোভিত, তুমি নিখিল গুণরত্নের আলয়; তোমার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, মাতঙ্গের ন্যায় তোমার সুন্দর গতি, তুমি, আত্মীয় জনের মনোজ্ঞ, তুমি মহাদেবের আনন্দপ্রদ, তোমার ললাট চন্দনতিলকে সুশোভিত. তুমি ব্রহ্মার স্তবনীয়, তোমার এই মধুবন দেব-তরুশোভিত নন্দনবনের শোভা পরাভব করিয়াছে, অতি প্রশস্ত কুসুমগন্ধে সুগন্ধিত এই শ্রীবৃন্দাবনে তুমি অনুরক্ত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমে বশীভূত, তোমার চূড়াস্থ ময়ূরপুচ্ছ ও কর্ণকুণ্ডলে শিরীষপুষ্প শোভা পাইতেছে, তোমার দন্তাবলী নবীন শুভ্রবর্ণ তণ্ডুলের ন্যায় সুশো-ভিত, তুমি রতিক্রীড়ায় সুপণ্ডিত, তুমি বসন্তোৎসবে রমণীগণের সহিত ভণ্ডব্যবহার (অশ্লীল পরিহাস) করিয়া থাক, গোপিকাগণের নখচিহ্ন ও দশনক্ষতে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত ॥

বঙ্গানুবাদ—হে গোকুলপতে! যাঁহাদের রূপলাবণ্য দেখিয়া লক্ষ্মী আত্মশরীরকে নিন্দা করেন এবং যাঁহাদের নৃত্যগীতাদি নৈপুণ্য দেখিয়া অচলনন্দিনী কাত্যায়নী মনে মনে লজ্জিতা হন, এই প্রকারে সেই ব্রজ-রমণীগণে পরিবৃত পরমসুন্দর তোমাকে আমি বন্দনা করি ॥

সম্ভ্রান্তৈঃ সষড়ঙ্গপাতমভিতো বেদৈর্মুদা বন্দিতা
সীমন্তোপরি গৌরবাদুপনিষদ্দেবীভিরপ্যর্পিতা।
আনম্রং প্রণবেন চ প্রণয়তো হৃষ্টাত্মনাভিষ্টুতা
মৃদ্বী তে মুরলীরুতির্মুররিপো! শর্ম্মাণি নির্ম্মাতু নঃ॥

কুন্দম্

নন্দকুলচন্দ্র লুপ্তভবতন্দ্র কুন্দজয়িদন্ত দুষ্টকুলহন্ত-
রিষ্টসুবসন্ত মিষ্টসদুদন্ত সন্দলিতমল্লি-কন্দলিতবল্লি-
গুঞ্জদলিপুঞ্জমঞ্জুতরকুঞ্জলব্ধরতিরঙ্গ হৃদ্যজনসঙ্গ-
শর্ম্মলসদঙ্গ হর্ষকৃদনঙ্গ মত্তপরপুষ্টরম্যকলঘুষ্ট
গন্ধভরজুষ্ট পুষ্পবনতুষ্ট কৃত্তখলযক্ষ যুদ্ধনয়দক্ষ
বল্লুকচপক্ষবদ্ধশিখিপক্ষ পিষ্টনতভৃষ্ণ তিষ্ঠ হৃদি কৃষ্ণ॥বীর॥

হে রমণীবসনহর! শৃঙ্গাররস, পুষ্পিত কানন ও কন্দর্প বিলাস এইসকল বস্তু তোমার অতিশয় প্রিয়, হে বীর! তোমার জয় হউক॥১৭

বঙ্গানুবাদ—হে মুরারে! সামাদি বেদগণ ষড়ঙ্গে মিলিত হইয়া সাদরে যাঁহাকে বন্দনা করেন, উপনিষদ্ দেবীরাও যাঁহাকে শিরোধার্য্য করিয়া গৌরব করেন, প্রণব অবনত হইয়া হৃষ্টচিত্তে যাঁহাকে স্তব করিতেছেন, এই প্রকার অতিমধুর ত্বদীয় মুরলীধ্বনি আমার কল্যাণ বিস্তার করুন॥

হে নন্দকুলচন্দ্র! তুমি জীবের সংসার বিষয়ক মোহ বিনাশ কর, তোমার দন্তাবলী কুন্দকুসুমের ন্যায় অতি শুভ্র, তুমি দুষ্টদানবগণের বিনাশক, তুমি বসন্তঋতুপ্রিয়, তোমার কথা অতি মধুর, বিকসিত মল্লিকার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ যে স্থানে মধুর গুন্‌গুন্ শব্দ করিতেছে, নবপল্লবিত লতা সকল যাহার চারিদিকে বিরাজ করিতেছে, এই প্রকার অতি রমণীয় নিকুঞ্জমধ্যে তুমি সর্বদা রতিরঙ্গ বিস্তার কর এবং প্রেয়সীগণের সহিত সঙ্গ করিয়া তুমি পুলকিত ও

তব কৃষ্ণ ! কেলিমুরলী, হিতমহিতঞ্চ স্ফুটং বিমোহয়তি।
একং সুধোর্ম্মিসুহৃদা, বিষবিষমেণাপরং ধ্বনিনা॥
সংনীতদৈতেয়নিস্তার কল্যাণ কারুণ্যবিস্তার।
পুষ্পেষুকোদণ্ডটঙ্কারবিষ্ফারমঞ্জীরপঙ্কার ॥ বীর ।

রঙ্গস্থলে তাণ্ডবমণ্ডলেন,
নিরস্য মল্লোত্তমপুণ্ডরীকান্।
কংসদ্বিপং চণ্ডমখণ্ডয়দ্যো,
হৃৎপুণ্ডরীকে স হরিস্তবাস্তু ॥

আনন্দিত হও, কন্দর্প তোমার আনন্দপ্রদ, কোকিলের ন্যায় অতিরমণীয় তোমার কলধ্বনি, সুগন্ধামোদিত পুষ্পবন তোমার অতিপ্রিয়, তুমি দুষ্ট শঙ্খচূড়কে নিহত করিয়াছ, তুমি যুদ্ধ কুশল, মনোজ্ঞ শিখিপুচ্ছ দ্বারা তোমার কেশকলাপ সুশোভিত, তুমি প্রণতজনের বিষয় তৃষ্ণা দূর কর, অতএব হে কৃষ্ণ ! তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থিতি কর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ ! তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া কি মিত্র কি শত্রু উভয় পক্ষই বিমোহিত হয়, মিত্র পক্ষেরা উহাকে অমৃত বলিয়া বোধ করেন ও শত্রুপক্ষীয়েরা উহাকে হলাহল বলিয়া বোধ করে॥

তুমি দানবগণ বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়াছ, তুমি জগতে মঙ্গলময়ী করুণা বিস্তার কর, ত্বদীয় নূপুরঝঙ্কার কন্দর্পের কোদণ্ড টঙ্কার বলিয়া বোধ হয় ॥ ১৮ ॥

যিনি যুদ্ধস্থলে মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে করিতে মহামল্ল চানূর প্রভৃতি ব্যাঘ্রগণ নিপাতিত করিয়া অতি ভয়ানক কংসরূপ হস্তিকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীহরি তোমাদিগের হৃদয় পদ্মে সর্বদা বিরাজ করুন ॥

বকুলভাসুরম্

জয় জয় বংশীবাদ্যবিশারদ শারদসরসীরুহপরিভাবক-
ভাবকলিতলোচনসঞ্চারণ চারণসিদ্ধবধূধৃতিহারক
হারকলাপরুচাঞ্চিতকুণ্ডল কুণ্ডলসদ্‌গোবর্দ্ধনভূষিত
ভূষিতভূষণচিদ্‌ঘনবিগ্রহ বিগ্রহখণ্ডিতখলবৃষভাসুর
ভাসুরকুটিলকচার্পিতচন্দ্রক চন্দ্রকলাপ-রুচাভ্যধিকানন
কাননকুঞ্জগৃহস্মরসঙ্গর সঙ্গরসোদ্ধুরবাহুভুজঙ্গম
জঙ্গমনবতাপিঞ্ছনগোপম গোপমনীষিতসিদ্ধিষু দক্ষিণ
দক্ষিণপাণিগদণ্ডসভাজিত ভাজিতকোটিশশাঙ্কবিরোচন
রোচনয়া কৃতচারুবিশেষক-শেষকমলভবসনকসনন্দন-
নন্দনগুণ মাং নন্দয় সুন্দর ॥ বীর ॥

বংগানুবাদ—হে বংশীবাদ্যবিশারদ ! তুমি শারদপদ্মনিন্দী নয়নাম্বুজ সঞ্চালন করিয়া সিদ্ধচারণ বধূগণের ধৈর্য্য হরণ কর, তোমার মণিমুক্তা-খচিত হারভূষণের প্রতিবিম্বে কর্ণকুণ্ডল অতিশয় শোভিত হইয়াছে, জলাশয়শোভিত গোবর্দ্ধনের অধিত্যকায় তুমি অবস্থান কর, ত্বদীয় সান্দ্র বিজ্ঞানময় কলেবর নিখিল ভূষণের ভূষণস্বরূপ, তুমি যুদ্ধ করিয়া দুষ্ট বৃষাসুরকে নিহত করিয়াছ, তোমার কুটিলকুন্তল ময়ূরপুচ্ছদ্বারা সুশোভিত, তোমার মুখচন্দ্র কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জভবনে অনঙ্গযুদ্ধে সুনিপুণ, ত্বদীয় বাহুভুজঙ্গ আলিঙ্গনাদি সম্ভোগ বিষয়ে উদ্দৃপ্ত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিলে বোধ হয় যেন অভিনব তমালবৃক্ষ বিচরণ করিতেছে, তুমি গোপগণের ইষ্টলাভের উদারতা প্রকাশ কর, তুমি দক্ষিণ হস্তে পশুপালনের নিমিত্ত দণ্ডধারণ করিয়াছ, তুমি শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য পরাভব করিয়াছ, তোমার ললাটে রোচনানির্ম্মিত সুন্দর তিলক

ভবতঃ প্রতাপতরণা,-বুদেতুমিহ লোহিতায়তি স্ফীতে।

দনুজান্ধকারনিকরাঃ, শরণং ভেজুর্গুহাকুহরম্ ॥

পুলিনধ্বতরঙ্গযুবতিকৃতসঙ্গ মদনরসভঙ্গগরিমলসদঙ্গ ॥ ধীর ॥

॥ ১৯ ॥

পশুষু কৃপাং তব দৃষ্ট্বা,

নূন-মিহারিষ্টবৎসকেশিমুখাঃ।

দর্পং বিমুচ্য ভীতাঃ, পশুভাবং ভেজিরে দনুজাঃ ॥

সুশোভিত হইতেছে, তোমার দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণকলাপ, ব্রহ্মা, অনন্ত, সনক ও সনন্দন প্রভৃতি দেবগণের প্রীতিকর, অতএব হে বীর! হে সুন্দর! তুমি দর্শন দিয়া আমাকে আনন্দিত কর ॥

বংগানুবাদ—হে নাথ! ইহলোকে তোমার প্রতাপসূর্য্যের উদয়ের প্রথমেই দানবগণরূপ অন্ধকার সকল ভীত হইয়া গিরিগুহার শরণ লইয়াছে ॥

হে ধীর! তুমি যমুনাতটবিহারিণী ব্রজরমণীর সঙ্গাভিলাষী, তোমার শ্রীঅঙ্গ মদনরসতরঙ্গে নিমগ্ন ॥ ১৯ ॥

হে নাথ! পশুগণের প্রতি তোমার অতিশয় করুণা দেখিয়া বৎস, কেশী প্রভৃতি অসুরগণ ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে দর্প পরিত্যাগপূর্ব্বক পশুভাব আশ্রয় করিয়াছ ॥

বকুলমঙ্গলম্

ত্বং জয় কেশব কেশবলস্তুত বীর্য্যবিলক্ষণ লক্ষণবোধিত
কেলিষু নাগর নাগরণোদ্ধত গোকুলনন্দন নন্দনতিব্রত-
সান্দ্রমুদর্পক দর্পকমোহন হে সুষমানবমানবতীগণ-
মাননিরাসক রাসকলাশ্রিত সস্তনগৌরবধূবৃত
কুঞ্জশতোষিত তোষিতযৌবত রূপভরাধিকরাধিকয়ার্চ্চিত
ভীরুবিলম্বিত লম্বিতশেখর কেলিকুলালস-লালসলোচন
রোষমদারুণদারুণদানবমুক্তিদলোকন লোকনমস্কৃত-
গোপসভাবক ভাবকশর্ম্মদ হন্ত কৃপালয় পালয় মামপি
॥ বীর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে কেশব! তোমার জয়, ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত ইহাঁরা তোমার স্তব করিতেছেন, বল বীর্য্য বিশ্বাতীত, পাদপদ্মে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি বিশেষ চিহ্ন থাকায় লোকে তোমাকে ভগবান্ বলিয়া বোধ করে, তুমি কেলিবিষয়ে সুচতুর, তুমি কালিয়নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্ধত হইয়াছিলে, তুমি গোকুলের আনন্দবর্ধন, তুমি পিতা বলিয়া নন্দমহারাজকে ভক্তি কর, তুমি ভক্তের গাঢ় আনন্দপ্রদ, তুমি কন্দর্পের মোহনকারী, অভিনব ব্রজরমণীগণ প্রণয়কোপবশতঃ মানবতী হইলেও তোমার শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব শোভাসন্দর্শনে তৎক্ষণাৎ মান পরিত্যাগ করেন, সুস্তনী গৌরাঙ্গী গোপিকাগণে পরিবৃত হইয়া তুমি রাসক্রীড়া আরম্ভ কর, তুমি শত শত কুঞ্জে অবস্থান করিয়া ব্রজরমণীকর্ত্তৃক পরিতোষিত হও, ব্রজরমণীর শিরোমণি শ্রীরাধিকা তোমার বিশেষ প্রীতি সম্পাদন করেন, তুমি ললিতাদি সখীগণে পরিবৃত হইয়া রাসস্থলে নৃত্য কর এবং নৃত্য করিতে করিতে তোমার শিরোভূষণ চূড়া লম্বিত হয়, রাসপরিশ্রমে তোমার নয়নযুগল আলস্যপূর্ণ হইলেও পুনর্বার তদ্দর্শনে লালসা

পরাভবং ফেণিলবক্ত্রতাঞ্চ,
বন্ধঞ্চ ভীতিঞ্চ মৃতিঞ্চ কৃত্বা।
পবর্গদাতাপি শিখণ্ডমৌলে,
ত্বং শাত্রবাণামপবর্গদোঽসি ॥ ০ ॥
প্রণয়ভরিত-মধুরচরিত ভজনসহিত-পশুপমহিত
॥ দেব ॥ ২০ ॥
নবশিখিশিখণ্ডশিখরা, প্রসূনকোদণ্ডচিত্রশস্ত্রীব।
ক্ষোভয়তি কৃষ্ণ! বেণী, শ্রেণীরেণীদৃশাং ভবতঃ ॥
অনুভূয় বিক্রমং তে, যুধি লব্ধাঃ কান্দিশীকত্বম।
ভিত্ত্বা কিল জগদণ্ডং, প্রপলায়াঞ্চক্রিরে দনুজাঃ ॥

করিতেছেন, হে লোকনমস্কৃত! তোমার সকোপ দৃষ্টিপাতে ক্রোধ-পরায়ণ মদমত্ত দানবগণও মুক্তিলাভ করিয়াছে, তুমি সমস্ত গোপগণের রক্ষক ও ভক্তগণের আনন্দপ্রদ, হে করুণানিধান! সম্প্রতি তুমি সংসার সমুদ্র হইতে আমাকে রক্ষা কর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শিখণ্ডমৌলে! তুমি শত্রুগণের প্রতি পরাভব, ফেণিল বক্ত্রত্ব, বন্ধন, ভয় ও মৃত্যু এই সমস্ত পবর্গের দাতা হইয়াও তাহাদিগকে অপবর্গদান করিতেছ (এই শ্লোকে যিনি পবর্গদাতা তিনিই অপবর্গদাতা এইরূপ বিরোধের আভাস থাকায় বিরোধভাস এবং প্রতি-কূল অর্থ হইতে অনুকূল অর্থ হওয়ায় অনুকূল অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে) ভক্তগণের প্রেমদ্বারা তোমার মধুরলীলা পরিপূর্ণ হইয়াছে, হে দেব! ভক্তি পরায়ণ গোপগণ কর্ত্তৃক তুমি পূজিত হও ॥ ২০ ॥

হে কৃষ্ণ! কন্দর্পের ছুরিকাস্ত্রের ন্যায় তোমার শিখণ্ড মণ্ডিত মস্তকের বেণী হরিণনয়না গোপাঙ্গনাদিগকে বিক্ষোভিত করিতেছে ॥

মানবতীমদহারিবিলোচন
দানবসঞ্চয়ঘূকবিরোচন।
ডিণ্ডিমবাদিসুরালিসভাজিত
চণ্ডিমশালিভুজার্গলরাজিত
দীক্ষিতযৌবত-চিত্তবিলোভন-
বীক্ষিত সুস্মিত-মার্দ্দবশোভন-
পর্ব্বতসংধৃতিনির্ধুতপীবর-
গর্ব্বতমঃপরিমুগ্ধশচীবর
রঞ্জিতমঞ্জু পরিস্ফুরদম্বর
গঞ্জিতকেশীপরাক্রমডম্বর
কোমলতাঙ্কিতবাগবতারক
সোমললামমহোৎসবকারক
হংসরথস্তুতিশংসিতবংশক
কংসবধূশ্রুতিনুন্নবতংসক
রঙ্গতরঙ্গিত চারুদৃগঞ্চল
সঙ্গতপঞ্চশরোদয়চঞ্চল
লুণ্ঠিতগোপসুতাগণশাটক
সঞ্চিতরঙ্গমহোৎসবনাটক
তারয় মামুরুসংসৃতিশাতন
ধারয় লোচনমত্র সনাতন ॥ ধীর ॥

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার বলবীর্য্য অনুভব করিয়া ভয়-ব্যাকুলিত দানবগণ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়াই যেন পলায়ন করিয়াছে॥

বঙ্গানুবাদ—তোমার নয়নযুগল দেখিলে মানবতী নারীর মানগর্ব অপগত হয়, তুমি দানবরূপে পেচকের সূর্য্যস্বরূপ, দেবগণ ডিণ্ডিম বাদ্য

তুরগদনুসুতাঙ্গগ্রাবভেদে দধানঃ,
কুলিশঘটিতটঙ্কোদ্দণ্ডবিস্ফুর্জিতানি।
তদুরুবিকটদংষ্ট্রোন্মৃষ্টকেয়ূরমুদ্রঃ,
প্রথয়তু পটুতাং বঃ কৈশবো বামবাহুঃ॥

করিয়া তোমার পূজা করেন, তুমি অতিশয় পরাক্রমযুক্ত বাহুরূপ অর্গলে সুশোভিত, তোমার দৃষ্টি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের চিত্তহারিণী, তোমার শ্রীমুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যে সুশোভিত, তুমি গোবর্দ্ধনধারণ করিয়া ইন্দ্রের বিপুল গর্ব খর্ব করিয়াছ, তুমি কুঙ্কুম রঞ্জিত মনোজ্ঞ বসনে সুশোভিত, তুমি কেশিনামক দানবের বিক্রম নষ্ট করিয়াছ, তোমার বাক্য অতি কোমল, মহাদেবের মহানন্দকারক, ব্রহ্মা স্তব করিয়া তোমার বংশকীর্তন করিয়াছেন, তুমি কংসবনিতা সকলের কর্ণযুগল অলঙ্কার শূন্য করিয়াছ, অর্থাৎ তোমা হইতে তাহারা বিধবা—হইয়াছে, নৃত্যসময়ে ত্বদীয় নয়নোপান্ত হইতে সুন্দর ভঙ্গী বিস্তার হইতে থাকে, কন্দর্পের উদয়ে তোমার শ্রীঅঙ্গ অপূর্ব শোভা ধারণ করে, তুমি ব্রজ-রমণীগণের বসনাপহারী, আশ্চর্য্য রস অনুভব করিয়া ভক্তগণ তোমার লীলা অবলম্বন পূর্বক কত কত নাটক রচনা করিয়াছেন, হে সনাতন! হে সংসারসিন্ধুনাবিক! তুমি একবার করুণা প্রকাশ করিয়া আমার প্রতি অবলোকন কর॥

বঙ্গানুবাদ—হে ভক্তগণ! যিনি কেশিনামক অসুরের পাষাণতুল্য অঙ্গ ভেদ করিতে বজ্রনির্ম্মিত পাষাণবিদারক অস্ত্রের প্রভাব ধারণ করিয়াছেন এবং ত্বদীয় দন্তাঘাতে যাঁহার কেয়ূরবন্ধন (অলঙ্কার বিশেষ বাজু ইতি প্রসিদ্ধ) শিথিল হইয়াছে, এই প্রকার সেই শ্রীহরির বামবাহু তোমাদের সমধিক ভক্তি বিস্তার করুন॥

মাধব বিস্ফুর দানবনিষ্ঠুর
যৌবতরঞ্জিত সৌরভসঞ্জিত ॥ বীর ॥ ২১ ॥

পলিতঙ্করণী দশা প্রভো! মুহুরন্ধঙ্করণীচ মাং গতা
সুভগঙ্করণী কৃপা শুভৈ-র্ন তবাঢ্যঙ্করণী চ ময্যভূৎ ॥

গুচ্ছঃ

জয় জলদমণ্ডলীদ্যুতিনিবহসুন্দর
স্ফুরদমলকৌমুদীমৃদুহসিতবন্ধুর
ব্রজহরিণলোচনাবদনশশিচুম্বক
প্রচুরতরখঞ্জনদ্যুতিবিলসদম্বক
স্মরসমরচাতুরীনিচয়বরপণ্ডিত
প্রণয়যুতরাধিকাপটিমভরভণ্ডিত
ক্বণদতুলবংশিকাহ্বতপশুপযৌবত
স্থিরসমরমাধুরীকুলরমিত-দৈবত
গ্রথিতশিখিচন্দ্রকস্ফুটকুটিলকুন্তল
শ্রবণতট-সঞ্চরন্মণিমকরকুণ্ডল
গ্রথিতনবতাণ্ডবপ্রকটগতিমণ্ডল
দ্বিজকিরণধোরণীবিজিতসিততণ্ডুল
স্ফুরিতবরদাড়িমীকুসুমযুতকর্ণক
ছদনবরকাকলীহ্বতচটুলতর্ণক ॥ ধীর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মাধব! হে দানবারে! তুমি আমার হৃদয়ে বিরাজ কর, তুমি ব্রজযুবতীগণের চিত্তরঞ্জনকারী এবং তাহাদিগের অঙ্গ সৌরভে বশীভূত হও ॥ ২১ ॥

হে প্রভো! এক্ষণে আমি বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইয়া অন্ধত্ব প্রায় হইয়াছি, তথাপি শরণাগত এ দাসের প্রতি তোমার শুভাবহ দৃষ্টিপাত হইল না ॥

পুন্নাগস্তবকনিবদ্ধকেশজূটঃ
কোটীরীকৃতবরকেকিপক্ষকূটঃ।
পায়ান্মাং মরকতমেদুরঃ স তন্বা,
কালিন্দীতটবিপিনপ্রসূনধন্বা॥
গর্গপ্রিয় জয় ভর্গস্তুত রস-
সর্গস্থিরনিজবর্গপ্রবণিত॥ বীর॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ---হে নাথ! নবীন মেঘমালার ন্যায় তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তি, তোমার মৃদুহাস্য শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোহর, তুমি হরিণনয়না ব্রজাঙ্গনাগণের মুখচন্দ্রমার চকোর, খঞ্জনের ন্যায় তোমার নয়নযুগল সুশোভিত, তুমি অনঙ্গযুদ্ধে বৈদগ্ধী বিদ্যায় সুপণ্ডিত, তুমি শ্রীরাধিকার প্রেমে বশীভূত, তুমি সুমধুর বংশীধ্বনি করিয়া ব্রজরমণী-দিগকে আকর্ষণ কর, যুদ্ধস্থলে তোমার অপূর্ব শোভা দর্শন করিয়া দেবগণ আনন্দিত হন, তোমার কুটিল কুন্তলে ময়ূরপুচ্ছ গ্রথিত থাকায় উহার অপূর্ব শোভা হইয়াছে, তোমার কর্ণযুগলে মণিময় মকরকুণ্ডলে সুশোভিত, তুমি রাসস্থলে সুন্দর পদভঙ্গী করিয়া চমৎকার নৃত্য কর, তুমি দন্তাবলির কিরণে শুভ্র তণ্ডুলের শোভা পরাভব করিয়াছ, তোমার কর্ণযুগল সুন্দর দাড়িম্ব কুসুমে সুশোভিত, তুমি নবীন তালপত্ররচিত বংশীরব করিয়া চঞ্চল বৎসগণকে সম্মুখে আনয়ন কর॥

বঙ্গানুবাদ—হে বৃন্দাবনকন্দর্প! তোমার কেশপাশ পুন্নাগ কুসুমে সুশোভিত, সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ তোমার চূড়ায় সুশোভিত, মরকত মণির ন্যায় তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তি, অতএব এই প্রকার রূপ দর্শন দিয়া আমাকে সংসারসাগর হইতে রক্ষা কর॥

হে গর্গাচার্য্যপ্রিয়! তুমি মহাদেবের স্তবনীয়, তুমি সুরসিকা ব্রজরমণীদিগের বশীভূত॥ ২২॥

দনুজবধূবৈধব্য, ব্রতদীক্ষাশিক্ষণাচার্য্যঃ।
স জয়তি বিদূরপাতী, মুকুন্দ! তব শৃঙ্গনির্ঘোষঃ॥
কুসুমনিকরনিচিত-চিকুর নখরবিজিতমণিজমুকুর
সুভটপটিমরমিতমথুর বিকটসমরনটনচতুর
সমদভুজগদমনচরণ নিখিলপশুপনিচয়শরণ
মুদিতমদিরমধুরনয়ন শিখরিকুহররচিতশয়ন
রমিতপশুপযুবতিপটল মদনকলহঘটনচটুল
বিষমদনুজনিবহমথন ভুবনরসদবিশদকথন
কুমুদমৃদুলবিলসদমলহসিতমধুরবদনকমল
মধুপসদৃশবিচলদলক মসৃণঘুসৃণকলিতিতিলক
নিভৃতমুষিতমথিতকলস সততমজিত মনসি বিলস॥ বীর॥

বংগানুবাদ—হে মুকুন্দ! যাহা দানব বধূদিগের বৈধব্যব্রতের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু এবং যাহা অতি দূরগামী এইরূপ ত্বদীয় শৃঙ্গধ্বনির জয় হউক॥

নানাপ্রকার কুসুমদ্বারা তোমার কেশপাশ সুশোভিত, তুমি নখর কান্তিদ্বারা মণিময় দর্পণের শোভা পরাভব করিয়াছ, তুমি যদুবংশীয় বীরপুরুষ দ্বারা মথুরামণ্ডল সুশোভিত করিয়াছ. তুমি ভয়ানক সমরক্ষেত্রে নৃত্য করিয়া থাক, তোমার চরণযুগল মদমত্ত কালিয়নাগের দর্পহারী, তুমি নিখিল গোপবৃন্দের পরিপালক, মত্ত খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল তোমার নয়নযুগল জগতের প্রীতিকর. তুমি গিরিগুহায় শয়ন করিয়া ব্রজরমণীগণের সহিত বিহার কর, তুমি কন্দর্পকলহে সুনিপুণ, তুমি ভয়ানক দানবগণ বিনাশ করিয়াছ, তোমার বাক্য জগতের আনন্দপ্রদ তোমার বদনকমল কুমুদপুষ্পের ন্যায় মধুর হাস্যযুক্ত, ভ্রমরমালার ন্যায় তোমার অলকাবলী সুশোভিত, তোমার ললাট নির্ম্মল কুঙ্কুমতিলকে

সখিচাতকজীবাতু,-র্মাধব ! সুরকেকিমণ্ডলোল্লাসি।
তব দৈত্যহংসভয়দং, শৃঙ্গাম্বুদগর্জ্জিতং জয়তি ॥
পুরুষোত্তম বীরব্রত যমুনাদ্ভুততীরস্থিত
মুরলীধ্বনিপুরক্রিয় সুরভীব্রজনাদপ্রিয় ॥ ধীর ॥ ২৩ ॥
জগতীসভাবলম্বঃ, স তব জয়ত্বম্বুজাক্ষ ! দোঃস্তম্ভঃ।
রভসাদ্বিভেদ দনুজান্, প্রতাপনৃহরির্যতোঽভ্যুদিতঃ ॥
চিত্রং মুরারে ! সুরবৈরিপক্ষ, স্তয়া সমন্তাদনুবদ্ধযুদ্ধঃ।
অমিত্রমুচ্চৈরবিভিদ্য ভেদং, মিত্রস্য কুর্ব্বন্নমৃতং প্রযাতি ॥

সুশোভিত, তুমি নির্জনে গোপিকাগণের নবনীতভাণ্ড অপহরণ কর, অতএব হে অজিত ! হে নাথ ! তুমি সর্বদা আমার মানসে বিরাজ কর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মাধব ! ত্বদীয় মিত্রমণ্ডলীরূপ চাতকগণের যাহা জীবনৌষধ, দেবগণরূপ ময়ূরবৃন্দের মহানন্দপ্রদ এবং দৈত্যরূপ হংসগণের যাহা ভয়াবহ, এইরূপ ত্বদীয় সেই শৃঙ্গধ্বনিরূপ মেঘগর্জনের জয় হউক ॥

হে পুরুষোত্তম ! হে বীরব্রত ! তুমি যমুনার রমণীয় তীরে অবস্থিতি করিয়া সুমধুর বংশীধ্বনি কর, ঐ বংশীধ্বনি-শ্রবণে সুরভীগণ হাম্বারব করিলে তুমি তাহা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ কর ॥ ২৩ ॥

হে অম্বুজ নয়ন ! যিনি ত্রিভুবনরূপ মণ্ডপের অবলম্বন অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিখিল জগৎ সুশোভিত হইতেছে এবং যাহা হইতে প্রতাপরূপ নরসিংহ আবির্ভূত হইয়া দানবগণের প্রাণ সংহার করিতেছেন এই প্রকার ত্বদীয় আশ্চর্য্য সেই বাহুস্তম্ভের জয় হউক ॥

হে মুরারে ! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যেহেতু তোমার বৈরিপক্ষ দানবগণ তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া অমিত্রভেদ করিতে পারিল না পরন্তু মিত্রকে ভেদ করিয়া অমৃত লাভ করিতেছে ॥

শ্রিতমঘজলধের্বহিত্রং চরিত্রং সুচিত্রং বিচিত্রং
ফণিত্রং সমিত্রং পবিত্রং লবিত্রং রুজাম্।
জগদপরিমিতপ্রতিষ্ঠং পটিষ্ঠং বলিষ্ঠং গরিষ্ঠং
বরিষ্ঠং ত্রদিষ্ঠং সুনিষ্ঠং দবিষ্ঠং ধিয়াম্।
নিখিলবিলসিতেঽভিরামং সরামং মুদা মঞ্জুদাম-
ন্নভামং ললামং শ্রিতামন্দধামন্নয়ে।
মধুমথন হরে মুরারে পুরারেরপারে সসারে
বিহারে সুরারেরুদারে চ দারে প্রভুম্।
স্ফুরিতমিনসুতাতরঙ্গে বিহঙ্গেশরঙ্গেণ গঙ্গে-
ষ্টভঙ্গে ভুজঙ্গেন্দ্রসঙ্গে সদঙ্গেন ভোঃ।
শিখরিবরদরীনিশান্তং প্রযান্তং সকান্তং বিভান্তং
নিতান্তং চ কান্তং প্রশান্তং কৃতান্তং দ্বিষাম্।
দনুজহর ভজাম্যনন্তং সুদন্তং নুদন্তং দৃগন্তং
হসন্তং বসন্তং ভজন্তং ভবন্তং সদা ॥ বীর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মধুসূদন! হে হরে! হে মুরারে! হে দনুজহর! আমি সর্বদা তোমাকে ভজনা করিতেছি, তুমি পাপার্ণবেত্র মহানৌকারূপ বিচিত্রলীলা বিস্তার করিয়াছ, তোমার লীলাগান করিলে অজ্ঞান ব্যক্তিরা জ্ঞানলাভ করে, তুমি সর্পাকার সুদর্শন নামক বিদ্যাধরকে পরিত্রাণ করিয়াছ, তোমাকে স্মরণ করিয়া যোদ্ধগণ যুদ্ধে জয়লাভ করে, তোমার চরিত্র অবিদ্যা নিবারক ও সংসাররোগের বিনাশক, জগতে তোমার অসীমকীর্তি প্রকাশ পাইতেছে তুমি কার্য্যদক্ষ ও মহাবল-পরাক্রান্ত, তুমি গুরুর গুরু ও মহতের মহৎ, তুমি মৃদু ও অমোঘব্রত, তুমি বুদ্ধির অগোচর, তুমি বিবিধ বিলাসপ্রিয় তুমি বলদেবের সহচর, তুমি মনোহর বনমালায় সুশোভিত, তুমি ক্রোধরহিত, তুমি ভুবন

পীত্বা বিন্দুকণং মুকুন্দ ! ভবতঃ সৌন্দর্য্যসিন্ধোঃ সকৃৎ-
কন্দর্পস্য বশং গতা বিমুমুহুঃ কে বা ন সাধ্বীগণাঃ ?
দূরে রাজ্যমযন্ত্রিতস্মিতকলাভ্রূবল্লরীতাণ্ডব-
ক্রীড়াপাঙ্গতরঙ্গিতপ্রভৃতয়ঃ কুর্ব্বন্তু তে বিভ্রমাঃ।
চারুতট রাসনট গোপভট পীতপট
পদ্মকর দৈত্যহর কুঞ্জচর বীরবর
নর্ম্মময় কৃষ্ণ জয় নাথ ॥ ২৪ ॥

ভূষণ, তোমার অসামান্য প্রভাব, তোমার উৎকৃষ্টলীলা মহাদেবের অগম্য, তুমি অসুরগণের সংসারে সমর্থ, তুমি ভুজগরাজ কালিয়ানাগের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রের ন্যায় অতি গভীর কালিন্দীজলে নিমগ্ন হইয়াছিল, তোমার তৎকালোচিত রূপ সন্দর্শনে খগরাজ গরুড়ের অদ্ভুত জ্ঞান হইয়াছিল, তুমি বিলাসের নিমিত্ত ব্রজরমণীগণে পরিবৃত হইয়া গিরিগুহারূপ রমণীয় আলয়ে গমন কর, তোমার রূপ অতিশয় মনোহর তুমি প্রশান্তচিত্ত হইলেও ভক্তদ্রোহি অসুরগণের কৃতান্তস্বরূপ, তুমি সর্ববাপক, মুক্তামালার ন্যায় তোমার দন্তাবলী, তুমি গোপিকাগণের প্রতি কটাক্ষভঙ্গী বিস্তার কর, তোমার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্য-যুক্ত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে ঋতুরাজ বসন্তের প্রতি প্রীতি প্রকাশ কর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মুকুন্দ ! সাধ্বী ব্রজরমণীগণ তোমার সৌন্দর্য্যসিন্ধুর বিন্দুমাত্র পানে কামপরবশ হইয়া বিমোহিত হইয়াছ, অতএব সম্প্রতি ত্বদীয় মন্দহাস্য ভ্রূক্ষেপ, অপাঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি বিলাস সকল স্বাধীন হইয়া অপর স্থানে রাজ্য শাসন করুক, অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী গোপিকাগণ তোমাকে দেখিয়াই তোমার বশীভূত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার জন্য আর বিশেষ যত্ন করিবার প্রয়োজন নাই ॥

সংসারাম্ভসি দুস্তরোর্ম্মিগহনে গম্ভীরতাপত্রয়ী-
কুম্ভীরেণ গৃহীতমুগ্রমতিনা ক্রোশন্তমন্তর্ভয়াৎ।
দীপ্রেণাশু সুদর্শনেন বিবুধক্লান্তিচ্ছিদাকারিণা
চিন্তাসন্ততিরুদ্ধমুদ্ধর হরে ! মচ্চিত্তদন্তীশ্বরম্॥
চণ্ডীপ্রিয়নত চণ্ডীকৃতবলরণ্ডীকৃতখলবল্লভ বল্লব
পট্টাম্বরধর ভট্টারক বককুট্টাক ললিতপণ্ডিতমণ্ডিত
নন্দীশ্বরপতিনন্দীহিতভর সন্দীপিতরসসাগর নাগর
অঙ্গীকৃতনবসঙ্গীতক বরভঙ্গীলবহৃত জঙ্গমলঙ্গিম
উর্ব্বীপ্রিয়কর খর্ব্বীকৃতখল-দর্ব্বীকরপতিগর্ব্বিতপর্ব্বত
গোত্রাহিতকর গোত্রাহিতদয় গোত্রাধিপধৃতিশোভন-
লোভন
বন্যাস্থিতবহুকন্যাপটহর ধন্যাশয়মণিচোর মনোরম
শম্পারুচিপট সম্পালিতভবকম্পাকুলজন ফুল্ল সমুল্লস
॥ ধীর ॥

তুমি রমণীয় কালিন্দীপুলিনে রাসক্রীড়া কর, শ্রীদামাদিগোপবালক তোমার প্রধান সহচর, তুমি পীতবসনে সুশোভিত, অম্বুজের সদৃশ তোমার করযুগল, তুমি দৈত্যগণের সংহারকারী, হে নাথ ! হে কৃষ্ণ ! তুমি বীরশ্রেষ্ঠ ও ক্রীড়া কৌতুকপরায়ণ অতএব তোমার জয় হউক ॥২৪

বঙ্গানুবাদ—হে হরে ! মদীয় চিত্তহস্তী দুস্তর তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত এই অগাধ সংসারসরোবরে অতি ভয়ানক তাপত্রয়স্বরূপ কুম্ভীরাক্রান্ত হইয়া ভয় ও চিন্তায় আকুল হইয়া অতিশয় ক্রন্দন করিতেছে, অতএব তুমি কৃপা করিয়া গজেন্দ্রমোক্ষের ন্যায় দীপ্ত সুদর্শনাস্ত্র দ্বারা ইহাকে উদ্ধার কর ॥

পিষ্ট্বা সংগ্রামপট্টে পলমকুটিলে দৈত্যগোকণ্টকানাং
ক্রীড়ালোট্টী-বিঘট্টৈঃ স্ফুটমরতিকরং নৈচিকীচারুকাণাম্
বৃন্দারণ্যং চকারাখিলজগদ গদঙ্কারকারুণ্যধারো
যঃ সঞ্চারোচিতং বঃ সুখয়তু স পটুঃ কুঞ্জপট্টাধিরাজঃ ॥
পিচ্ছলসদ্ঘননীলকেশ চন্দনচর্চ্চিতচারুবেশ
খণ্ডিতদুর্জ্জনভূরিমায় মণ্ডিতনির্ম্মলহারিকায় ॥ বীর ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ— হে নাথ ! তুমি মহাদেবের নমস্য. তুমি প্রচণ্ড বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া দুষ্ট দানবমহিষীদিগকে বিধবা করিয়াছ, অর্থাৎ নিখিল অসুর নিপাত করিয়াছ, পীতাম্বর ! হে গোপরাজ ! তুমি বকাসুরের নিহন্তা, তুমি পণ্ডিতমণ্ডলীর ভূষণ, তুমি নন্দ মহারাজের আনন্দকর, তোমার অনন্তলীলা, হে নাগর ! তুমি উজ্জ্বলরসের সাগর ও নবসঙ্গীত প্রিয়, তুমি অমানব হইলেও অঙ্গভঙ্গীদ্বারা মানবের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছ, তুমি পৃথিবীর আনন্দকর, তুমি কালিয়নাগের পর্বতাকার গর্ব খর্ব করিয়াছ, তুমি গাভীগণের হিতকর, তুমি নিজ কুটুম্বের প্রতি অতিশয় দয়া কর, তুমি গোবর্ধনধারণ সময়ে অপূর্বরূপে দর্শন দিয়া সকলের চিত্ত বিমোহিত করিয়াছ। হে মনো॰ম ! তুমি জলনিমগ্ন গোপকন্যাদিগের বসন হরণ করিয়াছ এবং ঐ সঙ্গে শ্রীরাধিকার চিত্ত-রত্নকেও চুরি করিয়াছিলে, বিদ্যুতের ন্যায় তোমার বসনের শোভা, তুমি সংসারভয়ভীত জনগণের পরিপালক, অতএব হে আনন্দময় ! হে বীর ! তোমার জয় হউক ॥

যাঁহার করুণা জগতের উপদ্রবনাশে চিকিৎসকস্বরূপ, যিনি সংগ্রাম-রূপ শিলাপৃষ্ঠে গোপগণের পীড়াকর, দানবগণরূপ কন্টকবৃক্ষকে নির্মূল

গীর্ব্বাণং স্ফুটমখিলং বিবর্দ্ধয়ন্তং,
নির্ব্বাণং দনুজঘটাস্থু সংঘটয্য॥
কুর্ব্বাণং ব্রজনিলয়ং নিরন্তরোত্থং,
পর্ব্বাণং মুরমথন ! স্তবে ভবন্তম্ ॥
উদঞ্চদতিমঞ্জুলস্মিতসুধোর্ম্মিলীলাস্পদং
তরঙ্গিতবরাঙ্গনাস্ফুরদনঙ্গরঙ্গাম্বুধিঃ।
দৃগিন্দুমণিমণ্ডলীসলিলনির্ঝরস্যন্দনো
মুকুন্দ ! মুখচন্দ্রমাস্তব তনোতু শর্ম্মাণি নঃ ॥

করিয়া শ্রীবৃন্দাবনকে নিষ্কণ্টক ও গমনাগমনের সুন্দর উপায় করিয়াছেন, সেই নিকুঞ্জাধিরাজ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে আনন্দিত করুন ॥

হে নাথ ! তোমার নীলবর্ণ কুটিল কুন্তল ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত, তোমার শ্রীঅঙ্গ সুন্দর চন্দনাদি অনুলেপনে সুশোভিত, তুমি দুর্জ্জনরূপ শৃগালবৃন্দ সংহার করিয়াছ, তোমার শ্রীঅঙ্গ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সকলের চিত্ত হরণ করিতেছে ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মুরমথন ! তুমি দানবগণ বিনাশ করিয়া দেবগণের শ্রী বৃদ্ধি করিতেছ এবং ব্রজধামকে নিত্যোৎসবে পূর্ণ করিয়াছ, এ নিমিত্ত আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ স্তব করিতেছি ॥

হে মুকুন্দ ! যিনি হাস্যরূপ সুধাতরঙ্গের আকর, যাহার উদয়ে ব্রজরমণীগণের অনঙ্গ সমুদ্র উচ্ছলিত হয় এবং যাহার দর্শনে ভক্তগণের নয়নরূপ চন্দ্রকান্তমণি হইতে জলবিন্দু নিঃসৃত হইয়া থাকে এই প্রকার ত্বদীয় মুখচন্দ্র আমাদের সমূহ আনন্দ বর্ধন করুন ॥

মিশ্রকলিকা

দুষ্টদুর্ম্মদারিষ্ট-কণ্ঠীরবকণ্ঠবিখণ্ডনখেলদষ্টাপদ
নবীনাষ্টাপদবিস্পর্দ্ধিপট্টাম্বরপরীত
গরিষ্ঠগণ্ডশৈলসপিণ্ডবক্ষঃপট্ট পাটব-
দণ্ডিতচটুলভুজঙ্গম কন্দুকবিলসিতলঙ্গিম
ভণ্ডিলবিচকিলমণ্ডিত সঙ্গরবিহরণপণ্ডিত
দন্তুরদনুজবিড়ম্বক কুণ্ঠিতকুটিলকদম্বক।
খচিতাখণ্ডলোপলবিরাজদণ্ডজরাজকুণ্ডল-
মণ্ডিতমঞ্জুলগণ্ডস্থল বিশঙ্কটভাণ্ডীরতটীতাণ্ডব-
কলারঞ্জিতসুহৃন্মণ্ডল নন্দবিচুম্বিত-কুন্দনিভস্মিত
গন্ধকরম্বিত শন্দবিচেষ্টিত তুন্দপরিস্ফুরদণ্ডকডম্বর।
দুর্জনভোজেন্দ্রকণ্টককন্দোদ্ধারণোদ্দামকুদ্দাল
বিনম্রবিপদ্দারুণধ্বান্তবিদ্রাবণ-
মার্ত্তণ্ডোপমকৃপাকটাক্ষ
শারদাচণ্ডমরীচিমাধুর্য্যবিড়ম্বিতুণ্ডমণ্ডল।
লোষ্টিকৃতমণিকোষ্ঠীকুলমুনিগোষ্ঠীশ্বর
মধুরোষ্ঠীপ্রিয় পরমেষ্ঠীড়িত পরমেষ্ঠীকৃতনর ॥ ধীর ॥

বঙ্গানুবাদ - হে কৃষ্ণ! অতি দুর্দ্দান্ত সিংহতুল্য বৃষাসুরের কণ্ঠচ্ছেদনে তুমি শরভ, (হিংস্রক মৃগবিশেষ) তুমি স্বর্ণবর্ণ পীতাম্বরে সুশোভিত, বিশাল শিলাখণ্ডের ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় তোমার বাহুবলে খলরাজ কালিয়নাগ দণ্ডিত হইয়াছে, তুমি কন্দুক খেলায় তৎপর, তুমি শিরীষপুষ্প ও মল্লিকা কুসুমে সুশোভিত, তুমি যুদ্ধক্রীড়ায় সুপণ্ডিত, তুমি ভয়ঙ্কর দানবগণের বিনাশক, তুমি কুটিল জনগণের

উপহিতপশুপালীনেত্রসারঙ্গতুষ্টিঃ,
প্রসরদমৃতধারাধোরণীধৌতবিশ্বা।
পিহিতরবিসুধাংশুঃ প্রাংশুতাপিঞ্ছরম্যা,
রময়তু বকহন্তুঃ কান্তিকাদম্বিনী বঃ॥

অথ বা সাপ্তবিভক্তিকী কলিকা

যঃ স্থিরকরুণস্তর্জ্জিতবরুণস্তর্পিতজনকঃ সম্মদজনকঃ।
প্রণতবিমায়ং জগুরনপায়ং ঘনরুচিকায়ং সুকৃতিজনা যম্।
সুজনকলিতকথনেন প্রবলদনুজমথনেন
প্রণয়িষু রতমভয়েন প্রকটরতিষু কিল যেন।

নিগ্রহকর, তোমার মনোহর গণ্ডস্থল, ইন্দ্রনীলমণি খচিত মকর কুণ্ডলে সুশোভিত, তুমি সুবিস্তীর্ণ ভাণ্ডীরতটে নৃত্য করিয়া গোপাঙ্গনাদিগকে আনন্দিত কর, কুন্দকুসুমতুল্য মন্দ মন্দ হাস্যে ত্বদীয় মুখমণ্ডল শোভিত ও নন্দঘোষের আনন্দপ্রদ, তোমার লীলা ভক্তগণের কল্যাণপ্রদ, তোমার উদর মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, দুর্দ্দান্ত কংসরূপ কন্টকবৃক্ষের মূলোৎপাটনে তুমি বিশাল কুদ্দালস্বরূপ, তুমি প্রণত জনের বিপদ্‌রূপ গাঢ় অন্ধকার বিনাশে সূর্য্যস্বরূপ, শরৎকালীন পুর্ণ চন্দ্রের ন্যায় তোমার শ্রীমুখমণ্ডল সুশোভিত, তুমি সংসারবিরক্ত মুনিজনের উপাস্য, তুমি বিম্বোষ্ঠী ব্রজরমণীগণের প্রিয়, তুমি ব্রহ্মার আরাধ্য, তুমি ভক্তদিগকে ব্রহ্মত্বপদ প্রদান কর॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি ব্রজরমণীগণের নয়নচাতকের আনন্দপ্রদ, যাঁহার অমৃতবর্ষণের এই নিখিল জগৎ পবিত্র হইতেছে, যিনি চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা আচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেই তমালশ্যামল শ্রীকৃষ্ণের কান্তিকাদম্বিনী তোমাদের আনন্দ বর্ধন করুন॥

যস্মৈ পরিধ্বস্তদুষ্টায় চক্রুঃ স্পৃহাং মাল্যজুষ্টায়-
দিব্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কেলিতুষ্টায় কন্দর্পরঙ্গেণ পুষ্টায়।
ধ্বতোৎসাহপূরাদ্ দ্যুতিক্ষিপ্তসূরাদ্-
যতোঽরিবিদূরাদ্ভয়ং প্রাপ শূরাৎ।
যস্যোত্তমাঙ্গস্য সঞ্চার্য্যপাঙ্গস্য
বেণুর্ললামস্য হস্তেঽভিরামস্য।
স্মিতবিস্ফুরিতেঽজনি যত্র হিতে
রতিরুল্লসিতে সুদৃশাং ললিতে।
স ত্বং জয় জয় দুষ্টপ্রতিভয়
ভক্তস্থিরদয় লুপ্তব্রজভয় ॥ বীর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে নাথ! তোমার করুণা অনপায়িনী, ত্বদীয় পিতা নন্দমহারাজ বরুণকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে তুমি বরুণালয়ে গমনপূর্ব্বক তাহাকে কত তিরস্কার করিয়াছিলে, অনন্তর বরুণভীত হইয়া তোমার পিতাকে সাদরে পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর নিজালয়ে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে গোলোকধাম দর্শন করাইয়া তাহাদিগকে অপার আনন্দ প্রদান করিয়াছ, পণ্ডিতগণ তোমাকে নবনীরদ কান্তি নিত্যবস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তোমার ভক্তগণ-মায়া-শূন্য, পণ্ডিতগণ তোমার লীলা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তুমি দুর্দ্দান্ত দানবগণের বিনাশক, তুমি ভক্তিপরায়ণ প্রণয়িজনের অনুগত, সুরনারীগণ কন্দর্প বশবর্ত্তিনী হইয়া তোমাকে অভিলাষ করেন, তুমি মাননীয় জনের সেব্য, তুমি লীলাপ্রিয়, তুমি কন্দর্পরসে পরিতুষ্ট, শত্রু সংহার করিতে তোমার বিলক্ষণ উৎসাহ, সূর্য্যের ন্যায় তোমার তেজঃপুঞ্জ, কংসাসুর দূর হইতেই

হংসোত্তমাভিলষিতা, সেবকচক্রেষু দর্শিতোৎসেকা।
মুরজয়িনঃ কল্যাণী, করুণাকল্লোলিনী জয়তি॥
মিত্রকুলোদিতনর্ম্মসুমোদিত
রঞ্জিতরাধিক শর্ম্মভরাধিক॥ ধীর॥ ২৬॥
মধুরেশ! মাধুরীময়! মাধব! মুরলীমতল্লিকামুগ্ধ!
মম মদনমোহন! মুদা, মর্দ্দয় মনসো মহামোহম্॥

তোমার বলবিক্রম দেখিয়া ভীত হইয়াছিল' তোমার হস্তে সুন্দর বংশী সুশোভিত হইতেছে, তুমি সর্বাঙ্গে সুশোভিত, তুমি অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা সকলের চিত্ত হরণ কর, তুমি পরমসুন্দর, তুমি জগতের শিরোভূষণ, তোমাতে সুন্দর ব্রজরমণীগণের অনুরাগ বৰ্দ্ধিত হয় তোমার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যে সুশোভিত, তুমি জগতের হিতকারী, তুমি পরমসুন্দর ও সর্বদা উল্লাসযুক্ত, তুমি দুষ্টগণের পক্ষে দারুণ, ভক্তজনের প্রতি তোমার দয়া সুস্থিরা, তুমি ব্রজের ভয় দূর করিয়াছ। অতএব হে বীর তোমার পুনঃ পুনঃ জয় হউক॥

বঙ্গানুবাদ—হে ধীর! তোমার যে করুণানদীকে জ্ঞানিভক্তরূপ হংসগণ অভিলাষ করেন কিন্তু প্রাপ্ত হন নাই, পরন্তু ভজনশীল সেবকগণ ঐ নদীতে অবগাহন করিয়া থাকেন। হে মুরারে! তোমার সেই করুণানদীর জয় হউক॥ তুমি মিত্রগণের পরিহাস বাক্যে আনন্দিত, তোমাতে রাধিকা অনুরাগিনী, তুমি রাধিকার অনঙ্গলব্ধ আনন্দের পরিপূর্ণ॥ ২৬॥

হে মথুরানাথ! হে মাধুরীময়! হে মাধব! হে প্রশস্ত মুরলী-দ্বারা মনোমোহন! হে মদনমোহন! তুমি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দ্বারা আমার মানসিক মহামোহ বিনাশ কর॥

অক্ষময়ী

অচ্যুত জয় জয় আর্ত্তকৃপাময় ইন্দ্রমখার্দ্দন ঈতিবিশাতন
উজ্জ্বলবিভ্রম উর্জ্জিতবিক্রম ঋদ্ধিধুরোদ্ধুর ঋভুদয়াপর
ঌদিবকৃপেক্ষিত ৡবদলক্ষিত এধিতবল্লব ঐন্দবকুলভব
ওজঃস্ফূর্জ্জিত ঔগ্র্যবিবর্জ্জিত অংসবিশঙ্কট অষ্টাপদপট
কঙ্কণযুতকর খণ্ডিতখলবর গতিজিতকুঞ্জর ঘনঘুসৃণাম্বর
ঙুতমুরলীরত চলচিল্লীলত ছলিতসতীশত জলজোদ্ভবনুত
ঝষবরকুণ্ডল ঞ্রোঙূয়িতদল টঙ্কিতভূধর ঠনিভাননবর
ডমরঘটাহর ঢক্কিতকরতল
ণখরধৃতাচল তরলবিলোচন-
থূৎকৃতখঞ্জন দনুজবিমর্দ্দন-
ধবলাবর্দ্ধন নন্দসুখাস্পদ
পঙ্কজসমপদ ফণিনুতিমোদিত
বন্ধুবিনোদিত ভঙ্গুরিতালক
মঞ্জুলমালক যষ্টিলসদ্ভুজ
রম্যমুখাম্বুজ ললিতবিশারদ-
বল্লবরঙ্গদ শর্ম্মদচেষ্টিত ষট্‌পদবেষ্টিত সরসীরুহধর
হলধরসোদর ক্ষণদগুণোৎকর ॥ বীর ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অচ্যুত! তোমার জয়, তুমি আর্ত্তব্যক্তিকে অনুকম্পা কর, তুমি ইন্দ্রের যজ্ঞহন্তা, তুমি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিভীতির নিবারক, তুমি উজ্জ্বলরসপ্রিয়, তুমি উর্জিতবিক্রম, তুমি ঋদ্ধি (সমৃদ্ধি) যুক্ত, তুমি ঋভুগণের (দেববৃন্দের) অনুগ্রাহক, তুমি ঌকারের ন্যায় কৃপাপরায়ণ অর্থাৎ হ্রস্ব ঌকারের যেরূপ কৃপ ধাতুতে কৢপ্ত হয়

সেইরূপ তুমিও কৃপায় কৢপ্ত, তুমি দীর্ঘ ঌকারের ন্যায় অলক্ষিত অর্থাৎ দীর্ঘ ঌকার যেমন অদৃশ্য তুমিও সেইরূপ অদৃশ্য, তুমি গোপবৃন্দের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছ, তুমি চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি তেজস্বী ও অনুগ্রহ-স্বভাব, তুমি বিশালস্কন্ধ, তুমি স্বর্ণকান্তি পীতাম্বরে সুশোভিত ত্বদীয় পাণিযুগল কঙ্কনভূষণে ভূষিত, তুমি খলের গর্বকে খর্ব করিয়াছ তুমি গজেন্দ্রগমন, তুমি ঘন কুঙ্কুমের ন্যায় পীতবসন পরিধান করিয়াছ, তুমি মুরলীবাদন প্রিয়, তুমি চঞ্চল ভ্রূযুগলে সুশোভিত, ব্রজরমণীগণের পাতিব্রত্য তোমাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, তুমি ব্রহ্মার আরাধ্য, তোমার কর্ণযুগল মকরকুণ্ডলে সুশোভিত, তুমি গোচারণ সময়ে তাল-পত্র নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রের শব্দ পুনঃ পুনঃ করিয়া থাক, তুমি গোবর্ধনধারী, তুমি চন্দ্রানন, তুমি গোবর্ধন ধারণ সময়ে ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘগণকে অপসারিত করিয়াছ, হে নাথ ! তুমি নখাগ্রদ্বারা গোবর্ধন ধারণ করিয়া তোমার ঐ বামহস্ত যেন পটহের ন্যায় জগতে তোমার অসীম কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে লাগিল। তোমার চঞ্চলনয়ন খঞ্জনের ন্যায় সুশোভিত, তুমি দনুজকুল নিহন্তা, তুমি সুরভীগণের পালক, তুমি শ্রীনন্দের আনন্দের স্থান, তোমার সমস্ত অঙ্গ পঙ্কজের ন্যায় মনোহর, তুমি কালিয়নাগের স্তবে পরিতুষ্ট, তুমি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ কর, তুমি কুটিল অলকাবলীতে সুশোভিত, তোমার গলে বনমালা সুশোভিত, তুমি গোপালনের নিমিত্ত দক্ষিণহস্তে যষ্টি ধারণ করিয়াছ, তোমার মুখাম্বুজ অতি মনোহর, তুমি বিদ্যাবিশারদ বল্লবগণের রঙ্গপ্রদ, তোমার লীলা ভক্তগণের আনন্দপ্রদ, তুমি ভ্রমর-শোভিত লীলা পদ্মধারণ করিয়াছ, তুমি হলধরের সহোদর, তোমার গুণবৃন্দ জীবের উৎসবদায়ী ॥

কর্ণে কল্পিতকর্ণিকঃ কলিকয়া কামায়িতঃ কান্তিভিঃ
কান্তানাং কিলকিঞ্চিতং কিসলয়ন্ কীলালধিঃ কীর্ত্তিভিঃ।
কুর্ব্বন্ কূর্দ্দনকানি কেশরিতয়া কৈশোরবান্ কোটিশঃ
কোপী কৌকুরকংসকষ্টকৃতিকঃ কৃষ্ণঃ ক্রিয়াৎ কাঙ্ক্ষিতম্ ॥
সৌরীতটচর গৌরীব্রতপরগৌরীপট্টহর চৌরীকৃতকর
॥ ধীর ॥ ২৭ ॥
প্রেমোরুহট্টহিণ্ডুক ! কক্খটস্বভটেন্দ্রকণ্ঠকুট্টাক !
কুরু কৌঙ্কুমপট্টাম্বর ! ভট্টারক ! তাণ্ডবং হৃদি মে ॥

বংগানুবাদ—যাঁহার কর্ণে চম্পককলিকা সুশোভিত হইতেছে, যিনি শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে কন্দর্পতুল্য হইয়াছেন, যিনি প্রেয়সীগণের কিলকিঞ্চিত ভাব (ক্রন্দনহাস্য, ভয়, ও কম্পাদি একত্র বহুবিধ শৃঙ্গার ভাব) করিতেছেন, যিনি যশের সমুদ্র, যিনি কংসালয়ে পিতা মাতার নিন্দা শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় তরুণ সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতেছেন এবং যাঁহার বিক্রম দেখিয়া কংসাসুর ভীত হইতেছে, সেই বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি কালিন্দীতটে কাত্যায়নীব্রতপরায়ণ গোপিকাগণের বসনহরণ করিয়াছ ॥

হে পীতাম্বর ! হে দেব ! তুমি আমার হৃদয়ে নৃত্য কর, তুমি প্রেমের অধীন হইয়া হট্টে গমন কর, তুমি দানবগণের অতি কঠোর কণ্ঠ চক্র দ্বারা ছেদন করিয়াছ ॥

বিবৃতবিবিধবাধে ভ্রান্তিবেগাদগাধে
বলবতি ভবপূরে মজ্জতো মেহবিদূরে।
অশরণগণবন্ধো! হে কৃপাকৌমুদীন্দো!
সকৃদকৃতবিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বম্ ॥ ১ ॥
নামানি প্রণয়েন তে সুকৃতিনাং তন্বন্তি তুণ্ডোৎসবং
ধামানি প্রথয়ন্তি হন্ত জলদশ্যামানি নেত্রাঞ্জনম্!
সামানি শ্রুতিশষ্কুলীং মুরলিকাজাতান্যলঙ্কুর্বতে
কামানির্ব্ভচেতসামিহ বিভো! নাশাপি নঃ শোভতে ॥ ২ ॥

হে ভূভারহারিন্! তুমি কালিয়নাগের উপর নৃত্য করিয়া তাহাকে দণ্ডিত করিয়াছ, তুমি ব্রজবালকগণে পরিবৃত, অতএব তোমার জয় হউক ॥

তোমার কটিদেশে কিঙ্কিনী মধুরশব্দ করিতেছে, তোমার নখ অতি তীক্ষ্ণ, দাড়িম্ববীজের ন্যায় তোমার দন্তাবলী সুশোভিত ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অনাথনাথ! হে কৃপাকৌমুদীপতে! নানাবিধ ক্লেশের আলয়, ভ্রান্তিবেশ বশতঃ অতিশয় অগাধ ও অপার এই ভবপ্রবাহে আমি নিমগ্ন হইয়াছি, অতএব হে নাথ! তুমি একবার কৃপা করিয়া হস্তধারণ পূর্বক আমাকে উদ্ধার কর ॥ ১ ॥

হে বিভো! অচ্যুত অনন্ত প্রভৃতি তোমার নাম সকল ভক্ত-গণের মুখের উৎসববর্ধন করিতেছে, নবনীরদের ন্যায় তোমার অঙ্গকান্তি ঐ সমস্ত ভক্তগণের নয়নাঞ্জন হইয়াছে এবং তোমার মুরলী-ধ্বনিসম্ভূত সঙ্গীত-সকল তাঁহাদেরই কর্ণভূষণ হইয়াছে, অর্থাৎ ভক্তগণই তোমার নাম কীর্তন করিতেছেন, তাঁহারাই তোমার রূপ দর্শন করিতেছেন এবং তাঁহারাই তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন,

ব্যুৎপন্নঃ সুস্থিরমতির্গতগ্লানির্গলস্বনঃ ।
ভক্তঃ কৃষ্ণে ভবেদ্‌যঃ স বিরুদাবলি-পাঠকঃ ॥ ৩ ॥
রম্যয়া বিরুদাবল্যা প্রোক্তলক্ষণযুক্তয়া ।
স্তূয়মানঃ প্রমুদিতো বাসুদেবঃ প্রসীদতি ॥ ৪ ॥
যঃ স্তৌতি বিরুদাবল্যা মথুরামণ্ডলে হরিম্‌ ।
অনয়া রম্যয়া তস্মৈ তূর্ণমেষ প্রসীদতি ॥ ৫ ॥

কিন্তু তোমার ঐ নামরূপাদি বিষয়-কলুষিতচিত্ত মাদৃশজনের আশাকে শোভাবতী করিতে সমর্থ হইতেছে না ।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদ—যিনি ব্যাকরণাদিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুস্থিরমতি, সুকণ্ঠ এবং নিরুদ্বেগ ও কৃষ্ণভক্ত হয়েন, তিনিই এই গোবিন্দবিরুদাবলী পাঠের অধিকারী ।। ৩ ।।

যথোক্ত লক্ষণলক্ষিত এই রমনীয় গোবিন্দবিরুদাবলীদ্বারা যে মহাত্মা হৃষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন ভগবান্ নন্দনন্দন অচিরাৎ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন ।। ৪ ।।

যিনি মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া এই রমণীয় গোবিন্দবিরুদাবলী-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন, ভগবান্ বাসুদেব অচিরাৎ তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হয়েন ।। ৫ ।।

॥ ইতি শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলিঃ সমাপ্তা ॥